INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963

March 19, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 19th March, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, two Deputy Ministers, the Deputy Speaker.

Mr. Speaker :—I am taking up the Starred Questions. I would call on Shri Sunil Kr. Choudhury.

Shri Sunil Kr. Choudhury :—Starred Question No. 2

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 2

QUESTIONS	REPLIES
(a) Total number of forest offences recorded by the Forest Department during last 5 years.	9384 Nos.
(b) Number of Tribal people involved.	1625 Nos.
(c) Total amount of fines imposed on the tribal offenders	Rs 2,575/-

SUPPLEMENTARIES :

শ্রী এন. চক্রবর্ত্তী ঃ—এই যে নাইন থাউজ্যাণ্ড অ্যাবাভ্ কেসেস্ হয়েছে তাতে টোট্যাল ফাইন্ ইম্পোজড হয়েছে কত মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী বি. দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস্।

শ্রী এন. চক্রবর্ত্তী ঃ—মিষ্টার ডিম্যাণ্ড নোটিস্, এই যে স্পেসিফিক নেচার অব অফেন্সেস্ ট্রাইবেলসরা করেছে সেটা কি তা জানাবেন কি ?

শ্রী বি. দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস্।

শ্রী চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডিম্যাণ্ড নোটিস্ মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করছি......আমি ডিম্যাণ্ড নোটিস্ বলছি, কারণ রাস্তায় ওদের ছেলেরা ডিম্যাণ্ড নোটিস্ বলে ডাকে পেছনে পেছনে।

(ভয়েস্) :—আপনারা কি শুনেছেন ?

মিষ্টার স্পীকার ঃ—তা যা হক, আমি বলছি। Please let me speak. Let the streeters say whatever they like. But the Hon'ble Members of this August Body should behave in a way which are befitting to them. That is my opinion.

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মা•নীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে ওদের অফেন্স'এর জন্য শাস্তি হয়েছে তার মধ্যে জুমিং'এর জন্য কাহাকেও শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রী বি. দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই সম্বন্ধে বলেছি যে স্পেসিফিক কোন কেসের উপর offence হয়েছে কিনা তার উপর নোটিস ডিম্যাণ্ড করেছি, কাজেই সেটা না আসা পর্য্যন্ত আমি এই মুহূর্ত্তে কিছু বলতে পারছিনা।

শ্রী এন. চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ভায়োলেশন অব রিজার্ভ ফরেষ্ট রেগুলেশন তার জন্য কাহাকেও কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রী বি. দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

মিষ্টার স্পীকার ঃ—আই উড্ নাউ কল্ অন্ শ্রী হেমন্ত দেব।

শ্রী হেমন্ত দেব ঃ—কোয়েস্চান্ নাম্বার ৩৪।

শ্রী বি. দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েস্চান্ নাম্বার ৩৪।

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state.

(a) What special facilities are given to scheduled castes and scheduled tribes agriculturists for improvement of land and agricultural practices.

ANSWER

The following special facilities are given to the scheduled castes and scheduled tribes agriculturists for improvement of land and agricultural practices :—

(i) For rehabilitation of Jhumias, each family is alloted 2 (two) standard acres of Khas land and a cash grant of Rs. 500/- is given to them to reclaim the land and to purchase bullocks, agricultural implements, etc.

(ii) For settlement of landless scheduled castes and scheduled tribes each family is alloted 2 (two) standard acres of land and a cash grant of Rs. 300/- for reclamation of land, purchase of bullocks, seeds etc.

(iii) Tofacilitate taking up regular cultivation by the Jhumias rehabilitated in the colonies, reclamation of land, terracing, contour bunding and other soil conservation measures are also taken up at the expenses of the Govt. in the colonies.

(iv) To demonstrate the utility of settled and improved methods of cultivation to the Jhumias, a number of Agricultural Demonstration Farms and Model Orchards-Cum-Nurseries have been established in selected Tribal Colonies and these are being continued.

(v) The Tribal cultivators are encouraged in the cultivation of potato by supply of improved variety of potato seeds at subsidised rate.

(vi) The tribals Jhumias already settled in or outside the colonies are supplied with fruit plants, grafts etc. free of cost.

(vii) For training the young sons of tribal farmers in improved method of cultivation, a training programme has been taken up. During the period of training, the students are provided free lodging and tution and a stipend of Rs. 50/- per month to meet the living expenses.

(b) Total amount of money spent for giving such facilities during 1963-64 and 1964-65 ?

Rs. 15,49,500 00

শ্রী এন. চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে allocation অব ফাণ্ডস ছিল, তার মধ্যে actually কত খরচ হয়েছে ১৯৬৪-৬৫ এ ?

শ্রী বি. দাস :—৭,৬০,৫০০

শ্রী এন. চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে 50% মাত্র খরচ হওয়ার কারণটা কি ?

শ্রী বি. দাস ঃ—আমি যে টোট্যাল অ্যামাউন্ট'এর কথা বলেছি সেটা ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫ দুইটিতে মিলিয়ে আমি বলেছি যে ১৫,৪৯,৫০০ টাকা। তার মধ্যে ১৯৬৪-৬৫ আমার টাকাটা খরচ হয়েছে ৭,৩৭,৫০০ টাকা।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—দুই বছর মিলিয়ে কত?

শ্রী বি. দাস ঃ—দুই বছর মিলিয়ে হয়েছে ১৫,৪৯,৫০০ টাকা।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে দুই বছর মিলিয়ে কত টাকা খরচ হয়েছে?

শ্রী বি. দাস ঃ—আমি আগেই বলেছি যে ১৫,৪৯,৫০০ টাকা।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—খরচ হয়েছে?

শ্রী বি. দাস ঃ—হাঁ খরচ হয়েছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—Allocation কত ছিল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রী বি. দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে কমিশনার এবং শেডিউল কাষ্ট এণ্ড শেডিউল ট্রাইব'এর যে রিপোর্ট তাতে একথা বলা হয়েছে কিনা যে ত্রিপুরাতে যে টাকা বরাদ্দ এ খাতে আছে তার থেকে খুব কম টাকা খরছ হচ্ছে?

শ্রী বি. দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা দেখবেন কি যাতে এই যে টাকাটা কম করে খরচ করছেন এই শেডিউল কাষ্ট এবং শেডিউল ট্রাইব'এর বরাদ্দ টাকা সেটা যাতে ভবিষ্যতে না হয় এবং কমিশনারকে ভবিষ্যতে এই ধরণের রিপোর্ট না করতে হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিবেন কিনা?

শ্রী বি. দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্বন্ধে আমি আগেই নোটিস ডিমাণ্ড করেছি কাজেই সেটা না জানা পর্য্যন্ত আমি এর উত্তর কি করে দেব তা আমি ত বুঝতে পারছিনা।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যদি আপনি অনুমতি করেন তা' হলে আমি এটা পড়ে দিতে পারি। রিপোর্ট থেকে ঃ ইট উইল বি সীন দেয়ার ফ্রম দ্যাট দি প্রগ্রেস ইন এক্সিকিউশন অব্ হিজ স্কীম্‌স (স্কীম্‌স হচ্ছে ইম্প্রুভমেণ্ট অব ল্যাণ্ড এণ্ড এগ্রিকালচারেল প্রাকৃটিসেস ইন শেডিউল কাষ্ট এণ্ড শেডিউল ট্রাইব) দিজ স্কীমস ওয়্যার কমপ্যারিটিভলি স্লো ইন্ গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এণ্ড ত্রিপুরা। পেজ্ ৮৬ অব দি রিপোর্ট।

কাজেই এই সম্পর্কে ভবিষ্যতে যাতে এই ধরণের রিপোর্ট না করতে হয় সে দিকে আপনারা নজর দিবেন কিনা?

শ্রী বি. দাস ঃ—আমরা বরাবরই সেদিকে নজর রাখছি এবং ভবিষ্যতে নজর রাখব সে কথা আমরা জোর করে বলতে পারি।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি যে তিনি যে বলেছেন যে এই ধরণের সমস্ত হেল্প করা হয়, কোন পারচেজ অব বুলক, এবং সাবসিডি ইত্যাদি এইগুলি ল্যাণ্ডলেস ছাড়া আর কাহাকেও দেওয়া হয়েছে কি না?

শ্রী বি. দাস :—যারা কলোনিতে আছে তাদের দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—না, না, যারা ল্যাণ্ডলেস কলোনিতে রিহ্যাবিলিটেট্ হয়েছে তারা ছাড়া অন্যেরা যারা অ্যাগ্রিকাল্‌চারিষ্ট তারা এটা পান কিনা ?

শ্রী বি. দাস ঃ—এটা প্রয়োজন ক্ষেত্রে সবাই পাচ্ছে।

শ্রী লুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যেসব ক্ষেত্রে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে আদিবাসীকে তারা জমিতে এখনও নামতে পারে নাই বহু ক্ষেত্রে ?

শ্রী বি, দাস :—এই ধরণের কোন কিছু সরকার অবগত নহেন।

শ্রী লুড়া আং মগ :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় স্বীকার করবেন কি যে এই ৫০০ টাকা করে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে এটা পর্য্যাপ্ত নয় ?

শ্রী বি. দাস :—এই ৫০০ টাকা দেওয়া হয় ফর রিক্ল্যামেশন অব ল্যাণ্ড এ ছাড়াও কতকগুলি অন্যান্য সাহায্য তাদের দেওয়া হচ্ছে. যেমন বুলক, সীড্‌স, পারচেজ অব অ্যাগ্রিকালচারেল ইম্প্‌লিমেণ্টস্ ইত্যাদি।

শ্রী লুড়া আং মগ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বর্ত্তমানে জুমিয়া স্কীমে টিলা ল্যাণ্ড বিলি করা হচ্ছে, সেটা সত্য কিনা ?

শ্রী বি. দাস ঃ--সেখানে ল্যাণ্ড দেওয়া হচ্ছে।

Mr. Speaker :-- I would call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty :—109

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 109.

QUESTION	REPLY
(a) Whether attention of the Govt. was drawn to a news item published in "Ganaraj" of 9/2/64 and 28/11/63, bringing a number of complaints against the PWD.	Yes. The attention of the Govt. was drawn to the complaints published in "Ganaraj" on 9/2/64. No specific complaint against PWD seem to be incorporated in "Ganaraj" published on 28/11/63.
(b) If so, steps taken by the Govt. in the matter.	Bitumen drums and steel materials are normally stocked in open yard everywhere as these are not easily affected if stocked in such manner. No special step was thought necessary to be taken.

শ্রী এন. চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে অ্যাম্বুল্যান্স সম্পর্কে কোন অভিযোগ তার মধ্যে ছিল কিনা, গণরাজ'এর রিপোর্টে ?

শ্রী বি. দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি কবেকার গণরাজের কথা বলছেন ?

শ্রী চক্রবর্ত্তী.:—যে তারিখ গণরাজের রিপোর্টে আছে, যেটা আমার প্রশ্নে আছে।

শ্রী বি. দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি টি. আর. এ ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২ এবং ২৮৮'এর সম্পর্কে কোন অভিযোগ ছিল কিনা এই গভর্ণমেণ্টের গাড়িগুলি সম্পর্কে?

শ্রী বি. দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই দুইটি তারিখে এই সমস্ত অভিযোগগুলি ছিল, তিনি বলছেন যে সেটা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, এর কোনটা কোনটা করেছে সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। এর পর আবার ডিম্যাণ্ড নোটিসের কি প্রশ্ন আসতে পারে? তিনি বলতে পারেন যে আমি এই সম্পর্কে বলব না। গণরাজের দুইটি তারিখ ৯/২/৬৪ এবং ২৮/১১/৬৩ এই দুই তারিখের যে কাগজ সেই কাগজের মধ্যে অ্যাম্বুল্যান্স সম্পর্কে এবং টি, আর, এ সম্পর্কে অভিযোগ আছে যে এই গাড়িগুলি নষ্ট হয়েছে, গভর্ণমেণ্ট প্রপারটিজ নষ্ট হয়েছে সে সম্পর্কে বলেছিল। প্রশ্ন করা হ'ল যে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে কিনা? উনারা বল্লেন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এর পর বলেছেন, ডিমাণ্ড নোটিস। এটা কি করে হয় আমি মাননীয় স্পীকারের কাছে জানতে চাচ্ছি।

মিষ্টার স্পীকার ঃ— গণরাজে কি কোন স্পেসিফিক নাম্বার দেওয়া হয়েছিল?

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—হাঁ নাম্বার দেওয়া আছে তা' না হ'লে আমি নাম্বার পাব কোথা থেকে? দীজ নাম্বারস আর দেয়ার ইন্ দি রিপোর্ট। উনি রিপোর্টটা পড়েননি, না পড়েই এখানে জবাব দিতে এসেছেন। তারপর এসে বলছেন আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী বি. দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি গণরাজ পত্রিকায় ৯/২/৬৪ যেটা সেই সম্বন্ধে কম্প্লেন ছিল এবং গভর্ণমেণ্ট সেটা দেখছেন সেটা আমি বলেছি কিন্তু আমি সেখানে পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছি যে ২৮/১১/৬৩ সেখানে নো স্পেসিফিক কম্প্লেইন এগেইনষ্ট পি, ডবলু, ডি, সীম্স টু বি ইনকরপোরেটেড ইন গণরাজ পাবলিশড ইন ২৮/১১/৬৩। কাজেই সেখানে জীপের প্রশ্ন কি করে আসে। পি, ডবলু, ডি সম্পর্কে ডেফিনিটলি যেখানে প্রশ্ন করেছেন সেখানে ডিম্যাণ্ড নোটিস করা ছাড়া আমার কি করনীয় আছে, মাননীয় সদস্য যে কি করে বলতে পারছেন সেটা আমি বুঝতে পারছিনা।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই জীপগুলি সম্পর্কে যদি কোন রিপোর্ট থেকে থাকে তা'হলে সেই সম্পর্কে তদন্ত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন?

শ্রী দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে সেখানে পি, ডবলু, ডি, সম্বন্ধে যে প্রশ্নটা ছিল সে সম্বন্ধে উত্তর আমি দিয়েছি। যে প্রশ্নটা এসেছে তার জন্য আমি নোটিস ডিম্যাণ্ড করেছি, সেটা না আসলে আমি তা' কি করে বলি?

মিষ্টার স্পীকার ঃ—Next I would call Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma—123

Shri B. Das :—Starred Question No. 123

Question.

(a) Total number of Stockmen trained by the Animal Husbandry Deptt. during 1963-64 and 1964-65.

(b) total number of Stockmen given posting among them.

(c) a sc. caste and sc. tribe-wise break up of that number.

Answer.

(a) 1963-64 nil.
1964-65 29 candidates were trained.

(b) Out of the successful trained candidates, (seven) were appointed and posted.

(c) Amongst the 29 number of successful trainees,

Scheduled Caste	2 (two)
Scheduled Tribe	6 (six),

Shri Birchandra Deb Barma—Whether they have been given appointment, posting, will the Hon'ble Minister kindly inform ? These Schedule Caste and Sc. Tribe who passed their training ?

Shri B. Das—আমিত আগেই বলেছি যে seven were appointed and posted.

Shri B.C Deb Barma—Will the Hon'ble Minister say that they were all Sc. Castes and Sc. Tribes ?

Shri B. Das—I demand Notice.

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে ট্রেনিং প্রাপ্ত যারা রয়েছে, যারা বেকার রয়েছে তাদের অদূর ভবিষ্যতে অ্যাবসর্ব্ করার সম্ভাবনা আছে কি না ?

শ্রী বি, দাস—হা সেরকম আছে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 151.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Question No. 151.

Question.

a) Numbers of Tribal Development Block and the years of formation of those Blocks.

Answer.

Name of Block	Years of formation as a T.D. Block.
(1) Kanchan-Longai T.D. Block.	October, 1961
(2) Sabroom T. D Block.	October, 1963
(3) Chamanu T. D. Block.	April, 1964
(4) Dharmanagar T. D. Block	October, 1964
(5) Amarpur Spl. Multipurpose	

(b) What are the functions of these Blocks?

These Blocks were based on the General lines of the C. D. Block with additional allotments. The idea was to bring about rapid improvement in the economic and social standards of the tribal people by selecting specially under-developed but compact areas for many sided development. The object was to make their programme of development more intensive in character than that undertaken in the normal C. D. Blocks.

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কি বলবেন ১৯৬২—৬৩, ১৯৬৩—৬৪ ১৯৬৪—৬৫ এই ইয়ারগুলির মধ্যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের খাতে কত টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল এবং কত টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ইয়ারগুলি আবার একটুখানি বললে পরে আমি বলতে পারি।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—১৯৬২—৬৩, ১৯৬৩—৬৪, ১৯৬৪—৬৫।

শ্রী বি, দাস—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে, যে সমস্ত টি, ডি, ব্লক মানে পাহাড়িয়া থাকে তাদের জমি এনক্রোচ থেকে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

শ্রী বি, দাস—এটা বরাবরই দেখা হয়।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা—এমন কোন ঘটনা আছে কিনা যে টি, ডি, ব্লকের মধ্যে ট্রাইবেলদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়, তাদেরকে সরকারী সাহায্যে বা টি, ডি ব্লকের ইনিশিয়্যাটিভে তাদের জমি রক্ষা করা হয়?

শ্রী বি, দাস—সরকার তা অবগত নহেন।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সেকেণ্ড প্ল্যান এবং থর্ড প্লানে মোট কয়টি ব্লক এখানে গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় উনি কি টি, ডি ব্লকের কথা বলতে চাচ্ছেন ?

শ্রী চক্রবর্ত্তী—হাঁ যেটা কোয়েস্চান, ট্রাইবেল ডেভ্লাপমেণ্ট সম্বন্ধে।

শ্রী বি, দাস—এটার জন্য সেখানে ইভলুশন্ কমিটি আছে, তাঁরা বরাবর এটা দেখছেন তবে যেটা আপনি বলতে চাচ্ছেন স্পেসিফিক্যালি সেকেণ্ড এ্যাণ্ড থার্ড প্ল্যানে যেটা সে সম্বন্ধে সেটা নির্ভর করছে তাদের রিকমেণ্ডেশনের উপর এবং তার রিকমেণ্ডেশন অনুসারেই কাজ করা হবে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে বল্লেন যে ৫টি ব্লক খোলার কথা সিদ্ধান্ত করেছেন সেটা কি থার্ড প্ল্যানে না সেকেণ্ড প্ল্যান, থার্ড প্ল্যান এই দুইটিতে?

শ্রী বি, দাস—আমিত ইন্নারস অব ফর্মেশন বলে দিয়েছি।

মিষ্টার স্পীকার—১৯৫৭ থেকে বলা হয়েছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—সেকেণ্ড প্ল্যান থেকে আরম্ভ হয়েছে। সেকেণ্ড এ্যাণ্ড থার্ড প্ল্যান। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই কমিশনারের রিপোর্টে এই পাঁচের জায়গায় হয় কি করে তারা বল্লেন? নাম্বার এবং ট্রাইবেল ডিভ্লাপমেন্টে ব্লক স্যাংকশন্ড সো ফার ইন্ দি থার্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান তার নাম্বার হচ্ছে ছয়, সুতরাং ছয় আর একে সাত হয় দেখা যায়। পাঁচের ফিগারটা তিনি কি করে বল্লেন সেটা আমরা জানতে চাইছি।

শ্রী বি, দাস—আমরা পাঁচটি ব্লকের এখানে প্রভিশন করেছি। পাঁচটি এখানে আছে আরও আমাদের কন্টেম্প্লেশন আছে, আরও আমরা করছি।

শ্রী চক্রবর্ত্তীঃ—থার্ড প্ল্যানে আরও দুইটি আছে কিনা আমরা জানতে চাচ্ছি।

শ্রী বি. দাসঃ—আমরা অল রেডি রেকমেণ্ডেশন পাঠিয়েছি।

শ্রী চক্রবর্ত্তীঃ—না, থার্ড প্ল্যানে কি আরও দুইটি আছে? সেটা আপনি বলতে পারেন ডেফিনিটলি।

শ্রী বি. দাসঃ—থার্ড প্ল্যানে ডেফিনিটলি আছে, একথা বলতে পারব কিনা?

শ্রী চক্রবর্ত্তীঃ—হিসাব মত দেখা যাচ্ছে যে থার্ড প্ল্যানে এবং সেকেণ্ড প্ল্যান দুইটি মিলে সাতটা আমাদের হয়। কিন্তু আপনার হিসাবে দেখছি এখন পর্য্যন্ত পাঁচটি হয়েছে। আরও দুইটি থার্ড প্ল্যানে করা হবে কিনা সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন?

শ্রী বি. দাসঃ—আরও দুইটি আমাদের করার কথা আছে থার্ড প্ল্যানের মধ্যে।

শ্রী চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ক্রাইটীরিয়ন কি? কোনটাকে ট্রাইবেল ডেভেলাপমেণ্ট ব্লকের উপযুক্ত এরিয়া বলে মনে করা হয়।

শ্রী বি. দাসঃ—সেটা আমি বলেছি এরিয়া এবং পপুলেশন নিয়ে সেটা করা হয়।

শ্রী এন. চক্রবর্ত্তীঃ—সেটা কি?

শ্রী বি. দাসঃ—সেটা হচ্ছে ট্রাইবেল অন্তত: ৬৬ পারসেণ্ট সেখানে থাকতে হবে।

শ্রী চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে সমস্ত ব্লকেই এটাকে ফলো করা হয়?

শ্রী বি. দাসঃ—এখানে আমরা যে কয়টি ব্লক করেছি সবগুলিতেই ফলো করা হয় এবং যা আমরা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছি সেটাও ফলো করা হচ্ছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে কাঞ্চনপুর এবং অমরপুর যে

ব্লকগুলি আছে সেগুলি বড় বলে সেগুলিকে Split up করার প্রয়োজন আছে ?

শ্রী বি. দাস ঃ—সে সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করছেন।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন এই যে ট্রাইবেল ডেভলাপমেন্টের যে খরচ সেটা সম্পর্কে কমিশনার ফর শেডিউল কাষ্ট এবং শেডিউল ট্রাইবস যে মন্তব্য করেছেন যে সে টাকা কম খরচ হয়েছে, যেমন ত্রিপুরার ক্ষেত্রে দেখানো হয়েছে বরাদ্দ টাকা ছিল ১৭ লক্ষ তার মধ্যে প্রথম দুই বছরে থার্ড প্ল্যানে মাত্র ৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এই যে স্লো প্রগ্রেস এইটার কারণটা কি ?

শ্রী বি. দাস ঃ— এখানে ব্লকের থেকে বরাবরই চেষ্টা করা হচ্ছে টাকা যাতে খরচ হয় এবং কাজ যাতে হয়। ফিজিক্যাল অ্যাচীভমেণ্ট আমরা চাই।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এর জন্য কোন প্রিলিমিন্যারী সার্ভে করা হয় কিনা যেখানে ব্লক ওপেন করা হয় ? তার কোন প্রিলিমিন্যারি স্মার্ভে করা হয় কিনা ?

শ্রী বি. দাস ঃ— প্রি-এক্সটেণ্ডেড সেটল হলে সেটাকে প্রিলিমিন্যারি সার্ভে করে তারপর সেটা করা হয়।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ— একথা কি সত্য যে এই যে ট্রাইবেল কমিশনারের রিপোর্ট তাতে বলা হয়েছে যে ব্লক এরিয়াগুলির মধ্যে বিগ হোল্ডাররা, ওনার্স বা, মাহাজন এবং লিটারেটস এরা অধিক টাকা খেয়ে ফেলছে। এটা কি সত্য ?

শ্রী বি. দাস ঃ— এই সম্বন্ধে সরকার অবগত নহেন।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে ট্রাইবেল এলাকাতে নন-ট্রাইবেলরাও ট্রাইবেল ব্লকের বহু টাকা পায়, এটা সত্য কিনা ?

শ্রী বি. দাস ঃ—তা সরকার অবগত নহেন।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—এই রকম যদি ঘটে সেগুলি যাতে না হয়, যাতে সত্যিকারের ব্যাক-ওয়ার্ড যে সমস্ত ট্রাইবেল পিপলস তারা যাতে বেনিফিট পায় এবং ইন্টারেষ্টেড পার্টিজ যাতে না পায়, সেইদিকে একটু নজর দেবেন কি ?

শ্রী বি. দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি যদি দিয়ে প্রশ্নটা করেছেন, যদি সেরকমটি হয় তাহলে করা যাবে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে টি. ডি. ব্লকগুলির মধ্যে ইনডাষ্ট্রি সেণ্টার কয়টি আছে ?

শ্রী বি. দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস্‌।

শ্রী লুড়া আং মগ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই টি. ডি. ব্লক-গুলির মধ্যে ক'জন ট্রাইবেল অফিসার আছেন ?

শ্রী বি. দাস ঃ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস্‌।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই ট্রাইবেল ব্লক এরিয়াতে

মানি লেণ্ডিং-এর যে সমস্ত জুলুম হয় মানিলেণ্ডার্সদের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে কোন স্পেশাল মেজার নেওয়ার প্রভিশন আছে কিনা ?

শ্রী বি. দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্নটা আবার আমি একটু পরিষ্কার ভাবে জানতে চাই।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, কমিশনার ফর শেডিউল কাষ্টস এবং শেডিউল ট্রাইবস তারা বলেছেন যে এই সমস্ত ট্রাইবেল ডেভলাপমেণ্ট ব্লক এরিয়াতে যাতে মানিলেণ্ডার্সরা ইচ্ছামত শোষণ করতে না পারেন তার জন্য কতকগুলি স্পেশাল মেজার নেওয়া দরকার এই হচ্ছে তাঁদের রেকমেণ্ডশন। সে রেকমেণ্ডশনটা এখানে কি ভাবে তাঁরা ফলো করছেন সেটা আমি জানতে চাচ্ছি।

শ্রী বি. দাস ঃ--এটা ত্রিপুরাতে ফলো করা হচ্ছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ— কিভাবে ফলো করছেন সেটা আমি জানতে চাচ্ছি। হাউ? হোয়াট আর দি মেজারস্ ?

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ— বোম্বে মানিলেণ্ডার্স অ্যাক্ট অনুসারে করা হচ্ছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়, বিশেষ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যখন জবাব দিচ্ছেন, তখন আমি তাঁর কাছেই জবাবটা চাচ্ছি, তিনি কি অবগত আছেন যে এই রিপোর্টে অর্থাৎ কমিশনার ফর শেডিউল কাষ্টস এবং শেডিউল ট্রাইবস তাঁরা একথা বলেছেন যে বোম্বে মানিলেণ্ডারস অ্যাক্ট ১৯৬৪ এটা মোটেই হেল্পফুল নয়, মানিলেণ্ডারসদের এই সমস্ত কাজ বন্ধ করার জন্য ? একথা যে এই রিপোর্টে আছে সেটা তিনি লক্ষ্য করেছেন কি ?

শ্রী এস,এল,সিংহ—উনারা রিপোর্ট দিতে পারেন কিন্তু আমরা জানি যে মানিলেণ্ডার্স অ্যাক্ট যেটা আছে সেটা ভারতীয় অ্যাক্ট তাতে কগ্নিজ্যাবল অফেনসেস রয়েছে অতএব এটা সাফিশিয়েণ্ট।

শ্রীবুলু কুকি—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে এইযে টি, ডি ব্লকগুলিতে অ্যাকাড্যামিক সার্ভে হয় কিনা যাতে তাদের আর্থিক উন্নতি হচ্ছে কিনা সেটা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য কোন সার্ভে হয় কিনা ?

শ্রী বি. দাস—এটা বরাবরই হয়।

শ্রী চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেকথা বললেন এখানে, যে তিনি এটার প্রতিবাদ করছেন কমিশনারের রিপোর্টটা, সেটা তিনি কমিশনারকে লিখে জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ইট ইজ হেল্পফুল, আই অ্যাম নট অপোজিং ইট। আই অ্যাম ফলোইং দি প্রেজেণ্ট অ্যাক্ট। আমরা জানি যে মানিলেণ্ডিং অ্যাক্ট যেটা হয়েছে সেটা পর্য্যাপ্ত এবং কগনিজ্যাবল অফেনসেস বলে ধরা হয় অতইব সেই অনুসারে কার্য চলছে !

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই ট্রাইবেল ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্কের জন্য ট্রাইবেলদের কাছ থেকে ভলাণ্টারি কনট্রিবিউশন চাওয়া হয় কিনা ?

শ্রী সিংহ— এই রকম কথাত জানা নাই সরকারের।

শ্রী চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে টিওব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল বা এ ধরণের কাজের জন্য কিছু ভলাণ্টারি কন্ট্রিবিউশন চাওয়া হয়, বহু কাজের জন্য ট্রাইবেলদের কাছথেকে ত্রিপুরাতে ভলাণ্টারি কণ্ট্রিবিউশন চাওয়া হয় ?

শ্রী সিংহ— ওখানেত বহু রকম পার্টি আছে ওরা ভলাণ্টারি কণ্ট্রিবিউশন নিয়ে যায়।

শ্রী চক্রবর্ত্তী— আমি কি একথা বুঝব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জবাব থেকে যে ত্রিপুরাতে কোন ডেভলাপ্টমেণ্ট ওয়ার্কের জন্য কোন লোককে ভলাণ্টারি কন্ট্রিবিউশন দিতে হয় না ?

শ্রী সিংহ— আমি আগেই বলেছি যে অনেক দল, উপদল আছে যারা ভলাণ্ট্যারি কন্ট্রি-বিউশন নিয়ে যায় সেটাকে বন্ধ করার উপায় সরকারের নাই।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন যে এইসব টি, ডি ব্লকের আণ্ডারে যেসব এগ্রিকালচারেল এক্সটেনশন অফিসার আছেন তাদের কাজ কি ?

শ্রী বি, দাস— এক্সটেনশন অফিসারের যা কাজ, সে কাজই তাঁরা করছেন।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন সেখানে ট্রাইবেলদের কিভাবেই শিক্ষা দেওয়া হয় ?

শ্রী বি, দাস— সেটা স্কীম অনুযায়ী সেখানে চলছে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি বলবেন, কাঞ্চনপুর টি, ডি ব্লকের এরিয়া থেকে বহু ট্রাইবেল বাড়ী ঘর ছেড়ে চলে গেছে পাকিস্তানে এটা সত্য কিনা ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই কোয়েশ্চানটা এটার উত্তরটার কানেকশনে আসেনা অতএব ইট ডাজ নট অ্যারাইজ।

মিষ্টার স্পীকার— এই কানেকশনে না আসলেও অন্য কানেকশনে এটার জবাব দেওয়া হয়েছে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে ইনটেন্সিভ ট্রাইবেল ডেভলাপ-মেণ্ট স্কীমের মত সেখানে যদি টি, ডি ব্লক গঠন করা হয়, যদি ইনটেনসিভ ডেভলাপমেণ্ট স্কীম সেখানে ফলো করা হয়, ইমপ্লিমেণ্ট যদি করা হয়, তাহলে ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে যাওয়ার কি প্রশ্ন আছে ?

শ্রী দাস— ইণ্টেনসিভ স্কীম নেওয়া হয়েছে এবং সেই অনুসারে কাজ হচ্ছে।

শ্রী এন, চক্রবর্ত্তী— ওয়ান মোর সাপ্লিমেণ্টারি। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে এই সমস্ত বহু মালটিপারপাস ব্লকে যেটা অমরপুরে আছে সেই ধরণের ব্লকে ইরিগেশন এবং অ্যাগ্রি-কালচারের জন্য যে টাকা খরচ করা হচ্ছে সেটা ইন-এডিকোয়েট বলে এই কমিশনারের রিপোর্টে মন্তব্য করেছেন এটা সত্য কিনা ?

শ্রী বি, দাস— এডিকোয়েট বলেই আমরা জানি এবং সেভাবে সেখানে কাজ হচ্ছে।

Mr. Speaker— I would call Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—210

Shri B. Das— Hon'ble Speaker Sir, Question No. 210.

QUESTION.	REPLY.
(1). Total number of tribal families rehabilitated at Khedacherra Tribal Colony, Dharmanagar.	180 families.
(2) Number of tribal jumias who deserted from the Colony.	15 families.
(3) What are the causes af such desertions ?	The cause of desertion is their desire to continue juming which they are accustomed for generations.

শ্রী নৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে খেদাছড়াতে গত দুই মাস যাবত রেশনের চাউল দেওয়া হয়না যদিও সেখানে ৩০ টাকার উপরে চাউল 'এর দাম ?

শ্রী বি, দাস—সরকার বরাবরই সেদিকে নজর রাখছেন।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে সেখানে রেশানের চাউল গভর্ণমেণ্ট রেশান সপ থেকে দেওয়া হচ্ছে ?

শ্রী বি, দাস— যখনই সরকার মনে করবেন তখনই দেওয়া হবে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—আমি কি মনে করব যে গভর্ণমেণ্ট মনে করেন না যে সেখানে রেশানের চাউল দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

শ্রী বি. দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সেখানে বলেছি যে গভর্ণমেণ্ট বরাবরই সেদিকে নজর রাখছেন।

শ্রী চক্রবর্ত্তী মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই চাউলের দাম বেড়েছে বলে সেখানকার লোকেরা আসাম এবং পাকিস্তানের রিজার্ভ এ পর্য্যন্ত চলে যাচ্ছে ?

শ্রী বি. দাস—ইট এজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই সমস্ত জুমিয়ারা জুম কাটতে পারেনা বলে এবং তাদের অন্য কোন জীবিকা নাই বলে তারা এই কলোনি ছেড়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে ?

শ্রী বি. দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে ১৫ ফেমেলিজ সেখানে ডেজার্ট করেছে। কারণ তারা জুমিং'এ অ্যাকাষ্টমড ফর জেনারেশন। গভর্ণমেণ্ট তরফ থেকে বরাবরই চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের যাতে রিহেবিলেটেড করা যায়, তার জন্য গভর্ণমেণ্ট তরফ থেকে বরাবরই স্বক্রিয় চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু পারছেনা যেহেতু তারা সেখানে জুমিং 'এর সাথে অ্যাকাষ্টমড ফর জেনারেশন। সেটা তারা প্রেফার করছে এবং সেজন্যই সেখানে ডেজার্ট করেছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে এই জুমিয়াদের পুনর্বসতির জন্য কত টাকা করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—সেটা আমাদের স্কীম অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা সম্বন্ধে আমি আগেও বলেছি আরেকটা প্রশ্নের উত্তরে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে তাদের যে জমি দেওয়া হয়েছিল সেটা রিক্লেমড হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—রিক্লেমড হবে বলে জেনেই আমরা সেখানে টাকা দিয়েছি, এবং সেভাবে তারা সেখানে কাজ করছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে তাদের জমি রিক্লেম হয়না বলেই তারা জুম করতে চাচ্ছে এখানে।

শ্রী বি, দাস—ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় নিজে বলছেন তারা জুম করতে চাচ্ছে, আর এখানে বলছেন ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট। কোন্‌টা সত্য ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ১৮০ ফ্যামিলিজকে আমরা সেখানে সেট্‌ল করেছি, রিহ্যাবিলিটেশন করার জন্য চেষ্টা করছি, তার মধ্যে সেখানে ১৫ ফ্যামিলি মাত্র চলে গেছে যারা নাকি জুমিং এ অ্যাকাষ্টম্‌ড এবং তার মধ্যেও সেখানে যখন নাকি তাদের টাকা দেওয়া হয়েছিল তারা রিক্লেম করেছিল সেখানে।

শ্রী লুড়া আং মগ—খেদাছেড়া, আনন্দছেড়া, বাইগুনছেড়া এই সমস্ত জায়গায় আদিবাসী ছেলেমেয়েরা স্কুল ছেড়ে এ, এ, রোডের মধ্যে ইট ভাংছে।

শ্রী বি. দাস—এটা আমাদের জানা নাই।

Mr. Speaker—I would call on Shri Sudhanya Deb Barma.

Shri Sudhanya Deb Barma—223

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 223.

Question.	Reply.
(a) Whether a Committee was set up by the Zonal S. D. O., Kailasahar, at Dasdabazar, Dharmanagar, with representatives of Mahajans and local tribals for regulation of money lending among the tribal people ;	**Yes.**

(b) If so, the composition and functions of that Committee ;

The Committee consists of 10 Members (non-officials) out of which 6 belong to tribal communities. The function of this committee which is purely of non-offiicial character, is to check exploitation by unscrupulous money-lenders.

(c) Steps taken to give effect to the recommendations of that Committee ?

The local officials namely Block Development Officer, Circle Officer and the Officer-in-Charge, Kanchanpur P. S. have been instructed to take prompt action as may be necessary on matters brought to their notice by this Committee.

শ্রী এন. চক্রবর্ত্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারবেন কি যে এ' কমিটি কি কি রিকম্যানডেশন করেছে ?

শ্রী বি. দাস—আই ডিম্যাণ্ড নোটীশ।

শ্রী আত্তিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে কোন আইনের ধারা বলে এই কমিটিটা করা হয়েছে ?

শ্রী বি. দাস—আমি বলেছি যে এটা পিওরলি নন্-অফিশ্যাল।

শ্রী আত্তিকুল ইসলাম—ইট ইজ নট্ মাই কোয়েস্চান। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে কমিটি করা হ'ল এটা কোন্ আইনের বলে কমিটিটা করা হয়েছে, কিভাবে করা হয়েছে, বাই ডিপার্টমেণ্টাল অর্ডার অর আণ্ডার প্রভিশন অফ সর্টেন ল' ?

মীষ্টার স্পীকার—অনারাবল্ মিনিষ্টার হেজ অলরেডি রিপ্লাইড ইট ইজ এ নন্অফিশাল বডি। ....দেয়ারফোর.........

শ্রী বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা—But non-official Body may also be formed by certain law. It is not necessary that all the committee will be official. Law can give effect to the Committee of non-officials also. So question is whether this Committee has been formed by virtue of that light.

Mr. Speaker—The point may be more clarified.

শ্রী এস, এল, সিংহ— জনসাধারণ কমিটি করেছে অতএব সেই কমিটিকে বলা হয়েছে যদি তোমাদের এখানে মহাজন বা যে কোন লোক অত্যাচার করে তাহ'লে তোমরা তাদেরকে জানাবে।

শ্রীআত্তিকুল ইসলাম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কমিটি জনসাধারণ করেনি, জোন্নাল, এস, ডি, ও করেছেন। কোয়েস্চানটা হচ্ছে wheather a Committee was set up by the Zonal S. D. O ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—জনসাধারণ যেখানে কমিটি করেছে সেখানে এস, ডি, ও ছিলেন এবং প্রিজাইড করেছেন। তার দ্বারা এই মিন্ করেনা যে এস, ডি, ও কমিটি করেছেন।

শ্রী চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, দুইজন মন্ত্রী দু'রকম জবাব দিয়েছেন। ডিপুটি মিনিষ্টার আমাদের প্রথম কোয়েস্চানের জাবাবে বলেছেন 'ইয়েস'। Whether a committee was set up by the Zonal S.D.O.,—Kailasahar—'Yes'

আর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলছেন যে জনসাধারণ কমিটি করেছে, ঘটনাক্রমে সেখানে এস, ডি, ও, উপস্থিত ছিলেন, তিনি প্রিজাইড করেছেন। কাজেই কোন ষ্টেট্মেন্টা সত্য সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রী এস. এল. সিংহ—এই জায়গাতে বলা হয়েছে যে জোন্যাল এস, ডি, ও প্রিজাইড করেছেন। অতএব তাঁর প্রেসিডেন্টসিপে এই কমিটিটা হয়েছে, কাজেই এটাই সত্য। অর্থাৎ তাঁর প্রেসিডেণ্টসিপে সেখানকার জনসাধারণ এই কমিটি করেছে

শ্রী আতিকুল-ইসলাম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কমিটি জনসাধারণ করেনি, জোন্যাল এস, ডি, ও করেছেন। কোয়েস্চান্টা হচ্ছে হোয়েদার এ কমিটি ওয়াজ সেট আপ বাই দি জোন্যাল এস, ডি, ও, ? কাজেই জনসাধারণ কমিটি করেছে, জোন্যাল এস, ডি, ও, প্রিজাইড করেছেন দ্যাট ইজ্ নট দি কোয়েস্চান। দি কোয়েস্চান ওয়াজ দ্যাট দি কমিটি ওয়াজ সেট্ আপ বাই দি জোন্যাল এস, ডি, ও।

শ্রী এস. এল. সিংহ—সেখানে ঘটনাটা বিবেচনা করতে যেয়ে বলা হয়েছে যে সে জায়গাতে জনসাধারণের ইচ্ছা অনুসারে তারা সেখানে তাদের মহাজনদের অত্যাচার, অবিচার যদি থাকে, সেটাকে বন্ধ করার জন্য সেখানে জনসাধারণ কমিটি আহ্বান করে এবং তাঁকে আসতে বলে এবং তিনি সেখানে যান, সেখানে গিয়ে তিনি সেখানে প্রিজাইড করেন। সেই অনুসারে সেই কমিটি হয়েছে আণ্ডার দি প্রেসিডেন্টসিপ অব দি জোন্যাল এস, ডি, ও।

শ্রী চক্রবর্ত্তী —মাননীয় স্পীকার স্যার, উই আর নট সেটিসফাইড। তার কারণ হচ্ছে এখানে কোয়েস্চান হচ্ছে Whether a committee was set up by the Zonal S. D. O. and answer is ... ... yes. Either the Deputy Minister must withdraw that the answer is worng—that he is misleading the House or the Chief Minister is misleading the House. কাজেই একটার অ্যানসার আমরা চাই। একটা অ্যানসার অলরেডি দেওয়া হয়েছে আগে তার অ্যানসারটা হচ্ছে কিনা যে কমিটি ওয়াজ সেট আপ বাই দি জোন্যাল এস.ডি.ও কৈলাশহর। কাজেই দি অ্যানসার ইজ ক্লিয়ার। কাজেই we want either the Deputy Minister must say that unfortunately he has mislead the House or we will understand that the Chief Minister is trying to mislead the Honse.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই প্রশ্নটা নিয়ে এত কথার কি কারণ ঘটতে পারে তা আমি বুঝতে পারছিনা। তার কারণ হ'ল যে দুইটি কথা বলা হ'ল অর্থাৎ ডিপুটি মিনিষ্টার এবং চীফ মিনিষ্টার

যে কথা বলেছেন দুইটি উত্তর একই উত্তর। জনসাধারণের ইচ্ছানুযায়ী, জনসাধারণ ইচ্ছা করেছে যে জনসাধারণের একটা কমিটি হওয়া দরকার এবং এস, ডি, ও সেখানে তাদের কমিটিটা করে দিয়ে এসছেন। এইত কথাটা। তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, জনসাধারণ ফীল করেছে এবং এস, ডি, ও'র কাছে বলেছেন যে এই ধরণের একটা কমিটি হলে আমরা বাঁচতে পারি এবং সেটা ভালোর জন্যই করেছেন।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় স্পীকার স্যার, কমিটি ওয়জ সেট আপ বাই দি জোন্যাল এস. ডি. ও—এই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের মনে করতে হবে যে গভর্ণমেন্টের একটা পলিসি আছে বিভিন্ন ডিভিশনে এইরকম কমিটি করার। তাহলে আমরা ক্লেম করতে পারি যে অন্যান্য ডিভিশনে এইরকম কমিটি করা হউক। আর যদি পাবলিক একটা মিটিং করে একটা কমিটি করে থাকে, এস, ডি, ও সেখানে গিয়েছিলেন সেটা ভিন্ন জিনিষ। কাজেই if it is a policy of the Government to form such committee, then this kind of committee may be formed in the other divisions also.

Mr. Speaker—From the answers given by the Hon'ble Ministers, there is no reason to infer that it is the policy of the Government. Whatever may be the answer given by the Deputy Minister, that has been clarified more first by the Chief Minister then by the Development Minister. Actually the meeting was held under the initiative of the local people and the Zonal S. D. O. might have been in the line of such thinking, but it is mainly for the people themselves and so he has given spirit to it and preside over the meeting and formed the committee. So from that there is no ground to infer that it is the policy of the Government.

Shri N. Chakraborty—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই খবর রাখেন কি যে এই কমিটির যে রিকমেনডেশন সেটা মহাজনরা ভায়োলেট করছেন ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই একটা নোটিস ডিম্যাণ্ড করেছিলাম তবুও তিনি এ কথাটা তোলছেন আবার যে সেখানে মহাজনরা ভায়োলেট করছেন। আমিত আগেই বলেছি যে সে সম্বন্ধে আমরা নোটিস ডিম্যাণ্ড করেছি সেটা জানলে পরে আমরা বলব।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—আমার ইনফরমেশন হচ্ছে যে এই কমিটি যে সমস্ত রিকমেণ্ডেশন করেছেন বিশেষ করে মহাজনদের দাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে, সেই রিকমেণ্ডেশনগুলি মহাজনরা ভায়োলেট করছেন। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আশা করব যে এই রিকমেণ্ডেশনগুলি আইনতঃ কিভাবে কার্য্যকরী করা যায় সে কথা তাঁরা ভেবে দেখবেন।

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নের এ্যানসারেত দিয়ে দেওয়া হয়েছে—Steps taken to give effect to the recommendations of that Committee ? এই কথার উত্তরে, এই প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে যে

The local officials namely Block Development Officer, Circle Officer and the Officer incharge, Kanchanpur P. S. have been instructed to take prompt action as may be necessary on matters brought to their notice by this Committee. সেখানে কি হয়েছে না হয়েছে, এই রকম কোন রিকমেনডেশন গেছে কি না গেছে সে সম্পর্কে এবং কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের কাছে কোন রিপোর্ট আসেনি, কোন কমপ্লেনও পাবলিকের কাছ থেকে আসেনি যে সেটা হয়নি বা হবে, কমিটির তরফ থেকে গভর্ণমেণ্টের কাছে কোন কিছু আসেনি।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই কমিটি কি রিকমেনডেশন করেছে।

শ্রী বি. দাস—একথা আগেই বলা হয়েছে।

মিষ্টার স্পীকার—এ্যানসার হ্যাজ অলরেডি বীন ফার্নিসড।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে তিনি এই যে জবাবটা দিয়েছেন যে ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার তাদের লীগ্যাল কোন ক্ষমতা নাই এই মানিসেনডার্সদের উপর ; আমি বলছি যে এই রিকমেনডেশনগুলিকে আইনতঃ এফেক্ট দেওয়ার জন্য যে মেজার লীগ্যাল মেজার নেওয়া দরকার সেটা নেওয়ার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা চেষ্টা করবেন কিনা ? ওদেরত আইনতঃ কোন ক্ষমতা নাই। কাজেই যে রিকম্যানডেশন করেছে এই বডিটা সেটা আইনতঃ কার্য্যকরী করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, গভর্ণমেন্ট সেটা করবেন কিনা ?

শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত :-- প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া হয়েছে যে এটা একটা নন্‌অফিস্যাল কমিটি করা হয়েছে এবং কাজের সুবিধার জন্য তারা কতকগুলি রিকমেণ্ডেশন করতে পারে এবং রিকমেণ্ডেশনগুলি লোক্যাল অফিসার যারা রয়েছে তাদের উপর ইনষ্ট্রাকসন ছিল, জোন্যাল এস, ডি, ও ওদের দিয়ে এসেছেন যে যেসব রিকমেণ্ডেশন আসে, যথাসম্ভব যেটা সম্ভব হয় সেটা করে দেওয়ার জন্য। এখন এই সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের কাছে এমন কোন কাগজ আসে নাই যে রিকমেণ্ডেশন যেটা দেওয়া হয়েছিল সেটা কার্য্যকরী হয় নাই এবং সে ধরণের কোন কমপ্লেন আমাদের কাছে আসে নাই। তাতে বুঝা যাচ্ছে এই ধরণের প্রশ্ন সেখানে এখন পর্য্যন্ত উঠে নাই।

Mr. Speaker— I would call on Shri Hemanta Deb.

Shri Hemanta Deb— Question No. 38

Shri B. Das— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 38

Question	Reply
(a) Number of tribal artisans in Tripura ?	(a) No Survey has been made as yet.
(b) financial aid given to these artisans.	(b) Does not arise.
(c) number of spinners and weavers among those artisans.	(c) Does not arise.

Question	Reply
(d) amount of money spent for these spinner and weavers during the Third Plan period uptil now ?	(d) amount of money spent for these spinner and weavers during the 3rd Plan period does not arise.

Supplementaries—

শ্রী এন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই ট্রাইবেল আর্টিজানদের সম্পর্কে কমিশনার ফর শেডিউল্ড কাস্ট এবং শেডিউল ট্রাইবস অনেকগুলি রিকমেণ্ডেশন করেছেন যাতে ট্রাইবেল আর্টিজানদের বিভিন্ন রকমের সাহায্য দেওয়া হয় ?

শ্রী বি, দাস—সার্ভেত এখনও আমাদের কমপ্লীট হয় নাই এবং এছাড়া স্পিনার্স এবং উইভার্স সম্বন্ধে যে কথাটা বলা হয়েছে সেগুলির সার্ভে আমরা এখনও কমপ্লীট করতে পারি নাই কাজেই দি কোয়েসচান ডাজ নট অ্যারাইজ।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ১৯৫১ এর সেন্সাসে ৩০ হাজার তাঁত ট্রাইবেলদের ঘরে আছে বলে একটা তথ্য সেখানে আছে। (৩০ হাজার তাঁত এই ট্রাইবেলদের ঘরে আছে বলে ?)

শ্রী বি, দাস—সার্ভে না করে সেটাত আমরা এখন বলতে পারছিনা। সার্ভে এবং সেন্সাস এক কথা নয়।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—সার্ভে করার জন্য তাঁর কি স্টেপ নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রী বি, দাস—সার্ভে করা হচ্ছে।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—আপনি কি জানাবেন যে সার্ভে কবে পর্যন্ত শেষ করা হবে ?

শ্রী বি, দাস—যতদিন সময় লাগে।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—কতদিন লাগবে ?

শ্রী বি, দাস—যতদিন দরকার হয়।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—একথা কি মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়দের নজরে পড়েছে যে মণিপুর'এ হিমাচল প্রদেশ'এ এই ট্রাইবেল আর্টিজানদের ইন্টারেষ্ট ফ্রি লোন দেওয়া হয় ?

শ্রী বি, দাস—আমাদের এখানে সার্ভেটা কমপ্লীট হ'লে পরে তখন সে সম্বন্ধে কন্সিডার করা যাবে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—একথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়রা জানেন যে ট্রাইবেল ব্লকগুলির মধ্যে সস্তায় সুতা পাওয়ার জন্য ইয়ার্ন ডিপো বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয় অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে ?

শ্রী বি, দাস—এটা এখানেও হয়।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—এই সমস্ত ডিপো এখানে কোথায় কোথায় আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী বি, দাস—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে ট্রাইবেলদের মধ্যে কয়টি অম্বর চরকা দেওয়া হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই ট্রাইবেলদের যে পুরানো ধরণের যে চরকা সেটা রিপ্লেস্ করার জন্য তাদের সাহায্য দেওয়া হয় কিনা?

শ্রী বি, দাস—সেটা বরাবরই দেওয়া হয়।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—এই পর্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে এই ট্রাইবেলদের চরকা রিপ্লেস্ করার জন্য, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী বি, দাস—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

Mr. Speaker—Any other Supplementary ? Then I would call on Shri Nripendra Chakraborty.

Shri Nripendra Chakraborty— 121

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Started Question No. 121

Question	Reply
(a) Whether the reserve forests of Tripura have been constitued in conformity with all Forest Legislations relevant to them.	Yes.
(b) Whether the question of natural boundary had been taken into consideration when the first notification was made under Forest Act, under the signature of the Chief Commissioner.	Yes, as far as practicable.
(c) Whether it is proper to make any officer of the Forest Department Forest Settlement Officer, for the purpose of demarcating Forest Reserves.	It is not proper to appoint any Officer of the Forest Department as Forest Settlement Officer. Demarcation of Reserved Forests is not, of course, done by a Forest Settlement Officer..
(d) If not, whether such Officers have been made Forest Settlement officers in Tripura.	No.

Shri Nripendra Chakraborty :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন ত্রিপুরাতে ক'জন ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার অ্যাপয়েণ্ট করা হয়েছে ?

শ্রী বি. দাস— থ্রি নাম্বারস্,

শ্রী চক্রবর্ত্তী—এবং এই তিনজনের, ফরেষ্ট সেটেলমেণ্টের কাজ ছাড়া ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের অন্য কাজ করতে হয় কিনা?

শ্রী বি, দাস—না।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই যে রিজার্ভ ফরেষ্ট এই ফরেষ্টের যে বাউণ্ডারি ডিমার্কেট করার কথা সেই বাউণ্ডারি ডিমার্কেশনের ক্ষেত্রেতে এমন চিহ্ন ঠিক করে দেওয়া হয় কিনা, যেগুলিকে বলা হয় রোড্স, রিভার্স, রীজসে এবং আদার ওয়েল নোন্ রেডিলি ইনটেলিজিব্ল বাউণ্ডারিজ, প্রত্যেকটি রিজার্ভ'এ আছে কিনা?

শ্রী বি. দাস – আমি এটার উত্তর ত দিয়েছি যে এজ ফার্ এজ প্র্যাকটিকএবল সেটা করা হয়।

শ্রী এন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই রেডিলি যে রেকগ্নাইজ এব্ল বাউণ্ডারিজ এটা না থাকার ফলে বহু ফরেষ্টের কেস হচ্ছে, জনসাধারণ যারা ফরেষ্টের পাশে বসবাস করছেন—রিজার্ভ ফরেষ্টের পাশে তারা হয়রানি হন?

শ্রী বি. দাসঃ—হয়রাণি হয় না?

শ্রী চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর যে সমস্ত জমি, জোতের জমি বা যে সমস্ত দখল বা যে সমস্ত রাইটস জনসাধারণের আগের থেকে বর্ত্তায়েছিল সেগুলি দাবী করলে সেটা ফরেষ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার সিভিল কোর্টের মত হিয়ারিং দেন কিনা?

শ্রী বি. দাসঃ—আইনগত ভাবে সেখানে কাজ করা হয়।

শ্রী চক্রবর্ত্তীঃ—আইনে যে একথা আছে যে তাকে সিভিল কোর্টের মত তাকে কাজ করতে হবে একথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি? আইনটা আমি পড়ে দিচ্ছি, আইনে আছে কোন একটা কমপ্লেন পেলে পরে তাকে সিভিল কোর্টের মত কাজ করতে হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোন কম্প্লেন পেলে পরে তিনি সিভিল কোর্টের মত কাজ করেন কিনা?

শ্রী বি, দাস—আমি ত আগেই বলেছি যে তিনি আইনগত ভাবে কাজ করেন।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই ফরেষ্ট অ্যাক্ট অনুযায়ী রিজার্ভ ফরেষ্ট করা হয়নি বলে সুপ্রীম কোর্টে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট কোন মামলায় হেরেছেন কিনা?

শ্রী বি. দাস—মামলা হ'লে সেখানে হার জিত'এর প্রশ্ন ত আছেই।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—আমার প্রশ্ন ত এটা নয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে মামলা হয়েছে কিনা এবং সেই মামলায় সরকার হেরেছে কিনা?

শ্রী এস্, এল, সিংহ—মামলা করার প্রত্যেকটি লোকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং সেই অনুসারে মামলা হলে পরে হারতেও পারে, জিততেও পারে।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—আমার কথাটার জবাব হ'লনা। আমার কথাটা হচ্ছে যে মকদ্দমা হয়ে গেছে, মকদ্দমার রায়ও হয়ে গেছে এবং সেই মোকদ্দমায় সরকার পক্ষ হেরেছেন এই জন্য যে অ্যাকর্ডিং টু ফরেষ্ট রিজার্ভ এ্যাক্ট রিজার্ভ করা হয় নি। এখন সেই প্রশ্নটার জবাব

তিনি দিচ্ছেন না। আমি জানতে চাচ্ছি যে সুপ্রীম কোর্টে এমন কোন মকদ্দমা হয়েছে কিনা যে অ্যাকর্ডিং টু ফরেষ্ট অ্যাক্ট রিজার্ভ করা হয়নি এবং তার ফলে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট হেরেছেন কিনা? আনসার প্লীজ।

শ্রী এস,এল,সিংহ—ডেমক্রেটিক ইণ্ডিয়াতে যে আইন আছে, আইনগত ভাবে সেটা করবে। সেই যায়গায় হারতেও পারে এবং কোনটা কোন্ বিধান অনুসারে হয়েছে সেটা আমরা জানিনা। সেইটা এই পয়েণ্টে হেরেছে কিনা বা আরও প্রসিডিউর আছে কিনা সেটা আগে জানতে হবে। আরও প্রসিডিউর থাকতে পারে। কাজেই আমার মনে হয় দেখাতে হবে যে এ' প্রসিডিউরে হেরেছে। অতএব আই ক্যান নট্ বিলিভ ইট।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন এই ফরেষ্ট সেটলমেণ্ট অফিসাররা সিভিল কোর্টের মত কাজ করেন না বলে, তার রেকর্ডস্, জাজমেণ্ট ইত্যাদি রাখেননা বলে, তার কপি পাওয়া যায়না বলে মাননীয় স্পীকার স্যার, বহু লোককে তার বিচার পাওয়ার যে অধিকার এর বিরুদ্ধে আপার কোর্টে গিয়ে, সেই অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন।

শ্রী বি, দাস—এই খবর আমাদের জানা নাই।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানেন যে এই কোর্টে প্লীডার দিয়ে, উকিল দিয়ে, নিজের রাইটস্ এষ্টাব্লিস্ করার, ডিফেণ্ড করার অধিকার আছে এবং এই ফরেষ্ট অফিসারদের সামনে উকিল দিয়ে ডিফেণ্ড করার যে অধিকার সে অধিকার দেওয়া হয় না?

শ্রী বি, দাস—আমি আগেই বলেছি যে আইনগত ভাবে সবকিছু করা হয়।

শ্রী চক্রবর্ত্তী—আইনে এটা আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আইনের মধ্যে এটা আছে যে অ্যাক্ট অ্যাজ এ সিভিল কোর্ট। আমার অভিযোগ হচ্ছে যে ফরেষ্ট সেটলমেণ্ট অফিসার তারা সিভিল কোর্টের মত অ্যাক্ট করেন না, তার রেকর্ড রাখেননা যে সমস্ত আপত্তি দেখায় তার সমস্ত কাগজপত্র থাকেনা, হিয়ারিং হয়না, সাক্ষী হয়না, প্রমাণ হয়না, জাজমেণ্ট হয়না। জাজমেণ্টের কপি পাওয়া যায়না এবং তারা লীগ্যালি প্রসিড করতে পারেনা, তাদের বিরুদ্ধে একতরফা একটা জাজমেণ্ট দিয়ে রাখা হয় এবং হাজার হাজার লোক যারা ফরেষ্টের মধ্যে এতদিন বসবাস করে আসছেন, জোতের জমিতে যে তাদের বিভিন্ন রাইটস্ তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত গুরুতর একটা সমস্যা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে এবং যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের বহু এলাকা রিজার্ভ ফরেষ্টের মধ্যে আছে সে জন্য মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে এদিকে নজর দিতে হবে। যে আইন গত ভাবে চলছে বললে হবে না, সিভিল কোর্টের মত সেগুলি যদি কাজ না করে তা'হলে বাধ্য করতে হবে যাতে তারা সিভিল কোর্টের মত কাজ করে। আইন যাতে মানেন। আমার অভিযোগ হচ্ছে দে আর নট্ অ্যাক্টিং অ্যাজ এ সিভিল কোর্ট। এটা হচ্ছে আমার কনক্রীট অভিযোগ যে তারা অ্যাক্ট করছেন না এবং আমি দেখেছি যে তেলিয়ামুড়ার মত যায়গাতে সেখানে ৫০০।৬০০ লোক তারা সব রিজার্ভের মধ্যে পরে গেছে। দে আর অল রিফিউজীস এবং সে সমস্ত জায়গায় তারা জমিজমা ঘরবাড়ী করে রয়েছে। তাদের সে সমস্ত রাইটস্গুলি তারা যদি সেখানে দেখতে পারেন, আপত্তি যদি সেখানে কোর্টের মত

না শুনা হয়, তাহ'লে তাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে।

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লীমেন্টারি কোয়েশ্চান রাখতে যেয়ে তিনি যে কোয়েশ্চানটা রেখেছেন সেখানে এটা এক কথায়ই বলা যায় যে ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট।

Mr. Speaker—Next I would call Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki— 226

Shri B-Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 226 asked by Shri Bulu Kuki.

QUESTION.	ANSWER.
a) Number of Tripura students who after passing B.E. and M.B.B.S. examinations, accepted service outside Tripura.	i) B.E. Students .... 4 ii) M.B.B.S. students 1
b) What are the reasons for their unwillingness to serve under Goverment of Tripura.	For better employment elsewhere.

Mr. Speaker—No supplementary to this ? One minute more, yon see. There are certain questions unanswered on account of the absence of the members given notices.

Shri Birchandra Deb Barma—One question- question no. 14 is to be answered sir.

Mr. Speaker--Question number what ?

Shri B. Deb Barma—Question No. 14 asked by Shri Hlura Aung Mag.

Mr. Speaker—Yes. Question No. 14. I would call on Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag.—Starred Question No. 14

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 14

QUESTION.	ANSWER.
a) Whether any survey has been made of Tribal indebtedness in Tripura ?	(a) Survey was taken up with N.E.S. Programme. Separate survey has not been made.
(b) if so, whether the results have been published ?	
(c) what is the per capita Tribal indebtedness.	Not yet tabulated.
(d) steps taken to scale down the debts of the Tribals.	

Question	Answer
e) Whether there is any special legislations to deal with tribal indebtedness. f) if not, whether such legislations are contemplated ?	The Bombay money lenders act has been extended to Tripura in 1959.

Shri Nripendra Chakraborty—One Supplementary. মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে ১৯৬২তে এই সার্ভে অপারেশনটা হওয়ার পর আজকে পর্য্যন্ত কি কারনে এটার রিপোর্টটা পাবলিশড্ হচ্ছে না ?

শ্রী বি, দাস— ন্যাশন্যাল স্যাম্পল সার্ভে প্রগ্রাম এখানে রাউণ্ড করে গেছেন, সবগুলি সার্ভে করে গেছেন এবং সেখানে আমিত বলেছি যে নট ইয়েট টেবুলেটেড।

শ্রী চক্রবর্ত্তী— ১৯৬২তে সার্ভে হওয়ার পর এটা এখনও পর্যন্ত টেবুলেশন এবং পাব্লিকেশন হচ্ছেনা কেন ?

শ্রী বি. দাস— টেবুলেশন না হলে পাব্লিকেশনও হতে পারছেনা। সেটা আমি বলেছিত নট ইয়েট ট্যাবুলেটেড।

Mr. Speaker— Question hour is over. There are two unstarred questions. One No. 161 asked by shri Atiqul Islam and another No. 180 by Shri Bulu Kuki. The Ministers concerned would lay on the table of the House the reply to the unstarred questions. Now I would pass on to the next item — Government business— Financial — Voting on Demands for Grants (Supplementary Estimates).

To-day on the List of Business 11 supplementary Demands viz. Demand No 6. Stamps, No 7.—Registration Fees, No. 11-Jails, No. 21-Community Development Projects, National Extention Service and Local Development works, No. 23-Miscellaneous, Social and Development Organisation, No. 36A-Capital Outlay on Industrial Development. No, 27-Famine Relief, No. 28-Pension and other Retirement benefits, No. 29-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers, No. 39A-Payment of Commuted Value of Pensions and No. 40A-Appropriation to the Contingency Fund are to be disposed of. Members have recived the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Chief Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me a perticular and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demand Nos. 6-Stamps and No. 7-Registration Fees together and then again Demand Nos. 21-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works, No. 23-Miscellaneous, Social & Developmental Organisation and No. 36A-Capital Outlay on Industrial Development together and then again Demand Nos. 28-Pension and other Retirement benefits, No. 29-Privy purses and Allowances of Indian Rulers and No. 39A-Payment of commuted value of Pensions togather, and I shall have one general debate on these two and three demands as they are of allied nature, no doubt I shall dispose of the demands seperately.

Now I would call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand Nos. 6-Stamps and 7-Registration Fees together.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 11,000/-be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 6-Stamps.

Mr. Speaker—I have requested the Hon'ble Chief Minister to move 6 & 7 together.

Shri S. L. Singh — Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 12,100/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 7-Registratation Fees.

শ্রী বীরচন্দ্র দেব বর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিউ টু একষ্টেনশান অব আসাম ষ্ট্যাম্প অ্যাণ্ড কোর্ট ফীস্ এক্ট—উনি বলেছেন যে কম্পেন্সশন হ্যাজ বীন ইনক্রীজড। আমরা জানি যে একচুয়ালী দি রেইটস অব কম্পেন্সশন অ্যাণ্ড কোর্ট ফীস সেটা বাড়ানো হয়েছে এবং বাড়ানো হয়েছে বলেই লিটিগেণ্ট পাব্লিককে অধিক দাম দিয়ে অধিক খরচে মামলা করতে হচ্ছে এবং দি ফ্যাক্ট ইজ যে মামলার সংখ্যা কমছে, বাড়ছে না। কম্পেন্সশনটা বাড়ছে সেদিক দিয়ে আগে যেখানে অল্প দামে কোর্ট ফী বা অল্প দামের ষ্ট্যাম্প খরচ করে রেজিষ্টারী করা যেত বা মামলা করা যেত সেখানে অধিক দাম দিয়ে, ডবল টাকা খরচ করে সে মামলা করতে হয় এবং ষ্ট্যাম্প কিনতে হয় এবং তাতে লিটিগ্যাণ্ট পাব্লিক এবং যে সমস্ত দরিদ্র জনসাধারণ আছে 'দে আর, মিজারেব্লী অপ্রেসড' এবং কোর্ট ফী ট্যাক্স-সেশানের দরুণ যে দুর্বিসহ অবস্থা হচ্ছে সেদিক দিয়ে রেহাই দেওয়া উচিত এবং ষ্ট্যাম্প অ্যাক্ট এবং কোর্ট ফীস অ্যাক্ট যে হার সেটা পূর্ববত করা উচিত।

Mr. Speaker— I would request the Hon'ble Chief Minister to give his reply.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)— মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয় এটার বিরুদ্ধে যেটা বলা হয়েছে যে যারা মামলাবাজ তাদের অসুবিধা হচ্ছে। মামলাবাজকে, মামলাবাজের অসুবিধা হওয়াই উচিত। যারা গরীব তাদেরকে বাঁচাবার জন্য সরকার সদাই সচেষ্ট এবং সেজন্য যারা ট্রাইবেল, শিডিউল কাষ্ট এবং গরীব তাদের ষ্টেম্প ফী লাগেনা এবং উকিল ফী ইত্যাদি সেটাকে সরকার থেকে বেয়ার করা হয় এবং সরকার তার ভার এবং দায়িত্ব নেন। দরিদ্রকে বাঁচাবার জন্য সরকার সচেষ্ট আছেন এবং মামলাবাজ যারা তাদের অসুবিধা হবে বৈকি, তাদের হয়ত অসুবিধা হচ্ছে যেটা বলা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি এই এখানে সেটা বৃদ্ধি হচ্ছে কেবল এর জন্য নয়, ম্যানুফ্যাকচারিং কষ্ট যেটা লাগে কমিশন ফর ভেণ্ডার যেটা লাগে সেটার জন্যই এখানে এই অর্থের বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার একটা পয়েণ্ট অব অর্ডার আছে। তিনি বলছেন যে ষ্টেম্প অ্যাক্টে রিফিউজীদের এবং ট্রাইবেলদের ষ্টেম্প ফী লাগেনা আইনেতে সেরকম কিছু উল্লেখ নাই। কাজেই একথা বলে তিনি হাউসকে মিসলেড করছেন।

শ্রী এস, এল, সিংহ— এই জায়গায় মাননীয় সদস্য বলেছেন যে গভর্ণমেণ্ট তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করছেন না, সেইজন্য একথা বলা হয়েছে।

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম— যে কথা আইনে নাই সেই কথা তিনি এখানে বলতে পারেন কিনা ?

মিষ্টার স্পীকার— দেয়ার ইজ নো পয়েণ্ট অব অর্ডার হীয়ার। I would now put these two motions to vote one by one. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 11,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand for Grant No. 6-Stamps.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

'Ayes.'

As many as of contrary opinion will please say 'Noes.'

Mr. Speaker – 'Ayes' have it.

And now I put the Grant for demand No. 7-Major Head —15-Registration Fees. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 12,100/- be granted to defray the additional charges which will come in couse of paymet during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 7-Registration Fees.

As may as are of that opinion will please say 'Ayes.'

'Ayes.'

As many as are of coatrary opinion will please say 'Noes.'

Mr. Speaker – 'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Mr. Speaker—I would now call on Hon'ble Sachindra Lal Singh to move that a further sum not exceeding Rs. 1,45,600/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 11 —Jails.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 1,45,600/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 11—Jails.

শ্রী আতিকুল ইস্‌লাম—জেল খাতে কর্ম্মচারীদের ভাতা এবং বেতন বা অন্যান্য খাতে বাজেটে যে অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্ধ চাওয়া হয়েছে সেখানে আপাততঃ করার কোন প্রশ্ন উঠেনা। আর জেলখানার তেল কারা খেয়েছে, কলা কারা খায় সেকথা এখানে আজকে আমরা আলোচনা নাই করলাম; এটা স্থগিত রইল পরবর্ত্তী কালের জন্য। কিন্তু এই হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল জেলের জন্য যে টাকাটা ধরা হয়েছে এটা একটা অপচয়। এই সাতজন মানুষকে হাজারিবাগ পাঠানোর কোন প্রয়োজন ছিলনা। কারণ তাদের এখানে রাখা যেত এবং রাখলে পরে এই অর্থ খরচ হতনা। কাজেই এই অর্থ খরচটা অপচয়। এবং যারা নাকি এই সাতটা মানুষকে এখানে রাখার সাহস করেন না তাদেরকে আমি ক্লীব বা নপুংশক মনে করি। নিজের উপর এতটুকু ভরসা নাই তাদের। আমি এইটুকু বলেই আপাততঃ আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Is there any member from the right ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার উত্তর দেওয়া হয়েছে। কারণ দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরেই এই লোকগুলিকে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে বিশেষ করে তারা চৈনিক পন্থী কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত, মাননীয় সদস্য এর বক্তৃতার মারফতেও এই কথাই ধ্বনিত হচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে অতএব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য তাদের জেলে আটক করে রাখা হয়েছে এবং তাদের হাজারিবাগে পাঠানো হয়েছে।

মিষ্টার স্পীকার—আই উড্ নাউ পুট দি ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার ১১ টু ভোট্।

The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 1,45,600/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 11-Jails.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

'Ayes.'

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Mr. Speaker—'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

I would now call on Hon'ble S. L. Singh to move his Demand for Grant No. 21-Major Head-37-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works that a further sum not exceeding

Rs. 3,97,200/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 21—Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works, along with that he will also move the motion for Demand for Grant No. 23-Major Head-39-Miscellaneous Social and Developmental Organisation that a further sum not exceeding Rs. 2,62,700/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 23-Miscellaneous Social and Developmental Organisation and also the motion for Demand for Grant No. 36 A-Major Head-96-Capital outlay on Industrial Development that a sum not exceeding Rs. 2,52,500/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 36 A-Capital Outlay on Industrial Development.

Discussion will be made on all these together and then the motions will be put to vote one after another.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 3,97,200/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 21—Community Development Projects, National Extenstion-Service and Local Development Works.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 2,62,700/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 23—Miscellaneous Social and Developmental Organisation.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,52,500/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964, to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 36-A—Capital Outlay on Industrial Development.

Mr. Speaker—There is one cut motion against Demand No. 21. The Cut Motion has been given notice of by Shri Ramchandra Deb Barma to discuss on inadequacy of provision for drinking water facilities. I would call on Shri Deb Barma to move his Cut Motion.

শ্রী রামচরণ দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নাম্বার ২১ এ যে অতিরিক্ত মঞ্জুরী চাওয়া হয়েছে ৩,৯৭,২০০ টাকা তার মধ্যে জেনারেল প্রোগ্রামে ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এর মধ্যে যে প্রভিশন এখানে এক লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে সেখানে পূর্ববঙ্গ হতে আগত রিফিউজীর সংখ্যা অনুপাতে যে প্রভিশন রাখা হয়েছে সেটা অপর্য্যাপ্ত। কাজেই তার জন্য আমি আমার কাট মোশনটা এখানে রাখছি।

শ্রী সুনীল দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কাট মোশনের বিরোধিতা করি। মাননীয় সদস্য কাট মোশন উত্থাপন করে বলেছেন যে যে টাকা রাখা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অল্প—এ কথাটা ঠিক নয়। প্রথমে ত্রিপুরা রাজ্যে সামান্য কয়টা টিউবওয়েল ছিল। ইন-এডিকোয়েসি যে কথাটা বলছেন তা যে নয় সেই কথাই আমি বলছি। সেকেণ্ড প্ল্যান পিরিয়ডে প্ল্যানিং কমিশন মাত্র ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। কিন্তু কাজ হয় প্রায় ১১ লক্ষ টাকার। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে টিউবওয়েলের সংখ্যা ২,৪৯০টি আর রিংওয়েলের সংখ্যা ১,৩২১টি আর পানীয় জলের পুষ্করিণী হচ্ছে ১৯টি। লোক সংখ্যার ভিত্তিতে শুধু সরকারী যে টিউবওয়েল রিংওয়েল আছে তাতে দেখা যায় বেসরকারী পুকুর বা বেসরকারী টিউবওয়েল, রিং ওয়েল ছাড়া প্রতি ৩০০ জন লোকে একটা করে টিউবওয়েল, রিংওয়েল বা একটা পুষ্করিণী আছে (এ ভয়েস ফ্রম দি অপজিশান) হিসাব বোধ হয় রাখেন না, হিসাব বোধ হয় জানেন না। মাঠে বক্তৃতা করেন তো। আমি ফিগারগুলি বলছি। যদি আমার ভুল হয় তা হলে আমাকে বলবেন। শুধু সরকারী পুষ্করিণী (রিজার্ভ) ছাড়া টিউবওয়েল, রিংওয়েল প্রতি তিনশ জনের জন্য একটির ব্যবস্থা আছে। তবে এটা যে প্রয়োজন আমাদের মিটিয়েছে তা আমি মনে করিনা। কারণ ত্রিপুরার টপোগ্র্যাফি বা পল্লীগুলি যেভাবে অবস্থিত এবং পল্লীর মধ্যেও বাড়ীগুলি যে ভাবে অবস্থিত, একটি টিলাতে একটি বাড়ী। হয়ত আধ মাইল দূরে আর একটি বাড়ী। আমি মনে করি আরো কাজ করা দরকার আছে। চলতি বৎসরে আমাদের ১,৩০,০০ টাকা বরাদ্দ আছে এবং এ' টাকায় ১৬১টি নলকূপ এবং ৩০টি রিংওয়েল এর কাজ আরম্ভ হয়েছে। এইগুলি এই বৎসরেই শেষ হবে বলে মনে করা হয়। তাছাড়াও আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামে চলতি বৎসর ৫০ হাজার টাকা এই বাবদ খরচ করা হচ্ছে। কাজেই যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা অপর্য্যাপ্ত কথাটা সত্যি নয়। এই টাকার কাজ যদি হয় আগামী আর্থিক বৎসরে এবং প্রতি বৎসরেই আমরা এই বাবদ খরচ করব। এক বৎসরে ত্রিপুরার সমস্ত লোকের পানীয় জলের অসুবিধা দূর করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভবপর নয়। আজ তাঁরাও যদি—যাঁরা বক্তৃতা করছেন, বিরোধী দলের, তাঁরাও যদি আজকে পাওয়ারে থাকতেন তাহলে তাঁদের পক্ষেও সম্ভব হত না। (এ ভয়েস :—দিয়েই দেখুন না) জনসাধারণ আপনাদের দিতে চায় না। আমাদের কেন জনসাধারণকে বলুন। কাজেই মাননীয় সদস্য যে কাট মোশন উত্থাপন করেছেন আমি আশা করি আমার যুক্তিতে বুঝাতে পেরেছি যে এই কাট মোশন যুক্তিযুক্ত নয়। যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকায় কাজ যদি হয় তাহলে ত্রিপুরার জনসাধারণের একাংশের পানীয় জলের অসুবিধা দূরীভূত হবে।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে কাট মোশন রাখা হয়েছে এটার সমর্থনে আমি কিছু বলছি। সেটা হচ্ছে যে ইনফ্লাক্স অব রিফুউজী এসেছে এরকম জায়গা সাব্রুমে আছে সাব্রুমে যে সমরগঞ্জ এবং শ্রীনগর—সমরগঞ্জ তহশীল সে তহশীলে মাত্র একটি টিউবওয়েল আছে যেখানে নাকি বিস্তীর্ণ লোকবসতি। এখন সেই বিস্তীর্ণ

লোকবসতির মধ্যে মাত্র একটা টিউবওয়েল আছে এবং আমি কালকেও বলেছি যে ঘোড়া-কাঁপা তহশীলে সাড়ে সাত হাজার লোক আছে। কিন্তু সেখানে মাত্র ৪টি টিউবওয়েল। ওনলী ফোর। এর বেশী নেই। কাজেই তিনশ' লোকে একটা করে টিউবওয়েল আছে একথা বললে তো হবে না। যেখানে আছে সেখানে আছে। কিন্তু এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে নাকি সাড়ে সাত হাজার লোকের মধ্যে মাত্র ৪টি টিউবওয়েল আছে। কাজেই আমি এই কাট মোশনটা সমর্থন করেই আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker—No other member from the left. Then I would call the Hon'ble Minister to give his final reply to all the three.

শ্রী শচীন্দ্র লাল সিংহ—এখন এখানে বলা হয়েছে যে পানীয় জল। পূর্ব্বপাকিস্তান থেকে যারা উদ্বাস্তু এসেছেন তাঁরা কেবল শ্রীনগরেই আছেন আর যেন কোন জায়গায় নেই। ১,৮০,০০০ লোক এসেছে, তার মধ্যে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি জায়গাতে তাঁরা ব্যপ্ত হয়ে আছেন। অতএব উনি বলেছেন। তবে সেখানে টিউবওয়েল নেই, রিংওয়েল থাকতে পারে, পুষ্করিণী থাকতে পারে। তার দ্বারা এই প্রুভ হয় না যে একটা জায়গাতে নেই বলে ৭ হাজার পপুলেশনে একটি নেই। এটা গড়পড়তা হিসাব হয়না। গড়পড়তা হিসাব যে কিভাবে করতে হয় তাও তো জানেন না। সেজন্য তিনি বলেছেন। অতএব এটা পর্য্যাপ্ত হয়েছে। তবে আমরা বলিনি যে ত্রিপুরা রাজ্যে জলের অভাব আমরা মিটিয়ে দিয়েছি। কারণ আমরা জানি যে মানুষের অসুবিধা আছে। উদ্বাস্তুদের অসুবিধা আছে, ট্রাইবেলদের অসুবিধা আছে। সেই অসুবিধা দূর করার জন্যই এই সমস্ত স্কীম অ্যাডপ্ট করে তাদের দিকে দৃষ্টি রেখেই অগ্রসর হচ্ছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now put to vote the motions. First Demand for grant No. 21. The question is that—I am sorry, first of all I would put the cut motion to vote because it is against 21. I would now put the cut motion given by Shri Ramcharan Deb Barma to vote. The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- for inadequacy of provision for drinking water facilities.

As many as are of that opinion will please say 'AYES.'

'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

'NOES'

'NOES' have it.

Mr. Speaker—Now I would put the main motion to vote.

The question is that a further sum not exceeding 3,97,200/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 21-Community Development Projects, National Extension Service and Local Development Works.

As many as are of that opinion will please say 'AYES.'

'AYES'

As may as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

AYES have it, AYES have it.

I would now put to vote the Demand for Grant No. 23—Major Head 39- Miscellaneous Social & Developmental Organisation. The Question is that a further sum not exceeding Rs, 2,62,700/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 23- Miscellaneous Social and Developmental Organisation.

As many as are of that opinion will please say AYES.

AYES.

As many as are of contray opinion will please say NOES.

NOES.

AYES have it AYES have it.

Mr. Speaker :—I would not put to vote the Demand for grant No.36A,major head 96—Capital outlay on Industrial Development.

The question is that a sum not exceeding Rs 2,52,500/—be granted to defray the charges which will come in course of payment during the petiod from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No.36A— Capital outlay on Industrial Developmert.

As many as are of that opinion will please say AYES.

AYES

As may as are of contrary opinon will please say NOES.

AYES HAVE IT, AYES HAVE IT.

Mr. Speaker—I would now call on Hon'ble Sachindralal Singh to move his motion connected with the Demand No.27—Major Head—64—Famine Relief that a further sum not exceeding Rs.2,10,000/—be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No.27—Famine Relief.

Shri S. L. Singh— Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 2,10 000/—be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No.27—Famine Relief.

Mr. Speaker—There are two cut motions given notice of. First one by Shri Sunil Kumar Choudhury to discuss on inadequacy of provision for relief to flood affected people and second one by Shri Bulu Kuki to discuss on inadequacy of provision for test relief works.

I would call Shri Sunil Kr. Choudhury to move his cut motion.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমার কাটমোশনের সমর্থনে আমি বলছি যে এখানে দেখা যাচ্ছে মাত্র ২০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে এবং এই ২০ হাজার টাকাটা পর্য্যাপ্ত নয়। কারণ ফ্লাডে যে পরিমাণ ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে সেটা অনেক বেশী। শুধু ফ্লাডেই নয়, ন্যাচারেল ক্যালামিটিজ আছে তার সাথে যার ফলে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে যেমন নাকি কিছুদিন আগে জুলাইবাড়ীতে হয়ে গেল, তাতে দেখা যাচ্ছে মাত্র ২ হাজার টাকা তাদের সাহায্য দিতে পারা গেছে। কাজেই আমার মনে হয় যে এইযে টাকাটা রাখা হয়েছে এই টাকাটা পর্য্যাপ্ত নয়। তার উপর আমরা কি দেখতে পাই? যে টাকাটা এখানে রাখা হয় এবং খরচ করা হয় সেই টাকাটা অনেক সময়ে দলীয় স্বার্থে ব্যয় করা হয়। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা এই রকম দেখছি যে এটা যাদের প্রয়োজন নাই এই রকম লোকই পেয়ে গেছে, আর যাদের প্রয়োজন আছে তারা পায়নি, এই রকম অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট আছে। কাজেই আমি বলব যাতে নাকি এই টাকাটা ঠিক ঠিক মত যাদের প্রয়োজন তারা পায় এবং যে টাকাটা রাখা হয়েছে তার-চেয়ে বেশী টাকা রাখা উচিৎ ছিল এটাই আমি বলছি।

Mr. Speaker – I would now call on Shri Bulu Kuki.

শ্রী বুলু কুকি— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার যে কাট মোশন আছে সেই কাট মোশনের সমর্থনে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। টেষ্ট রিলিফ কাজের জন্য যে প্রভিশন রাখা হয়েছে তাহা খুব কম। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে দুর্ভিক্ষ সব সময় লেগেই আছে এবং দুর্ভিক্ষের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করতে হলে একমাত্র উপায় হচ্ছে এই টেষ্ট রিলিফ এর মাধ্যমে এবং তার দ্বারা দেশের ও একটা উন্নয়নমূলক কাজ হয় এবং জনসাধারণেরও অনাহার এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এখানে যে এক লক্ষ ৯০ হাজার টাকা রেখেছেন এইটার দ্বারা যথেষ্ট কাজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে, এখানে অনেক লোক, জনসাধারণ আছে যারা নাকি অনেকে কাজ পায় না, যেমন ধরুন রাইমা শরমার মধ্যে আছে, তাদের টাকা পয়সা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, যেহেতু সেখানে কোন টাউন নাই, এমন একটা কিছু নাই যেখানে নাকি তারা রোজী রোজগার করে তাদের খাওয়ার সংস্থান করতে পারে। কিন্তু এখন সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে শতকরা ১৫ জনের ঘরে মাত্র খাদ্য আছে বাকী ৮৫ জন যে লোকসংখ্যা আছে তাদের ঘরে খাদ্য নাই। এখন এই সমস্ত লোকদের রক্ষা করতে হলে অন্ততঃ সময়ে সময়ে রক্ষা করতে হলে এই টেষ্ট রিলিফের দরকার, এর মাধ্যমেই করা দরকার। অতএব বর্ত্তমানে যে এক লক্ষ ৯০ হাজার টাকা হয়েছে তা আমি মনে করি এটা খুব কম এবং পরবর্তিকালে যখন নাকি রাখা হবে তখন যাতে খুব বেশী করে টাকা এই খাতে বরাদ্ধ করা হয় সেইজন্য আমি এখানে যাঁরা মিনিষ্টার আছেন এবং রুলিং পার্টির যারা আছেন তাদের কাছে অনুরোধ রাখব।

Mr. Speaker— I would now call on Shri Hlura Aung Mag.

শ্রী লুড়া আং মগ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে যে দুইটা কাট মোশন রাখা হয়েছে তার সমর্থনে আমি বলছি যে এখানকার যে অবস্থা আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন এলাকায় যে ভাবে

অগ্নিকাণ্ড ঘটতেছে সেইটা খুব দুর্ভাগ্যজনক এবং সেই সব এলাকাতে আমরা যদি সেই সমস্ত এলাকায় যারা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদেরকে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে আমরা সাহায্য দিতে পারি—

Mr. Speaker— I would draw the attention of the Hon'ble Member that one of the Cut Motion is inadequacy of provision for relief to flood affected people, and another is inadequacy of provision for test relief works.

শ্রী লুড়া আং মগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথাই বলতেছি যে এইভাবে আমরা দেখতে পাই এবং সেইভাবে আমরা দেখতেছি যে বাইখোড়াতে এই বৎসরের মধ্যে জলে অনেক লোকেরধান নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদের জমি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তাদেরকে সেখানে কিছু দেওয়া হয় নাই। এছাড়া দেখা যায় বিভিন্ন জায়গার মধ্যে খাদ্যের অভাব দেখা যায়। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যেমন ধর্মনগর, কাঞ্চনপুর, দসদা এইসব যায়গা। আবার এইদিকে কলসি, কোয়াপাং প্রভৃতি যে সমস্ত এলাকার মধ্যে যেখানে প্রকৃতভাবে দুর্ভিক্ষ বর্ত্তমান সেখানে যদি আমরা টেষ্ট রিলিফ এর রাস্তা এই সময়ে করতে পারি তা হলে তাদেরকে সেই অনাহারের হাত হতে কিছুটা রক্ষা করতে পারি। সেইদিক দিয়ে যে পরিমাণ টাকা রাখা হয়েছে সেইটা দিয়ে আমরা কতটা কাজ করতে পারি? গত বাজেট অধিবেশনে ইহা ছিল। তখনই সেই বাজেট অধিবেশনে আমি বলেছিলাম যে এই টেষ্ট রিলিফ খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে সেইটা খুব কম, প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম, আরো টাকা রাখা হউক। তখন মেজরিটি ভোটে প্রস্তাবটা নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এখনতো বৎসরের শেষে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আরো টাকার প্রয়োজন হচ্ছে এবং হাউজের কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছে। সেইজন্যই আমি বলি যে এটা আরো বাড়ানো প্রয়োজন ছিল, এই বলে আমি কাট মোশনের সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker—Any Hon'ble Member from this side.

শ্রীমতি রেনু চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Supplementary demand for grant No. 27 for Famine Reliefএ মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং যে দুইটি কাট মোশন এনেছেন আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছি কারণ নেচারেল কেলামিটি, ঝড়, বাপটা কখন আসবে তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। কারণ কখনও বৎসরে একবার ও আসতে পারে, কখনও দুই তিন বারও আসতে পারে আবার কখনও সারা বৎসরে একবার ও আসে না, তার জন্য সেই অনিশ্চিত অবস্থার জন্য সেই উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত করে একটা মোটা টাকা আটকে রাখা কোন প্রগতিশীল রাষ্ট্রের পক্ষে কোন রকমেই যুক্তিযুক্ত নয়। তার জন্য এই অবস্থার পরিপেক্ষিতে, সমস্ত অবস্থা দেখে, বিবেচনা করে এই ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কারণ এই অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সরকার অত্যন্ত সচেতন। এমন কি গত সেপ্টেম্বর মাসে গত ১৯৬৪—৬৫ সনের বাজেটে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রয়োজনের জন্য সেই এক লক্ষ টাকার স্থলে দুই লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং সাপ্লিমেণ্টারি বাজেটে দুই লক্ষ দশ হাজার টাকা ধার্য্য করা হয়েছে। তার মধ্যে গ্রেটুইশাস্ রিলিফের জন্য ২০ হাজার টাকা এবং ষ্টেট রিলিফের জন্য ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

টেষ্ট রিলিফ তখনই দেওয়া হয় যখনই দেখা যায় যে লোকের ইকনমিক কণ্ডিশন অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে। সেখানে তাদের কাজকর্ম্ম থাকে না, তাদের বিশেষ করে যখন তাদের রোজী রোজকার থাকে না, জমি জমার চাষ বাস থেকে আয় হয় না, তখনই টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্কস এর ব্যবস্থা করা হয়। নেচারেল কেলামিটি যখন আসে, ফ্লাড, ঝড়, ঝঞ্ঝা প্রভৃতিতে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ যখন অত্যন্ত আর্থিক দুর্গতির সম্মুখিন হয় তখনই সেখানে টেষ্ট রিলিফ এর ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে বলা হয়েছে টেষ্ট রিলিফের টাকা দলিয় স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু কোন দলের দ্বারা সেইটা পরিচালিত হয় না। সেই সব রিপোর্টস এবং রিকমেণ্ডশনের উপর হয় এবং এই সমস্ত ডি, এম, এর মার্ফতে হয়। কোন স্থান নির্ব্বাচন এবং জন নির্ব্বাচন ডি, এম, এর মাধ্যমেই ইনকোয়ারী করে সেইগুলি ডিষ্ট্রীবিউট করা হয়। এই বৎসরেও, চলতি আর্থিক বৎসরেও বিলনিয়া, খোয়াই, কমলপুর, ধর্ম্মনগরে টেষ্ট রিলিফের কাজ আরম্ভ হয়েছে এবং বিশেষ করে কাঞ্চনপুরে বিশেষভাবে টেষ্ট রিলিফ কার্য্য আরম্ভ হয়েছে কারণ সেখানে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার অত্যন্ত অবনতি ঘটেছে। সুতরাং তার জন্য যে ব্যয় বরাদ্ধ করা হয়েছে তাহা এখানকার অবস্থার পরিপেক্ষিতে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থেকেই সরকার এই ব্যয় বরাদ্ধ করেছেন। সুতরাং মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে ডিমাণ্ডটা রেখেছেন তাহা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং এখানে যে কাট মোশন রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিহীন তাই আমি তার বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker— I would now call on the Hon'ble Chief Minister to give his reply.

শ্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ (মুখ্য মন্ত্রী)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যখনই একটা হেড রাখা হয় এবং প্রয়োজন হলে সেই অনুসারে সেই হেডকে বৃদ্ধিও করতে হয়। যেখানে বাজেটে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ছিল সেখানে চাওয়া হয়েছে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং তা নিয়ে তিন লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা বরাদ্ধ করা হচ্ছে এবং উনারা বলছেন কাট মোশনে inadequacy of provision for relief to flood affected people.

তারপর বলছেন inadequacy of provision for test relief works. টেষ্ট রিলিফ ওয়ার্কসে যারা ইচ্ছুক তাদেরকে নেওয়া হয়। যারা এফেকটেড পিপল, যারা কাজ করতে চান, তাদেরকে সেই সমস্ত যায়গাতে নেওয়া হয় এবং তারা সেখানে কাজ করেন, অর্থোপার্জ্জন করেন জীবিকা নির্বাহের জন্য। একবার বলছেন ইন-এডিকোয়েসি অফ প্রভিশন, কিন্তু কত টাকা রাখতে হবে সেইটা ওনারা বলেন নি, বলা সম্ভবও নয়। অতএব যেখানেই একটা হেড রাখা হয় সরকার যখনই প্রয়োজন দেখেন তখনই সেখানে টাকা বৃদ্ধি করা হয়, এবং অন্য হেডে যে টাকা থাকে সেখান থেকেও আনা যেতে পারে। সেইভাবে সেইটাকে পুরণ করা হয়। অতএব সেখানে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ থাকে না, নাইও। অতএব এমনি যদি দুর্য্যোগ হয় লক্ষ লক্ষ টাকা হলেও সেইটাকে কোপ করা যায় না। যেমন বিহারের আর্থ কোয়েকের মত যদি কোন বিপর্য্যয় হয় তাহলে পরে সেখানে যত অর্থ রাখা হউক না কেন সেখানে রিকোপ করার ক্ষমতা হয় না এবং সেইটা সম্ভবও নয়। অতএব একটা হেডে টাকা রাখা হয় এবং যখনই কোন দুর্য্যোগ হয় তার প্রাবল্য দেখে সেই অনুসারে

কাজ করা হয়, সেইজন্ত অর্থের অভাব কোন সময়ই হয় না। অতএব আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নাই। সেইজন্যই যে দুইটি কাট মোশন আনা হয়েছে আমি তার বিরোধীতা করছি কারণ এইগুলি যুক্তিহীন এবং যে সাপ্লিমেণ্টারি বাজেট রাখা হয়েছে সেইটার সমর্থন করছি।

Mr. Speaker— I would now put the motions to vote. First I would put to vote the cut motion for reduction of grant. The cut motion by Shri Sunil Kumar Choudhury—the question before the House is that inadequacy of provision for relief to flood affected peeple .

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

AYES

As many as are of contrary opinion will please say "NOES"

NOES NOES

'NOES' have it, NOES have it.

I would now put to vote the cut motion by Shri Bulu Kuki.

The question before the House is that inadequacy of provision for test relief works.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

'AYES'

As many as are of that opinion will please say 'NOES'

'NOES'

'NOES have it, 'NOES have it.

I would now put to vote the main motion. The question before the House is that a further sum not exceeding Rs. 2,10,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 27—Famine Relief.

As may as are of that opinion will please say 'AYES'.

AYES,

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'.

'Ayes' have it, 'Ayes' have it.

I would now call on the Hon'ble Chief Minister to move, his Demand for Grant No 28,— Major Head — 65 — pension and other Retirement Benefits. that a further sum not exceeding Rs. 5,500/- be granted to defray the additional charges which come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demaud No. 28— Pension and other Retirement Benefits. Along with it Demand for Grant No. 29, Major Head-67 — privy purses and Allowances of Indian Rulers—that a further sum not exceeding Rs. 25,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965

in respect of Demand No· 29 — privy purses and Allowances of Indian Rulers, and Demand for Grant No. 39A, Major Head — 120- Payments of Commuted Value of Pensions that a further sum not exceeding Rs. 5,500/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No, 39—Payments of Commuted Value of Pensions.

Shri S. L. Singh— Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 5,500/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 28—Pension and other Retirement Benefits.

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 25,000/- be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 29 — Privy purses and Allowances of Indian Rulers.

On the recommendation of the Administrator I beg to move that a further sum not exceeding Rs. 5,500/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March 1965 in respect of Demand No. 39A — Payments of Commuted Value of Pensions,

Shri Atiqul Islam— Hon'ble Speaker, Sir, Ruling family of Tripura, Members of the Ruling family of Tripura-এর দ্বারা খুব সম্ভব তাঁরা বুঝাচ্ছেন যে যারা নাকি ত্রিপুরার প্রাক্তন মহারাজার পরিবারবর্গ। কিন্তু ইংরেজীটা ঠিক হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না।

আমার কথা হ'ল যে এটা একটা গভর্ণমেন্টের নীতি হতে পারেনা যে এক কালে একজন রাজা ছিল কাজেই সে বরাবর বসে বসে একটা ভাতা পাবে এটা একটা গণতান্ত্রিক সরকারের কোন একটা ন্যায় নীতি হতে পারেনা। যেহেতু আমার শরীরে রাজার রক্ত নাই কাজেই আমি পাবনা আর তাঁরা সেই ভাতাটা পাবেন। তাঁরা বর্ত্তমানে যাই হউক এটা কি করে যে সরকারী নীতি হতে পারে এটা আমি বুঝতে পারছিনা। এটা হচ্ছে একটা পক্ষপাতিত্ব এবং এই নীতির বিরুদ্ধে আমি জানি যে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিও প্রস্তাব নিয়েছেন। যারা ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে গিয়েছেন তারা জানেন যে সেই কংগ্রেসের আগে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটি, প্রদেশ কমিটি জেলা কমিটি তারা বলেছেন যে এই নীতিকে বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। কাজেই এই নীতিকে যদি আমরা অনুসরণ করি, তাহ'লে আমাদের গণতন্ত্র সরকারের যে মর্যাদা, তার যে ন্যায় নীতি, তা থাকেনা। সেজন্যই তার বিরুদ্ধে আপত্তি সর্বত্র উঠেছে। এখন সেটাকে পরিবর্ত্তন না করে আমি দেখছি তার বেতন, তার ভাতা বাড়াবার জন্য একটা প্রস্তাব এসেছে এবং সেজন্য আমি সেটাকে সমর্থন করতে পারিনা। বলা হয়েছে যে কাট মোশন দিলেন না কেন। মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানেন এটা একটা চার্জ এবং পলিসি কাট এখানে চলেনা। পলিসির উপর যেমন আমরা মোশন আনতে পারিনা। কোন ক্ষেত্রেই আমার

আনিবার সুযোগ নাই সেজন্যই আমরা সেটা আনতে পারি নাই। তা—না—হ'লে আমরা আনতাম। সেজন্যই আমি নীতিগতভাবেই বলছি যে এই নীতিকে আমরা সমর্থন করিতে পারিনা।

Mr. Speaker—I would call on Hon'ble Chief Minister to give his reply. We have only 10 minutes to dispose of this.

শ্রী এস্, এল্, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে যে রুলার্সদের যে পেন্সন সে পেন্সন দেওয়া হচ্ছে সেটা ভারতের ডেমক্রেসী এগ্রী করেছে এবং সেই অনুসারে সেটা দেওয়া হচ্ছে এবং ডেমক্রেটিক প্রসেস অনুসারে সেটা দেওয়া হচ্ছে। যখন এটাকে ডেমক্রেটিক ইণ্ডিয়া ডিনাই করবে তখনই সেটাকে উঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। অতএব এই জায়গাতে যিনি প্রটেষ্ট করছেন, যেটা বলেছেন এটা লোক দেখানোর জন্য বলেছেন, হৃদয় দিয়ে তিনি এটা অনুভব করতে পারছেন না। কারণ হয়ত নানাদিক দিয়ে চিন্তা করে সেটা করছেন না। কারণ কাটমোশন আনতে গেলে টোকেন্ কাট ও আনা চলে, পলিসি কাটের কোন প্রশ্ন নাই। পলিসি কাট আনতে পারেননি তারা এটা জেনেও টোকেন কাট সেটা তারা করেননি, কারণ সেটা হ'ল ইচ্ছাকৃত ভাবে দেওয়া যাতে দোষটা চালিয়ে দেওয়া যায় যে আমরা এখানে বলেছি যে পলিসি কাট দেওয়া যায়না। অথচ সেটাকে জেনেশুনে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা আইন বিরোধী কাজ এবং তারা তা জেনেশুনে করেছেন অতএব সেটা আসেনা। অতএব আমি এই জায়গাতে এই ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২৮ পেন্সন এণ্ড আদার রিটায়ারমেণ্ট বেনিফিটস্ এবং—২৯ অ্যালাউন্সেস অব ইণ্ডিয়ান রুলার্স ৩৯-এ পেমেণ্টস অব কম্যুটেড ভেল্যু অব পেন্সানস সমর্থন করি এবং আশা করি হাউস এটা ইউন্যানিমাসলি সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker —All these have been moved together.

Shri S. L. Singh— Yes.

Mr. Speaker— I shall put all these 3 Demands to vote together.

I am putting these demands one after another; Demand for Grant No.28-Major Head—65—Pension and other Retirement Benefits. The question is that a further sum not exceeding Rs. 5,500/—be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No.28—Pension and other Retirement Benefits.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Mr. Speaker—'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Demand for Grant No. 29—Major Head—67—Privy Purses and allowances of Indian Rulers.—The question is that a further sum not exceeding Rs.25,000/—be granted to defray the additional charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 29-Privy Purses and Allowances of Indian Rulers.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'— 'Ayes'.

As many as are of coutrary opinion will please say 'Noes'

'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Demand for Grant No. 39A-Major Head-120-Payments of Commuted Value of Pensions.—The question is that a further sum not exceeding Rs. 5,500/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 39A-Payments of Commuted Value of Pensions.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

'Ayes.'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

Mr. Speaker— 'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

I would now call on Hon'ble Shri Sachindralal Singh to move his Demand for Grant No. 40A-Major Head-125-Appropriation to the Contingency Fund. Hon'ble Shri Sachindralal Singh to move that a sum not exceeding Rs. 10,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 40A-Appropriation to the Contingency Fund.

Shri Sachindralal Singh— Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 10,00,000/- be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 40A-Appropriation to the Contingency Fund.

Mr. Speaker— Any one from the left ? No, there is none to oppose it from the left. The Hon'ble Chief Minister may give his final reply in short. Perhaps we have only 4 minutes time.

শ্রী এস, এল, সিংহ— আমি এই ডিমাাণ্ডকে সমর্থন করে এই হাউসের কাছে অনুরোধ করছি যাতে এটাকে সমর্থন করে ইউন্যানিমাসলি গ্রহণ করেন।

Mr. Speaker— I would now put to vote the Demand for Grant No. 40A-Major Head-125-Appropriation to the Contingency Fund. The question is that a sum not exceeding Rs. 10,00,000/-be granted to defray the charges which will come in course of payment during the period from 1st April, 1964 to 31st March, 1965 in respect of Demand No. 40 Appropriatian to the Contingency Fund.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Mr. Speaker—'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Supplementary Demands have been passed.

Next item is Government Business-Legislation. Introduction, Consideration

and Passing of the Appropriation (Supplementary Demands) Bill, 1965 (Bill No. 2 of 1965).

Next Business of the House is the Introduction of the Appropriation Bill 1965 (Bill No. 2 of 1965). I would request the Hon'ble Chief Minister, Shri S. L. Singh to move his motion for leave to introduce the Bill.

Shri S. L. Singh— Hon'ble Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce the Appropriation Bill 1965 (Bill No. 2 of 1965).

Mr. Speaker— There is no one to oppose it. So I would now put this to Vote. The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh for leave to introduce the Appropriation Bill 1965 (Bill No. 2 of 1965).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

'Ayes.'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.'

Mr. Speaker— 'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

The leave to introduce the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 2 of 1965) is granted.

(Secretary read the long title of the Bill)

Mr. Speaker— Discussion on the Appropriation Bill is to continue. The Appropriation Bill has been introduced. Leave has been granted. I would now call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion to introduce the Appropriation Bill, 1965 (Bill No.2 of 1965).

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to introduce the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 2 of 1965)

Mr. Speaker—Is there any one to speak on this ? Then I would put the motion to Vote.

The question before the House is the Appropriation Bill, 1965 (Bill No.2 of 1965) be introduced.

As many as are of that opiaion will please say 'Ayes.'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'—Voice—'Ayes.'

The Appropriation Bill, 1965 (Bill No.2 of 1965) be introduced.

Mr. Speaker—Next the Appropriation Bill.1965 Bill No.2 of 1965) is to be taken into consideration. I shall request the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his motion for consideration of the Appropriation Bill 1965 (Bill No.2 1965).

Shri S. L. Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to move that the Appropriation Bill, 1965 (Bill No.2 of 1965) be taken in to consideration atonce.

Mr. Speaker— Now any member may speak, if he likes. None from the left side. Then will the Hon'ble Chief minister wish to say something.

Sri S. L. Singh – This may be put to vote.

Mr. Speaker—Then I put the question to vote. The question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Sachindra Lal Singh that the Appropriation Bill, 1965 (Bill No.2 of 1965) be taken into consideration atonce.

Mr. Speaker :—As many as are of that opinion will please say, "Ayes.'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

I think, "Ayes" have it. "Ayes" have it.

Now the motion that the bill be taken into consideration has been carried. I would now put the clause into the Bill. Clause (2) do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say, 'Noes'

'Ayes' have it 'Ayes' have it.

Mr. speaker so, the clause (2) is passed.

Mr. Speaker—Clause (3) do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes.

Mr. Speaker—'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Mr. Speaker—Clause (3) has been admitted.

Mr. Speaker—Schedule do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please 'Noes',

Mr. Speaker—'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Schedule has been admitted.

Mr. Speaker—Clause (1) do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion with please say 'Ayes.'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Mr. Speaker—'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Mr. Speaker—The tittle do stand part of the Bill.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Mr. Speaker—'Ayes' have it 'Ayes' have it.

Mr. Speaker—So, the Appropriation Bill, 1965 has been admitted.

Mr. Speaker—Next business is the passing of the Appropriation Bills 1965 (Bill No. 2 of 1965), I shall now request the Honb'le Sri Sachindra Lal Singh to move the motion for passing the Bill.

Sri Sachindralal Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to move the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 2 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

Mr. Speaker—I now put the motion to vote. The question before the House is that the Appropriation Bill, 1965 (Bill No. 2 of 1965) as settled in the Assembly be passed.

As many as are of that opinion will please say "Ayes'

Voiee—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Mr. Speaker— 'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Mr. Speaker—So, the Bill is passed.

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

Mr. Speaker—Next item in the list of business is the Resolution moved by Sri Nripendra Chakraborty that this Assembly demand immediate release of all political prisoner kept in detention under the Defence of India Rules, 1962 is to continue.

We will have one hour for discussion of this. Then we shall pass on to the next. On the last Friday the mover of this resolution Sri Chakraborty speak from the left and from the right, I think the Hon'ble Chief Minister and from the left I think it was also Shri Atiqul Islam. Was there any one from the right side ?

Shri Sachindralal Singh (Chief Minister)—No, none else from the right side.

Mr. Speaker— Then, today I would request some one from the right the mover will have a chance for last reply.

Sri Sukhamoy Sen Gupta (Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তা হচ্ছে detenuesদের release করা সম্পর্কে। এই Resolution নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন, অনেক কথা তিনি উত্থাপন করেছেন, সেগুলির উত্তর অনেকবার দেওয়া হয়েছে কিন্তু বার বার এই যুক্তির অবতারণা করা হয়। এসম্পর্কে যে কথাটা উঠেছে যে detenuesদের যাদের arrest করা হয়েছে সেটা যুক্তিসঙ্গত কিনা এবং যে D. I. Rules এ arrest করা হয়েছে অর্থাৎ emergencyর জন্য যে আইন করা হয়েছে, সেই emergencyর প্রয়োজন আছে কিনা। এ সম্পর্কে আলোচনা বহুবার হয়েছে। Emergency আছে কিনা, emergency চালু রয়েছে কিনা এ সম্পর্কে বলার কোন অপেক্ষা আছে বলে আমি মনে করি না। আজকেও ভারতবর্ষের বহু জায়গা চীন দখল করে বসে আছে, এই যে emergency ঘোষণা করা হল, তা কেন হল ? তার কারণ হল যে চীন আক্রমণ করেছে ভারতবর্ষকে।

যে ভারতবর্ষ আক্রমণকারীর আক্রমণকে মোকাবেলা করবার জন্য, সমগ্র দেশকে জাগ্রত করবার জন্য সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করে, এই চীনা হামলার বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে, তার প্রস্তুতির জন্যে এই emergency ঘোষণা করা হয়েছে এই জন্যে যে একটা দেশের উপর বিদেশী আক্রমণ যখন হয় তখন সেই আক্রমণের মুখে আমাদের যদি দাড়াতে হয়, লড়াই করতে হয়, দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হয়, তাহলে এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় যেটা full fledged democracy'র মধ্যে দিয়ে সব সময় সম্ভব হয় না। আজকে যে Constitution আমাদের রয়েছে, সেটাতে এমন একটি ধারা রয়েছে যে যদি এমন কোন situation দেখা দেয় তখন রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে সমস্ত শাসন ক্ষমতা নিতে পারেন। এটা democracy'র বিরুদ্ধে নয়। যে Constitution আমরা স্বীকার করে নিয়েছি, democratic Constitution বলে স্বীকার করেছি সেই Constitution এর মধ্যে ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন যে পার্লামেণ্ট, সেখানে ভারতের সমস্ত জায়গায় প্রতিনিধিরা রয়েছেন সেখান থেকে যে Constitution পাশ করা হয়েছে সেই Constitution নিশ্চই অগণতান্ত্রিক নয়। সেই Constitution এর মধ্যে এই ধারা রয়েছে যে Emergency যদি উত্থাপিত হয়, Emergency যদি উপস্থিত হয় তখন কি করা যাবে। এটা স্বাভাবিক কথা যে একটা দেশের উপর আক্রমণ হবে, এমন একটা Situation created হবে যখন ভারতবর্ষের সমস্ত ক্ষমতা, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত লোকের যতখানি ক্ষমতা রয়েছে, সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে সেই দিকে ভারতের স্বাধীনতাকে রক্ষন করার জন্য তাকে আমরা নিয়োজিত করতে পারি কিনা, সেই জন্য Emergency situation এ Emergency ক্ষমতা গ্রহণ করা হয়। আজকে যে প্রশ্ন এখানে করা হয়েছে তার প্রথম কথা হল যে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা Emergency Situation রয়েছে একথা তারা স্বীকার করেন কিনা। এ কথা যদি তাঁরা স্বীকার না করেন তবে আমার বক্তব্য কিছু নাই। যদি তাঁরা মনে করেন আজও Emergency Situation রয়েছে, কেন রয়েছে তখনই প্রশ্ন আসবে চীন ভারতবর্ষ অতিক্রম করেছে কিনা। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যরা বার বার বলছেন এ কথা যে আমরা Communist Party of India ভারতের যে Communist Party সেত Resolution নিয়েছে Aggression সম্পর্কে। কিন্তু সেই Resolution নেবার সঙ্গে সঙ্গে তখন পর্য্যন্ত মুখের সুর বোধ হয় বন্ধ হয়নি তখনই শ্রীগোপালন বর্ক্তৃতা করেছেন এই Resolution এর বিপক্ষে। নাম্বুদ্রিপাদ যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার সঙ্গে Resolution এর কোন সম্পর্ক নেই, সেখান থেকেই একটা rift দেখা যাচ্ছে Communist Partyর মধ্যে এবং সেই rift এসেছে ঐ National Council এর resolution থেকে যেখানে কাহারো কাহারো যারা এক মত হতে পারেনি। এবং সেখানে আদর্শের কথা বলা হয়েছে। আদর্শের সংঘাত নাকি হয়েছে, সেই আদর্শের সংঘাতটা কি? সেই সংঘাতটা হয়েছে যে ভারতবর্ষের উপর চীন আক্রমণ করেছে কি না। চীন Aggresion করেছে কি না। এ প্রশ্নের কথা, এ প্রশ্ন যখন উত্থাপন হয় এড়িয়ে যেতে চান মাননীয় সদস্যরা যেটা সবচেয়ে vital দেশের পক্ষে, দেশের জাতির পক্ষে যেটা সবচেয়ে vital প্রশ্ন যে আমার স্বাধীনতা রক্ষা হবে কি না, আমার Integrity থাকবে কি না, আমার দেশের ভৌগলিক বা আয়তন রয়েছে তা ঠিক থাকবে কি না

এ প্রশ্নের উপর কোন গোজামিল চলতে পারে না। সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে কথা বলতে হবে। তারা হয়তো বলবেন Lenin এর নাম করে যে যুদ্ধের standard হয় কি দিয়ে, না standard হয়, Lenin নাকি বলেছিলেন এবং সেটা হয়তো সত্যি যে যুদ্ধের কোন পক্ষ যুদ্ধ করছে তা দিয়ে যুদ্ধের নমুনা বুঝা যাবে। ভারতবর্ষ আক্রমণ করল কি না করল তা দিয়ে যুদ্ধের বিচার হবে না, ভারতবর্ষের লোক তা দিয়ে বিচার করবে না। ভারতবর্ষের লোককে বিচার করতে হবে কে আক্রমণ করেছে, কাকে আক্রমণ করেছে। যদি Communist Country আক্রমণ করে কোন দেশ, তাহলে সেই দেশের যে আক্রান্ত দেশ সেই দেশের মানুষের কোন অধিকার থাকবেনা, সেই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে কোন লড়াই করার জন্য, কারণ কি তারা মনে করে, এখানে বিশেষভাবে বলা হয়েছে চীন আক্রমণকারী। আজকে ভারতবর্ষের উপর হামলা হয়েছে, জুলুম হয়েছে,ভারতবর্ষের হাজার হাজার নরনারীকে হত্যা করেছে—তথাপি ভারতবর্ষের মানুষ এ কথা বলতে পারবে না; চীন আক্রমণ করেছে, চীনের আক্রমণকে আমাদের রোখতে হবে। আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে আমরা রক্ষা করব। এ কথা ভারতবর্ষের লোক বলতে পারবেনা, তা হলেই ভুকিনারায় যেতে হবে, অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পক্ষে যারা আছেন তারা বলবেন যে এটা Nationalist Cry অর্থাৎ স্বাধীনতা রক্ষার যে দাবী সেটা Nationalist Cry অর্থাৎ Communist Country যদি আক্রমণ করে কোন দেশ, সেই দেশের Communist Party আক্রমণকারীর পক্ষে থাকবে, তারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করতে পারবে না, তারা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে পারবে না। এটা তাহলে তাদের International Communism এর কথা, এটা Lenin বলেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখি তাহলে দেখব রাশিয়ায় যে Revolution হয়েছিল ১৯১৭ সালে, তারপর যখন Lenin এর হাতে ক্ষমতা এল, অর্থাৎ সেখানে Communist Party'র হাতে ক্ষমতা এল, তখন দেখেছি যে Polland এর অংশে, সেই লিটোনিয়া, এস্তোনিয়া যে কতকগুলি দেশকে Lenin স্বীকার করে গেছেন, Compromise করতে হয়েছে। তিনি এককথা বলেছেন যে জোর করে কোন জায়গা আমি দখল করতে পারব না, কোন জায়গায় কম্যুনিজমকে export করা যাবে না এবং সেইখানে সেই বিচার পদ্ধতি রাখা হয়েছিল যে এখানে যে Revolution হয়েছে, সেটা নিয়ে এখানে বসে থাকলে চলবে না, সারা পৃথিবীতে তা ছড়িয়ে দিতে হবে। যেখানে লেনিন বলেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ষ্টালিনও বলেছিলেন যে নিজের একটা দেশের মধ্যে socialism প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং socialist Country হিসাবে গড়ে তুলা যায়, এবং তার জন্য তাকে যে Compromise করতে হয়েছে, আজকে যে Coexistance এর কথা, সেটা ক্রুশ্চেভের বানানো কথা নয় এটা লেনিনের আমল থেকে Peaceful Coexistence এর কথা চলে আসছে। লেনিনের নাম করে চীন বলবে, যে আমি যখন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেছি তখন ভারবর্ষের কম্যুনিষ্ট পার্টির উচিৎ আমাকে সমর্থন করা এবং তার জন্য যে নাশকতামূলক কাজ আছে সেগুলিকে তোমাকে করে যেতে হবে। কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে এই নিয়েই বিভেদ হয়েছে, যেখানে রাশিয়া বলেছে যে ভারতবর্ষের উপর Aggression হয়েছে, চীন অন্যায় করেছে, রাশিয়াও বুর্জোয়া দেশ নয়, অন্ততঃ এতদিন বুর্জোয়া দেশ ছিল না। রাশিয়া সেটা কম্যুনিষ্ট দেশ, সেই রাশিয়া থেকে বলা হয়েছে যে ভারতবর্ষের উপর aggression হয়েছে, আর আমার

দেশের লোক আমার দেশের খাওয়ায় পড়ায়, আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছে, তারা বিশ্বাসঘাতকের মত বলছে যে চীন আক্রমণ করেনি, এ জমি নিয়ে একটি সাধারণ ঝগড়া। যেখানে হাজার হাজার বর্গমাইল জায়গা তারা দখল করে বসে আছে, অথচ আমাদের দেশের লোক বলছে, যে এটা আক্রমণ হয়নি। এমন কি কমরেড গোপালনের কথা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য বলেছিলেন যে চাঁদা নাকি আদায় করেছেন defence এর জন্যে। কোথায় তিনি দিয়েছেন আমি জানিনা, কোথায় থেকে হিসাব এসেছে আমি জানিনা, আমি শুধু জানি যে শ্রী গোপালন Defence এর জন্য কোন চেষ্টা করেননি, কোন চাঁদা আদায় করেননি, একটি কথা বলেননি Defence এর জন্য। দেখাতে হবে, প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি Defence এর জন্য টাকা তুলেছেন, শুধু মনগড়া কথা বললে চলবে না। এই গোপালনের নেতৃত্বেই আজ কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে যে বিদ্রোহ দল দেখা দিয়েছে, যা কেবল Leftist Group—তিনিই ছিলেন তার নেতা এবং তার মধ্যে বাসন পুন্নিয়া, বড় বড় যারা নেতা যারা আজকে জেলে আছেন তারাই ছিলেন সেখানে তাদের বক্তব্য কি? তাদের বক্তব্য যদি শুনতে চান্ তা বলে দিতে পারি। একটার পর একটার হিসাব আজকে দাখিল করে দিতে পারি তারা কি বলেছিলেন। সেখানে আজকে এই যে Group যে Group চীনকে আক্রমণকারী বলতে নারাজ, যে Group আজকে বলছে যে চীন কোন অন্যায় করেনি তাদের কাছে socialist country চীন কোন অন্যায় করেনি, কখনও আক্রমণ করতে পারে না, অথচ জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে আমরা বুঝছি যে আমাদের উপর হামলা হচ্ছে, আমার ভাইকে হত্যা করছে, জমি দখল করছে, তথাপি বিশ্বাসঘাতক ঐ চীনের দালালি যারা করছে তারা বলছে, চীনা অতিক্রম করেনি। উদ্দেশ্যটা কি। আজকে থেকে নয় ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস আমার বিশ্বাস মাননীয় সদস্য যারা আছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন। ১৯৪৮ সালে রণদীভের নেতৃত্বে তেলেঙ্গানায় কাকদ্বীপ এবং ত্রিপুরার কোন কোন এলাকায় যখন আন্দোলন হয়েছিল, তখনও রণদীভের যোগাযোগ ছিল চীনের সঙ্গে, চীনের নেতৃত্বকে সে স্বীকার করে নিয়েছিল এবং তারই ভিত্তিতে সে সেই আন্দোলন চালাইয়াছিল। এই আন্দোলন যখন দমানো হয় জনতার চাপে যখন আন্দোলন বন্ধ করতে হয় তখন এই দোষ চাপানো হল এবং আজকে তাদের মধ্যে যে গোলমাল হয়েছে, তার কারনটা হল এই যে তখন যে আন্দোলন হয়েছিল, তখন নাকি তাদের কাছে একটি socialist Country ছিল না। যে socialist Country তাদিগকে সাহায্য করতে পারে। অর্থাৎ Communist Party দেশের ভিতর থেকে আন্দোলন করতে থাকবে, সীমান্ত থেকে Socialist Country দরকার হলে Arms জোগাবে এবং Valuntary Soldier দেবে তাহলে তাদের আন্দোলন Successful হতে পারে। তখন হয়নি কারণ চীন তিব্বত দখল করতে পারেনি এবং তখন যে আহ্বান জানানো হয়েছিল সেই আহ্বান ব্যর্থ হয়েছিল এবং ভারতের জনসাধারণ তাহা ব্যর্থ করে দিয়েছে। আজকে এই যে rift Communist Party'র মধ্যে তার মূলে রয়েছে যে আজকে Socialist Country চীন তিব্বত দখল করে রয়েছে। আজকে যদি তোমরা সীমান্ত এলেকায় গড়িলা যুদ্ধ করতে পার, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তোমাদেরে সাহায্য করতে পারব এবং সমস্ত সীমান্তে পকেট সৃষ্টি করতে পারব এবং সেইজন্যই এইসব দালালদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে

এবং তারা চীৎকার করে বলছে সারা ভারতবর্ষে, কিসের নামে—না আদর্শবাদের নামে—কিসে আদর্শ সে আদর্শ হল আক্রমণকারী, যে চীন সেদিনও আমরা দেখেছি birth aniversary করেছে সেই চেঙ্গিস খাঁর—সেই চেঙ্গিস খাঁ Socialist সেই চেঙ্গিস হল Socialist, যে নাকি নরহত্যা করেছে, লুণ্ঠন করেছে আক্রমণ করেছে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, সেই মাও সেতুং পূজা করছে চেঙ্গিস খাকে তিনি Socialist Communist. আজ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর Communist এই আদর্শবাদের নামে দালালী করে যারা টাকা নিতে পারে, বিদেশীকে এখানে আমদানি করতে পারে, তাদের জন্য গণতন্ত্রে কিছু থাকবে না, কোন প্রতিবিধান থাকবে না? আজকে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে Normal অবস্থায় যারা চলেছে, তাদের উপরও কোন হস্তক্ষেপ হয়নি? আজকে এই Assembly'র মধ্যে যাদের detained করা হয়েছে আমি জানিনা এই Assembly'র মধ্যে যে ধরণের বক্তৃতা আমি শুনেছি—মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যের কাছ থেকে, তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে এর ভিতরে অন্যকোন রূপান্তর হয়েছে কি না? তাদের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয়েছে কিনা? কারণ যে Communist Party Leftists যারা তারা definitly separate tent দিয়েছে। তারা আজকে আদর্শবাদের নামে অর্থাৎ চীনের দালালি করার জন্যে প্রকাশ্যে তারা বলছে। সেখানে জ্যোতিবসু তারা বলেছেন যে আমরা প্রকাশ্যে এত খোলাখুলি বলতে পারি না চীনকে সাহায্য কর। কারণ Emergency রয়েছে। সেজন্য আমরা পারি না। সেটা আমার কথা নয়, এটা বক্তৃতার কথা। সেটা Congressএ, Calcutta Congressএ হয়েছে, Leftist Congress সেখানে একথা বলা হয়েছে যে প্রকাশ্যে কথা বলতে পারিনা। বললে পরে প'ছে Emergency আছে, ধরে নিয়ে যাবে। কাজেই সেখানে অনেকখানি ফাঁক রেখে আমাদের কথা বলতে হবে। কিন্তু ভেতরের কথা কি? ভেতরের কথা হলো যে মন আমাদের পড়ে রয়েছে ওখানে—চীনের কাছে, বা চীন ছাড়া আজকে আমরা এখানে ক্ষমতায় আসতে পারবো না অথবা ভারতের স্বাধীনতা নষ্ট করতে পারবো না। অর্থাৎ আজকে আমরা যারা Leftist বলে পরিচয় দিচ্ছি তাদের যদি ক্ষমতায় আসতে হয় তাহলে তাদের আসতে হবে ঐ গোপন পথে। অর্থাৎ বাইরের চীনের সাহায্য ছাড়া তারা আসতে পারবে না। এটা তাদের কথা, এটা ভারতবর্ষের কথা নয়। আজকে যে চীন, যে মাউ-সে-তুং, চু-এন-লাই আজকে ক্ষমতার গর্ব্ব করছেন, ক্ষমতায় বসেছেন সেই চু-এন-লাই সেই মাউ-সে-তুং আজকে ক্ষমতায় এসেছেন কাদের দ্বারায়, কিভাবে এসেছেন? যারা ইতিহাস পড়েন, যারা ইতিহাসের খবর রাখেন, সেই বিশেষ History March যেটাকে বলা হয়, যারা সেই সিঙ্কিয়াং এলাকায় চলে এসেছিলেন। কেন? কারণ Canton থেকে লড়াই করা যাবে না চিয়াং কাইসেকের বিরুদ্ধে। কারণ সেখানে অস্ত্র এসে পৌঁছবে না রাশিয়ার কাছ থেকে। সেই জন্যই তাদেরকে সিঙ্কিয়াং এ সরে যেতে হয়েছিল, যেখানে তাদের অস্ত্র পেতে পারে, Training পেতে পারে। এই জন্য রাশিয়ার সাহায্যে মাউ-সে-তুং তারা ক্ষমতায় এসেছিল। আজকে যারা ক্ষমতা এনে দিয়েছে এই মাউ-সে-তুং ও চু-এন-লাই এর দলকে, আজকে সেই রাশিয়া নাকি Revisionist, আবার সেই একই tactics যে ভেতরে গোপনে গোপনে এক একটা দেশের উপর আমরা হামলা করবো। এমন ভাবে আমরা

হামলা করবো যাতে সেখানে গরিলা বাহিনী তৈরী হয়। অর্থাৎ সেখানে এমন এক শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করা হবে যারা আদর্শের নামে বড় কথা বলতে পারবে, যারা আদর্শের নামে দেশকে বিকিয়ে দিতে পারবে যারা ক্ষমতায় আসার জন্যে পদলেহন করবে বিদেশীর, এমন সব লোকের সৃষ্টি করতে হবে। এবং সেই সৃষ্টি করার পেছনে আজকে দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে যে Communist Party, এখন Communist Party বললে হয়তো ভুল বলা হবে তার কারণ Communist Partyর মধ্যে তিন রকমের চেহারা দেখা দিয়েছে। এক রকমের চেহারা হলো রাশিয়ার সঙ্গে, রাশিয়ার নীতির সঙ্গে একমত ; আর একশ্রেণী রয়েছে যারা চীনের সঙ্গে খোলাখুলি ভাবে চলছে, আর একশ্রেণী আছে— যে দেখি কোন্‌টা শক্ত হয়। যদি দেখি যে Right এর দিকে বেশী ঝোক দেখা দেয় তাহলে Rightএ চলে যাব। আর যদি দেখি যে Leftএ বেশী ঝোক, তাহলে Left এ চলে যাব। আমার এখানে, এই Assemblyতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনার পর আমার মনে হয়েছে বা এটা যেন ঐ Chinees একটী Group হচ্ছে। যে Chinees এখন মন প্রায় ঠিক করে এনেছে যে তারা Left এর দিকে ঝুকবে। তার কারণ কেরলার ইলেকশান। কেরলার ইলেশান, আমাদের মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য এই কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ এই Assemblyতে শুনেছি— আমরা Territorial Council এ শুনেছি। মাননীয় বিরোধী পক্ষের যিনি নেতা তার মুখ থেকেই শুনেছি যে তারা ত্রিপুরায় জনসমর্থন পেয়েছেন। কারণ 51% vote নাকি তারা পেয়েছেন। সেজন্যই জন সমর্থন পেয়েছেন, জিত্‌লে কি হবে, আসন পেলে কি হবে, আমরা জনতার সমর্থন পেয়েছি। আজকে কেরলা নিয়ে হচ্ছে, সেখানে নাকি জনতা রায় দিয়েছে Communist Partyর পক্ষে নাম্বুদ্রি পাদের পক্ষে। সেখানে কেরালার Communist Party 45 কি 44 Percent এর কিছু উপরে ভোট পেয়েছিল, আজকে সেখানে Nambhodripad group 19% ভোট পেয়েছে, তথাপিও জনতার সমর্থন নাকি তাদের দিকে, জনতার রায় হয়ে গেছে। বিচারের মাপকাটি কোনটা, standard কোনটা, ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এক রকম standard আর কেরলার ক্ষেত্রে আরেক রকম standard হ'তে পারে তার কারণ হ'ল আদর্শ ও চিন্তার মধ্যে তাদের দু'টানা রয়ে গেছে। ওরা ফাঁকি দিতে জানে, ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারে। সেই বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য নেতা যিনি, তিনি তাঁর বক্তৃতায় এক জায়গায় বলেছেন যে Communist Party এর resolution, National Council এর সে resolution যেটা ১৯৫০ সালে Preamble হিসাবে Constitution লেখা হয়েছিল তারপরে Calcutta Congressএ যে Programme নেওয়া হয়েছে সেটা নাকি দেখতে শুনতে প্রায় একই রকম। কেন আমরা তাদিগকে Chinese Communist বলব, বিশ্বাস ঘাতক বলব. একথাটি তিনি যুক্তি সহকারে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। আমি জানিনা যারা leftist বা Peking পন্থী তাদের ওকালতি করার জন্য করা হয়েছে কিনা, অথবা তিনি নিজে বিশ্বাস্‌ করেন কিনা যে একটা বক্তৃতা করতে হবে কিনা, সেই জন্যই তিনি বলেছেন কিনা তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়ত বা তার দরকার পড়ে, আমার জানা আছে তার কাছে সেই দুটি জায়গার যে language, Programme এবং Preamble আছে, সেটা যদি তিনি শুন্‌তে চান্‌ তবে আমি হাউসের সামনে পড়ে শুনাতে পারি। সেখানে যে Preamble

Constitution'এ ছিল তাতে লেখা আছে যে Communist Party of India try to achieve full democracy and socialism by peaceful means. It considered that by developing a powerfulness movement by winning a majority in Parliament and by backing it with mass sanctioned to working for a Club and alliance can over come the resistence of the force of the reaction and ensure that Perliament before the instrument of people to use what effecting the fundamental changes in the economy social and state structure. এটাই ছিল preamble of the constitution আর Calcutta Congress এর programme এর মধ্যে আছে—The Communist Party of India try to achieve the establishment of the people's democracy. Language এর তফাৎটা লক্ষ্য করবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে কোন হুবহু মিল নেই। তিনি যে কথা বলেছেন তা আমি বলে দিচ্ছি। To achieve the establishment of people's democracy and socialist transformation to peaceful means ঐ peaceful means এর কথাটি আমি আগে বলেছি। সেটা কলকাতা কংগ্রেসে বলা হয়েছে তার সাথে সাথে ঐ Peaceful কথাটা না বললে আমাদের উপর অযথা আক্রমণ করা হবে। তাহ'লে দেখা যায় এই দুটি লাইন যদি পাশাপাশি রেখে বলা যায় তবে Intention টা কোথায়, সে কথাটা তারা বুঝতে পারবেন। প্রথম line যেটা Preambleএ আছে—তাতে আছে, The Communist party of India try to achieve full democracy and socialism by peaceful means আর এখানে আছে The Communist party of India try to achieve the establishment of People's democracy and socialist transformation through peacful means. তারপরের lineগুলো শুনুন by developing a powerful mass revolunionary movement by combining Parliamentary and its extra Parliamentary forms of struggle, the working club and its alliance will try their utmost to overcome the existence of the forces of reaction and to bring about this transformation through peaceful means. কাজেই language এর তফাৎ রয়েছে, Ideal এর তফাৎ রয়েছে একথাটাই মাননীয় বিরোধীদলের নেতা এখানে বুঝাতে চেয়েছিলেন যে দুটো এক এবং সেজন্য যারা পিকিংপন্থী তাদের গ্রেপ্তার করা অন্যায় হয়েছে। সেজন্যই আমি যুক্তি দিয়ে বললাম এবং আমার মনে হয় তাতে মাননীয় সদস্য তার নিজের ভুল সংশোধন করে নিবেন। এটা এক language নয় এবং একই আদর্শে এটা করা হয়নি। এখন প্রশ্ন আছে কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে একটা পিকিংপন্থী আমরা বলেছি, আমরা চৈনিকপন্থী বলে বলেছি এবং সেজন্যই তাদের মাঝে মাঝে রাগ হয়ে যায়। রাগ হয়ে যাবার কিছু নেই। এটা আজকে অজানার কথা নয় রাশিয়া তো আমাদের ঘুষ খায় না, আমাদের টাকা খায় না। আর রাশিয়া যে Socialist Country তা আমরা এখন পর্য্যন্ত জানি। তারা পিকিংপন্থী বলে বলেছেন—এখানকার Communist Partyর যিনি Chairman ডাঙ্গে তিনিও একথা বলছেন যে তারা পিকিংপন্থী, চীনের আশীর্ব্বাদকে তারা গ্রহণ করেন। এটা কংগ্রেসীদের কথা নয়, পুলিশের কথা নয়, এটা রাশিয়ার কথা আমাদের Comrade ডাঙ্গের কথা! কেরালার Election এর ইতিহাস যদি দেখেন, কেরালার Election এ যাদেরকে Right C. P. I. বলা

হয়—কিংবা একদিকে Left C. P. I., Right C. P. I. কখন যে বক্তৃতায় Marx প্রীতি সেখানে যে তারা কি বলেছেন সে খবরগুলো জেনে আসুন। তারা সেই বক্তৃতায় কি বলেছেন, এটা কংগ্রেসের বলতে হয়নি। কংগ্রেস বলেনি পিকিংপন্থী, চীনাপন্থী। একথা কংগ্রেসের শুধু অভিযোগ নয়। এ অভিযোগ যারা Comrade, যারা Communist, ২৫ | ৩০ | ৫০ বৎসর ধরে যারা Communist তাদের মুখ থেকে একথা শুনা যায়। আমি আমার বক্তৃতা বেশী দীর্ঘ করতে চাইনা। আমি শুধু একথাই বলতে চেয়েছিলাম যে আজকের Emergency, একথাটা বক্তৃতা করার আগে একথাটা বলতে হবে, স্বীকার করতে হবে, না হলে চীৎকার করে বলতে হবে যে Emergency নেই, Emergencyর কোন কারণ নেই। চীন আক্রমণ করেনি, চীন দেশ দখল করে বসেনি। একথাটা বলে যতখুশী চীৎকার করা হউক তাতে আমাদের বলার কিছু নেই। কিন্তু Emergency রয়েছে, যতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের এক ইঞ্চি জমিও চীনাদের দখলে থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত Emergency থাকবে, থাকা উচিত। আজকে সেই Emergency র বিপক্ষে যারা বলছেন, যারা বলছেন যে কারণে Emergency Situation declare করা হল সেই কারণটাই যারা বলতে চাননা সেই কারণের বিপক্ষতা যারা করেন, যারা fundamental যে জিনিষটা তার বিরোধীতা করছেন, যারা বলছেন যে চীনা আক্রমণ করেনি, আক্রমণ করতে পারেনা একথা যারা বলছেন তারা বিশ্বাসঘাতক নয়? তারা চীনের দালাল নয়? তারা পিকিংপন্থী নয়? একথা কি অস্বীকার করার উপায় আছে যে আজকেও বলতে পারেন যে চীন দখল করেনি? আজকে আমরা এখানে শুধু নয় বহু জায়গায় Communist Party র নেতারা বলছেন যে সীমান্ত নিয়ে একটা ঝগড়া হয়েছে আপোষ কর, ভারতবর্ষের উপর Communist Party র পিকিংপন্থী কমিউনিষ্ট যারা—যারা ডাঙ্গেপন্থী, আমি জানিনা এখন তারা সেকথাটাবলেন কিনা, চীনাপন্থী যারা, পিকিংপন্থী যারা তারা বার বার একথা বলছেন যে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সীমান্ত নিয়ে একটা ঝগড়া হয়েছে গোলমাল চলেছে। এটা আপোষ আলোচনা কর। কোথায়? ভারতবর্ষ তার বার বার চেষ্টা করেছে। বার বার শুধু ভারতবর্ষের চেষ্টার কথা নয়। Colombo Power তারা বলেছেন, তারা প্রস্তাব ও দিয়েছেন যেভাবে একটা মীমাংসা হতে পারে, ভারতবর্ষ যদিও জানে যে তার জন্য আমাদের কিছু জায়গা ছেড়ে দিতে হচ্ছে, এই Colombo প্রস্তাব মানতে গিয়ে ভারতবর্ষের কিছু জায়গা ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে তখনই ভারতবর্ষ শান্তির জন্য, প্রতিবেশী দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি যাতে বজায় থাকে সেজন্য সেটাও স্বীকার করেছেন, বলেছেন যে কলম্বো প্রস্তাব নিয়ে আমরা আপোষ আলোচনায় বসতে রাজী আছি। কোথায়? সেই যে তাদের বাপ ঠাকুরদাদা কিনা আমি জানিনা, তাদের আদর্শবাদের যে গুরু, পিকিং এ যারা বসে আছেন, যারা পিকিং এ রাজত্ব করছেন সেই Communist চীন Communist সরকার তারা তো একবার এসে বললনা আমরা Colombo প্রস্তাব মানতে রাজী আছি, Colombo প্রস্তাব মেনে আমরা বসি, তাহলে শান্তির আলোচনার জন্য কাকে চাপ দেবে? এই খোড়গ কাটা হচ্ছে, ভারতবর্ষের যে সংহতি, ভারতবর্ষের যে সংগ্রামী শক্তি সেই শক্তি যাতে বানচাল করে দেওয়া যায়, সেই শক্তিকে যাতে দুর্ব্বল করা যায় সেইজন্য ভারতবর্ষে শক্তির কথা বার বার আলোচনা করছে

তারা। যারা পিকিংপন্থী যারা চীনকে মানে তারা একবারও একটা বর্ক্তৃতার মধ্যে তাদের একটা লেখার মধ্যে একথা তো বলেনি চীন তুমি স্বীকার কর, এস আমরা বসে আলোচনা করি। চীনকে তো একথা বলতে সাহস হয়নি। তার কারণ হল যতটুকু ক্ষমতা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ঐ গেরিলা War এর মারফত Arms এর মারফত এখানে একটা rioting করার যে সুবিধা আছে সেই সুবিধা যদি পেতে হয় তা'হলে চীনকে চটালে চলবে না। চীন ভাল করেছে একথা বলতে হবে, চীন আক্রমণ করেনি একথা বলতে হবে। আমি জানিনা বেইমানী কথাটা Parliamentary কিনা। আরও যদি শক্ত language থাকত তাহলে ভারতবর্ষের বুকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে যারা নষ্ট করতে চায়, চীনকে ডেকে আনতে চায়, চীনের তাবেদারী যারা করতে চায় তাদের জন্য কারাগার হচ্ছে সবচেয়ে কম punishment. জেলখানায় দেওয়ার উদ্দেশ্য এই নয়, শাস্তি দেওয়ার জন্য নয় তারা জনসাধারণের যাতে ক্ষতি না করতে পারে, জনসাধারণের মনোবল যাতে নষ্ট করতে না পারে সে জন্য আজকে শুধু আটকিয়ে রাখা হয়েছে। খাওয়া দাওয়া হয় ভালভাবে, থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে বজায় রাখার সে ইচ্ছা, যে ইচ্ছাকে যাতে তারা নষ্ট না করতে পারে, সে জন্য তাদের শুধু আটকে রাখা হয়েছে। এখানে শাস্তির কথা যদি উঠত, তবে জানি না কি শাস্তি এদের দেওয়া যায়, শুধু গুলি করে মারাই এদের শাস্তি হ'তে পারে না, অন্য এমন কোন শাস্তি এদের জন্য থাকা উচিৎ, যারা আদর্শের নামে দেশদ্রোহিতা করে, আদর্শের নামে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যারা আদর্শের নামে দেশের হাজার হাজার নওজোয়ানকে বিদ্রোহের পথে ছেড়ে দিতে পারে তাদের শাস্তি শুধু গুলি নয় তাদের শাস্তি হওয়া ছিল আরও কঠিন, আরও খারাপ কিছু। কিন্তু ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ বলে আজকে শুধু ঐ ব্যবস্থাই রাখা হয়েছে যাতে তারা জনসাধারনের অর্থাৎ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে জনসাধারণ যে লড়াই করে চলেছে সেই লড়াইকে যাতে তারা বানচাল করতে না পারে, সে লড়াইকে যাতে দুর্ব্বল করে তুলতে না পারে। সেজন্যই আজকে যারা দেশপ্রেমী, যারা দেশের স্বাধীনতা চান, দেশের মঙ্গল চান, তাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমি জানিনা আমার অনুরোধে কোন ফল হবে কিনা, তথাপি যারা ভারতবর্ষকে ভালবাসেন, ভারতবর্ষের মানুষকে যারা ভালবাসেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে যারা ভালবাসেন তাদের আজকে এই আক্রমণকারী চীনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। এবং তাদের পক্ষে যারা ওকালতি করেছে সেই ওকালতি করাটার মানে হয় না। তথাপি আমি শেষ সময়ে এ কথাটা বলে দিতে চাই যে চীন আদর্শবাদী একথাটা যারা বলে তাদের সম্পর্কে তাদের কাছে আমার বক্তব্য হল এই যে চীন নাকি সাংঘাতিক একটি Imperialist. যার জন্য রাশিয়ার সাথে চীনের গোলমাল হচ্ছে। রাশিয়া নাকি Anti-imperialist নয়, অন্ততঃ তার যা পথ সেই পথে নাকি imperiatism এর against এ fight করা চলবে না, সাংঘাতিক Anti—imperialist চলছে এবং সেটাই নাকি আমাদের দেশের কিছু কিছু লোকের মন আকর্ষণ করছে। Anti-imperialist মানে কি? ভারতবর্ষ যেমনিভাবে তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিল তার উপর হামলা করা—এটাই কি Anti-imperialist এর চেহারা? অথচ তাদের সামনে যেখানে চীনের জায়গা যেটা ছিল, জায়গার পূর্ণ কর্তৃত্ব যেখানে ছিল, সেই ফরমোজা আক্রমণ করতে পারেনি,।

সেই ম্যাকাও দ্বীপ আক্রমণ করতে পারেনি। হংকং যেটা সেদিনও ছিল তার নিজের সেখানেও আক্রমণ করতে পারেনি। অথচ ভারতবর্ষের সীমান্তে এসে আক্রমণ করে বসেছে, ভারতবর্ষ তার জায়গা নাকি দখল করে বসে আছে। বেইমান। এটা আদর্শবাদ নয়, এটা Anti-imperialism নয়। এটা হল nationalist, toxrun nationalist cry. এবং সেই nationalist cry এর জন্য জাতীয়তাবাদীর জন্য চেঙ্গিজ খাঁকে কবর থেকে তোলা হয়েছে। সেই জাতীয়তার জন্য তিব্বতের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। তিব্বত তো চীনের জাতি নয়। তিব্বত ও চীন এক জাতি নয়। তিব্বতের জাতীয়তা রয়েছে সেখানে তারা তিব্বত আক্রমণ করেছে। এটা Imperialism নয় কি? যেখানে আজকে ইংরেজ, পর্তুগাল তাদের সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যায় আজ সেখানে Socialist Country চীন, Communist চীন তারা নূতন করে জায়গা দখল করে আছে। যা-ই কর চাচা তুমি ভাল করেছ, তুমি ছাড়া আমাদের পথ নেই, একথা যারা বলতে পারে তাদের জন্য চীন Anti-imperialist. আজকে Communist Party, Dogmatic Communist Party যে Dogma কথাটা বলা হচ্ছে, আমি একথাটা আলোচনা করছি এইজন্য যে আমাদের মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম আদর্শবাদের কথা বলেছিলেন, দুটো আদর্শবাদের নাকি সংঘাত। সেজন্যই আদর্শবাদের কথা আমি বলেছি। একটা কথা চৌ-এন-লাইয়ের পড়িয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি। যেটা তিনি বলেছিলেন Communist Party Dogmatic Communist Party. মাউৎসে-তুং বলেছিলেন If a Country wants to carry out a socialist resolution it should exactly revolutionery principal of Marxism and Leninism. তারপরের কথাটা শুনুন। and Marxism and Leninism cannot be the monopoly of the Communist Party. Any revolutionary can use the weapon এটা বলা হয়েছে কার সম্বন্ধে, যখন ব্যাট্রো কে তাদের দলে আনতে হবে তখন তিনি এই কথাটা বলেছিলেন। যখন আলজেরিয়াতে বেন বেলা, তার যখন ওকালতি করতে হবে, তাকে দলে পেতে হবে, তখন ঠিক এ ধরণের কথা বলেছিলেন যে Marxism Leninism যেটা, সেটা Communist Partyর একচেটিয়া নয়। এই সেই দিন চৌ এন লাই যে সুরে এসেছেন আলজেরিয়াতে সেখানেও তিনি এ কথাটা বলেছেন যে সমস্ত backward Countries, under developed countries তারা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে বেন বেলা কে। Communist China র কথা বলেনি, রাশিয়ার কথা বলেনি বলেছে ঐ বেন-বেলার কথা। কেন? তাকে খোসামুদ করতে হবে। আফ্রিকায় তার জায়গা করতে হবে। এই যে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক আদর্শবাদ এখানে ··· ··· imperialism কথা নয়, এটা পুরাপুরি nationalism! Chinees nationalism। এবং সেটা agressive nationalism। যদিও আজকে হিটলারের কথা বলা হয়েছে। হিটলার, হিটলার, চিৎকার করা হয়েছে। সেই হিটলারের যে শ্লোগান ছিল, সে পোল্যাণ্ড আক্রমণ যখন করে তখন এই কথা বলে ছিল যে German People যারা সেখানে আছে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। সেই জন্যই আমার পোলাণ্ড চাই, চেকোশ্লোভাকিয়া চাই। আজকে চীন ও একথাই বলছে বলছে, আমার জায়গায় দখল করে বসে আছে। শুধু চীন যে ভারতবর্ষের সঙ্গে বাদ সাধছে শুধু তা নয়। রাশিয়াকে বলছে—রাশিয়া বলে তার জায়গা খলন

করে বসে আছে যেখানে চীনের তার জায়গা দখল করছে, সে জায়গায় চীন দখল করেছে। এটা কোন আদর্শবাদ আমি জানি না। আদর্শবাদের এখানে প্রশ্ন নাই। প্রতিটি জাতি, সে Communist হোক, নাই হোক, আজকে ও পৃথিবীর মধ্যে nationalism এর যে বীজ, national feellings সে আজ ও যায়নি। আজকে তারই জন্যে রাশিয়াকেও বলতে হয়েছে যে গত যুদ্ধের সময় ষ্ট্যালিনকে বলতে হয়েছে যে লড়াই রাশিয়ার লড়াই। রাশিয়ার জাতীয়তাবাদের লড়াই। আজকে চীনকেও তাই সেই কথা বলতে হয় যে তার জাতিকে রক্ষা করার জন্যে তার জাতির উন্নতি করার জন্যে দরকার হলে আক্রমণ করবে, দরকার হলে পিছিয়ে যাবে, সেটা তার জাতির কথায় যাবে। আর আমরা যারা নাৎসি, আমরা যারা সেই চীনের নামে একবারে বিগলিত হয়ে যাই তাদের কাছে দেশ বড় নয়। দেশ তাদের কাছে কিছু নয়। ভারতবর্ষ তাদের কাছে কিছু নয়। পৃথিবীর ইতিহাস তাদের কাছে কিছু নয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও তাদের কাছে কিছু নয়। কাজেই আজকে যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, সেই প্রস্তাব, আমি জানিনা, যদি এখানে সেই ধরণের চিন্তাশীল কেহ থাকেন, পিকিং পন্থি যাদেরে বলা হয়, তাদের যদি কেউ থাকেন, যারা বিশ্বাসঘাতকতাকে সাহায্য করতে চায়, বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষে ওকালতি করতে চায়, যারা আক্রমণকারীর পদলেহন করেছে, তাদের পক্ষে ওকালতি যারা করতে চায় তাদের কাছে বলার কিছু নেই। কিন্তু প্রতিটি দেশহিতৈষীর কাছে আমার বক্তব্য যে আজ যাদেরে আটকে রাখা হয়েছে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, তাদের আটকে রাখা হয়েছে দেশের অখণ্ডতাকে রক্ষা করার জন্যে, দেশে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যে আর ঐ বিদেশী আক্রমণকারীকে আমার দেশ থেকে হঠাবার জন্যে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। মারবার জন্য নয় অন্ততঃ; সেই গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় তার স্থান নেই।

Mr. Speaker— Sri Nripendra Chakraborty. **Five minutes more**—

Sri Nripendra Chakraborty— মাননীয় Speaker Sir, আমি ভারত রক্ষা বিধান অনুসারে বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি দাবী করে যে প্রস্তাব এনেছি তার বিরোধীতা করতে গিয়ে দুইজন মন্ত্রী তাদের বক্তব্য এখানে উপস্থিত করেছেন। আমি তাদের বক্তব্য বুঝবার চেষ্টা করেছি। তার মধ্যে গলাবাজী ছাড়া আর সার বস্তু বিশেষ কিছু আমি খুঁজে পেলাম না। আমার বক্তব্য তারা যদি শুনতেন এবং সেই বক্তব্যের জবাব যদি তারা দেওয়ার চেষ্টা করতেন তাহলে আমি খুশি হতাম। আমি প্রথমে মাননীয় Dev. Minister যে কথা বলেছেন যে emergency রাখার প্রয়োজন আছে কি না, সে সম্পর্কে আমি তাকেই উল্টো জিজ্ঞাসা করছি যে কাশ্মীরে যে অংশ সেটা পাকিস্তান বহুদিন যাবৎ দখল করে রেখেছে। কিন্তু কৈ, তার জন্যত আমরা emergency decelare করিনি। সেই জায়গা পুনঃ দখল করার জন্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ব্যবস্থা করার দরকার সেইগুলি আমরা করছি, আজও করছি। আজও আমরা পাকিস্তানকে সেই জমি লিখে দেইনি। সেই জমি আমাদের। এবং আজও, যখন চীন পাকিস্তানের সঙ্গে সংযোগ করে তার Demarcation ইত্যাদি ব্যাপার নিয়ে, আমরা প্রতিবাদ করি, কারণ কাশ্মীর হচ্ছে আমাদের। সেই কাশ্মীরের কোন অংশ চীনের কাছে লিখে দেওয়ার অধিকার পাকিস্তানের নেই। কাজেই তার জন্য একটা

emergeney রাখতে হবে এই যুক্তি Communist Party শুধু নয় Parliament এ বিরোধী দলের অধিকাংশ সদস্য, তারা একথা বলেছেন যে emergency জিয়িয়ে রাখার কোন যুক্তি নেই এবং তাঁরা দাবী করেছেন, একযোগে দাবী করেছেন যে emergency তুলে দেওয়া হোক। মাননীয় Speaker Sir, আমি জানি যে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা নাকি, এভাবে বামপন্থী Communist-দের দেখি যে তারা চীনকে Leberator হিসাবে মনে করে। আমি বামপন্থী Communistরা কি মনে করে, সেটা তাদের প্রস্তাব তাদের resolution, তাদের documents ইত্যাদির মধ্যে খুঁজে দেখবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোথায়ও এমন কথা পাইনি যে তারা চীনকে তাদের Liberator হিসাবে মনে করে। এবং একথা মাননীয় Dev Minister নিজে বলেছেন যে, তার বক্তৃতার মধ্যে আমি যদি বুঝে থাকি,........., যে রাশিয়া যখন বিপ্লব হয় তখন যারা ট্রটস্কি পন্থী তারা একথা তুলেছিল সে বিপ্লবকে ছড়িয়ে দাও। কিন্তু যারা সত্যিকারের Communist তারা বিশেষ করে লেনিন নিজে তখন বলেছিলেন যে বিপ্লবকে export করা যায় না। বিপ্লব Communist Party কোনদিন export করার চেষ্টা করেন না। কোন দেশে নাকি, আজ করেন না, এবং বামপন্থী বলুন, দক্ষিণ পন্থী বলুন কারো কোন নীতিতে একথা নেই। কিন্তু একথা সত্যি যে Counter revolution is exported. মাননীয় Speaker Sir, যারা সাম্রাজ্যবাদী তারা Counter revolution, প্রতিবিপ্লব অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করার জন্য, দেশের সমাজতান্ত্রীক আন্দোলনকে দমন করার জন্য, সেই সমস্ত জায়গায়, যে সমস্ত কায়েমী স্বার্থ তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, আজকে আমরা দেখছি কঙ্গোতে, আজকে আমরা দেখছি দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, আজকে আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গাতে ঐ আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, তারা Counter revolution export করার চেষ্টা করছেন। মাননীয় Development Minister বলেছেন যে ক্যাষ্ট্রোকে, বেনবেলা কে আজকে জাতীয় নেতা হিসাবে অনুকরণ করার কথা আজকে চীন বলছে, চীন বলছে বলে আমরা বলব না এমন কথা নয়। আমি নিজে মনে করি যে সমগ্র পৃথিবীর যারা স্বাধীনতাকামী মানুষ তাদের, যারা সমাজতন্ত্র এবং স্বাধীনতা কামনা করে তাদের আদর্শ স্থানীয়। কারণ একটা ছোট রাজ্য মাত্র ১ কোটি লোক যেখানে বসবাস করে সেখানে ১৫ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে, ঐ আলজেরিয়াতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐ ক্যাষ্ট্রো আজকে অতবড় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মাটি করতে পারছেনা। আজকে ক্যাষ্ট্রো সেখানে দাড়িয়েছে। কাজেই আমি শুনেছি মুখ্যমন্ত্রী যখন বক্তৃতা করছিলেন তিনি বলেছেন আমরা আমেরিকার নিন্দা করছি। আমেরিকা আমাদের দেশকে সাহায্য করছে কাজেই আমেরিকাকে নিন্দা করা আমার একটা মস্ত বড় অন্যায় হয়েছে। মাননীয় Speaker Sir, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারেন আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ। কিন্তু আমি আজও আবার পুনরায় এখানে বলব যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষের এক নম্বর শত্রু, গণতন্ত্রের এক নম্বর শত্রু। এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষ আজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে মার্কিন সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। মাননীয় Speaker Sir, আমি একথা বলছি যে এই যে চীনের agression, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে Chinees agression নাকি আমাদের এখানে কোন Communist এর নাকি সাহায্য করেছে

Chinese agression হওয়ার ফলে। আমি অন্যদের কথা জানি না কিন্তু ই, এম, এস নাম্বুদ্রিপাদ সেই দিন Press Conference এ একথা বলেছেন যে Chinese দের যা কিছু ভারতবর্ষ সম্পর্কে সেটা অত্যন্ত খারাপ এবং নিন্দনীয়। তিনি এ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট মত সে দিন Press Conferenceএ প্রকাশ করেছেন। আমি নিজে মনে করি যে Chinese agression সাহায্য করা তা দূরের কথা সমগ্র ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পিছিয়ে দিয়েছে এবং একমাত্র সাহায্য করেছে ঐ মুখ্য মন্ত্রীর মতন যারা লোক, যারা চোরা কারবারি, Black-marketeer এবং Black Moneyর সন্ধানে আছেন একমাত্র তাদেরে Chinese agression সাহায্য করেছে। এ ছাড়া আর কাকেও Chinese agression সাহায্য করেনি। এবং যদি ... ... (interruption) কেউ খেয়ে থাকে তা হলে এ সমস্ত ভদ্রলোকেরা যারা Black money খেতে খেতে মোটা হয়ে গেছেন। ওদের সাহায্য করেছে। মাননীয় Speaker Sir, এ কথা বলা হয়েছে যে একটা 1948 type of স্বশস্ত্র সংগ্রামের জন্য সব তৈরী হচ্ছে। এটা কোত্থেকে ওরা পেলেন সেটা আমরা জানি না। কারণ এরকম একটা 1948 Type of সংগ্রামের কথা কোন জায়গায় বামপন্থীদের কোন document এ নেই। মাননীয় Development Minister নিজে, এখানে সেই প্রস্তাবটা, যে প্রস্তাব Calcutta Congress এ তারা নিয়েছেন, পড়ে দিয়েছেন। আমি সুখী হয়েছি। আমিও সেটা এখানে এনেছিলাম। সেখানে পরিষ্কার বলেছে যে আমরা Peaceful methods এ Social Type of revolution চাচ্ছি। এবং Peacful methods যেখানে তারা বলছেন সেটা People Democracy হোক, National Democracy হোক Socialism হোক আমাদের দেখতে হবে যে প্রদ্ধতিটা কি। কোন প্রদ্ধতিতে আমরা struggle করে যাচ্ছি না Peaecful methodএ পাচ্ছি। যদি এ কথা তাদের documentএ লেখা থাকে যে আমরা Peaceful methodএ এ জিনিষটি realise করতে চাই তাহলে আমরা কোন জিনিষটা realise করতে চাচ্ছি? ওরা যেমন নিজেরা বলেন যে আমরা গণতান্ত্রিক খাতে, আমরা সমাজতান্ত্রিক খাতে, আমরা অমুক খাতে সমাজ গঠন করতে চাই। সেটা হচ্ছে একটা Pattern এর কথা। কিন্তু সত্যিকারে কি প্রদ্ধতিতে, সেই সংগ্রাম আমরা করছি। সে সম্পর্কে পরিষ্কার এ কথা বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে বলে, মাননীয় Speaker Sir, এ পার্টিটাকে আজকেও অবৈধ করা যায় না। সায়না এ জন্য যে ওদের কোন জায়গায়তে এ ধরণের কোন কথা নাই যে 1948 Type of revolution আমরা করছি। কাজেই ওদেরে আজকেও বৈধ রাখতে হচ্ছে। ওদের লোকদের আজকেও Parliament এ, Assembly তে দাঁড়াবার সুযোগ দিতে হচ্ছে। কারণ এখনও ভারতীয় সংবিধান কে ওরা ধুইয়ে মুছে একবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। সেই সংবিধান অনুসারে আজকেও তারা কাজ করছেন। কাজেই সেখানে এ সমস্ত প্রশ্ন কি করে আসে আমি বুঝতে পারিনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেক লম্বা বক্তৃতা করেছেন। Dev. Minister অনেক লম্বা বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু আমি তাদেরে Challange করি যে ৭ জন Communist কে তারা রেখেছেন কোন একটা Circular, কোন একটা

document, কোন একটা চিঠি, কোন একটা কিছু তারা produce করুন এই Assembly র সামনে। আজকে না হউক, আমি বলছি এ session এর মধ্যে কোন একটা document তারা produce করুন যেখানে তারা দেখাতে পারেন যে এদের Chinese দের সঙ্গে, Chinese Communist Partyর সঙ্গে বা Chinese Govt. এর সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে। ওদের I, B'রা সাহায্য করবে না। ওদের হুকুমে ওদের I, B রাও সেরকম ফৌজদারি করতে সাহস করবে না। কারণ আমি জানি যে এ সমস্ত লোক ফৌজদারিতে অভ্যস্ত। ওদের মত বুর্জ্জুয়াদের Govt, বহু ফৌজদারি ওরা করে, বহু জাল জোচ্চুরি ওরা করে। কিন্তু এতবড় জাল জোচ্চুরি করার সাহস ওদের I. B.দেরও হবে না। ওদের সাহস নেই যে আজকে এই Assembly'র সামনে একটা চিঠি, এক টুক্‌রা কাগজ ওরা উপস্থিত করুন যে কোন জায়গাতে কোন যোগাযোগ আছে। মাননীয় Speaker Sir, এখানকার Chief Commissioner Supreme Courtএ একটা affidavit করেছিলেন। সেটা কাদের বিরুদ্ধে, না, আমাদেরে কেন আটক রাখা হয়েছিল 1962 তে তার কৈফিয়ত দিয়েছিলেন সেখানে লিখে যে কি কারণে আমাদের আটক রাখা হল। সেখানেত একটা কথাও নাই চীন সম্পর্কে। চীনের সঙ্গে কোন যোগাযোগ আছে, চীনের Communist Party বলুন, চীনের Govt বলুন বা চীনের agression এর বিরুদ্ধে আমরা কোন রকমে আমাদের দেশ রক্ষার কাজে ক্ষতি করেছি বা দেশ রক্ষার পক্ষে আমরা একটা Problem. দেশ রক্ষার ত সেখানে কোন কথাই উঠেনি। তারপরে পরে এই যে ওরা বলছে ঘন্টার পর ঘন্টা চেচামেচি করছে যে এরা হচ্ছে Security Problem। সেই Security problem এর ত কথা উঠে না। চীফ্ কমিশনার সুপ্রিম কোর্টে শুধু এই কথাই বলেছেন যে আমরা Rehabilitation এর পক্ষে Problem, আমরা হচ্ছি এখানকার Tribal Refugee বা এ ধরণের যারা তাদের পক্ষে Problem। কিন্তু কৈ, Securityর পক্ষে Problem এ কথাত চীফ্ কমিশনারের সেই যে swear করে তিনি যে এবিডেবিট করেছেন সেই swear affidavit মধ্যে নেই। কারণ সেখানে সত্য কথা বলতে হয়। ওদের মত আজগুবি, ফেনিয়ে ফেনিয়ে এ সমস্ত বলা সেখানে চীফ্ কমিশনারের পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা সুপ্রিম কোর্টের কাছে বলতে হয়। এটা জঙ্গলে দাড়িয়ে বক্তৃতা নয় যেখানে মানুষকে আহম্মক মনে করে ওরা যা খুশি বলবার যা খুশি বুঝাবার চেষ্টা করে। সুপ্রিম কোর্টটা আহম্মকের জায়গা নয়। সেখানে swear করে সত্যি কথা বলতে হয়। সত্যি কথা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের কোন Communist Security Problem নয়। কোন Communist চীনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। আমি এখানে দাড়িয়ে বলছি যে যদি কোন Communist এরকম ভাবে যোগাযোগ রাখেন, যদি দেশদ্রোহিতা করেন তবে আমিইত বলছি যে গুলি করে কেন, তাদেরে রাস্তায়, ফাঁসিতে লটকিয়ে রেখে সমগ্র ভারত-বর্ষের মানুষকে দেখান। এ কথা আমি আর এক দিন বলেছি। দেখান যে দেশদ্রোহিতার শাস্তি কি। এই সাহস কি তাদের আছে। সেই সাহস ওদের নেই। সেই সাহস থাকলে ওরা করতেন। ওরা জানে যে ওরা কতবড় একটা যড়যন্ত্র করছেন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সেকথা ওরা জানেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে anti-Hindi যে demonostration হচ্ছে, এটা বাম পন্থী Communistরা

করছে। এত বড় একটা complement আমার মনে হয় যে কংগ্রেসের অন্যান্য বন্ধুরা ও দিবেন না। কারণ আমি দেখেছি যে সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কি ত্রিপুরাতেও বহু কংগ্রেসের লোক—তারাও এই হিন্দি চাপানোর বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কাজেই যদি বামপন্থীরাই শুধু করে থাকে এবং কংগ্রেস পন্থীরা না করে থাকে তা'হলে এটা খুব ভাল কথা। কংগ্রেসের পক্ষে কংগ্রেসের সমর্থকরা এ কথা বলবেন না কাজেই এত বড় একটা বাজে কথা মুখ্যমন্ত্রী বল্‌বেন এটা আমার মনে হয় কংগ্রেসের অন্যান্য সদস্যরা সমর্থন করবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এ কথা ঠিক যে আমরা অনেক agitation করে থাকি, বামপন্থীরাও করে থাকেন। সে agitation যেমন হিন্দী চাপানোর বিরুদ্ধে তেমনি সেই agitation হচ্ছে খাজনা বাড়ানোর বিরুদ্ধে, জিনিষপত্রের দাম বাড়ানোর বিরুদ্ধে, black marketier দের বিরুদ্ধে, এখানকার সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে বহু agitation আমরা করি সেটা বামপন্থীরাও করেন এবং আরও করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ওরা যে Socialism করছেন আমরা তার বিরোধীতা করছি। হাঁ, এটা খুব সত্যি কথা। ঐ যে পট্টনায়ক, বীরেন মিত্র মার্কা Socialism, ঐ যে বক্সী ও কায়রন মার্কা socialism. সেই socialism কে আমরা বারবার বিরোধীতা করি এবং করব। ঐ যে টাটা, বিড়লার সঙ্গে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের যারা সমর্থকগোষ্ঠি তারা যে এখানে socialism কায়েম করার চেষ্টা করছেন, সেই socialism এর আমরা বিরোধী। এবং সেই socialism কে আমরা বাধা দেব। এখানে ওরা ত্রিপুরার black marketier দের সাথে যোগাযোগ করে, ওরা এখানে লাখ টাকা দিয়ে কংগ্রেস ভবন তৈরী করে socialism করছেন। ত্রিপুরার সমস্ত জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে ব্যবসায়ী এবং Coctractor দের সমস্ত black money সেখান থেকে তুলে ওরা যে একটা এক লক্ষ টাকায় ভবন করে socialism কায়েম করছেন সেই socialism এর আমরা ঘোরতর বিরোধী একথা আমরা মানি। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় কামরাজ এখানে আস্‌ছেন ওরা ৫০ হাজার টাকা চেয়েছেন Tea Association এর কাছে সেই সম্বর্দ্ধনার জন্য এবং এটার কারণ নাকি এই যে চা বাগানের জমির রাজস্ব এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। এই ৫০ হাজার টাকা দিলে রাজস্ব কিছুটা কমবে। কাজেই এই যে socialism, চা বাগানের মালিকের নিকট থেকে হাজার হাজার টাকা নেওয়া, নিয়ে সেখানে কংগ্রেসের নেতার সম্বর্দ্ধনা কায়েম কর, এবং তার জন্য চিঠি দিয়েছেন যে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাদের দিতে হবে। এই হচ্ছে তাদের socialism এর নমুনা। উনি অস্বীকার করুন। Let him deny this. সাহস থাকে তো অস্বীকার করুন। এই ধরনের socialism হচ্ছে মালিকদের টাকায়, black money তে কংগ্রেসের এবং কংগ্রেস নেতাদের পেট ভর্ত্তি করে, কংগ্রেস নেতাদের এনে লাখ লাখ টাকা লুট করে এই ভাবে socialism হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলেছি যে ওরা কোর্টে আনেনা কেন? দুইজন লোককে ওরা ১৯৬২ সনে কোর্টে এনেছে Defence of India Act এ। কেন? না, চীনের পক্ষে ওরা প্রচার করছে, defence এর টাকা দিতে বাধা দিচ্ছে ইত্যাদি বলে। একজনের নাম হচ্ছে বিধু দেব, জিরানীয়া, আরেক জনের নাম হচ্ছে দেবেন্দ্র দেব এবং তার সঙ্গে কৃষ্ণ বর্মন। ৯।১০ মাস হাজতে থাকার পর দেখা গেল যে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ এবং তারা খালাস পেয়ে গেলেন। এই দুইটা কেসেই ওরা খালাস পেয়ে গেলেন। কারণ ওরা জানেন যে কোর্টে মানুষকে নিয়ে harrass করা যায় কিন্তু কোর্টের জজ তো এদের কথামত রায় দেবেনা। ওরা

Chinese,Pro-chinese বল্লে কোর্টের জজ ওদের বেতন খায় বলে ওদের কথামত কাজ করবেনা। সেখানে প্রমাণ পরিচয় লাগে। সেখানে গলাবাজীতে শুধু হয়না। মাইক ফাটালে হয়না। কাজেই সেখানে ওরা যেতে চান না। সেটা ওরা করেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, কোর্টে গেলে কি হয় সেটা Supreme Court এ দেখা গেছে। আমরা Supreme Court এ দেখিয়েছি যে Courtএ গেলে ওরা কিভাবে চড় খেয়ে আসে সেখান থেকে। কিরকম নাজেহাল হয়ে আসেন, বেইজ্জত হয়ে আসেন সেটা ওরা দেখেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেদিন বলেছিলেন, শুধু আমার সঙ্গে নয়, বিশিষ্ট লোকের সামনে, মাননীয় Developtment Minister যেখানে নিজে ছিলেন, যে তিন মাসের মধ্যে ওদের সম্পর্কে একটা review করবেন। আমি শুনলাম সেদিন যে তিনি সেটা একেবারে অস্বীকার করেছেন যে এরকম কথা আমি বলিনাই যে তিন মাসের মধ্যে review করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওর কথা বলে আমি বিশেষ কিছু লাভ দেখিনা। কারণ এই ভদ্রলোক যখন মুখ খোলেন... ... ...like a Public latrine and the only answer that he invites, I do not like to elaborate. আমি জানি যে সেটার জবাব দিয়ে কোন লাভ নেই। আমি জানি যে সেই Prison walls সেটা যতই শক্ত হউক না কেন তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। আজকে থেকে নয়, মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই Bastile থেকে দেখেছি, সেই French revolution থেকে দেখেছি। যে দেশ ..... দেশের sons of soil, যারা বৃটিশ আমল থেকে যারা জেল খেটে আসছেন, জেলের পরোয়া যারা করেন না, যারা ওদের মত black marketier দের টাকায় বড় হওয়ার জন্য দেশের কাজ করেন না, যারা সত্যিকারের দেশের জন্য জীবন দিচ্ছেন, তাদের কারাগারের দেওয়াল কখনও আটকে রাখতে পারে না। This prison shall be closed এবং সেটা হচ্ছে History, আর ওদের মত লোক They are thrown in the dustbin of History. ওদের মত লোকদের আমি জানি They are also in the History, but in the dustbin of History. ওরা হচ্ছে History'র dustbin এ। মাননীয় Speaker, Sir, আমি জানি যে আমাদের . . ..

Mr. Speaker—You should not point out with finger.

Sri Nripendra Chakraborty— Yes, মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি ওরা History তৈয়ার করেন যারা behind the prisoners, আর যারা prisoners they are thrown in the dustbin of History এটাই হচ্ছে ইতিহাসের কথা। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আর বেশী সময় নেবনা। আমি জানি যে আমাদের এখানে আইন সভার মধ্যে ও আইন সভার বাইরে যারা দেশভক্ত যারা দেশের জনসাধারণের সঙ্গে থেকে তাদের জীবিকার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যারা দেশের স্বাধীনতার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য এমনকি আমি একথা আগেও বলেছি, মাননীয় Devolopment Minister যদি না শুনেও থাকেন, তিনি শুনতে পারেন যে আমি দেখিয়েছি যে ভারতবর্ষের অখণ্ডতার প্রশ্নে, ভারতবর্ষের Defence এর প্রশ্নে, চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে রক্ষা করার প্রশ্নে ভারতবর্ষের কোন Communist এর মধ্যে কোন difference নেই। ভারতবর্ষের কমিউনিষ্টদের মধ্যে অন্য যে সমস্ত বিষয়ে defference আছে সেগুলো.. .. তেবে তার সঙ্গে এ সমস্ত ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। থাকতে পারে না। কাজেই আমি জানি যে ভারতবর্ষের

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য, ভারতবর্ষকে সমাজতান্ত্রিক দেশে রূপান্তরিত করার জন্য ভারতবর্ষের কমিউনিষ্টরা বামে থাকুন, দক্ষিণে থাকুন যে যে কোন পক্ষেই থাকুন, তারা অবিরাম কাজ করে যাবেন এবং ওদের সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের জয়যাত্রা অক্ষুন্ন থাকবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি শুধু একথা আবার দাবী করছি যে আমার প্রস্তাবে আমি যেটা রেখেছি, সেখানে তার fact যা'ই হওক না কেন ভারতবর্ষের জনসাধারণ সে সংগ্রাম ভোটের বাক্সের মধ্য দিয়ে কেরলায় দেখিয়েছেন। উনিও একটা তথ্য দিয়েছেন কেরলার। যে তথ্য অত্যন্ত ভুল। কারণ মাননীয় Development Minister— (Interuption)

Mr. Speaker— I would request the Hon'ble Minister to allow the Hon'ble Member to go on with his appeal.

মাননীয় স্পীকার স্যার, Patriot এ সেই হিসাব বেরিয়েছে, Patriot সেই হিসাব refuse করেছেন। কংগ্রেস যে কথা বলছেন যে আমরা বেশী ভোট পেয়েছি। Patriot দেখিয়েছেন যে বামপন্থী কমিউনিষ্টদের সঙ্গে যারা যারা Electorate allience করেছিলেন তাহা একত্রে যোগ করলে সব 47% of the vote তারা পেয়েছেন। কাজেই 43% যদি কংগ্রেস পেয়ে থাকেন আর 47% যদি এই allied forces পেয়ে থাকে তাহলে দেখতে হবে যে allied forces রা অনেক বেশী ভোট পেয়েছে। কাজেই এই কথা টিকেনা যে কংগ্রেস সেখানে বেশী ভোট পেয়েছে। কাজেই এটা সহজকথা নয়, কেরালার জনসাধারণ যে সংগ্রাম শুরু করেছে বন্দীদের মুক্তির জন্য সেই সংগ্রাম আজকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়বে এবং সংগ্রামী জনতা তারা ভারতবর্ষের বন্দীমুক্তির সংগ্রামকে চালিয়ে যাবে।

Mr. Speaker—The discussion is over. I wonld now put the motion to vote. The question before the House is "This Assembly demands immediate release of all Political prisoners kept in detension under the Defence of India Rules of 1962".

As many as are of that opinon will please say "Ayes"
As many as are of contrary opinion will please say "noes"

Voice "Noes"

I think, "Noes" have it, I think, "Noes" have it.

(Interuption)

Mr. Speaker— First I should say this I think, "Noes" have it. If you challange it……than "Nose" have it.

Next item of business is a Resolution given notice of by Sri Bir Chandra Deb Barma, M. L. A. Now I would call on Sri Deb Barma to move his Resolution that

"This Assembly is of opinion that whilst it is proper to encourage the study of Hindi which is one of our national languages and which will ultimately emerge as a language of communication between people of different States, English should continue to be used until people in the non-Hindi speaking areas were ready for the necessary change-over,

That the recommendation of the Chief Ministers' Conference held in New Delhi in December, 1964, to the effect that no ban should be imposed on the use of English for purposes of communication with the Centre or between one State and another in view of the official Languages. Act passed by the Parliament in 1963, should be adheared to,

That in the intervening period, English must continue as an associate administrative language and be used for Central Public Service Commission Examinations, and

'That, the Government of India be requested to consider the introduction of the Parity of all national languages in Parliament, Central Administration and All-India Examination,

That the above request be accepted by the Government of India through a suitable amendment of the Constitution of the Official Languages Act."

Sri Bir Chandra Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে যে প্রস্তাব এখানে আমি এনেছি এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। কেননা আমরা দেখেছি যে এই language issueর উপর সমগ্র ভারতবর্ষে একটা তুমুল আন্দোলন এসেছে তার ফলে আমদের National integration, জাতীয় ঐক্য সেটাও নষ্ট হতে চলছে। কাজেই আমাদের language issue সম্পর্কে, Official language of the Union সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার এবং এ বিষয়ে ত্রিপুরার Assembly তে ও আমাদের যে মতামত সেটা Central Govt কে জানানো দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে প্রস্তাব এখানে নিয়ে এসেছি ঠিক এমনি ধরণের প্রস্তাব, almost similar, হয়ত ভাষার দিক দিয়েও similar West Bengal Assembly তেও Unanimously Pass হয়েছে। আমি জানিনা আমাদের এই Assembly তে এই প্রস্তাবের কি হবে। কারণ আমরা অনেক বেশী বুঝি। হয়ত West Bengal Assembly তে যে জিনিষটা Unanimously accepted করেছে যা with minor change আমি নিয়ে এসেছি, সেটা যদি কেউ মনে করেন যে তা amended করা দরকার সে সম্পর্কে আমি কোন আপত্তি করবোনা। কিন্তু আমি জানিনা এ সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত Official Party র কোন amendment আছে কিনা, amendment এখন পর্য্যন্ত আমাদের কাছে নেই। কাজেই ত্রিপুরার Assemblyতে এই ভাষা সম্পর্কে তাদের কি বক্তব্য এটা Central Govt. কে জানানো কর্ত্তব্য কিনা সেটা এখানকার Assembly ঠিক করবেন। তবে আমরা মনে করি আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যে প্রশ্নের সঙ্গে সমগ্র ভারতের অখণ্ডতা এবং জাতীয় ঐক্যের সম্পর্ক রয়েছে, জাতীয় সংহতির সম্পর্ক রয়েছে। সেই সম্পর্কে আমাদের কিছু বলবার আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সর্ব্ব প্রথম আমি যে বিষয়ের অবতারণা করব তা হচ্ছে এই যে হিন্দী আমাদের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংবিধানে রয়েছে সেটা হচ্ছে Artical 243 of the Constitution of India এই article 243 কিভাবে সংবিধানে এসেছে এই সম্পর্কে আমি প্রথমতঃ গুটি কয়েক কথা বলব। আমরা অনেক ব্যাপারে মহাত্মাজীর দোহাই দিই। আমি দেখাব

মহাত্মাগান্ধীর যে আদর্শ ছিল তাতে বর্ত্তমান হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি বলতেন যে হিন্দুস্থানী হবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা—সেটা হিন্দীও হতে পারে না Sanskritied হিন্দীও হতে পারে না, Parsianise উর্দ্দুও হতে পারে না। এ সম্পর্কে Mahatma by Tendulkar Vol. 2 at P—273 তে মহাত্মা গান্ধীর যে কথা আছে সেটা আমি পড়ছি—Highly Sanskritised Hindi is as avoi dable as Parsianised Urdu. Both the speehes are not intelligible to the masses. I have accepted Hindustani as a Common medium because it is understood by over 20 crores of People of India. It is not the artificial Lucknair, Urdu or Sammilani Hindi. And one could accept atleast a Sammilani address to be such as would be understood by both the Hindus and Muslims for the Common tie. এবং script সম্পর্কেও তার কথা ছিল যে উর্দ্দু এবং হিন্দী দুটোই থাকবে। এবং সেই জন্যে তিনি তার হরিজন সেবক পত্রিকা উর্দ্দু এবং হিন্দী এই দুটিতে Publish করতেন এবং এই সম্পর্কে টুন্দল মহাত্মাজী সম্পর্কে Volume ৮ (পেজ ২৯৪ and 296) তিনি বলেছেন যে Hindusthani means a language which may be written in both the scripts equally. Consequently Papers published in both the seripts should continue in both. This becomes all the more necessary when the people clamour on all sides that National language of India should be Hindi and that it should be written in the Debanagari scripts only. It is my duty to show that this claim or demand is not right. If my reasoning is correct a further duty devolves upon me that I should either publish "Harizan Sevak" in both the scripts or stop these edition. I am undoubtedly an advocate of Hinduthani. I believe that between the Nagri and Urdu scripts, Nagri will prevail ultimately. But if we leave a side script and consider only the language, then I say that the Hindusthani will win in the end, as the Sanskritised Hindi is entirely artificial and the Hindusthani is quite natural. In the same way the Parsianished Urdu is artificial and unnatural. There are not many persian words in Hindusthani. I find very little argument in favour of Hinidi To conclude even if I am alone to say so, I am quite clear that ultimately neither the Sanskritesid Hindi nor the Parsian ised Urdu will win the race. Hindusthani will alone can do so. কিন্তু আমরা জানি যেভাবে মহাত্মাগান্ধীর বিরোধীতা স্বত্বেও দেশ বিভক্ত হয়ে গেল, ঠিক তেমনি ভাবে Sanskritised Hindi, Hindi with দেবনাগরি scripts শেষ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রভাষা হিসাবে সংবিধানে স্বীকৃত হল। এবং এ সম্পর্কে কিভাবে তা সংবিধানে স্বীকৃত হল সেই সম্পর্কে দেশ পত্রিকায় অন্নদাশঙ্কর রায়, যিনি একজন বিখ্যাত লেখক তিনি যে কথা বলেছেন আমি সে কথা পড়ছি—"সংবিধান রচনার সময় গান্ধীজীর হিন্দুস্থানীর কথা দেবনাগরী এবং উর্দ্দু উভয় লিপির কথা গ্রাহ্য হল না। সামনে দু'টি মাত্র বিকল্প দেবনাগরীতে লেখা হিন্দী এবং রোমক লিপিতে লেখা-ইংরেজী দেখা গেল ভোট সংখ্যা সমান সমান। Casting vote দিয়ে সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ হিন্দীর দিকে ঝুকিয়ে দেন। ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ না হয়ে যদি অন্য কেহ হতেন তা হলে হয়ত ইংরেজীই তো ভারতের সরকারী ভাষা। কাজেই যে ভাবে হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছে তা শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের দেশ পত্রিকার যে

প্রবন্ধ সে থেকে আমি পড়ে দেখালাম যে দু'পক্ষে প্রায় সমান সমান ভোট ছিল, এবং শেষ পর্য্যন্ত Casting vote এ দেবনাগরী হরফে হিন্দী ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বিবেচিত হল। কাজেই এই হিন্দীকে যখন চালু করতে হবে, তখন দেখতে হবে যে সমস্ত লোকের উপর সম্যক স্থায় বিচার করে যাতে হিন্দীকে চালানো হয়। কেননা সংবিধান যখন রচনা হয়, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে সমান সমান ভোট ছিল, একদিকে ইংরেজী আর অন্যদিকে দেবনাগরী হরফে হিন্দী এবং হিন্দীকে শেষ পর্য্যন্ত অন্নদাশঙ্করের ভাষায় Casting vote দিয়ে সংবিধানে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। কাজেই এই অবস্থায় যারা হিন্দী ভাষার বিরুদ্ধে বলেছিল, তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল, যারা হিন্দী ভাষার বিরুদ্ধে সংবিধানে রচনার সময় বলেছিল, তারা সেই সমস্ত লোকের মনোভাব সেখানে জ্ঞাপন করেছিলেন যারা হিন্দী ভাষার বিরুদ্ধে, কাজেই সবদিকে সম্যক দৃষ্টি রেখে, স্থায় বিচার করে তবে হিন্দীভাষাকে সর্ব্ব ভারতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করা কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। যা হউক সংবিধানে Article 343তে লিপিবদ্ধ হল সেটা হচ্ছে এই—The official language of the union shall be Hindi in Devnagri script. The form of numerical to be used for official purpose of the union shall be international form of Indian numerals. Not withstanding anything contained in clause (1), for a period of 15 years from the Commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official perposes of the union for which it was being used immediately before such commencement. কাজেই পনের বৎসর পর্য্যন্ত এটা হয়ে গেল যে English language shall continue to be used. এর মধ্যে কোন দ্বিরুক্তি নেই, ambignity নেই—English language shall continue অর্থাৎ English languageকে চালু রাখতেই হবে for a period of 15 years. তারপর clause 3তে আছে যে Not withstanding any thing in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of 15 years, of (a) the English language or (b) the Devanagri form of numerals, for such purpose as may be specified in the law. কাজেই দেখা যায় যে ১৫ বৎসর পর পার্লামেণ্টকে একটা আইন করতে হবে, যেই আইনে তারা English language কিংবা Debnagri forms of numerals এর পরিচালনা সম্পর্কে কি ভাবে চলবে সেটা আইনে লিপিবদ্ধ করবেন। সেই হিসাবেই Official language Act, 1963 পার্লামেণ্ট রচনা করলেন এবং সেখানেই সব গোলযোগ দেখা গেল—সেই Official language Act, 1963 তে—এই official language Act চালু হবার appointed day হল 26th January, 1965. কাজেই এই official language Act যেদিন থেকে চালু হবে, সেই দিন থেকে এই আইনে যে বিধান রয়েছে সেগুলি কার্য্যকরী হবে। এই বিধানের মধ্যে কি রয়েছে? এর মধ্যে বলেছে যে Continuance of the English language for official perpose of the Union or for the use in Parliament. Not withstanding the expiration of the period of 15 years from the commencement of this Constitution, English language may from the appointed day continue to be used in addition to Hindi for all official

perpose of the Union for which it was being used immediately before the day and for the transaction of business in Parliament. এখানে বলা হয় যে English language may Continue ; may denotes may not যদি কেউ English language চালু না করতে চায়। এবং দেখা গেল অনেক দপ্তর থেকে হিন্দীতেই অর্ডার চালু হয়ে গেল। এবং আইন অনুযায়ী তাদিগকে বাধা দেওয়া যায় না। কারণ English language চলতে পারে। যদি কেউ চালু না করে, যদি কেউ হিন্দীতেই কাজ করে তবে তাতে বাধা দিবার কিছুই নেই। কারণ সেখানে ছিল যে English lenguage shall continue to be used for official purpose of the Union সেই shall আর রইল না। After the appointed day হল কি English lenguage may continue to be used in addition to Hindi. কাজেই যদি কোন কর্ম্মচারী যদি কোন Official—English lenguage ব্যবহার না করে, হিন্দী ব্যবহার করে তবে তাহাকে বাধ্য করে ইংরাজীতে order ইত্যাদি লেখান যায় না। Actually দেখা গেল অনেক দপ্তর থেকে হিন্দীতে অনেক order বেরুতে আরম্ভ করল। হিন্দীতে directives এবং guidance এগুলি দেওয়া আরম্ভ হল। এতে যারা অহিন্দীভাষী তাদের মনে একটা আশঙ্কা এসে পড়ল। এভাবে যদি হিন্দীতে সমস্ত কাজ করতে হয় তাহলে normel tranjaction করার পক্ষে আমাদের খুব অসুবিধা পেতে হবে। এভাবে সমগ্র দেশব্যাপী একটা আন্দোলন সৃষ্টি হল। এ আন্দোলন অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি বলবনা যারা আন্দোলনের পথে গেছেন তাদের কাজ ভাল না মন্দ। সে প্রশ্ন এখানে নেই। কিন্তু সমগ্র ভারতব্যাপী যে আন্দোলন আরম্ভ হল তাতে সমগ্র ভারতের জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। দেখা গেল অনেক মূল্যবান জীবন, অনেক সরকারী সম্পত্তি তাতে নষ্ট হয়ে যায়। তাতে দেশের যে জাতীয় ঐক্য নষ্ট হল, দেশের অখণ্ডতা নষ্ট হতে চলল তার জন্য আমি বলব যে এভাবে সহসা আমাদের Official Language Actএ হিন্দীকে এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেভাবে ইংরাজীকে একটা optional language হিসেবে রাখা হয়েছে এর জন্যই প্রধানত দায়ী। যদি ইংরাজীকে আগেকার মতই shall continue to be used at least for 20 years or 15 years বা এরকম একটা সময় যদি রাখা হত তাহলে জনসাধারণের মনে একটা ধারনা আসতে পারত যে ইংরাজী চলবে, ইংরাজীতে কাজকর্ম্ম অব্যাহত থাকবে। ইংরাজীতে কাজকর্ম্ম করার পক্ষে official দের কর্ত্তব্যও সেটা আসবে। কিন্তু Officiel Language Act হিসাবে যেভাবে এটা introdauced হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে English language may continue to be used in adition to Hindi. এর দ্বারা কর্ম্মচারীদের বা official দের উপর এরূপ কোন restriction আনা যাবে না যার দ্বারা ইংরাজীকে তারা use করতে বাধ্য হবে। ইংরাজী ছাড়া কোন official যদি কোন direction দেয়, guidnaec দেয় বা অন্যান্য offiical কাজ করে তার দ্বারা তাকে বাধ্য করা যাবে না। So for as the official language Act is concernred, যে he is doing something against the provision of the Law. এই সম্পর্কে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীর যে আশ্বাসবাণীর কথা বলা হয়, তিনি অনেকবার বলেছেন যে অহিন্দিভাষীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না, তাদের মতামত বুঝে, তাদের মনোভাব সমস্ত কিছু জেনেশুনে তারপর তাদের উপর হিন্দি extend করা যাবে। হিন্দিতে তাদের উপর

চাপিয়ে দেবার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। এ সম্পর্কে অনেকবার অনেক প্রশ্ন এসেছে। আমাদের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজি তিনিও বলেছেন যে নেহরুর কথা আমরা পালন করব। কিন্তু আমি বুঝি না সেই নেহরুর কথাকে আইনের ভাষায় রূপ দিতে বাধা কোথায়? আমাদের কথা হল নেহরুজীর সে আশ্বাসবাণী যা তিনি সমগ্র অহিন্দিভাষীদের কাছে বলেছেন যে হিন্দিকে আমরা কাহারও উপর চাপিয়ে দেব না এবং যদি কাহারও মনে এরকম কোন সন্দেহ থাকে সে সন্দেহ আমরা নিরসন করব। সন্দেহ যাতে দূর হয় তার চেষ্টা করব। কিন্তু আমরা দেখছি সেভাবে officialরা হিন্দিতে order, direction দিচ্ছে তাতে অহিন্দিভাষীদের পক্ষে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হতে পারে। তাদের উপর হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই আমার মনে হয় সমস্ত দিক থেকে যেভাবে official langueage Act করা হয়েছে সেই official language Act কে এখন একটা restriction এর ভিতর নিয়ে আসা দরকার যাতে করে ইংরাজীকে আরও ১৫/২০ বৎসর for experiment sake চালাতে পারি। এর মধ্যে দেখি হিন্দি অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা কি রকম শিখতে পেরেছে কি ভাবে সেটা তারা গ্রহণ করতে পেরেছে। সেটা দেখে তারপর সেটা extend করা যাবে। এ ধরণের যদি একটা পরিষ্কার স্বীকৃতি আইনের মারফতে থাকত, তাহলে আমি মনে করি অহিন্দিভাষী জনসাধারণের মনে এ ধরণের কোন রকম আতঙ্ক বা কোন রকমের একটা অন্য প্রভাব নিয়ে আসতে পারত না। Central Act, authorised Hindi translation of Central Act. যেগুলি থাকবে সেগুলির হিন্দী translation থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী translationও দেওয়া হবে। Official use of Hindi official language in judgement. Judgement of High Court, এটা হিন্দীতে দিতে পারেন কিন্তু তার ইংরেজী translation রাখতে হবে। কিন্তু Public Servire Commission সম্পর্কে Official Act এ এমন কিছু নেই। ... ... এবং Public Service Commission যদি হিন্দীর মাধ্যমে হয় তা হলে অহিন্দীভাষী যারা তাদের পক্ষে এটা একটা অসুবিধার সৃষ্টি করবে। অন্যান্য Province এ যারা Public Service Commission এ Competition করত, আজকে যদি হিন্দীতে তাদের পরীক্ষা দিতে হয়, তা হলে সে বিষয়ে তারা পিছিয়ে যাবে। Public Service Commission এ যারা হিন্দীভাষী তারা এগিয়ে যাবে। এরকম ধারণা আসা অসম্ভব নয়। কেন না where the Act is silent যে Official Language Act বলছেনা যে Public Service Commission বা অন্যান্য Central এর যে Examination আছে সেগুলি কিসে হবে। এই সমস্ত জিনিষ যদি ঠিক ঠিক ভাবে বিচার করে দেখা হয় তা হলে আমি বলব যে বর্ত্তমানে যেভাবে Official Language Act নিয়ে আসা হয়েছে তা নেহরুজীর যে আশ্বাসবাণী, সে আশ্বাসবাণী ঠিক ঠিক প্রতিফলিত হচ্ছে না। আমরা চাই সেই আশ্বাস, সেই আশ্বাসবাণীকে আইনের মধ্যে রূপ দেওয়া হউক। যাতে পরিষ্কারভাবে Official দের উপর এক restriction আসে যে তারা ইংরেজীতে যে সমস্ত কাজকর্ম্ম চালিয়ে যেতেন যেটা তারা করবে এবং হিন্দীতে যদি তারা কাজ করতে চায় তার সঙ্গে সঙ্গে তার translationও থাকবে, translation ও দিতে হবে। এমন কোন restriction অন্তত Official Language Act এ আমরা পাই না। কাজেই অহিন্দীভাষীদের মনে এই আশঙ্কা জাগা খুবই স্বাভাবিক যে বর্ত্তমান Official

language Act যেটা 26th January, 1965 চালু হয়েছে। তার ফলে আমি দেখেছি হাজারীবাগ থেকে detenue দের কতগুলি চিঠি আমার কাছে এসেছে, তার Form হিন্দীতে লেখা হয়েছে তার কোন ইংরেজী সেখানে নেই। কাজেই যারা হিন্দীভাষী তারা অবশ্যই চেষ্টা করবে in order to push it, কিন্তু আমি মনে করি এভাবে যদি তারা চেষ্টা করে যান, তাহ'লে দেশের সংহতি ত নষ্ট হবেই এবং ভারতের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতা, সে স্বাধীনতাও বিপন্ন হয়ে যাবে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তার প্রবন্ধে তিনি একটা কথা বলেছেন যে "বিহারীদের যদি বলা হয় যে আজ থেকে তামিল রাষ্ট্রভাষা হল, মাতৃভাষার পর আর ইংরেজী নয়, ইংরেজীর পরিবর্তে তামিল শিখতে হবে তাহলে তারাও কি আগুন জ্বালিয়ে নিজেরা পুড়বে না, অপরকে পুড়াবে না, তারাও কি রেল লাইন উপড়াবেনা, ডাকঘর তছনছ করবে না, থানায় হানা দিবে না, বন্দুক লুট করবে না? বিহারীদের কাছে যেমন তামিল, দক্ষিণীদের কাছে তেমনি হিন্দী। খুশী হয়ে যারা শিখতে চায়, তারা শিখুক। কিন্তু বাধ্য করতে গেলেই অবাধ্য হবে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা করাই হিন্দী রাষ্ট্র পত্তন করা। তামিলকে রাষ্ট্রভাষা করে ঘোষণা করলে উত্তর ভারতে বিদ্রোহ দেখা দিত। এ জিনিষকে রাজনীতিকের কারসাজি বলে লাঘব করা উচিত নয়। ঘরের এককোণে যদি আগুন লাগে তা হ'লে উত্তরেই লাগুক আর দক্ষিণেই লাগুক সমস্ত ঘরটাই পুড়ে যাবে। তর্ক না করে, চালাকি না ক'রে নেবাও যেমনি করে পার।"

কাজেই জিনিষটা আজকে চিন্তা করতে হবে যারা দক্ষিণ ভারতে রয়েছে তাদের উপর আজকে হিন্দী চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর ঠিক তেমনি ভাবে যদি উত্তর ভারতে যারা রয়েছে তাদের উপর তামিল চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাদের যদি বলা হয় তামিল আজকে থেকে রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেল, Order যেগুলি আসবে তা সব তামিল ভাষায় আসবে। তা হলে কি অবস্থা হবে? কেন না তামিল তাদের কাছে unintelligible, তা বুঝতে পারবে না উত্তর ভারতের লোক। ঠিক এমনিভাবে যারা দক্ষিণ ভারতের লোক তাদের উপর যদি কেন্দ্রের সমস্ত Order, regulation সেগুলি যদি হিন্দী ভাষায় আসে without any translation in English তা হলে সেটা তাদের পক্ষে unintelligible হয়ে যাবে। আর একটা কথা বলা হয় bi lingualism,। অন্য যারা আছে তাদের আর একটা ভাষা শিখতে হবে। বাংলায় যারা আছে বাঙ্গালী তাদের হিন্দী শিখতে হবে। দক্ষিণে যারা আছে তারা হিন্দী শিখবে। কিন্তু উত্তর ভারতে যারা আছে তারা কি ঠিক এমনি এগিয়ে আসছে। আজকে তামিল শিখার জন্য তারা কি ঠিক সেভাবে এগিয়ে আসছে কি বাংলা, শিখার জন্য? অন্নদা শঙ্কর রায় সে কথা পরিষ্কার ভাবে বলেছেন, "ইংরেজীর পর দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী শিখবে না তামিল, তেলেগুরা বাংলা ভাষা শিখবে? এ প্রশ্নের উপর যদি গণভোট হয় হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতে এমন একটিও ছাত্র পাওয়া যাবে না যারা বলবে আংরেজী নেহি শিখুংগা, তামিল ইয়া তেলেগু ইয়া বাংলা শিখুংগা। ইংরাজীর মূল্য কি তার আমার বিহারী ভৃত্য গণেশ পর্য্যন্ত বুঝে। এই মাত্র তার ভোট নিলুম সে বলে যে সে ইংরেজী শিখবে, তামিল শিখবেনা; খাদী কর্মী বারানসী নিবাসী হরি ভাইকে হাতের কাছে পেয়ে ঐ প্রশ্ন করলুম এবং একই উত্তর পেলুম।

দেশের লোককে সুযোগ দিলে তারা মাতৃভাষার পর ইংরেজী ভাষাই শিখাতে চাইবে। অন্য একটা ভারতীয় নয়। অন্য একটা ভারতীয় ভাষা শিখতে বাধ্য হলে তারা মাতৃভাষা এবং এবং ইংরাজীর উপর সংস্কৃতকেই চাইবে, তামিল, তেলেগু এমন কি বাংলাভাষাও নয়। এই যদি হয় উত্তর ভারতের মনোভাব তবে দক্ষিণ ভারতের মনোভাব কি ঐ একই রকম হবে না? আজকে উত্তর ভারতের লোকেরা তামিল শেখার জন্য বাংলা ভাষা শেখার জন্য আগ্রহ না দেখায় তা হলে দক্ষিণ ভারতের লোকদের মধ্যে হিন্দীভাষা শেখার আগ্রহ দেখা দিবে কেন? বরং আমি দেখতে পাব দক্ষিণ ভারতের যারা ছেলে তারা হিন্দী শিখবে, তাদের মাতৃভাষা তামিল, তেলেগু শিখবে, বাংলাদেশের লোক বাংলা শেখবে, হিন্দীভাষা শেখবে তারপর ইংরাজীভাষা শেখবে। আর যারা উত্তর ভারতের লোক তারা হিন্দীভাষা এবং ইংরেজী এ দুটো শিখেই কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। কাজেই এখানে কোন distinct differentiation আসছে। উত্তর ভারতের লোকেদের মধ্যে আজকে তামিল শেখার আগ্রহ কোথা, উত্তর ভারতের লোকদের মধ্যে বাংলা শিখার আগ্রহ কোথায়, তা-তো দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই এটা যদি বলা হয় যে আজকে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দী চালিয়ে যাব তা হলে আমি বলব সেটা গায়ের জোরে চালাতে পারবেন না। মন দিয়ে, হৃদয় দিয়ে যদি আমরা সেই হিন্দীকে গ্রহণ না করি কোন রকম আইন করে কোন রকম জোর জুলুম করে সেই হিন্দীকে চালিয়ে যাওয়ার যদি ব্যবস্থা করি তার ফলে দেশের ঐক্য বিনষ্ট হবে, দেশে সংহতি নষ্ট হবে এবং আমাদের কষ্টলব্ধ স্বাধীনতায়ও ফাটল দেখা দেবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে Resolution House এর সামনে রেখেছি আমি মনে করি এই Resolution এর গুরুত্ব আজকে অত্যন্ত সমধিক, আজকে এই official language Act এ এমন কোন ammendment নিয়ে আসা দরকার যার জন্য শুধুমাত্র মুখের আশ্বাসবাণীই যথেষ্ট হবে না তাহা আইনে পরিণত হবে, সেই আশ্বাসবাণীকে আমরা একটা আইনের শৃঙ্খলায় রাখতে পারব যার দ্বারা খামখেয়ালী খুশী-মত officials বা তাদের নিজেদের order এবং directions হিন্দীতে চালু করতে না পারে। ... ...

একে বারে সর্ব্বশেষে যে কথা অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছিলেন সে কথা আমি এখানে আবার বলেছি যে "আমরা ভুলে যাই যে আমাদের রাষ্ট্রে নাগাভূমি আছে, কাশ্মীর আছে; গোয়া আছে। খ্রীষ্টানধর্ম্মী আদিবাসীরা রোমান লিপিতে লেখাপড়া করে। এরা কেউ কোন কালেই দেবনাগরী লিপিতে লিখিত সংস্কৃত বহুল হিন্দী মেনে নেবে না। এদের দিক থেকে ইংরেজী শ্রেয়। এরা এদের মাতৃভাষা গুলোকে রাষ্ট্রীয় স্তরে সমাজ মর্য্যাদা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান সংবিধানে তো আদিবাসী ভাষাগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরা কি একদিন মুখর হয়ে উঠবে না? এদের তখন কি দিয়ে ভুলানো যাবে? হিন্দী কি ওদের লোকভাষা হয়ে উঠবে ঐ দেবনাগরীই লিপি নিয়ে? হয় এদের ভারত ইউ-নিয়নের বাইরে রেখে ভুটান বা সিকিমের মত মর্য্যাদা দিতে হবে, নয় এদের ভারত ইউনিয়নের ভিতরে রেখে এদের দিক থেকে শ্রেয়স্কর বলে ইংরেজীকেও অন্যান্য ভাষার মত মর্য্যাদা দিতে হবে। অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বা সরকারী ভাষার মর্য্যাদা দিতে হবে। ইংরাজ আর ইংরেজী একই জিনিষ নয়। সমস্ত গোলমালের মূলে—এই রজ্জুকে সর্পভ্রম করে দৌড়ের উপর দৌড়। আমরা ইংরাজ এবং

ইংরেজীকে এক করে ফেলেছি। ইংরাজ ২টা, আর ইংরেজী ২টাও এক নয়। এর সম্পর্কে মহাত্মাগান্ধী কি বলে গিয়েছেন আমি তা এখানে সর্ব্বশেষ বলে যাব— গান্ধীর at P—296 and 297—"Even as Tamil etc. are the language of the different provinces and Hindustani, is the national language of the country. So, the English is the language of the world. Its international position cannot be disputed. The Imperialist Rule of English will go because it was and is an evil. But the superior rule of English language cannot go—". ইংরাজ আর ইংরেজী এ দু'টি জিনিষ এক নয়। ইংরেজী আজকে বহুল প্রচলিত ভাষা। সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের ভাষা। সেই ইংরেজী সমৃদ্ধ ভাষা। যদি আমরা ইংরেজী ভাষাকে ইংরাজের Imperialist Rule এর সঙ্গে এক করে দেখি তাহলে আমরা অত্যন্ত ভুল করব। কাজেই আমার মনে হয় আজকে যে ভাষার সমস্যা নিয়ে সমগ্র ভারতে একটা দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে, অত্যন্ত ধীরে সুস্থে চিন্তা করে আমাদের এদিকে পথ এগুনো দরকার। আমি মনে করি যে সমগ্র ভারতের ভাষাকে সমৃদ্ধি করে গড়ে তোলা দরকার। কোন ভাষাকে আর একটা ভাষার উপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। মানুষ ইচ্ছায়, স্বেচ্ছায় ভাষা শিখবে; ভাষা শিখা তাদের প্রয়োজন। তেমনি করে আদিবাসীদের বহু ভাষা রয়েছে। সেই ভাষাকেও মুখর করে তুলতে হবে। তাদের ভাষাকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে আসতে হবে। কাজেই বহুর মধ্যে এক, unity in diversity যা ভারতের মস্ত বড় একটা দর্শন, আমাদের সেই diversityর মধ্যে unityর মধ্য দিয়ে পৃথিবী গড়ে তুলতে হবে। বহু ভাষার মধ্যে ঐক্য সম্বন্ধ গড়ে আমাদের ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে গড়ে তুলব। এই বলেই আমি আমার Resolution এই House এর সামনে রেখেছি। এটা সম্পর্কে এই আমার বক্তব্য।

Mr. Speaker :—I would call Sri Sunil Ch. Dutta.

Sri. Sunil Ch. Dutta— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি তার বিরোধীতা করি। বিরোধীতা করি এই জন্য সে সমগ্র ভারতবর্ষ ভাষা আন্দোলন নিয়ে আজ বিক্ষুব্ধ এবং কয়েকদিন আগে এই ভাষা আন্দোলন নিয়ে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ভারতের National Integration এর পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়। এমনও আশঙ্কা করার কারণ হয়েছিল যে আমাদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য প্রস্তাব রাখতে গিয়ে বলেছেন যে বাংলা দেশের Assembly তেও এ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। আমাদের যতটুকু মনে পড়ে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যখন দিল্লীতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীগণের একটা সম্মেলন হয়েছিল তার পূর্ব্বে। প্রস্তাবটিতে নানাবিধ ত্রুটী আছে, সেগুলো আমি পরে বলব। কিন্তু যে কারণে আমি বিরোধীতা করছি তার প্রধান কারণ হল বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ, লোকসভা, রাজ্য সভা এবং বিভিন্ন প্রদেশের সর্ব্ব ভারতীয় নেতা যারা তারা যে সময়ে চিন্তা করছেন যে কিভাবে বর্ত্তমান সময়ে এই ভাষা আন্দোলনের জন্য যে disintegration সৃষ্টি হয়েছে তা over come করা যায় এবং এই সমস্যায় ইংরেজীকে আরও কিছুদিন link language রেখে হিন্দীকে রাষ্ট্র ভাষা করা যায়। তিনি তার প্রস্তাবের মধ্যে বলেছেন English should continue to be used until people in the non-Hindi speaking areas were ready for the neecssary change over. এই

necessary change over কি ভাবে ascertain করা হবে সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য কিছু বলেননি। আর একটা বলেছেন যে Chief Ministers দের Conference এ তারা recommendation দিয়েছেন to the effect that no ban should be imposed on the use of English for purposes of Communication. এখানে কোন ban আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ কিছুদিন আগে আমরা ত্রিপুরা Assembly তে আমাদের ভাষা সম্পর্কিত আইন গঠন করেছি। শুধু ত্রিপুরা নয় প্রত্যেকটি প্রদেশে তাদের regional language এবং ইংরেজীকে তারা গ্রহণ করেছে। একমাত্র বিহার, U. P. রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এই কয়েকটী প্রদেশ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশ ইংরেজীকে রাখার পক্ষপাতী এবং বর্তমানে এটা স্থিরিকৃত হয়েছে যে, ইংরেজী আরও কিছুদিন চলবে। মাননীয় সদস্য আইনের মধ্যে Confusion আছে বলে যে উক্তি করেছেন, shall কথাটার পরিবর্তে may কথাটা আছে। এবং এটার জন্যই সমগ্র ভারতবর্ষে বিক্ষোভের কারণ ঘটেছে এবং অনেকে সন্দেহ করেছে যে উৎকট হিন্দী প্রেমিক যারা তারা আইনের ব্যাখ্যার সুযোগ নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দী চালাবার চেষ্টা করবেন। এটা সত্য নয়, এ ধরনের আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই। সমগ্র ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ যে সময়ে national integration এর দিকে চিন্তা করে এই ভাষা সমস্যা সমাধান করার চিন্তা করছেন ঠিক সেই সময়ে আমাদের এই ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করা যুক্তি সঙ্গত বলে আমি মনে করিনা। প্রশ্নটার মধ্যে আরও একটি কথা আছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন the Goverment of India be requested to consider the introduction of the Parity of all national languages in Parliament, এটার কি mean করেছেন আমি বুঝলাম না। All national language বলতে আমার মনে হয় তিনি regional language mean করেছেন। এটা সম্ভবপর নয়। যে কথা মাননীয় সদস্য বলেছেন যে Public Service Commissionএ All India চাকুরীর ক্ষেত্রে যে পরীক্ষা নেওয়া হয় সেই পরীক্ষা সমস্ত ভাষায় নিতে হবে। পত্র পত্রিকায় এ সম্পর্কে অনেক সুধী ব্যক্তি মতামত দিয়েছেন। তবে আমার মনে হয়না যে এটা একটা সম্ভবপর উপায় হতে পারে। কারণ হিন্দীতে একজন ব্যক্তি দুই লাইন লিখে একশতে নব্বই পাবে। আর একজন হয়ত আবার ৭ পৃষ্ঠা লিখেও এক বিষয়ে ৭ নম্বর পাবে। এই যে অসুবিধা সেই অসুবিধা দূর করার জন্য বর্তমানে যে সব ইংরেজীতে চলছে আর কিছুদিন পরে সেটা হিন্দীতে আশা করা যাচ্ছে। হিন্দী National language হিসাবে noise করবে। আমরা চিরদিনই ইংরেজীকে আমাদের দেশে জিয়ায়ে রাখব সেটা সম্ভবপর নয়। এমন একটা সময় আসবে যখন সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য আমাদের একটী ভাষাই করতে হবে। হয়ত তা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য অন্নদা শঙ্কর রায়ের কথা তুলে যে কথা বলেছেন যে আদিবাসী ভাষাগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তিনি গোয়া, কাশ্মীর প্রভৃতির কথা বলেছেন। অন্নদা শঙ্কর রায় যে একজন বেদব্যাস একথা আমি স্বীকার করব না। কারণ ভারতবর্ষের এ দুর্দিনে disintegration এর পথে যে সব কথা যায়, তিনি যত বড় লোকই হননা কেন তার মতের সাথে আমি একমত নই। তিনি সিকিম ভুটানের কথাও বলেছেন যে সিকিম, ভুটানের মত স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দিতে হবে। ভাষার প্রশ্নে এই

ত্রিপুরাতে দেখা যায় যে বিধান সভার সদস্য এবং বিরোধী দলের উপনেতার পক্ষে যে কথা বলতে পেরেছেন যে সমস্ত ভাষার মর্য্যাদা দিতে হবে এবং না দিলে এটা অনেকটা threat এর মতই। আদি বাসী ভাষাগুলির লোকেরা ঐ সিকিম, ভুটানের মত অদূর ভবিষ্যতে স্বতন্ত্র মর্য্যাদা দাবী করতে পারে। এই সমস্ত কথা National integration এর পথে যায় না। কাজেই তিনি যে প্রস্তাব রেখেছেন that the above request be accepted by the Govt. of India through a suitable amendmet of the Constitution or the official language Act. কিন্তু তিনিও ভাষা প্রশ্নে কোন পথের সন্ধান দিতে পারেননি যে কি হবে। তিনি দুটো পথ বাতলিয়েছেন। একটা হচ্ছে Constitution ammend করান, না হয় Official Language Act ammend কর। কোনটা চান সেটা পরিষ্কার করে কিছুই বলেননি। মাননীয় সদস্য যে দ্বিধাগ্রস্ত সেটাই এ প্রস্তাবের মধ্যে রেখেছেন যে কি করা উচিত বা কি করা হবে। কাজেই তিনি যে প্রস্তাব রেখেছেন সেটা বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ত্রিপুরা Assemblyর পক্ষে রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।

Mr. Speaker— I would now call on Shri Nripendra Chakraborti.

Sri Nripendra Chakraborti— মাননীয় Speaker, Sir, যে প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা এখানে উপস্থিত করেছেন, আমি সেই প্রস্তাবটির সমর্থনে কয়েকটি কথা বলব। আমি মনে করি যে প্রস্তাবটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে অহিন্দী ভাষাভাষী এলাকা হিসাবে ত্রিপুরা একটি এলাকা এবং সেই এলাকার জন-সাধারণের আমরা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। সে এলাকার জনসাধারণ তাদের নিজেদের ভাষায় হিন্দী চাপানোর বিরুদ্ধে যে মতামত সেটা প্রকাশ করেছেন। আমরা যারা তাদের প্রতিনিধি আমরা যদি তাদের সে মতামতকে এখানে ব্যক্ত না করি তাহলে তাদের প্রতি যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব আমাদের পালন করা হয় না। ঠিক সেই কারণে আমি মাননীয় Speakerকে অনুরোধ করেছিলাম এবং তিনি মেনেও নিয়েছেন যে, এই আলোচনাটি শুধু আমাদের পক্ষ থেকে নয়, উভয় পক্ষ থেকেই যাতে বিবৃত হয়। ত্রিপুরার জনসাধারণ যাতে বুঝতে পারে যে তারা যে কথা বলতে চেয়েছেন সেটা, যেহেতু আমরা একটা সুযোগ পাচ্ছি, এখানে বললে সারা ভারতবর্ষে যাবে, সরকারের কাছে যাবে। সেই কথাটা, আমরা এখানে পরিষ্কার ভাবে উপস্থিত করছি। সেই জন্যই আমি আশা করবো যে প্রত্যেকে তার নিজস্ব যে মতামত এই প্রস্তাবের উপরে মাননীয় speaker প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেটা তিনি দেবেন। এখন আমি আলোচনার গোড়াটাতে একটু বলছি। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে শুধু নয়, স্বাধীনতার পর থেকে একটা contradictory situation ভারতবর্ষে রয়েছে। Contradictory মানে পরস্পর বিরোধী একটা situation রয়েছে। পরস্পর বিরোধী আমি কেন বলছি। না, একদিকে একটা Forces of unity বা ঐক্যের শক্তি দানা বেঁধে উঠছে। কারণ ব্রিটিশ ছিল এখানে এককালে প্রধান নায়ক। ব্রিটিশ চলে যাওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষের যে ঐক্যের শক্তিগুলি, তারা দানা বাঁধছে। ভারতবর্ষের শুধু যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তা নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রেতে সেই ঐক্যের শক্তিটা দানা বাঁধছে। এটা খুব ভাল কথা। কিন্তু তার পাশাপাশি আমরা দেখছি যে অনেকের একটা শক্তি, সেটা মাঝে মাঝে খুবই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। এবং এমন

বিকট আকার মাঝে মাঝে ধারণ করে যেটা চিন্তার কথা, উদ্বেগের কথা। ভারতবর্ষের সমস্ত জননায়ক যা নিয়ে আজকে চিন্তা করছেন, উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, সেই শক্তিগুলো এমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। যেমন আমাদের আসামের Riot এর সময় আমরা দেখেছি যে, আমাদের মনে হয় যেন এত বছরে যা আমাদের ঐক্যের সাধনা সেটা যেন চুরমার হয়ে গেছে। এই যে দু'টো দিক, এই দু'টো দিক আমাদের ভাল করে লক্ষ্য করা দরকার। একদিকে হচ্ছে Forces of Unity, সেটা Grow করার চেষ্টা করছে। আর একটা হচ্ছে যে.........যাকে বলে অনেকের যে ঝোক সেটাও মাঝে মাঝে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমাদের কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই যে এটা আমরা পেয়েছি আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যে content সেই content এর দুর্ব্বলতার ভিতর দিয়ে। সেই content এর দুর্ব্বলতাটা কি? আমরা ভারতবর্ষ স্বাধীন করলাম বটে কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যে মূল শক্তিগুলো সেই শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যে প্রচেষ্টা এখানে চালানো প্রয়োজন ছিল সেই প্রচেষ্টাটা আমরা স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগে চালিয়ে নিতে পাচ্ছি না। যেমন ধরুন এই যে Castism রয়েছে আমাদের, মাননীয় Speaker Sir, আজকে ১৭।১৮ বৎসর আমাদের স্বাধীনতার পরেও সেই Castism, আজকে যদি আমরা দেখি, সমস্ত প্রদেশে কম বেশী বিভিন্ন ক্ষেত্রেতে মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। এবং সেটা আজ ও আছে যেমন Religious differences. বিশেষ করে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যেতো বটেই এবং অন্যান্যদের মধ্যে সেই difference আছে। সেটা বৃটিশ যখন ছিল কায়েমী স্বার্থকে লেলিয়ে দিয়ে কখনো হিন্দু কখনো মুসলীম লীগ ইত্যাদি করে, এমন কি তারা মুসলীম লীগের সাহায্যে ভারতবর্ষকে বিভক্ত পর্য্যন্ত করেছে। কিন্তু কই ভারতবর্ষ মুক্ত হওয়ার পরেও আমরা তো দেখছি সেই Riot থেমে যায় নি। পাকিস্তানের Riot হচ্ছে শুধু সেই কথা বলে আমাদের তো এ কথা বাদ দিলে হবে না যে, ভারতবর্ষের মধ্যেও আমরা দেখছি, যারা Religious minorities তাদেরও আমরা তো দেখছি সেই ঐক্যের যে শক্তি, সেই শক্তির মধ্যে আমরা রক্ষা করতে পারছি না। কাজেই এই যে disintigration করছে, এগুলোর কারণ যেটা সেটা হচ্ছে, প্রধানতঃ আমাদের মনে হয়েছে সে স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগে দেশের মানুষের সামনে যে আদর্শ রাখা প্রয়োজন ছিল, যে আদর্শের জন্য তাদের সংগ্রামে নামানো উচিত ছিল, সেই সংগ্রামে আমরা তাদের নামাতে পারছি না। সে হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। সে হচ্ছে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম। সেই সংগ্রাম সাফল্যের পথে আমরা নিয়ে যেতে পারছি না। আমরা একথা আশা করি না যে Ruling Class, যারা এখানে শাসন করছেন যেহেতু তারা একটা ধনী শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং যেহেতু তারা সংকীর্ণ স্বার্থে কাজ করছেন, কাজেই তারাই জাতীয় সংহতী আনবেন। এটা আশা করা বৃথা। এবং তারা পদে পদে, আমরা দেখছি, সেখানে fail করছেন। ভারতের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজে আমরা দেখছি যে তারা নিজেরাও বাধার সৃষ্টি করছেন। এখানকার শাসক গোষ্ঠী। এবং তার জন্যই National intigration এর যে question সেটা এখানে বড় আকারে, ক্রমশঃ দিন যত যাচ্ছে, তত দেখা দিচ্ছে।

মাননীয় Speaker, Sir, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো, কিন্তু Linguistic State তো, ভাষাভিত্তিক যে রাজ্য পুণর্গঠন করতে, আমাদের কতদিন লেগেছে, এবং কখন আমরা করেছি? যখন রামালু, তিনি কমিউনিষ্ট ছিলেন না, তিনি কংগ্রেসের একজন শ্রদ্ধেয় নেতা ছিলেন, নিজের জীবন দেওয়ার পর সেখানে Linguistic State হয়। মহারাষ্ট্রে কয়েকশত লোক তাদের জীবন দেওয়ার পর, হাজার হাজার লোক লাঠি এবং গুলীর মোকাবিলা করার পর তারা সেখানে তাদের Linguistic State পেলো। কাজেই এই যে Linguistic State এর ব্যাপার সেখানে আমরা দেখেছি যে সেখানেও ruling party যে কংগ্রেস তারা বাধা সৃষ্টি করার ফলে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে, তারা এটা হতে দেয় নি। যেমন আমরা দেখছি যে আজও বহু State এর মধ্যে Border disputes হয়েছে। আজকে মহীশূরের মধ্যে রয়েছে, আজকে U. P., Bihar, উড়িষ্যার মধ্যে ইত্যাদি সেই সমস্ত ছোট ছোট disputes গুলি জিয়িয়ে রেখেছেন, যারা ruling party তারা সেগুলির Solve করছেন না। খোয়াই এর intigration এর question এর প্রশ্নটাকে আজকেও জিয়িয়ে রাখা হয়েছে। অথচ সেখানেও এই যে Linguage এর প্রশ্ন, Languistic State গঠনের প্রশ্ন, সে একই জিনিষ সেখানে। সেটাকে সহজভাবে সমাধান না করে ওরা কায়েমী স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে ruling party সে সমস্ত দিকে চেয়ে চেষ্টা করছেন। আসামে আমরা দেখেছি যে Linguistic··· state ·· যাকে বলে, ভাষার যে উগ্র জাতীয় মনোভাব সেটা কি রকমভাবে প্রকাশ পায় এই সমস্ত সমস্যাগুলো সমাধান না করলে। মাননীয় Speaker Sir, সর্ব্ব ভারতীয় ভাষার যে Row সে Rowটা কি? আমরা বৃটিশ আমলে দেখেছি যে তার দু'টো Row আছে। একটা হচ্ছে শাসন করার Row, আর একটা হচ্ছে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজকর্ম্ম চালিয়ে যাওয়া। ইংরেজরা যখন আমাদের দেশ দখল করে তখন তারা এই দু'টো দিক থেকেই ইংরেজীকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। তারা মনে করলো এতেই সুবিধা হবে এবং তারা আমাদের দেশে যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন করে তাও এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে শিক্ষার প্রবর্ত্তন না করলে, ইংরেজী না শিখালে তাহলে পরে ইংরেজী এখানে প্রচলিত করা যাবেনা। কাজেই স্কুল তারা করতে আরম্ভ করলেন এই উদ্দেশ্য নিয়েই। ইংরেজ চলে গেল, কিন্তু তার জায়গায়, ইংরেজী ভাষার জায়গায় আর একটা ভাষা, আমাদের দেশীয় ভাষা সে স্থান গ্রহণ করবে এটা যেমন আমাদের দেশের লোকের পক্ষে কাম্য ; আত্মজাতীয় মর্য্যাদার দিক থেকে যে একটা বিদেশী ভাষা চিরকাল আমাদের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে বোঝাবুঝির একটা মাধ্যম হতে পারে না, এটা replace করা দরকার আমাদের কোন একটা জাতীয় ভাষা দিয়ে। এটা যেমন সত্যি কথা ঠিক তেমনি ইংরেজরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইংরেজী ভাষা এখানে রেখেছিল ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা হিন্দীভাষা যদি এখানে কায়েম করতে চাই তাহলে আমরা বলবো যে ইংরেজীকে আমরা তাড়াচ্ছি কিন্তু ইংরেজকে তাড়াচ্ছিনা। ইংরেজকে তাড়াচ্ছি না কেন? ইংরেজ যে মনোভাব নিয়ে ভাষাকে এনেছিল, হিন্দী তার স্থান গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ reign করব, রাজত্ব করবো, অন্যান্য রাজ্যগুলির উপরে, অন্যান্য ভাষাভাষি লোকদের উপরে রাজত্ব করবার মনোভাব নিয়ে যদি হিন্দী ইংরেজীর জায়গায় এসে বসে তাহলে আমি মনে করবো যে হিন্দী সাম্রাজ্যবাদের যে কথা বলা হচ্ছে সেটা সাম্রাজ্যবাদের সত্যিকারের অর্থের প্রয়োগ না

হলেও তার উপরে প্রাধান্য করার এই যে অর্থ, এই অর্থে সেটা সঠিক এবং এটা কোন রাজ্য কোন ভাষাভাষি লোক মেনে নেবেনা। কাজেই মাননীয় Speaker Sir, যখন আমরা একথা বলি যে Hindi will replace English তখন আমরা একথা বলি যে Hindi will dominate over other Languages. সেই জন্যই এই প্রস্তাবের মধ্যে হিন্দীকে বলা হয়েছে one of the National Languages. একথা উনি জানতে চেয়েছেন, কেন বলা হয়েছে? পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন একথায় আপত্তি করেন নি, অবশ্য জানিনা এখানে তাঁর চেয়ে বড় কংগ্রেস নেতা আছেন, যিনি একথায় আপত্তি করছেন, কিন্তু পশ্চিম বাংলার ব্যাপারে প্রফুল্ল বাবু একবাক্যে সমর্থন করেছেন। সে প্রস্তাবে এই কথাটি আছে। কাজেই সেখানে আমরা একটা National Language হিসাবে বলছি যে Hindi will replace কেন? সেটাও আমরা বলছি। পরে আমি সেকথা বলছি। কিন্তু দ্বিতীয় কথা আমরা বলছি কি? দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই সমস্ত ভাষার সমান মর্য্যাদা। Parity কথা হচ্ছে এই, কোন ভাষা, না Regional Languageগুলো, যেগুলোর List Constitution এর মধ্যে দেওয়া আছে। সেই Constitutionএ যে Regional Languageগুলি দেওয়া আছে বা State Language যেগুলো আমরা বলি সেগুলির সমান মর্য্যাদা দিতে হবে। এ কথাটার অর্থ কি? অর্থ হচ্ছে, মাননীয় Speaker Sir, যদি একটা ভাষা বলা হয় যে তুমি হচ্ছ রাজভাষা তাহলে দেখা যায় যে সমস্তগুলো National Group তাদের equal Statusটা। ভারতবর্ষের মধ্যে সংবিধানে কি কোন জায়গায় একথা বলা হয়েছে যে কোন একটা National Group এর statusটা আলাদা। সে কথা বলা হয়নি। তার equal status, সমস্ত রাজ্য তার যেমন equal status, সে রকম সমস্ত রাজ্যের ভাষা, তারও equal status হবে। একথাটাও প্রফুল্ল বাবু মেনেছেন। একটি Parity হওয়া দরকার এবং এই কথাটার অন্য কোন অর্থ নেই, অর্থ হচ্ছে এই যে এটা যদি না মানি যদি কোন একটা ভাষাকে আলাদা করে নেই তাহলে বলতে হবে যে সেই ভাষা যারা বলে তাদের যে National Group সেই Groupটা একটা আলাদা status পেল এই Constitution এর মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে। সেটা ভারতবর্ষের ঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সেটা ভারতবর্ষে একমাত্র তখনই হতে পারে যখন নাকি ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের সমাধি হবে। তখন ছাড়া হতে পারে না। মাননীয় Speaker Sir, যখন জারের সাম্রাজ্য ছিল রাশিয়াতে তখন ঐ রাশিয়ান Languageটার এই status ছিল। Official Language হিসাবে বলা হত। রাশিয়ান Languageও সবচেয়ে বেশী লোক সেখানে রাশিয়ান Language এ কথা বলত। রাশিয়ান Language, মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানেন, যে Hindir চেয়ে কম rich Language নয়। তাতে যে Literature তৈরী হয়েছে, যে সমস্ত মহান লেখক সেখানে সৃষ্টি হয়েছে তারা কোন অংশে কম নয় সারা পৃথিবীর ইতিহাসে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে মুহূর্তে সেখানে Socialist Govt. হলো, সেই Statusটিকে কেটে দেওয়া হলো। সংবিধান থেকে কেটে দিয়ে বলা হলো তার কোন আলাদা Status নেই। সে অন্যান্য যে সমস্ত

Regional Language আছে তার সঙ্গে সমান তার মর্য্যাদা এবং এই জন্যই করা হলো। তা না হলে যদি তাকে আলাদা অতিরিক্ত একটা মর্য্যাদা দেওয়া হয় যেটা সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে খাটে না। আমরাও সমাজতান্ত্রিক আদর্শে চলছি বলে বলছি এবং গ্রহণ করছি বলে বলছি। আমাদের এখানেও এ জিনিসটা হওয়া উচিৎ নয় বলে এই কথাটা এই প্রস্তাবের মধ্যে রাখা হয়েছে। মাননীয় Speaker Sir, এই যে Regional Langnage গুলির সমান Status দেওয়াতে কি রাশিয়াতে disintrigration বেড়েছে? যে কথা উনি মাননীয় দেববর্ম্মার আলোচনার জবাবে বললেন, যে তিব্বতের কথা বললেন ঐ পাহাড়ীদের কথা বললেন তাহলে তো disintigration হবে। রাশিয়ার ভাষা সমস্যা, যদি উনি লক্ষ্য করে থাকেন, প্রত্যেকটি Language, এমন কি যারা ৪০ হাজার লোক Official Languageএ স্কুলে তারা লেখা পড়া করান, বই পত্র তাদের সেখানে তাদের ভাষায় করা হচ্ছে। সাহিত্যিক বলছেন National Status, সাহিত্যিক সেখান থেকে বেরোচ্ছেন। এবং সেই ভাষাকে যদি encourage করতে হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রেতে তাহলে সেটাতে disintigration হয় না এবং রাশিয়া শুধু ভাষা সমস্যার সমাধান করেন নি এটাকে আলাদা করে দেখলে চলবে না। যখন একটা জাতি তার সমস্যার সমাধান করে তখন ভাষা যেমন নাকি একটা জাতীয় সমস্যা, অর্থ নৈতিক সমস্যা, জাতীয় সমস্যা সমগ্রদিক থেকে দেখতে গেলে দেখবেন যে রাশিয়াতে আজকে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হিটলারের আক্রমণ যে ঐক্যকে ভাঙতে পারে নি। এত বড় দুর্জ্জয় ঐক্য পৃথিবীতে খুব কম দেশের মধ্যে দেখা যায়, এবং যার ফল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজ্ঞানে আজকে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এমন সমস্ত চমৎকার কাজ করছে যা পৃথিবীর মানুষকে অবাক করে দিচ্ছে। আজও খবরের কাগজে আছে এই রাশিয়ার Sputnic যা পৃথিবীতে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করছে। এর যদি গোড়াতে যাওয়া যায় তা'হলে দেখা যাবে যে ঐ প্রথম দিনের যে বিপ্লব সফল হয় সেই দিনের ঐ ভাষা সমস্যা এক কলমে সমাধান করে দিয়েছে যা আমরা ১৭ বৎসরে করতে পারছি না, ১৮ বৎসরে করতে পারছি না। কাজেই এটা দেখতে হবে এ ভাবে এবং আমরা একথা বলেছি এখানে যে আমাদের Regional Language গুলো শিক্ষার ক্ষেত্রেতে, Legislature এ, All India Examinations এ এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রেতে সেগুলো সমান status হবে এবং সে সম্পর্কে আমি আবার পরে বলব। হিন্দী সম্পর্কে আমরা এ কথা বলছি যে ইচ্ছা করে মানুষ শিখছিল। এ কথা কি মাননীয় সদস্যরা অস্বীকার করতে পারবেন যে আমাদের ত্রিপুরাতে হিন্দি শিখছিল না? মাদ্রাজে হিন্দি শিখছিল না? volentarily অনেকে শিখছিল, অনেক জায়গাতে হিন্দি স্কুল হচ্ছিল কিন্তু এই যে জোর করে চাপানোর একটা প্রচেষ্টা, আমি মনে করি যে ১০ বৎসরে সেই প্রচেষ্টাকে, যে প্রচেষ্টা হচ্ছিল volentarily ইচ্ছা করে যে সমস্ত লোক শিখছিলেন সেটাকে পিছিয়ে দেওয়া হলো এবং এটা পদ্ধতি নয়। আমরা জানি যে একটা ভাষা বড় হতে গেলে কোন আইন করে কেউ তাকে বড় করে দিতে পারে না। তার নিজের শক্তিতে তাকে বড় হতে হবে। মাননীয় Speaker নিশ্চয়ই জানেন যে ফরাসী ভাষা যখন বড় হয় সমগ্র ইউরোপের লোক ফরাসী ভাষা শিখতেন এবং এমন কি রাশিয়াও একটা গৌরব অনুভব করতেন যে

আমি ফরাসী জানি, বিলাতে একটা গর্ব্ব অনুভব করতেন মানুষে যে আমি ফরাসী জানি। কারণ ফরাসী না জানলে সমস্ত ইউরোপে বা সাহিত্যের মধ্যে ঢোকা যেত না। আজকে যেমন ইংরেজী জানা, রাশিয়ান জানা, বিজ্ঞানের মধ্যে ঢোকার পক্ষে একটা অপরিহার্য্য ভাষা বলে মানুষ মনে করে। কাজেই তার নিজের শক্তিতে বড় হতে হবে। হিন্দীকে আমরা বহুবার বলেছি যে নিজের শক্তিতে তোমাকে বড় হতে হবে। এবং সেই শক্তি হিন্দীকে খুজে বের করতে হবে। মাননীয় Speaker Sir, আমি দেখেছি যে যখন এখানে বলা হয়, একথা মাননীয় দেববর্ম্মাও বলেছেন—National Intigration Conferrence একটা হয়েছিল পণ্ডিত নেহেরু জীবিত থাকতে এবং সেই Conferrenceএ সমস্ত Partyর লোকদের প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছিল। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষের জীবনে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন খুব কমই হয়েছে। যেখানে একটা জাতীয় সমস্যার উপর সমস্ত মানুষ কম বেশী একটা ঐক্যমত সেখানে গঠন করতে পেরেছিল। সেটা কি ? না তিন ভাষার ফরমুলা সেখান থেকে একটা বেরোল। তিন ভাষার ফরমুলার অর্থ কি ? না, প্রত্যেক রাজ্যের মধ্যে কমপক্ষে তিনটা ভাষা শিখতে হবে। সে ভাষার মধ্যে হচ্ছে তার নিজের মাতৃভাষা, ইংরেজী ভাষা এবং হিন্দীভাষা। মাতৃভাষা যেখানে Common হিন্দীভাষার সঙ্গে সেখানে আর একটা Regional Language আমরা দেখছি আমরা শিখছি বাংলা আমরা শিখছি, ইংরেজী আমরা শিখছি, হিন্দী আমরা শিখছি। আমাদের এখানে এটা প্রয়োগ করা হচ্ছে, কিন্তু উত্তর ভারতে যদি বলেন, তারা হিন্দী শিখছেন, ইংরেজী শিখছেন, কিন্তু আর একটা Regional Language তো তারা শিখছেন না। অর্থাৎ তিন ভাষার ফরমুলা যেটা গৃহীত হলো National Integration Conferrenceএ সেটা Openly Violeted হলো Hindi Speaking যে State সে state গুলোর দ্বারা সেটা করা হলো। এবং যে কথা এখানে বলা হয়েছে, দেবনাগরীকে জোর করে চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে Script হিসাবে এবং সেটা কোন একটা মুখ্য মন্ত্রী সম্মেলনে এ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেটা ও প্রতিবাদ করা হয়েছে যে এভাবে দেবনাগরীকে Script হিসাবে চাপানোটা Integration কে সাহায্য করে না। এবং এর প্রতিবাদ National Intigration Conferrenceএ ও হয়েছিল। মাননীয় Speaker Sir, কিন্তু সে প্রতিবাদ শুনা হয়নি এবং শুধু তাই নয় এই সংবিধানের মধ্যে, মাননীয় সদস্য জানেন কিনা জানিনা, যে ৩৫০ বি ধারাতে এই কথা আছে যে Special officer থাকবে, Linguistic minorityর যে right সেটা দেখবার জন্য। মাননীয় দেববর্ম্মা যেটা বলেছেন সেটা কি ? এখানে Tribalরা যদি একটা Linguistic minority হয়ে থাকে, তার যে Language এর স্বার্থ সেটা দেখা হচ্ছে কিনা। সেটা দেখবার জন্য দিল্লিতে একজন Special officer আছে আমি জিজ্ঞেস করি কবার তারা এসেছেন এখানে ? কবার তারা খোঁজ খবর নিয়েছেন ? কি কি Instruction দিয়েছেন ? কি কি Instruction এখানে মানা হয়েছে ? ঠিক সেই রকম আসামে বাংলা হচ্ছে একটা Linguistic minorities Language. সেই বাংলা সংরক্ষণের জন্য, তার উপরে Attack যাতে না হয় তা দেখবার জন্য সেই Special officer রয়েছেন। তারা কি করেছেন এই কথা সমালোচনা করা

হয়েছে National Integration Conferenceএ, বলা হয়েছে যে এই Provision inadequate. Liguistic Minorityকে defend করতে গেলে এই Provision যথেষ্ট নয়। কাজেই এই Provisionকে পালটাতে হবে। কারণ Special officerকে কোন State তোয়াক্কা করে না। কাজেই এই সমস্তগুলো যখন দেখা হচ্ছে না এবং ruling party যখন ক্রমশঃ এমন সব কার্য্য করছেন যা জনসাধারণের মনে উদ্বেগ সৃষ্টি করছিল, সেইগুলো আমি দুই একটা বলছি। যেমন তারা Railway-র টিকেটে সব হিন্দি কথা ছাপাতে আরম্ভ করলেন। বাংলা উঠে গেল। মাননীয় Speaker Sir, দেখবেন যে Railway টিকিট থেকে বাংলা উঠে গেছে। হিন্দী—শুধু হিন্দী। এটা কার সিদ্ধান্তে—কেন হলো? ইংরাজ আমলে যদি বাংলা থাকতে পারে তাহলে এখন আমাদের Regional Language টা পর্য্যন্ত থাকতে পারবে না? একজন বাংগালী টিকিট কাটলে বুঝতে পারবে না যে সে কোথায় যাবে। টিকিটটা ভুল দিল কি ঠিক দিল। এ রকম জবরদস্তি তারা চালাচ্ছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি। পোষ্টকার্ডের ভিতর থেকে বাংলা কথা, এটা ছিল আগেও, উঠে গেল। উঠে গিয়ে কি হলো? না, ইংরেজী এবং হিন্দী। কেন? তিনটা থাকলে কি হয়? বাংলা দেশে যে সমস্ত পোষ্টকার্ড চালু হবে তার মধ্যে তিনটা Language থাকলে কি দোষ হয়? কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়? কি খরচ ওদের বাড়ে? তা নয়, আমার Dominate করতে হবে, তাতে এখানকার লোকের সুবিধা হউক আর না হউক। মাননীয় Speaker Sir, শুধু তাই নয়, ত্রিপুরার Post officeএ দেখবেন, হয় সেখানে অসমিয়া আছে, না হয় হিন্দী আছে, বাংলা নেই। এখানকার যে সমস্ত mile post আছে সে mile post এ ও হিন্দী ভাষা দেওয়া আছে। বাংলা ভাষা নেই অনেক জায়গাতে। অর্থাৎ আমাদের দেশের লোক mile post দেখে যাবে। সে হিন্দী পড়তে শিখুক তারপর বুঝবে। এই যে জবরদস্তি চালাবার চেষ্টা হচ্ছে, এই যে খিরকির দরজা দিয়ে ওদেরে Domination এর চেষ্টা হচ্ছে এটা মানুষ সহ্য করতে পারে না। মানুষ সহ্য করছেও না। এবং সেই জিনিষটা আমরা দেখছি যে Non Hindi People কে দিয়ে নেহেরুজী বুঝতে পারলেন এটা ক্রমশঃ বাড়ছে Parliament এ দেখা গেল খুব হৈ চৈ হচ্ছে, Parliament এর বক্তৃতা নিয়ে হৈ চৈ হচ্ছে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে আমি Parliament এ যাব, আমি যদি হিন্দী না জানি তাহলে আমি অন্য ভাষায় বক্তৃতা করতে পারব না। এমন একটা Position ছিল। এমন হয়েছে যে সেখানে দ্রাবিড় ভাষা যাঁরা জানেন তাঁদের বক্তৃতা করতে দেওয়া হয়নি। তার পরে হলো যে Simultaneous translation. এবং আজও Simultaneous Translation হয় বটে কিন্তু সমস্ত ভাষায় কি তারা কাগজপত্র পান? আমি একজন এখান থেকে যাব কিন্তু আমি কি বাংলা ভাষায় কাগজপত্র পাই? আমার Parliament সদস্য হওয়া বৃথা, আমার গণতন্ত্র বৃথা, আমার প্রতিনিধিত্ব বৃথা। কারণ আমি হিন্দীও জানি না, ইংরেজীও জানি না। আমি একমাত্র বাংলা জানি। কাজেই আমি Parliament এ গিয়ে সেখানে ঐ ঠুটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকব? গণতন্ত্র তো এটা বলে না। যদি কোটি কোটি টাকা আমি অন্য কাজে খরচ করতে পারি, আমার Parliament এ

১৪টা ভাষায় কেন কাগজপত্র প্রকাশ করতে পারব না ? যদি International Conference এ তা হতে পারে। যদি ৮১টা বা ১০০টা দেশের লোক conference করতে পারে এবং তাদের ভাষায় যদি simultaneous translation হতে পারে তাহলে আমার Parliament-এ কেন হতে পারবে না। কাজেই এই সমস্ত প্রশ্ন যখন উঠে, যখন বিক্ষোভ ফেটে পড়ে এবং কোন কোন হিন্দীভাষী লোকের যখন মনোভাব বিকৃত আকার ধারণ করে তখন আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এই আশ্বাস দেন Parliamentএ দাঁড়িয়ে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অহিন্দী ভাষাভাষীরা ইচ্ছা করে হিন্দীকে গ্রহণ না করবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইংরেজী চালু থাকবে। এটা শান্ত করে আমাদের ভারতবর্ষের জনমতকে। তারা বুঝতে পারে যে পণ্ডিত নেহেরু চান না যে আইন করে জবরদস্তি হিন্দীকে চালিয়ে দেওয়া হউক। পণ্ডিত নেহেরু চান, এবং তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে ভারতবর্ষের National disintegrationকে কি করে রোধ করা যায় এবং সেই জন্যই তার এই যে প্রতিশ্রুতি তার অনেকখানি গুরুত্ব ছিল। কিন্তু মাননীয় বীরচন্দ্র দেববর্ম্মা দেখিয়েছেন, এই যে Official Language Act চালু করার সাড়া উঠেছে গত ২৬শে জানুয়ারীর পর থেকে, ওরা কি করছেন ? এমন যে করছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পত্রিকা যারা পড়েন তারা দেখেছেন যে ওরা দপ্তরের কাগজপত্র সমস্ত তৈরী করেছেন যে পরীক্ষাগুলো সব হিন্দীতে হবে। ওরা সব তৈরী করছেন এবং সেই সমস্ত correspondence যাচ্ছে Railway এবং অন্যান্য Departmentএ। হিন্দীতে ছাড়া অন্য ভাষাতে ওরা correspondence করবেন না। সেগুলো যখন নাকি ধরা পড়লো, তখন দেখা গেল যে একটা বিরাট হিন্দী বিরোধী বিক্ষোভ সমস্ত জায়গাতে ছড়িয়ে পড়েছে। এটা খুবই দুঃখের কথা যে এই বিক্ষোভটাকে হিন্দী বিরোধী বিক্ষোভ বলা হয়। আমি নিজে হিন্দীর খুবই একজন ভক্ত। কারণ আমি জানি যে হিন্দীর মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ লেখক বেরিয়েছেন। আমি অবশ্য খুব বেশী হিন্দী যে জানি তা নয়। জেলের ভিতরে হিন্দী বই পড়ার কিছু কিছু সুযোগ আমার হয়েছে। যেমন প্রেমচাঁদের উপন্যাস ইত্যাদি অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ সেখানে রয়েছে। যেখানে হিন্দী ভারতবর্ষের একটা অন্যতম ভাষা সেখানে হিন্দীর বিরুদ্ধে একটা বিক্ষোভ প্রসারিত হউক, হিন্দী বই পত্রেতে আগুন লাগানো হউক, হিন্দী যে সমস্ত স্কুল আছে তার আসবাব পত্র পোড়ানো হউক এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং এটা কেহই সমর্থন করেন বলে আমার জানা নেই। এটা এভাবে দেখলে চলবে না—এটা হিন্দী বই বা হিন্দী স্কুলের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ তা নয়। এটা আসলে করা হয়েছে এই জন্য, আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন মাদ্রাজে যখন এটা শুরু হয়, তখন Rail এর উপরে Post office এর উপরে আক্রমণটা হয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের চিহ্ন যেখানে যেখানে তারা দেখেছেন, তার উপরে তাদের বিক্ষোভ ফেটে পড়েছে—তার অর্থ হচ্ছে এই যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। কেন্দ্রীয় সরকার আইন করে ভারতবর্ষের উপরে হিন্দীকে চাপাচ্ছেন—এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটা পরিচালিত হয়েছে। এবং সেই বিক্ষোভ এত তীব্র আকার ধারণ করে যে সেখানকার যারা প্রতিনিধি Parliament এ ছিলেন এবং মন্ত্রী সভার মধ্যে ছিলেন সেই মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী সুব্রাহ্মনীয়ম এবং আলেগেসান তারা দু'জনে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। কারণ তারা বুঝলেন যে, মন্ত্রীত্ব ছেড়ে না দিলে ঐ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে তারা মাদ্রাজে তাদের Constituancy তে ঢুকতে পারবেন না। কাজেই সেটা

ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাস্নান করে তারপর তারা মাদ্রাজে এসে ঢুকলেন এবং এসে বললেন আমরাও এটার বিরুদ্ধে। তোমার শুধু একা নয়, আমরাও এটার বিরুদ্ধে এবং এরপরে ছেলেরা যখন বুঝলো যে কংগ্রেসের ভিতরেও এই জনমত দানা বাঁধছে যে এই হিন্দী জবরদস্তি চলবে না। আমার যতটুকু মনে পড়ে মাননীয় Speaker Sir, আর একজন মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, তিনি সদ্যমাত্র বিদেশ থেকে ঘুরে এসেছেন। যেদিন তিনি দিল্লীতে আসেন, সেদিনই তিনি মাদ্রাজে যান এবং তিনি গিয়ে বলেন যে এরচেয়ে বোকামি আর কিছু হতে পারে না যে আইন করে আমরা হিন্দীকে চালু করবো। আইন করে হিন্দীকে কোন সময়েই ভারতবর্ষে Official Language হিসাবে চালু করা যাবে না। এটাও সেখানকার ছাত্র এবং যুবকদের অনেকটা আশ্বস্ত করে। তারা বুঝতে পারে যে এটা চাপানো এতখানি সহজ নয়। কিন্তু তারপরে আমরা কি দেখছি? আমরা কয়েক শত statement দেখেছি কংগ্রেসের নেতাদের। আমরা দেখলাম কংগ্রেসের প্রধান মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীদের একটা সম্মেলন ডাকলেন দিল্লীতে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন কিনা আমার জানা নেই। তিনি এখানে তার বক্তব্য নিশ্চয়ই রাখবেন, সেখানে কি আলাপ আলোচনা হয়েছিল। আমরা যেটুকু দেখেছি Working Committeeর একটা মিটিং হলো এবং তার আগেও Home Minister Nanda এবং প্রধান মন্ত্রী, তারা বিভিন্ন সময়ে বহু বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু তাদের কাছে যে মূল প্রশ্নটি উপস্থিত করা হয়েছে সেটি হচ্ছে পণ্ডিত নেহেরু যে কথাটা বলে গেছেন, যে আশ্বাসটা দিয়ে গেছেন, সেটা হয় Constitutionএ অথবা Official Language Actএ তোমরা একটা statutary gurantee দাও যে সেটা মানা হবে না। কারণ Parliamentএ দাড়িয়ে একজন লোক কথা বললে সেটা আইন হয় না। সেটা সকলে বুঝেন। যারা না বুঝেন তারা এখানে বুঝে নিন যে Parliament এ দাড়িয়ে বললে সেটা আইন হয় না। আইন প্রণয়ন করতে হয়। কাজেই আইনে একটা কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়। Working Committee একটা Formula দিলেন এবং সেই Formulaটা হুবহু না হলেও অনেকাংশে সেটা Chief Ministers' Conference গৃহীত হলো। কিন্তু তারপরে কি দেখা গেল? সেই Formulaতে হিন্দী ভাষাভাষি যারা তারাও সন্তুষ্ট না—অহিন্দী এলাকার যারা প্রতিনিধি তারাও সন্তুষ্ট না। উভয় পক্ষ থেকে সেই Formulaর উপর এখন তীব্র আক্রমণ চলেছে। মাননীয় Speaker Sir, ১০১ জন কংগ্রেসের Parliament Members লিখিত দরখাস্ত করেছেন যে আমরা ওটা মানতে পারবো না। তোমরা যদি ওটা আইন করতে চাও তাহলে আমরা বিরুদ্ধে। কাজেই এখন প্রধানমন্ত্রী মনে করেছেন যে এটা ঝুলিয়ে রাখা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে নতুবা কংগ্রেস দল দুই ভাগ হয়ে যায় এই ভাষা প্রশ্নে। মাননীয় Speaker Sir, কাকে রাখবেন, কাকে খুশী করবেন। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী একটা Statement করেছেন। তিনি বলেছেন যে মনে মনে আমার স্থির সিদ্ধান্ত আছে Language সম্পর্কে। আমার কোন hasitation নাই, কিন্তু সেই কথাটা আমি এখন বলতে পারি না। আমার মনে কি কথাটা আছে, কি সিদ্ধান্ত আছে সেটা আমার পক্ষে এখন বলা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে আরও সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। অনেকে মনে করেছেন যে তিনি নিজে যখন হিন্দী ভাষাভাষি এবং যারা তাঁর ইতিহাস জানেন তারা জানেন যে তিনি সেই

গ্রুপের লোক যারা হিন্দী প্রাধান্য চান। গুলজারিলাল নন্দ সাহেব সেই গ্রুপের লোক যারা হিন্দী প্রাধান্য চান। কাজেই ওরা এটাকে কখনও আইনে পরিণত হতে............

Mr. Speaker—I would request the Hon'able member not to drag in the Prime Minister or the Home Minister..........

Shri Nripendra Chakraborty—এটা সমালোচনা নয় এটা হচ্ছে তাদের opinionটা ....(interuption)

মাননীয় Speaker Sir, আমি কোন সমালোচনার দিক থেকে বলছিনা। তারা হিন্দীভাষা সম্পর্কে বা ভাষা সমস্যা সম্পর্কে যে মতামত পোষণ করে সেটা হচ্ছে যে সংবিধান অথবা Official Language Act এর সংশোধন না করা এবং সেইজন্যই তারা এ সম্পর্কে গড়িমসি করছেন এবং আমি মনে করি যে তাতে disintegration আরো বাড়ছে। আমাদের এই প্রস্তাবে আমরা এ কথা রাখতে চেষ্টা করছি যে হিন্দীভাষা—সেটা জোর করে নয়, সেটা আস্তে আস্তে মানুষকে— তারা স্বেচ্ছায় যাতে গ্রহণ করেন, সেই রকম অবস্থায় সেটিকে নিয়ে যেতে হবে এবং ততক্ষণ ইংরেজী যাতে Continue করতে পারে। Regional Language সম্পর্কে আমরা Parity চাচ্ছি। Parliament এবং অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেতে আমরা চাচ্ছি যে Regional Language গুলো equal status ভোগ করবে। এবং আমরা এই কথা মনে করি যে একটা statutory gurantee থাকা দরকার। মাননীয় Speaker Sir, West Bengal এ যে প্রস্তাবটি নেওয়া হয়েছে, সেই প্রস্তাবটি A to Z প্রায় এই প্রস্তাবের সঙ্গে একমাত্র শুধু last যে sentance টা সেটা হচ্ছে তার চেয়ে বেশী। তার কারণ হচ্ছে এই যে 'That the above request be accepted by the Govt. of India through a suitable amendment of the Constitution or Official Language Act is to continue' শুধু এই কথাটি লাগানো হয়েছে। আর সমগ্র প্রস্তাবটা হচ্ছে যেটা প্রফুল্ল বাবু এবং জ্যোতি বাবু তারা উভয়ে একমত হয়ে গ্রহণ করেছেন। ওরা এই কথা বলুন, এখানে যারা উপস্থিত আছেন, যে ঐ কথাটা বাদ দিয়ে আর সমস্ত কথাটার সঙ্গে তারা এক মত। তা হলে আমরা বিবেচনা করে দেখব যে ঐ কথাটা বাদ দিয়ে ও এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যায় কিনা। আমি এই কথায়, এই প্রস্তাবই আমি কংগ্রেস দলের সামনে রাখছি এবং Leader of the Partyর কাছে রাখছি যে ওরা যদি এই কথা বলে সেটার কারণ হচ্ছে এই যে That the above request be accepted by the Government of India through a suitable amendment of the constitutions or Official Language Act. শুধু এই কথাটি বাকী—আর সমস্ত প্রস্তাবটা হচ্ছে সেটা প্রফুল্ল বাবু ও জ্যোতি বসু তাঁরা উভয়ে একমত হয়ে গ্রহণ করেছেন। তবে একথা বলুন, এখানে যারা উপস্থিত আছেন, যে ঐ কথাটা বাদ দিয়ে আর সমস্ত কথাটার সঙ্গে তারা একমত, তাহলে আমরা বিবেচনা করে দেখব, ঐ কথাটা বাদ দিয়েও এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করা যায় কিনা। আমি এই কথাই এই প্রস্তাবই Congress দলের সামনে রাখছি এবং Leader of the Partyর কাছে রাখছি। ওরা পশ্চিম বাংলা একটা অহিন্দী ভাষাভাষি এলাকা শুধু নয়, আমি বলছি

যে বাংলা ভাষা যেহেতু আমাদের এখানে একটা অন্যতম প্রধান Regional language সেইজন্য এবং আমাদের এখানেও যেহেতু regional language রয়েছে বাংলা, সেই হেতু আমি মনে করি যে পশ্চিমবঙ্গ যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে আমরা অনায়াসে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি। তাতে পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবটা strengthened হবে, এবং আমরা ত্রিপুরার লোক পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে একত্র হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থিত করতে পারব যে এই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য তারা যেন সেটা বিবেচনা করেন। সেই জন্য আমি বলছি যে এরা যদি বলেন যে এই কথাটা বাদ দিলে, সে প্রস্তাব এরা গ্রহণ করতে রাজী আছেন তা হলে আমি মাননীয় স্পীকারকে request করব যে এই অবস্থাতেও ওদের সুযোগ দেওয়া হউক সেটাকে amend করার। সেটা আমরা নিশ্চয়ই বিবেচনা করে দেখব। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি এই বলে এই প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করার জন্য বলছি। আর একটা কথা শুধু আমি বলছি যে এই যে ভাষা আন্দোলন এখানে হয়েছে এটাকে পুলিশ দিয়ে দমন করা যায় না। এখানকার যারা শাসক তারা খোয়াই, সোনামুড়া, মেলাঘরে পুলিশ দিয়ে C. I. দিয়ে সেটা দমন করার চেষ্টা করেছে। তাতে বিক্ষোভকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি শুনেছি মুখ্যমন্ত্রী খোয়াইতে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন যে C. I, যে সমস্ত অপকর্ম্ম করেছেন সেগুলির সম্পর্কে তদন্ত করা হবে। তার প্রতিশ্রুতিতে সেখানকার একটি ছাত্র যে অনশন করছিলেন সে অনশন স্থগিত রাখে। কাজেই পুলিশ দিয়ে এটা দমন করা যাবে না, discontant কে পুলিশ দিয়ে ঠেকানো যায়না, discontant কে ঠেকাতে হলে তার মূলে যেতে হবে। সেই জন্য আমি বলছি যে এই প্রস্তাবটী সমর্থন করে ভারতবর্ষের disintigration রোখবার জন্য সকলের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রচেষ্টা চালানো দরকার এবং এখানে সেটাই আমি আশা করব সদস্যদের কাছে।

Mr. Speaker—I would call on the Hon'ble Chief Minister.

Sri S. L. Singh. (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রস্তাব উত্থাপনকারী বলেছেন এইযে আমরা এটাকে উত্থাপন করছি এই জন্য, যে ভাষা নিয়ে যে অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে রোধ করার জন্য। আমাদের দেখতে হবে এটা একটা বিরাট সমস্যা। সর্ব্বভারতবর্ষে যে যে State আছে, এখন পর্য্যন্ত তারা কোন একটা পন্থা গ্রহণ করতে পারেনি ভাষা সম্বন্ধে। কেবল বাংলা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। আমাদের মাননীয় সদস্যরা এমনি ওস্তাদ, দক্ষ যে তার উপরে ও কারসাজি করতে তারা কার্পণ্য বোধ করেন নাই। যদিও তারা বলছেন যে এই সমস্যাটা খুব বিরাট তাই আমিও মনে করি যে সমস্যাটা খুব বিরাট। সমস্ত প্রদেশে এই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। যে সন্দেহ একটা হয়েছে যে May না হয়ে Shall হলনা কেন? এটার উপর ভিত্তি করে মানুষের মনে যারা এই সন্দেহকে তীব্রতম করিয়াছেন তারা এই জন্য দায়ী। সেই জায়গায় বলা হয়েছে It is bound that English should continue to be the associate or additional Language as long as the Non Hindi speaking people desire its continuance. যতদিন পর্য্যন্ত তারা সেটা continue করতে চায়— ততদিন পর্য্যন্ত ইংরাজী থাকবে। অতএব এখানে Non Hindi speaking People এর উপরে আধিপত্য দেওয়া হয়েছে। অতএব 'May be' এই জন্যই Resolution এর ভিতর insert করা হয়েছে।

এখন সেই জায়গাতে একটি কথা বলা হয়েছে যে Statutory Provision দিলে হবেনা Constitutional amendment করলেই হবে, এ নিয়েও Parliament যে সম্বন্ধে চিন্তা করছেন, প্রধান মন্ত্রীও সেই সম্বন্ধে চিন্তা করছেন যে constitutional amendment করা হবে না statutory amendment হলেই হবে এ সম্বন্ধে এখানেও যারা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তারাও এখানে কি করতে হবে তা ঠিক বলতে পারে নি। যেখানে Perliament, Home Ministry, Law Ministry, Prime Minister তারা সকলেই চিন্তা করছেন এ বিষয়ে সঠিক কি করা যায়। এখানেও ত প্রস্তাবে এটাকে ঝুলিতে রাখা হয়েছে। এখানেও তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু হল এই যে Prime Minister, Chief Minister এটাকে ঝুলিয়ে রাখছেন, Home Minister হিন্দী প্রচারকের সমর্থক। এইসব বলতে হবে এবং সেই জন্যই এসব বলা হচ্ছে। Prime Minister পার্লামেন্টে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তা তারা উদ্দেশ্য করেই যাতে disintigration বর্দ্ধিত হতে পারে সেইজন্য এখানে বলেছেন। আসল উদ্দেশ্য আমাদের সংহতিকে বজায় রাখার জন্য নয়—তা তার বক্তৃতার মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে যে Prime Minister, Lal Bahadur Sastri wants a link language or else the Native will disintegrate, at the same time be wants Hindi—Protagonists to go slow and allow the people to take up Hindi gradually. Sastri who has wind up this debate on the Presidents' address today told Lok Sabha, We cannot precipitate things. We cannot impose it, we will have to wait and see. It would take time. অথচ এই জায়গায় তাহাকে হিন্দী সমর্থক বলে, disintigration সৃষ্টিকারী বলে বলা হচ্ছে, এগুলি বলতে হবে, তাই বলা হচ্ছে। তারপর এখানে বলেছেন যে খোয়াইও কখন কোন ছাত্র কি করেছিলেন আমি নাকি সেখানে গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি। সে জায়গায় আমি একথা বলেছি যে আইনানুযায়ী যা বিধান হবে, সেই অনুসারেই আমরা তাকে follow করব। যদি ছাত্ররা এ জায়গায় কোন অন্যায় করে থাকে, আইন সেটা দেখবে। যদি কর্ম্মচারী কোন বেআইনী করে থাকে, সে C. I. হোক বা যেই হউক না কেন সেটা আইনের পক্ষে দণ্ডনীয় হবে। অতএব এখানে হিন্দী যেমন অন্য লোকের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, ইংরেজীও চাপিয়ে দেওয়া যায় না। কাজেই হিন্দী বই পুড়ে ফেলা, স্কুল ও লাইব্রেরী পুড়িয়ে ফেলার এই যে উত্তেজনা যারা ঢুকিয়েছে যারা disintegration এর পক্ষপাতী তারাই। কারণ কোন ভাষার প্রেমিক কোনদিন অন্য কোন ভাষার উপর আক্রমণ করতে পারে না। এবং সেই জায়গাতে ঐ ভাষার বইগুলি পুড়ে ফেলব এটা একটা অপূর্ব্ব কীর্ত্তি বলে মনে হয় এবং যারা করিয়েছেন তারা দায়ী, শিশুরা বা ছাত্ররা দায়ী নন। তার পিছনে থেকে একটি দল তা করিয়েছেন। ভারতের সমস্ত প্রদেশ এই বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। বাংলা দেশ একটা করেছে তার উপরেও মাতব্বরী করে তারা দেখাতে চাইছে যে আমরা ভারতবর্ষের মধ্যে ভাষাপ্রেমিক। বক্তৃতা দিতে গিয়ে এখানে রাশিয়ার কথা বলা হয়েছে সেখানেও অনেক ভাষাভাষি আছে এবং সমস্ত ভাষাকে State language এর মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে কিন্তু link language রেখেছেন Russian সেটাও উনি বলছেন যে link language একটা রাখতে হবে, এখন যখন Military Command হবে, their cannot be fourteen lauguage . There should be one Command in one language —

it is the Russian language. অতএব সেই জায়গাতেও চিন্তা করতে হবে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গেলে কবে সেই ভাষাকে link language হিসাবে দাড় করাতে পারি। মাননীয় সদস্যরা রাশিয়ার কথা বলেছেন বলে এই জায়গায় এই কথা বলা হল। তারপর Parliament এ বক্তৃতা দেওয়া ইত্যাদি চলে না বলে বলেছেন—আমি বলব যে Parliament এ Speaker এর Permission নিয়ে যে কোন চৌদ্দটি ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া চলে। অতএব সেটা সত্যের অপলাপ বলে আমার মনে হয়। গান্ধীজীর নাম করে বলা হয়েছে যে তিনি নাকি হিন্দীকে National language করার জন্যে বলেছিলেন। তিনি হিন্দীকে National language, special language করার জন্যে বলেছিলেন এবং হিন্দী, হিন্দুস্থানী দেবনাগরীতে থাকবে অক্ষর এবং সেইটা বাজারী হিন্দীতে চলবে। এই হিন্দীতে কি অসুবিধা হতে পারে যারা ভাষাবিদ আছেন, সেই অনুসারে যার যেটা চলতি ভাষা আছে সেটাকে গ্রহণ করছেন। অতএব ভাষাবিদ যারা আছেন, আমরা সেই জায়গায় সেটা করতে পারি এবং তাদিগকে সেইভাবে চাপ দিয়ে সেই অনুসারে আমরা আমাদের মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হতে পারি। বাংলা ভাষায়ও অনেকগুলি সংশ্লিষ্ট ভাষা আছে। অতএব ভাষাকে যদি বড় করতে হয়, তা'হলে আমাদেরও সেইদিকে লক্ষ্য রেখে ভাষার উন্নতির জন্য চিন্তা করতে হবে। কারণ এখানে গান্ধীজীর উল্লেখ করে সে কথাগুলো বলা হয়েছে সেইজন্যই আমি এগুলি বলছি। গান্ধীজীর কথা বলা হচ্ছে, অথচ official language আমি সেটাকে করব না, সে জায়গায় বাদ দিয়ে বলছি হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী। হিন্দী, হিন্দুস্থানীর একজোটে হয়েছে তারা। এটাকে এখানে এমনভাবে আনা হয়েছে যে ইংরাজী ইংরাজীই থেকে যেত। কিন্তু মাননীয় বক্তা বক্তৃতা দিতে গিয়ে সত্যটাকে ব্যক্ত করে ফেলেছেন। হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী এক ভোটে জয়লাভ করেছে, সে জায়গায় ইংরাজী কি করে হয়ে গেল সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। জনসাধারণকে প্রতারিত করার জন্য কথাটা এভাবে বলা হচ্ছে যে হয়ত ইংরেজীই থেকে যেত এবং এখানের যে regional language বাংলা তাও হয়ত থাকবে না Anti-social elements যারা আছেন তারা এইভাবে প্রচার করছেন। (Interruption from opposition) অতএব আমি এ জায়গাতে বলব যে গান্ধীজীর উল্লেখ অনুসারে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করে দেব, সেটা নির্ভর করে Constitution change করব কিনা বা statutory change এর মারফতে হবে কিনা তা'র উপরে। ভারতবর্ষ তাই আজ চিন্তা করছে যে কি করলে পরে তার এই ঐক্য সংহতি বজায় রাখা যায় এবং আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের সংহতি সবচেয়ে বড়। কাজেই এই সংহতিকে রক্ষা করতে গেলে হয়ত ভাষার প্রশ্ন বাদও যেতে পারে। কি দিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষিত হতে পারে, ঐক্য রক্ষা হতে পারে সেইটাই আমাদের চিন্তা করে গ্রহণ করতে হবে। অতএব আজকে তাড়াহুড়া করে এমন কোন প্রশ্ন বা সমস্যা সৃষ্টি করতে চাইনা যার ফলে ভারতবর্ষে মনোভাব অন্যদিকে চালিত হতে পারে। অতএব আমি সেই জন্যেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি। আমি মাননীয় সদস্যদিগকে চিন্তা করতে বলব যে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে প্রত্যেকটি language—National language হিসাবে থাকবে, সেক্ষেত্রে Military service এর বেলায় কোন ভাষা গ্রহণ করা হবে? তারপরে যদি চৌদ্দটি ভাষার প্রশ্ন আসে সেখানেও আমাদের Administration, legal binding, কি কি আছে এবং সেটাকে কিভাবে তৈরী

করতে হবে, তাও দেখতে হবে। অতএব legal এবং Administration এর দিক থেকে কি কি অসুবিধা আছে সেগুলি আমাদের দেখতে হবে, এবং সেইটা introduce করতে গেল legal & constitutionalএর বাধা কি আসবে—সে সব বিস্তারিতভাবে না দেখে যদি তাড়াহুড়া করে আমরা করি তাহলে পরে আমরা সংহতিকে রক্ষা করতে পারব না সংহতিকে নষ্ট করতে পারি। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে মাননীয় সদস্যকে ঐ প্রস্তাব withdraw করার জন্য অনুরোধ করব যাতে অন্যান্য জায়গায় কি রকম অবস্থা গ্রহণ করেন সেইসব পর্য্যালোচনা করে সম্যকভাবে একটি প্রস্তাব পরে গ্রহণ করতে পারি এবং Actএ পরিণত করতে পারি।

Mr. Speaker :—Is there any proposal from the Hon'ble Chief Minister to the opposition ?

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—Yes, আমি বলেছি যে Legal ও Administrative.

Mr. Speaker—You have any proposal to be redrafted in joint consullation with the opposition ?

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—আমি বলছি এই যে আমাদের এত তাড়াহুড়া না করে আমরা আরো ৪।৫টি Province কি করছে না করছে দেখে, তারপর যে সব legal ও Administration defficulty আসতে পারে সেইসব বিচার বিবেচনা করে যাতে আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি Bill আনতে পারি, সেইজন্য মাননীয় সদস্য যারা আছেন তাদের চিন্তা করতে বলব। আমরা discussion করে কোথায় কি হতে পারে না পারে, সব দেখে তারপর আমরা ব্যবস্থা করব।

Sri Nripendra Chakraborty—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি এই কথা বলতে পারেন যে এই Session এর মধ্যেই ভাষা সম্পর্কে উনি একটি প্রস্তাব আনছেন। এমন কোন concrete assurance উনি দিতে পারেন কি না।

Mr. Speaker—উনি এই কথা বলেন নি। তিনি বলেছেন যে আরো ২।১টি state কি করেন না করেন দেখে প্রস্তাব আনা হবে। শুধু West Bengal একটি প্রস্তাব নিয়েছেন।

Sri Nripendra Chakraborty—আমি উনার কাছে একটি clarification চাচ্ছি যে উনি এমন কোন Assurance দিতে পারেন কিনা যে এই session এর মধ্যে একটি প্রস্তাব আনবেন।

Sri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—আমিত বলেছিই যে অন্যান্য Province এ কি করেছে না করছে তা দেখে এবং Administrative difficulty কি হয় না হয় সে সব বিচার বিবেচনা না করে কি করে বলব ?

Mr. Speaker—I would like to know the opinion of the Leader of the opposition about the suggestion made by the Hon'ble Chief Minister.

Sri Nripendra Chakraborty—এই Session এ উনি যদি প্রস্তাব আনার কোন প্রতিশ্রুতি দিতেন তাহলে আমরা consider করতে পারতাম we cannot go without a resolution.

Mr. Speaker—One thing he has made clear. Of the States of India only West Bengal has adopted a resolution. So far as I have understood he wanted the matters should be given more thoughts and also it should be observed what some other States in addition to West Bengal do. After that we may adopt a united resolution.

Sri Nripendra Chakraborty—অন্য State ও তো আমাদের দিকে তাকাবে। সেজন্য আমাদের আগে নিয়ে নেওয়া দরকার।

Mr. Speaker—Almost all the States are much bigger tham yours.

Sri Karunamoy Nath Choudhury--Sir আমি একটা suggession দিতে চাই।

Mr. Speaker— Suggession ?

Sri Karunamoy Nath Choudhury— Yes Sir,

Mr. Speaker— Alright.

Sri Karunamoy Nath Choudhury— আমি বিরোধী দলের নেতাকে অনুরোধ করব যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে বক্তব্যটা এখানে রেখেছেন সেই বক্তব্যের প্রতি hearing দেওয়ার জন্য। আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করব যে সব সময়েই আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা Union Teritory তে বাস করছি। এটা কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল, এখানে যে ক্ষেত্রে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যুক্তি রেখেছেন যে অন্যান্য states গুলির অন্য আরও কয়েকটা প্রস্তাব দেখার পরে আমরা চিন্তা করে নেব, সে ক্ষেত্রে আমি মনে করি বিরোধী দলের মাননীয় নেতা এই যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করবেন এবং আমাদের প্রস্তাবটি যাতে সত্যিকারের শক্তিশালী হয় সেইদিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সহৃদয়তা আছে এ ক্ষেত্রে বিরোধীদলের নেতা অবশ্যই সেই অনুরোধ পালন করবেন। এইটুকু আশা রেখেই আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।

Sri Nripendra Chakraborty— আমি একটা বিকল্প প্রস্তাব রাখতে চাই। বিকল্পটা হচ্ছে এই—

Mr. Speaker— After all an unanimous resolution will be the strongest ....……

Sri Nripendra Chakraborty—হাঁ, সেইদিক থেকেই আমি এই বিকল্প প্রস্তাব রাখছি। আরও এক সপ্তাহ সময় আমরা পাচ্ছি, সেই এক সপ্তাহ সময়ের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী তিনি প্রফুল্ল দার কাছে লিখুন যে তারা কি প্রস্তাব নিয়েছেন। হুবহু সেই প্রস্তাব এখানে তিনি উপস্থিত করুন তার নিজের নামে, West Bengal যে প্রস্তাবটা নিয়েছেন আমরা চোখ বুঝে সেই প্রস্তাবটা গ্রহণ করব। এতে আমরা যদি ভুল করি, ভুল করব। ঠিক করি, ঠিক করব। আমি বলছি যে তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে সেই প্রস্তাবের কপি প্রফুল্ল বাবুর কাছ থেকে আনিয়ে সেই প্রস্তাবটা তিনি তার নিজের নামে উপস্থিত করুন আমাদের কোন আপত্তি নেই। সেই প্রস্তাব হুবহু গ্রহণ করতে পারব। তবুও আমরা চাই যে একটা ঐক্যমত আমাদের কাছ থেকে বেরোবে। কারণ এটা একটা

important issue, তাতে যদি আমরা ভুল করি, যদি একটা ত্রুটীও থাকে ঐ প্রস্তাবে we will not mind it. তাদের সেটা যে খুব একটা happy প্রস্তাব হয়েছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু কংগ্রেস কমিউনিষ্ট সমস্ত দল মিলে একটা unanimous প্রস্তাব তারা নিয়েছে। সেইজন্য আমাদের পক্ষেও, আমি মনে করি সেটা সবচেয়ে ভাল।

Mr. Speaker— I like to know the opinion of the Devolopment Minister.

Sri Sukhamay Sen Gupta (Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে এবং তার উপর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আবেদন করেছেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা যে বিকল্প প্রস্তাব আবার দিচ্ছেন, এ বিকল্প প্রস্তাবের কোন প্রয়োজন ছিল না। যেখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এটা এমনই একটা ব্যাপার যে তাড়াহুড়া করে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এবং আমরাও সেটা চাই না। এ সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলেছেন যে এখন থেকে যে প্রস্তাবটা যাবে সেটা un-animous হওয়াই উচিৎ। সেইদিক থেকে একটা আলোচনার ভিত্তি রেখে আলোচনা চলতে পারে। আলোচনা চলার পর ৭ দিনেও হতে পারে, ১০ দিনেও হতে পারে বা ১৫ দিনেও হতে পারে। দু'পক্ষ মিলে আলোচনার পর একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় কিনা সেই প্রস্তাবই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেখেছেন এবং আমার মনে হয় বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবের সাথে একমত হওয়া উচিত।

Sri Nripendra Chakraborty— মাননীয় Speaker Sir, We cannot go without a Resolution on this Session. এই session এর মধ্যে ওরা কিভাবে আনতে পারেন সে কথাটা আমি জানতে চাই।

Sri Sukhamoy Sen Gupta (Minister)— পশ্চিমবঙ্গে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে সেটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে সেই প্রস্তাবটা নেওয়া হয়েছিল অনেক আগে। তারপরে অনেক conference হয়েছে, অনেক আলোচনা হয়েছে। Parliamentএ প্রধান মন্ত্রীর statement বের হয়েছে। এখন নুতন করে কোন resolution নেওয়ার দরকার আছে কিনা, নুতন ভাবে একটা কিছু করা যায় কিনা সেইটাই আলোচনার ভিত্তি হওয়া উচিত এবং সেইদিক থেকে আলোচনাটা চলতে পারে।

Sri Atqul Islam— এই অধিবেশন চলা কালে যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা ওনারা আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চান for importance of the resolution আমরা সেই আলোচনা করতে পারি। কিন্তু আমরা যদি তাদের সঙ্গে একমত হতে না পারি তাহলে আমাদের এই Resolutionটাই stand করবে। আমরা যেটা Houseএ রাখছি সেটা থাকবে। এই time টাতে resolution টা improvement এর ব্যাপারে তারা যদি আমাদের সাথে আলোচনা করতে চান তাহলে আমরা আলোচনা করতে রাজী আছি।

Sri Birchandra Deb Barma— Our time is short. One week time is at our hand. If they at all want to introduce any thing we may proceed. If they want to bring a fresh Resolution in their own name that also we can agree.

Mr. Speaker— Then, you will withdraw this ?

Sri Birchndra Deb Barma— No. It will be fixed for next.

Mr. Speaker— It will be adjourned.

sri Birchandra Deb Barma— It will automatically be adjourned. In the meantime if they want to make any negotiation we are ready to make negotiation in order to improve the Resolution.

Sri Sukhamoy Sen Gupta (Dev. Minister) মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলেছেন। এখন একটি প্রস্তাব, যে প্রস্তাবটা নিয়ে আলোচনা, এই প্রস্তাবটা আসাই দরকার ছিল কি না এই অবস্থায়, এই situationএ। যেখানে প্রধান মন্ত্রী অন্যান্য লিডারস্ এবং প্রতিটি Political Party, শুধু কংগ্রেস বলে নয়, প্রতিটি Political Party যেখানে মাদ্রাজে পর্য্যন্ত আজকে, হয়ত খবরের কাগজে দেখে থাকবেন, যারা এই আন্দোলনের জন্য দায়ী, তারাও বলছে এই কথা যে, যখন নেতৃবৃন্দ এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন সর্ব্বভারতীয় ক্ষেত্রে, সেখানে আন্দোলনের সৃষ্টি করাটা ঠিক হবে না। এই যেখানে opinion সমস্ত ভারতবর্ষের সে opinion টার সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি কি না। আজকে এমন কিছু করা উচিৎ হবে না আমাদের পক্ষে যাতে ভাল করতে গিয়ে খারাপ হয়ে গেল। আর একটা Resolution, আমি বুঝতে পারি না যে discussion এর জন্য যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব করছেন সেখানে একটি Resolution সামনে রেখে বলছেন যে এই Resolution আমরা কিন্তু রাখলাম। তোমরা আলোচনা করলে কর, না করলে না কর। এটা আলোচনার ভিত্তি হতে পারে না।

Sri Atiqul Islam— আপনারা যদি বলেন যে আপনারা একটি Resolution আনবেন তা হলে আমাদের টা withdraw করতে পারি। কিন্তু আপনারাও সে কথা বলছেন না। During this session আপনারা একটা Unanimous resolution আনবেন এই কথা বললেই ত আমরা আমাদেরটা withdraw করতে পারি। তা ত আপনারা বলছেন না। আপনারা বলছেন আজকে হতে পারে, কাল হতে পারে, আরো ২ মাস দেরি হতে পারে, তিন মাস দেরি হতে পারে। যদি এই কথা পরিষ্কার বলা হয় যে আমরা আলাপ আলোচনা করে এই session এ একটি resolution আনব তা হলে we are ready to withdraw our resolution.

Sri Sukhamoy Sen Gupta (Dev. Minister)—আলোচনায় যত difficulties আছে, সেই আলোচনার ভিত্তিতে এটা কিভাবে সংশোধিত হবে, কি নূতন প্রস্তাব আসবে, সেটা আলোচনা না আরম্ভ করে কি করে বলা যেতে পারে যে এটা তিন দিন লাগবে কি চার দিন লাগবে, পাঁচ দিন লাগবে কি দশ দিন লাগবে। এটা আলোচনার ভিত্তি হতে পারে না। অন্ততঃ clear mind নিয়ে একটি আলোচনা হওয়া উচিৎ।

Sri Atiqul Islam Clear mind আপনারাই হচ্ছেন না। আমাদের mind Clear. আপনারা আলোচনায় বসুন। একমত হলে আমরা withdraw করতে রাজি আছি।

Sri S. M. Sen Gupta— আপনাদের সামনে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব রেখেছেন, সেই প্রস্তাব যদি আপনারা গ্রহণ না করেন, তা হলে আলোচনা সেই ভিত্তিতে হবে। এরমধ্যে কোন প্রশ্ন নেই। তবে আমরা চেয়েছিলাম যে আলোচনা করে একটা unanimous resolution নেওয়া যায় কিনা এ সম্পর্কে। সেটার জন্য এই প্রস্তাব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেখেছিলেন।

(interruption, noise)

আপনারা বলছেন যে এই sessionএ আনতে হবে। এটা agree করে তারপরে আলোচনায় বসতে হবে। আমিত বলছি একথা। এমনও হতে পারে যে আলোচনা হয়ত তিন দিনের মধ্যে হয়ে যেতে পারে, কি সেখানে পাঁচদিন দেরীও হতে পারে। আলোচনায় বসতে আপত্তিটা কি সেটাত আমি বুঝতে পারছি না।

Sri Nripendra Chakraborty— Sessionত দশ তারিখ পর্যন্ত চলছে। কাজেই এর মধ্যে আলোচনার যথেষ্ট সময় আছে। আমি বলছি যে আজকে এটা defer করুন। এরমধ্যে আলোচনা ওরা নিজেরাও করুন। Next meeting এসে বলুন ওরা, ওনাদের Resolution আছে কিনা।

Mr. Speaker— যদি আপনারা unanimous resolution নিতে চান তাহলে আলোচনা করে কি form এ হবে সেটা ঠিক করতে হবে। তাহলে blank canvas আরম্ভ করতে হয়!

Sri Atiqul Islam—সেত আমরা করছি।

Mr. Speaker — একটা কথা হল oppositionকে আমি বলব, বিশেষ করে oppositionএর Leadei কে বলব এ কথাটা—I am speaking very frankly, not in a formal way. If the Ruling Party and the opposition party cannot come to an agreed opinion on this point both the Parties are willing to have a resolution passed in this Assembly and unnimonersly. Now that unanimous resolution may be adopted, in the next session, if it is not possible within the 9th of April, next. What is the harm ? What is the alternative situation that will arise ? The opposition may press for having a resolution passed ; may the Ruling Party do not agree.

You see, if you press for resolution inspite of their desire otherwise, what would be the fate you know ? Very likely that it will not be passed. Now by that I donot mean to say that the resolution has been brought here only for a political gain, gain of a political Party, not that, but from the sense, if I understood the Opposition Leader and the Opposition Members rightly, that Bengali should have its rightfull place in the constitution or in the amended Bill, that is their meaning, So they want to have the resolution adopted by the House. This matter is not very much important that it will be passed just in this session or lates, you see, this is my personal vices. After all an unanimous resolution will be very strong for your point. It is for you to decide.

Shri Nripendra Chakraborty—মাননীয় Speaker Sir, Resolution এর কোন মূল্যই থাকবে না। যখন Central Govt. তার একটা সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছবেন তখন it will have no effect. কাজেই আমার resolution করা দরকার যা Central Govt.কে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করবে। সেই purpose এ আমরা যদি এই resolutionটাকে দেখি। এটা ঠিক কথা, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলে এসেছেন বা প্রফুল্ল বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, কিন্তু সেই অর্থে আমরা বলতে পারি না যে আমাদের সবাইর opinion তিনি বলে এসেছেন। সে অর্থ আমরা করতে পারি না। কাজেই সবাইর opinionটা যদি Central Govt.কে বলা প্রয়োজন মনে করি before they take a decission তাহলে এ session ছাড়া আমাদের আর সুযোগ নেই। কারণ Central Govt. এই session এ সম্ভবতঃ Parliamentএ come to a decission. এ পর্য্যন্ত আমরা পত্র পত্রিকায় যা দেখছি। আমি বলছি যে ওদের কাছে আমরা blank cheque দিয়ে দিচ্ছি। ওরা শুধু এই কথা বলুক যে এই session এর মধ্যে ওরা একটা Resolution আনবে। তারপরে উনি যে বলছেন conditional, আর কোন condition নেই। ওনারা resolution Draft করুন, আমরা দেখি তার কোন improvement করা যায় কিনা। এবং আমরা সেটাকে দেখে কতখানি improvement করা যায়। কিন্তু এই session এর উপর আমরা জোর দিচ্ছি এইজন্য যে otherwise it will have no effect. কাজেই it will be too late. সেইজন্যই এই session এ—we cannot go without a resolution from this session.

Sri S. L. Singh, (Chief Minister)—এখন আমরা ঠিক করতে পারি যে আমরা আলোচনার মধ্যে ঠিক করতে পারি কিনা। কবে এবং কখন করতে পারি সেটা আলোচনার মধ্যে ঠিক করবো—এই হলো কথা। কিন্তু আপনি বললেন যে আমরা withdraw করবই না। আগে Assurance দিতে হবে কবে কোন সময় করবো। এই যদি হয় তাহলে কি করে আলোচনা হবে। আমার সব চাইতে বড় কথা হলো ঐক্য বড়, ভাষা বড় নয়। আমি এটা মনে করি যে ভারতবর্ষের ঐক্য বজায় রাখতে হলে আমাকে সেইদিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে। সেইজন্যই আমি বলছি withdrawal এর কথা। কিন্তু আপনারা যদি বলেন যে আমরা withdraw করবো না আমাদেরকে সময় দিতে হবে। আমরা বলছি যে আগে discussion করুন, withdraw করুন, তারপর discussion করে আলাপ আলোচনা করে ঠিক হবে কখন কোন সময় সেটা করবো।

Mr. Speaker—এখানে opposition Leader একটা কথা বললেন যে, তিনি কোথা হতে Information পেয়েছেন, আমি জানি না, Parliament এর এই sessionএ এসম্পর্কে একটা decission হয়ে যাবে। সুতরাং এর আগে যদি আমাদের এই House এর opinionটা সেখানে না পৌঁছায় তাহলে এটা কোন কাজে আসবে না।

Sri Krishnadas Bhattacharjee— তাহলে আমরা West Bengal থেকে তাদের resolutionএর Copyটা না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। এতে আমাদের বিরোধীপক্ষের নেতা বা সদস্যদের

ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ এর আগেও বহুবার দুই দলের মধ্যে এ জাতীয় আলাপ আলোচনা করে বহু Resolution unanimously নেওয়া হয়েছে। কাজেই সে সম্বন্ধে ভীত হওয়ার কোন কারণ নেই। যখন আমরা বলেছি যে একটা Resolution নেব এ বিষয়ে তাদের এই ভরসা করে থাকা উচিত যে আমরা যখন একটা Resolution নেব ঠিক করেছি তখন আমরা মনমতই নেব। সেটা দুই দলের নেতার মধ্যে আলোচনা করে স্থির হতে আপত্তি কি? এখানে এই House এর একটি Assurance এর প্রশ্ন আসে কেন তা আমি বুঝতে পারছি না। যখন একটা Resolution (Interruption) আনা হচ্ছে unanimously বলা হচ্ছে তখন এটা with draw করতে কোন বাধা নেই।

Atiqul Islam—মাননীয় Speaker Sir আলোচনাই যখন হবে তখন আমরা আজ বসতে পারি, কাল বসতে পারি, যখন ইচ্ছা বসতে পারি।

Mr. Speaker—তাহলে এই Discusson এর পরে যে resolutionটা হবে that will be moved.

Sri Nripendra Chakraborty— We want Assurance from the Chief Minister that this resolution will we moved in this Session.

Mr. Speaker—I would now want to know opinion of the Leader of the House.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—আলাপ আলোচনা করবার কোন বাঁধা আছে আমি মনে করি না। তবে আলোচনা করেই ঠিক হবে এটা আজ আসবে কি কাল আসবে বা কবে আসবে।

Mr. speaker—Now I can Presume that both the leaders will meet to discuss The House is adjourned till 11 A.M. 25th March, 1965.

APPENDIX—A

(Papers Laid on the Table of the House)

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. X 155 BY SHRI PROMODE DAS GUPTA M.L.A.

STARRED QUESTION NO 155

Question.	Reply.
(a) Whether it is a fact that the scale of pay of Rs. 110-4-150/- was revised to Rs. 125-3-140-200/- with higher initial start of Rs. 164/- w. e. f. 1. 4. 61 in the light of the revised scales of pay prevalent in Govt. of West Bengal.	Yes.

Question	Reply
(b) Whether it is a fact that the said scale of pay though subsequently revised by the Govt. of West Bengal to Rs. 200-10-300/- vide Finance Deptt. (Audit) Govt. of West Bengal No. 482(200) FI/FIS/5-F-122/63 dated 1-10-63 has not been so revised by the Forest Department, Government of Tripura.	Yes. Not been revised subsequently.
(c) Whether it is a fact that scales of pay of Accountant, Senior Clerk etc. of Forest Deptt. are lower than that of the same categories of posts in other Departments.	No, not in all cases.

Un-Starred Question No.— 161 By Shri Atiqul Islam, Member.

To be replied on— — 19. 3. 65

Un-starred Question No. 161

Question	Reply
(a) Total number of Govt. employees who are serving as temporary for more than 10 years and their break-up departmentwise.	Total number is 1094. Department-wise break-up is given in the "Annexure"
(b) Steps taken to declare them as quasi-permanent.	16 cases are under examination. In 332 cases prescribed formilities are in progress and declaration will be issued in eligible cases. In 717 cases of the Education Department steps have been taken to confirm the staff against posts which are being made permanent. 20 cases have not been found to be eligible for various reasons.

ANNEXURE "A'

S. L. No.	Name of Department.	Number of temporary employees services for more than ten years.
1.	Prisons Directorate	 2
2.	Food and Civil Supplies Department	 6
3.	District Admini tration	 3
4.	Rehabilitation Department	 2
5.	Survey and Settlement Office ...	 7
6.	Industries Directorate	 1
7.	Animal Husbandry Office	 32
8.	Education Department	 740
9.	Agriculture Directorate	 46
10.	Public Works Department	 70
11.	Medical and Public Health Department	 184
12.	Printing and Stationery	 1
		1094

One thousand & ninty four.

Question No. 180 asked by Shri Bulu Kuki, M. L. A.

To be replied on 19. 3, 65 by the Minister for Finance Department.

Un-Starred Question No. 180 regarding total number of Government Jeeps and other vehicles etc.

QUESTION	REPLY			
	Type of Vehicles	1962-63	1963-64	1964-65
(1) Total number of (i) Jeeps and (ii) other vehicles is possession of the Govt. during 1962-63, 1963-94 and 1964-65.	(i) Jeep	131	147	164
	(ii) Other Vehicles	102	113	123
(2) total expenditure made by the Govt. for these Jeeps and other vehicles during 1962-63, 1963-64 and 1964-65.	...	Rs. 8,84,656·12	10,59,031·15	11,18,687·77 (upto February '65)
(3) whether the expenditure is on the increase ;	Yes.			
4) if so, the reasons therefor ?	In the Development Departments the expenditute is on the increase due to extensive works undertaken for implimentation of different schemes under development programme. Besides, increase in the price of spare parts and fuel for maintenance of the vehicles is also one of the causes of the expenditure going upwards year to year.			

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

MARCH 25, 1965.

The House met in the Assembly, Chamber at 11 A. M. on Thursday, the 25th March, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and twenty Members.

MR. SPEAKER :— In the list of Business first I take up questions. I would call Shri Nripendra Chakraborty.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY ;- Question No. 11.

SHRI B. DAS :- Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 11.

QUESTION	ANSWER
a) Total amount of money spent uptil now by Agartala Municipality under slum clearance schemes ;	a) Rs. 1,98,098/-
b) a scheme-wise break up of that amount ;	(b) i) For Ramanagar Project Rs. 1,00,656/- ii) For Indranagar Project Rs. 97,442/- Total : Rs. 1,98,098/-
c) whether any money has been spent for development of Shibnagar area, Agartala ;	(c) No.
d) if so, the purposes for which the money has been spent ?	(d) Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ইন্দ্রনগরটা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে কিনা ?

শ্রীবি, দাসঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্দ্রনগরটা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে নয়। তবে প্রোপজ্‌ড।

শ্রীচক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে টাউন প্রতাপগড়টা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে কিনা এবং তার জন্য শ্লাম ক্লীয়ারেন্সর কোন স্কীম আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাসঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,টাউন প্রতাপগড়টা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে নয়। তবে এটা প্রপোজড করা হয়েছে ইনক্লুড করার জন্য।

শ্রীআতিকুল ইসলামঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে শিবনগরে প্রত্যেক বর্ষায় যে জল জমা হয়ে থাকে সেই জল নিষ্কাশনের জন্য কোন ব্যবস্থা কি আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি করেছেন ?

শ্রীবি, দাসঃ—এটা আগেই বলা হয়েছে যে সে সম্বন্ধে আমাদের পরিকল্পনা আছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে দুই বছর যাবত টাকা বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও শিবনগরের জন্য কেন এক পয়সাও খরচ হল না ?

শ্রীবি, দাসঃ—সেখানে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে।

শ্রীইস্‌লামঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে সেই পরিকল্পনাটা কি ?

শ্রীদাসঃ—একটা পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে পরে সেখানে প্রথম সার্ভে করতে হয় এবং তার উপর ভিত্তি করে প্রিলিমিনারী ওয়ার্ক যেগুলি থাকে সেগুলি করতে হয় প্রথম।

শ্রীইস্‌লামঃ—কি করা হয় তো কিছুই বললেন না।

শ্রীদাসঃ—বল্‌লামত আমি, সার্ভে করা হচ্ছে।

শ্রীইস্‌লামঃ—প্রাথমিক কাজকর্ম্ম সুরু হচ্ছে বললেন, প্রাথমিক কাজকর্ম্মটা কি সুরু হয়েছে ?

শ্রীদাসঃ—আমি সার্ভে কথাটা বার বার বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে, সার্ভে সেখানে করা হচ্ছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে ইন্দ্রনগর এ কি শ্লাম ক্লীয়ারেন্সের জন্য কোন টাকা খরচ হয়েছে ?

শ্রীদাসঃ—ইন্দ্রনগর প্রজেক্টে যে টাকা খরচ হয়েছে সেখানে সুইপারদের জন্য কতগুলি এস, পি, (সেমি পারমানেন্ট) টেনেমেন্টস তৈরী করা হয়েছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তীঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ইন্দ্রনগরটা মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় না থাকা সত্ত্বেও সেখানে মিউনিসিপ্যালিটি কি করে খরচ করল ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি যে সেটা প্রপোজ করা হয়েছে মিউনিসিপ্যালিটিতে আমরা নিয়ে আসছি।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—না, না, প্রপোজের প্রশ্ন হচ্ছে না। সেখানে আমার প্রশ্ন ছিল যে টোটেল অ্যামাউন্ট অব মানি স্পেন্ট বাই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি আণ্ডার স্লাম ক্লীয়ারেন্স স্কীম। তবে যে এলাকাটা আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ভিতরে নয় মিউনিসিপ্যালিটি কি তার জন্য টাকা খরচ করেন ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি বলেছি সেখানে কতগুলি এস, পি, টি, তৈরী করা হয়েছে ফর স্থইপারস্ মানে হরিজনস্, কাজেই সেটা যেহেতু আমাদের প্রপোজড, টু বি ইনক্লুডেড্ ইন দি মিউনিসিপ্যালিটি, সেইজন্য সেইভাবে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—এই রকম প্রপোজড এলাকা টাউন প্রতাপগড়। তার জন্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কিছু টাকা খরচ করতে প্রস্তুত আছেন ?

শ্রীদাস ঃ—পরিকল্পনানুযায়ী সব কিছুই হচ্ছে।

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী ঃ— মিউনিসিপ্যালিটির শ্লাম ক্লীয়ারেন্সের টাকা, কোন্ আইনের বলে মিউনিসিপ্যালিটির এলাকার বাইরে ব্যবহার করা যায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় এই প্রশ্নের জবাবও আমি আগেই দিয়েছি। যেহেতু এটা প্রপোজড্ টু বি ইনক্লুডেড্ ইন দি মিউনিসিপ্যালিটি, সেজন্যই আমরা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছি।

শ্রীনাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি আইনসঙ্গত অধিকারটা, আইনে আছে কিনা তাই প্রশ্ন করছি। আমার অন্য প্রশ্ন নয়।

MR. SPEAKER :—The question of the Hon'ble member is that—is there any such provision in the Municipal Act ? I think I am clear.

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে চিন্তা করছি, সঙ্গে সঙ্গে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির ডেভেলাপমেন্টের সম্বন্ধেও আমরা ভাবছি। কাজেই সেই জায়গায় পরিকল্পনানুযায়ী আমরা করছি। এই কথাটাই আমরা বলতে পারি।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—না, না, আইনসঙ্গত হয়েছে কিনা, দ্যাট ইজ দি সাপ্লিমেন্টারী। আইনসঙ্গত হয়েছে কিনা।

শ্রীদাস ঃ—এটা আমরা বে-আইনী করিনি তাই আমরা বলতে পারি।

MR. SPEAKER :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM : – Question No. 215

SHRI M. L. BHOWMIK : – Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 215

QUESTION	ANSWER
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Depart ment be pleased to state.	
a) What is the annual production of fish-seeds in Tripura.	About 2.25 Crores during 1964-65:
b) What is the annual need of fish-seeds at present ;	About 6.00 Crores:
c) What is the annual import of Fish-seeds :	About 1,96 Crores during 1964-65.
d) What steps have been taken to increase the local production of Fish-seeds ?	The following steps have been taken to increase the local production of fish-seeds in Tripura :- i) 5 (Five) Nos. of Fish Seed Centres have already been established in the Territory for raising fish-seeds. ii) Induced Breeding technique has already been taken up successfully in the Territory for production of Major Indian Carps, For largescale production of fish-seeds by way of induced breeding technique, 2 (Two) units of Fish Breeding Farm-One at Agartala and the other at Udaipur-are in the process of establishment,

iii) Seeds of common European Carp like 'Cyprinus Carpio', which has been recently intro duced in this Territory, are also being produced by collecting artificially. Private Fish-Farmers are also given tecknical guidance in the technque of collection of such fish-seeds,

iv) More exotic varieties of fishes like. Grass Carp and Silver Carp which can be bred artificially have also been introduced.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই যে পাঁচটি জায়গায় স্পন্স তৈরী হচ্ছে, তার নাম কি ?

Mr. SPEAKER :- Is it fish-seeds or spawns.

Shri M.L. BHOWMIK :- Here it is fish-seeds.

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক ঃ—১) কমলাসাগর আণ্ডার উদয়পুর সাবডিভিশন, ২) রাজধরমাণিক্য দিঘী আণ্ডার উদয়পুর সাবডিভিশন, ৩) কলেজটিলা অ্যাট আগরতলা, ৪) আভাঙ্গা, আণ্ডার কমলপুর সাবডিভিশন, ৫) কুমারঘাট আণ্ডার কৈলাশহর সাবডিভিশন।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, এই যে অ্যানুয়েল স্পনটা বাহির থেকে আনার জন্য Annually আমাদের কত টাকা খরচ পড়ে ?

শ্রীভৌমিক ঃ—আইডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী কি জানাবেন যে, এই স্পন পাকিস্তান থেকে আসে কিনা ?

শ্রীভৌমিক ঃ—পাকিস্তান থেকে আসেনা।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কোন্ কোন্ জায়গা থেকে এটা ইমপোর্ট করা হয় বলতে পারবেন কি ?

শ্রীভৌমিক ঃ—ফ্রম্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল, ফ্রম্ রিকগ্নাইজ্ড ডীলারস।

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পোনা বাহির থেকে আমদানী হয়, তার দাম কত করে নির্ধারিত আছে ?

শ্রীভৌমিক ঃ—আইডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে ডিষ্ট্রিবিউট করা হয় স্পনটা, তার জন্য কোন সাবসিটি দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীভৌমিক ঃ—সাবসিটি দেওয়া হয়।

শ্রীচক্রবর্তী :—কি রেটে দেওয়া হয় বলতে পারবেন কি ?

শ্রীভৌমিক :—আইডিয়্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম :—যে স্পনগুলি ডিষ্ট্রিবিউট করা হয়, সেগুলি প্রপারলি ইউজ্ড হয় কিনা, তার খবর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাখেন কি ?

শ্রীভৌমিক :—প্রপারলি ইউজ্ড হয় বলেই আমার খবর।

শ্রীএন, চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে স্পনের জন্য টাকা নিয়ে অনেক জায়গায় স্পন দেওয়া হয় না ? যেমন তেলিয়ামুড়া ডেভলাপমেন্ট এই ব্লকে টাকা অগ্রীম নিয়ে এখন টাকাও ফেরত দেওয়া হয়নি এবং স্পনও দেওয়া হয়নি।

শ্রীভৌমিক :—গভর্ণমেন্ট এই বিষয়ে অবগত নন।

শ্রীচক্রবর্তী :—এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তদন্ত করবেন কি ? আমি এই বিষয়ে বি, ডি ও'র কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি যে স্পনের জন্য টাকা নিয়েছেন, কিন্তু এখন টাকাও ফেরত দেওয়া হয় নাই, স্পনও দেওয়া হয় নাই।

শ্রীভৌমিক :—আমরা এটা খোঁজ করে দেখব।

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সাইপ্রিনাস্ কার্পিও'র উৎপাদন এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে হয় বলে বলেছেন, মন্ত্রী মহাশর জানাবেন কি যে এতদ্সত্ত্বেও বাহির থেকে আবার সাইপ্রিনাস কার্পিও আমদানি করা হয় কেন ?

শ্রীভৌমিক :—এটা প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল বলেই।

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পরিমাণ পোনা উৎপাদন হয়, ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে এটা ব্যবহার করা সম্ভব নয় ? একথাটা জেনে জানাবেন কি ?

শ্রীভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রশ্নটা বুঝতে পারি নাই।

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী :—ত্রিপুরা রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত পোনা উৎপন্ন হয়েছে, এই সংবাদ আমরা পেয়েছি, একথাটা সত্য কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীভৌমিক :—এই বিষয়ে সরকার অবগত নন।

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জেনে জানাবেন কিনা যেটা আমি প্রশ্ন করেছি। অবহিত কিনা, এটাত আমার প্রশ্ন নয়।

শ্রীভৌমিক :—ইয়েস্, আই স্যাল ইনফর্ম লেটার অন্।

MR. SPEAKER :—I would call Shri Sudhanwa Deb Barma.

SHRI SDHANA DEB BHRMA :—232.

SHRI B. DAS :—Starred Question No. 232.

QUESTION	REPLY
a) Total number of V. L. Ws employed in different C. D. Blocks of Tripura ;	140 V. L. Ws.
b) number of Scheduled Tribes and Scheduled Castes among them ;	Scheduled Tribes—5 Scheduled Castes—7
c) Whether their number is in proportion to their population ratio ;.	No.
d) if not. what steps will be taken to take more cadres from these scheduled categories in this service ?	Matriculation with Gramsevak training is the minimum qualification fixed for recruiting V.L.W'S If adequate number of students from the Scheduled Categories come forward for receiving training in the Gramsevak Training Centre at Lembucherra, it will be possible to make more number of hands from the scheduled categories in the cadre of the V. L. W.

শ্রীএন, চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে গ্রাম সেবক ট্রেনিং'এর জন্য লেখ্‌ছড়া শেডিউল কাষ্ট এবং শেডিউল ট্রাইবের অনেক দরখাস্ত গৃহীত হয় নাই, মঞ্জুর হয় নাই ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বরাবরই চেষ্টা করছি অন্ততঃ ভি, এল, ডব্লু ট্রেনিংটা দেওয়ার জন্য যাতে তারা আসেন, এখানে দরখাস্ত করেন। সেখানে দরখাস্ত নেওয়া হয় নি, এই খবর সরকার অবগত নন।

MR. SPEAKER :— I would call Shri Nripendra Chakraborty.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY :— 16

SHRI B. DAS :—Starred Question No. 16

QUESTION	ANSWER
a) Area coved by Agartala Municipality ;	Area of the Agartala Municipality is 2.786. Sq. miles.
b) Whether this entire area gets all Municipal services and amenities ;	Major part of this area gets all Munici-pa services and amenities. Some areas do not get all kinds of services.
c) Whetner the area will be extended ;	Yes.
d) steps taken for extension of Municipal services to the entire Municipal area ?	In some localities unauthor-ised cutcha latrines have been constructed and are being used and it is therefore, not possible to extend conservancy service there, The owners are advised to construct latrines according to the plans as approved by the Municipality so that conservancy can be extenned. As regards street light servsce, it is being extended gradually by the Municipality. There is a programe of Agartala Electric Supply to draw electrical lines in some roads during the III plan and the Municipality have also suggested the names of some other roads where line should be extended. Water Supply is made through tube-wells sunk at different places of all areas.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এই যে অ্যামিনিটিস'এর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে ষ্ট্রীট লাইটের যে ব্যবস্থা সেটাও মিউনিসিপ্যালটির দায়িত্বে আসে কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্বন্ধে আমি বলেছি যে there is a programme of Agartala Electric Supply to draw electrical lines in some roads during the 3rd plan and the Municipality have also suggested the names of some other roads where line should be extended.

শ্রীএন, চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে আগরতলার প্রধান প্রধান রাস্তাগুলিতে মাসের পনের দিন—এমনকি অন্ধকার রাত্রি থাকলেও বাতি দেওয়া হয় না ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমাদের কাজ হচ্ছে এবং থার্ড প্ল্যানে কতকগুলি রাস্তায় বাতি দেওযা হয়েছে এবং ফোর্থ প্ল্যানে আরও কতকগুলি রাস্তায় বাতি দেওয়া হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা জানেন যে আগরতলা মিউনি-সিপ্যালিটি পঞ্জিকা খুলে খুলে রাস্তার বাতি জ্বালান এবং নেভান ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পঞ্জিকা খুলে খুলে-এই কথাটা বলতে তিনি কি বলতে চান, সেটার আমি একটু ক্ল্যারিফিকেশন চাইছি।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ—আমি ক্ল্যারিফাই করছি, শুনুন। ধরুন, এখন শুক্লপক্ষ কাজেই এখন বাতি জ্বলবেনা। যদি আকাশে মেঘ থাকে, অন্ধকার, তবুও যেহেতু শুক্লপক্ষ, সেহেতু আগরতলার রাস্তায় বাতি আর জ্বলবেনা। সেজন্যই আমি বলেছি যে পঞ্জিকা খুলে খুলে মিউনিসিপ্যালিটি বাতি জ্বালান এবং নেভান কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাতি যখন দরকার হয় তখনই বাতি জ্বলে এবং সব সময়েই দরকার অনুযায়ী বাতি জ্বলে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এটা মোটেই সত্য নয়, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বোধ হয় জানেন না, তিনি জেনে তারপর জবাব দেবেন তা হলে একটু সুবিধা হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত নন, তিনি সেই তথ্য জানেন না যে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে শুক্লপক্ষে বাতি দেওয়া হয় না এবং সে ঝড়ই হউক, বৃষ্টিই হউক, অন্ধকারই হউক আর যাই হউক না কেন, এবং এই নিয়ে বহু অভিযোগ করা হয়েছে যে শ্মশানে বাতি দেওয়া হয় না এবং সেখানে মড়া পোড়াতে পারে না কারণ শুক্লপক্ষে আর সেখানে বাতি দেওয়া হয় না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি না জানেন তা হলে তিনি জেনে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করবেন কিনা যাতে অন্ধকার হলে রাস্তায় বাতি জ্বলে, এই ব্যবস্থা তিনি করবেন কিনা আমরা জানতে চাই। তিনি যদি না জানেন তবে বলবেন যে আমি জানি না। কিন্তু না জেনে হাউস্‌কে বিভ্রান্ত করা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের ঠিক হবে না।

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জেনে শুনেই এই কথা বলছি, হাউস্‌কে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা কথাও বলি নাই।

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ—আজকে রাত্রে কয়টার সময় আগরতলার রাস্তার বাতি জলবে ?

মিঃ স্পিকার ঃ—অনারেবল মেম্বার মুড্‌ এড্রেস দি চেয়ার।

শ্রীদাস, ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রোগ্রাম অনুসারেই বাতি জলবে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন আগরতলার মেইন রাস্তা যে গুলি সেগুলিতে মাসের তিরিশ দিনই বাতি দেওয়া হয় কিনা ? মেইন রাস্তা যেগুলি, এইটায় একটা কেটাগরিকেল আন্সার চাচ্ছি ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি, সেখানে দরকার বোধে বাতি সব সময়ই দেওয়া হয়।

ইস্‌লাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রে ঠিক যখন চাঁদ উঠে ঠিক তখন রাস্তায় বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কৃষ্ণপক্ষকে ১৫ দিনে বিভক্ত করা হয়, অতএব তিনি কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম কয় দিনের কথা বলছেন, না শেষ কয়দিনের কথা বলছেন তা আমার জানা দরকার।

শ্রীইস্‌লাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কৃষ্ণ পক্ষের এই ১৫ দিনের ঠিক যখনই চাঁদ উঠে আকাশে ঠিক তখনই রাস্তার বাতি নিবিয়ে দেওয়া হয় কিনা বলবেন কি ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি এখনও বলছি যে অন্ধকার দূরীকরণের জন্য রাস্তায় আলো থাকে এবং সেই ভাবেই করা হয়ে থাক।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কিনা এই যে কুঞ্জবন টাউনসিপ, এটা আগরতলা মিউনিসিপেলিটির মধ্যে কিনা ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কুঞ্জবন টাউনসিপটা আমরা প্রপোজ করছি মিউনি-সিপেলিটির মধ্যে জানার জন্য।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বুঝতে পারছেন না, আমি বুঝিয়ে বলছি, এই যে টাউনসিপের জন্য সরকার ২০ লক্ষ টাকা খরচ করেছে সেই টাউন সিপটা আগরতলা মিউনিসি-পেলিটির অন্তভুক্ত কিনা, যার সংলগ্ন জি, বি, হাসপাতাল আছে, সেই জি, বি, হাসপাতাল এলাকাটা মিউনিসিপেলিটীর অন্তভূক্ত কিনা বলতে পারবেন ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই এই প্রশ্নের জবাব এ বলেছি যে এটা প্রপোজড মিউনিসিপেল এরিয়ার মধ্যে আছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন এটা মিউনিসিপেল এলাকার মধ্যে না হওয়াতে ডগমেন্, কুঞ্জবন জি, বি, হাসপাতাল, বহুবার তাগিদ দিয়েও ডগমেন্ নিতে পারে নাই এমন কি চিফ কমিশনার নিজে লিখেও মিউনিসিপেলিটির কাছ থেকে ডগমেন নিতে পারেন নাই

এবং হাসপাতালকে মহাবিপদে পড়তে হয়েছিল ডগমিনেসের জন্য, এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন, আপনি তো আবার হাসপাতালের মিনিষ্টার-ইন-চার্জ ?

শ্রীদাস ঃ—প্রয়োজন বোধে সব সময়ই সেখানে লোক যাচ্ছে এবং ডগ সেখান থেকে তাড়ানো হচ্ছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি প্রতিশ্রুতি দিতে পারবেন যে রেগুলার সেখানে ডগমেন যাবে ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন উঠছে না, আমি আগেই বলেছি যে প্রয়োজন বোধে সব সময়ই সেখানে ডগমেন যায় এবং সেইভাবে কাজ হচ্ছে।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে প্রতিশ্রুতি চাচ্ছি এই জন্য যে সেখানে ডগমিনেস্ এর হাত থেকে হাসপাতালকে রক্ষা করা, যার জন্য ডি, এইচ্, এস, থেকে সুরু করে এবং সুপারেন্টণ্ডেন্ট থেকে সুরু করে সকলে চেষ্টা করেছেন এবং তারা বলছেন যে, মিউনিসিপেল অথারিটি তাদের বলেছে যে এই এলাকা মিউনিসিপেলিটির ভিতরে নয় কাজেই তারা কিছু করতে পারে না। চিফ্ কমিশনারকে বলেও তারা এটা কার্য্যকরি করতে পারে নাই এই জন্যই প্রতিশ্রুতির প্রশ্নটা আসছে। এই হাউসের সামনে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন যে এখন থেকে ডগমিনেস যেটা আছে সেইটা দূর করার জন্য রেগুলার ডগমেন যাবে ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন আসছে না কারণ আমি জানি যে এটা তাদের ডিউটি এবং সেই অনুযায়ী তারা কাজ করছে।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে আগরতলা মিউনিসিপেলিটিতে পক্স অত্যন্ত বাড়ছে আগরতলা মিউনিসিপেলিটি এবং তার সংলগ্ন এলাকাতে ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নটা, যে প্রশ্ন তিনি বলছেন আমি তার ক্লারি-ফিকেশন চাচ্ছি—পক্স তো দুই রকমের হয়, উনি কোনটা বলছেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমি তো চিকেন পক্স বা স্মল পক্স নাম বলি নাই শুধু পক্স বলেছি।

শ্রীদাস ঃ—চিকেন পক্স কিছুটা আছে।

মিঃ স্পিকার ঃ—চিকেন পক্স কিছুটা আছে।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি আগরতলা মিউনিসিপেলিটিতে সেনিটেশনের কোন ব্যবস্থা নাই, এটা কদর্য্য এবং নোংরা টাউন হয়েছে বলেই এই সমস্ত অসুখ বিসুখ দেখা দিচ্ছে ?

শ্রীদাস ঃ—চিকন পক্স একটা পাটিকুলার সিজনে হয়, কাজেই তিনি এই কথা দ্বারা কি মিন করতে চাচ্ছেন জানি না—চিকেন পক্স যখনই হয় তার জন্য প্রিভেনটিভ মেজার যা কিছু

নেওয়ার কথা সেইটা সবময়েই নেওয়া হচ্ছে এবং এখনও নেওয়া হয়।

শ্রী চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে ভেক্সিনেটরের জন্য আগরতলা নাগরিকরা Viccination পাচ্ছেন না এবং ভেক্সিনেটর যায় না, হাউস্ টু হাউস্ ?

শ্রী দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইট ইজ নট এ ফ্যাক্ট। এখানে ভেক্সিনেটর বরাবরই যাচ্ছে এবং ভেক্সিনেশন দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন আগরতলার নর্দমাগুলি অবস্ট্রাকটেড হয়ে আছে, এবং সেইগুলি অত্যন্ত কদর্য্য হয়ে আছে এবং আগে এই নর্দমাগুলিতে যে সমস্ত তৈল ইত্যাদি দেওয়া হত তাহা আজকাল দেওয়া হয় না এবং তার ফলে অসম্ভব মশার উপদ্রব বেড়ে গেছে ?

শ্রী দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নর্দমার তৈল দেওয়া হচ্ছে এখনও।

শ্রী চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে নর্দমাগুলি অবস্ট্রাকটেড হলে সেই-গুলির অবস্ট্রাকশন রিমুভেলের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় কিনা ?

শ্রী দাস ঃ—বরাবরই হচ্ছিল এবং এখনোও হচ্ছে।

শ্রী চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন যে সেই অবস্ট্রাকশনগুলি দেখিয়ে দিলে সেইগুলি রিমুভেলের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রী দাস ঃ—Obstruction দূর করা Municipalityর একটা দায়িত্ব।

শ্রী দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রতিশ্রুতির প্রশ্ন এখানেও আসছে না, এটা আমাদের ডিউটি এবং সেই অনুসারে বরাবরই আমরা কাজ করছি।

শ্রী চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারবেন গত এক বৎসরে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে কোন জলের কল নূতন বসানো হয়েছে কিনা টিউব ওয়েল বা রিং ওয়েল ?

শ্রী দাস ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে বহু এলাকাতে এই টিউব ওয়েল চেয়েও টিউব ওয়েল পাচ্ছে না, টিউব ওয়েল বসানো হচ্ছে না আজকাল ?

শ্রী দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে সাপ্লিমেন্টারি প্রশ্ন আসছে তার আগের যে প্রশ্ন এসেছিল সেইটাতে আমি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছি, সেইটা না পাওয়া পর্য্যন্ত এটার উত্তর আমি কি করে দিতে পারি।

শ্রী চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির এই যে বিভিন্ন এলাকাতে, যেখানে নাকি বাতি যাচ্ছে না এখনো পর্য্যন্ত, স্কেভেঞ্জার্স পেসেজ, সেইগুলি তৈরী হচ্ছে না, তার জন্য এফেকটিভ ষ্টেপ্ তারা কি কি নিচ্ছেন ?

শ্রী দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ল্যান প্রোগ্রাম অনুযায়ীই সেখানে কাজ হচ্ছে।

MR. SPEAKER :—I would now call Shri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM : –Question No. 216.

SHRI M. L. BHOWMIK :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 216.

QUESTION	ANSWER.
a) Whether any survey has been made to assess the extent of culturable waters in Tripura;	a) No. Survery is in progress.
b) if so, what the report of the said assesment ?	b) Does not arise at this stage.

SHRI ATIQUL ISLAM :—Cultivable or Culturable ?

SHRI M. L. BHOWMIK .—Cultivable,

SHRI ATIQUL ISLAM : – But we have written culturable.

SHRI M. L. BHOWMIK ;—But here it is cultivable.

MR. SPEAKER :—I think it will be culturable.

শ্রীআতিকুল ইস্‌লাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে কালচাররেবল ওয়াটার সার্ভে করার জন্য আমাদের কোন সার্ভে স্টাফ আছে কিনা ?

SHRI M. L. BHORMIK :—We have got technicians in our department and we have asked them to make technical survey in this matter.

শ্রীইস্‌লাম ঃ—থার্ড প্ল্যানেতে এই রকম একটা প্ল্যান ছিল কিনা যে কালচারেবল ওয়াটার সার্ভে করার জন্য আমাদের একটা সার্ভে unit করা হবে এবং সেই অনুযায়ী কি কোন সার্ভে স্টাফ এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

SHRI BHOWMIK .—No, No survey staff was appointed.

MR. SPEAKER :—No. other Supplementary ?

SHRI ISLAM :- -No, Sir,

MR. SPEAKER :—I would call Shri Nripendra Chakraborti.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTI :—Question No. 17

SHRI B. DAS :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 17.

QUESTION	ANSWER.
a) The reasons for not holding elections of Agartala Municipality;	a) Preparatory steps have not yet been completed.
b) whether any date has been fixed up for holding elections ?	b) No.

MR. SPEAKER :—I would call on Shri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM :—Question No. 222.

SHRI B. DAS :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 222.

QUESTION	ANSWER.
a) Whether the Govt. proposes to declare the posts of the Assembly Secretariat permanent;	YES.
b) if so, what steps have been taken in the matter ?	The proposal is under examination of the Govt.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের এমন কোন সাকু লার আছে কিনা পোষ্ট তিন বছর টেম্পরারী থাকলে তাকে পারমানেন্ট ডিক্লেয়ার করতে হয় ?

শ্রীবি, দাস ঃ—হ্যা, এই ধরণের সাকু´লার আছে যেখানে ৮০ পারসেণ্ট অব দি টেম্পরারী পোষ্ট which are in existance continuously for not less than 3 years that are likely to be required to be kept o.ı a permanent basis. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টেম্পরারী যে পোষ্ট-গুলো আছে তার মধ্যে যে গুলো তিন বছর হয়ে গেছে কিংবা তিন বছরের বেশী হয়ে গেছে তার থেকে ৮০ পারসেণ্ট অব দি টেম্পরারী পোষ্টগুলিকে পারমানেন্ট করার জন্য একটা সাকু´লার আছে এবং সে রকম একটা প্রপোজাল গিয়েছে, সরকারের কাছে। এটা আণ্ডার এক্জামিনেশন অব দি গভর্ণমেন্ট।

শ্রীইস্‌লাম ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কি জানাবেন যে সেই সার্কুলার অনুযায়ী যে সমস্ত পোষ্টগুলি তিন বছরের বেশী হয়ে গেছে তাদের পারমানেন্ট ডিক্লেয়ার করা হয়ে গেছে কিনা ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা আমি আগেই বলেছি যে একটা প্রপোজাল আগেই গিয়েছে এবং সেটা আণ্ডার কনসিডারেশন অব্‌ কি গভর্ণমেন্ট।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে কনটিনজেন্ট স্টাফ আছে কিনা এসেম্‌বলী সেক্রেটারীয়েটের আণ্ডারে ?

শ্রীদাস ঃ—হ্যা, এসেম্বলীর আণ্ডারে কন্‌টিনজেন্ট স্টাফ আছে।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—এবং এই কন্‌টিনজেন্ট স্টাফদের অ্যাবসরব করার কি ব্যবস্থা করা হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগেই বলেছি যে এই প্রপোজালটা এখান থেকে গিয়েছে সেটা এক্‌জামিন না করে এই মুহুর্ত্তে আমি কিছু বলতে পারছি না এবং এটা আণ্ডার কনসিডারেশন অব্‌ দি গভর্ণমেন্ট।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—আচ্ছা রির্পোটারের পোষ্ট কীয়েটেড হয়েছে কিনা এবং কয়জন রির্পোটার এসেম্বলী সেক্রেটারীয়েটের আণ্ডারে আছেন।

শ্রীদাস ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীইস্‌লাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এসেম্বলী এষ্টাব্লিশমেণ্টকে তাঁরা পারমানেন্ট এষ্টাব্লিশমেন্ট বলে মনে করেন কিনা ?

শ্রীদাস ঃ—হ্যা, নিশ্চয়ই তা মনে করি।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি মনে করেন তাহলে জানাবেন কি যে এই রির্পোটারের কাজের জন্য অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে ধার করে নিয়ে আসা হয় কেন, লোক। এখানে পারমানেন্টলী সেই সব কাজের জন্য লোক নিয়োগ করা হয় না কেন ? যারা আমাদের প্রসিডিংস ইত্যাদি এডিট করে, মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাদের অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট থেকে দুয়েক মাসের জন্য ধার করে নিয়ে আসা হয় তার ফলে সেই সমস্ত ডিপার্টমেন্টেও তাদের কাজের ক্ষতি হয় এবং এখানেও কাজ সুবিধা হয় না। এই যে অবস্থাটা তাঁরা চালু রেখেছেন এর কারণ কি বলতে পারবেন ?

শ্রীদাস ঃ—I demand notice.

শ্রীকরুনাময় নাথ চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে পারমানেন্ট ঘোষণা যে প্রপোজাল সেই প্রপোজালটা কোথায় যায় ?

শ্রীদাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমি আগেই উত্তর দিয়েছি যে এটা আণ্ডার কনসিডারেশন অব দি গভর্ণমেন্ট। এসেম্বলী থেকে সেটা গভর্ণমেন্টের কাছে গিয়াছে। গভর্ণমেন্ট

সেটা এক্জামিন করছেন।

শ্রীনাথ চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সেটা কোন গভর্ণমেন্ট? আমরা কি সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বুঝব?

শ্রীদাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে সেটা গিয়াছে এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের সার্কুলার অনুযায়ী সেখানে কাজ হচ্ছে।

শ্রীইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে ওয়েষ্টবেঙ্গলের এসেম্বলীর যে ষ্টাফ তাঁরা করেছেন আমাদের এখানেও সেই ধরণের ষ্টাফ করবার চিন্তা তাঁরা করছেন কিনা?

শ্রীদাস :—সেই প্যাটার্ণ অনুযায়ী এখানে হচ্ছে।

শ্রীইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন না যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল এসেম্বলীতে ষ্টাফ যে কাজ করে এখানকার আমাদের এম্‌প্লয়ীজ যারা এসেম্বলীতে আছে তারা ঠিক সেই একই ধরণের কাজ করছেন?

শ্রীদাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার উত্তর আমি আগেই দিয়েছি। সেই প্যাটার্ণ অনুযায়ী এখানে কাজ হচ্ছে।

শ্রীইস্‌লাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে সেখানে কত এম্‌প্লয়ী আছে এসেম্বলীতে আর আমাদের এখানে কত এম্‌প্লয়ী আছে এসেম্বলীতে?

শ্রীদাস :—সেখানে এম্‌প্লয়ীর প্রশ্ন তো এখন আসছে না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি বলেছি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের প্যাটার্ণ অনুযায়ী এখানে হচ্ছে কিনা তার উত্তরে আমি বলেছি যে সেই প্যাটার্ণ অনুযায়ী হচ্ছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে সেখানে রিপোর্টার আছে কিন্তু আমাদের এখানে রিপোর্টার নাই?

শ্রীদাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপোর্টারের কোয়েশ্চানে তখন আমি বলেছিলাম যে আমি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছি। কাজেই এই প্রশ্নের জবাবে ও আমি বলছি I demand notice

শ্রীইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে রিপোর্টার না থাকার ফলে আমাদের প্রসিডিংস রাখতে অত্যন্ত অসুবিধা হচ্ছে?

MR. SPEAKER :—The answer to this question has not been given. In our Assembly there is no reporter, you have categorically stated that.

শ্রীইসলাম :—উনি তো ডিমাণ্ড নোটিশ চাচ্ছেন স্যার।

শ্রীদাস :—ডিমাণ্ড নোটিশ চেয়েছি তো। সেটা না হলে—

শ্রীইসলাম :—উনিতো বলছেন না রিপোর্টার নাই। নাই বললে তো হয়েই যায়।

শ্রীদাস :—সেকথা আমি বলব কেন। আপনারা জেনে নেবেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—কাজেই আমি জানতে চাচ্ছি যে রিপোর্টার না থাকার ফলে আমাদের এসেম্বলীর প্রসিডিংস খারাপ হচ্ছে সেটা অবগত আছেন কিনা ?

MR. SPEAKER :—The Hon'ble Minister has not at all admitted that there is no reporter.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—এখানে রিপোর্টার নাই বলে এসেম্বলীর প্রসিডিংস এডিট করার কাজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এটা স্বীকার করেন কিনা ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এসেম্বলীর কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে না, তবে সেখানে কাজ চলছে এইটুকু আমি বলতে পারি ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে আমাদের এখানে কোন রিপোর্টার নেই এবং যদি না থাকে রিপোর্টার এপয়েন্মেন্ট করা সম্পর্কে তাঁরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নটার জবাব আমি আগেই দিয়েছি যে সেই সম্বন্ধে আণ্ডার কনসিডারেশন অব দি গভর্ণমেন্ট চলেছে এবং সেকথা আমরা চিন্তা করছি এবং সেইভাবে কাজও চলছে ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে আমাদের গত অধি-বেশনের যে প্রসিডিংস বেরিয়েছে তাতে অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে এবং হয়েছে এই জন্য যে আমাদের রিপোর্টার নাই বলে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিপোর্টার এখানে কাজ করেছেন এটুকু আমি বলতে পারি ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা স্বীকার করবেন কি যে এসেম্বলীর নিজের একটা প্রেস থাকা উচিত ?

শ্রীবি, দাস ঃ—গভর্ণমেন্টের প্রেসেও কাজ চলছে ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে এই প্রেসের অসুবিধার জন্য এসেম্বলীর প্রসিডিংস অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং তার মধ্যে অনেক চাপটার কে চাপ্টার বাদ পড়ে গেছে প্রেসের ডিফিকালটির জন্য ।

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের প্রেস, খুব ছোট প্রেস । সেই প্রেস কাজ করে যাচ্ছে । সব জায়গায় হয়তো কুলিয়ে উঠতে পারছেনা এবং তার ইম্প্রভমেন্টের জন্য আমরাও চেষ্টা করছি এবং সেভাবে আমাদের পরিকল্পনাও আছে ।

MR. SPEAKER :—There is some other question, given notice of by some member who is now absent. If any Hon'ble Member who is interested ?

SHRI ATIQUL ISLAM :—258

SHRI B. DAS :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 258.

প্রশ্ন	উত্তর
১) বোধজং দীঘির স্কুলের উত্তর সীমানায় পাড়ার জল নিষ্কাশনের যে ড্রেইন আছে তাহা পরিষ্কার করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	বোধজং দীঘির উত্তর দিকে একটা অচল ড্রেইন আছে। উহার অনেক জায়গা নিকটবর্ত্তী বাসিন্দাগণ বে-আইনিভাবে দখল করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত বে-আইনিভাবে দখলিকৃত সহায় খোলসা করিয়া ড্রেইনটি পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।
২) বোধজং দীঘির উত্তর পশ্চিম কোনায় ড্রেইনের উপর পাকা কালভার্ট করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	বোধজং দীঘির উত্তর পশ্চিম কোনাতে নালার উপর পূর্ব হইতেই একটা ড্রেইনে কালভার্ট আছে। আবশ্যকীয়তা উপস্থিত হইলে উক্ত কালভার্ট মেরামত করা হবে। সেখানে পাকা কালভার্ট নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নাই। যেহেতু এটা একটা বন্ধগলি রাস্তা-ব্লাইণ্ড রোড্। এবং উক্ত কালভার্ট'এর অপর দিকে অল্প সংখ্যক বাড়ী আছে এবং কালভার্টের উপর দিয়ে যানবাহন চলাচাল প্রায় নাই।
৩) বোধজং দীঘির পশ্চিম পাড় হইতে উত্তর বনমালীপুর পর্য্যন্ত সংযোগগুলি রাস্তা করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।	বর্ত্তমানে আগরতলা পৌর-প্রতিষ্ঠানের এই রকম কোন পরিকল্পনা নাই।
৪) নূতন বোধজং স্কুলের সংলগ্ন চৌমুহনী হইতে বরাবর পূর্বদিকে যে রাস্তা আছে সেখানে ইলেকট্রিক লাইন দেওয়ার সরকারের কোন পরি কল্পনা আছে কিনা এবং যদি থাকে, কখন আরম্ভ হইবে ?	বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থার জন্য এই রাস্তাটা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী প্ল্যানেতে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আগরতলা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কতৃপক্ষ

ওভারহেড ইলেকট্রিক্যাল লাইন টানার কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর বৈদ্যুতিক বাতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই পরিকল্পনা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে ধরা হইয়াছে।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে থার্ড প্ল্যানে এই পরিকল্পনা ছিল কিনা যে আগরতলা এবং তার অ্যাডজয়নিং এরিয়াতে লাইট এবং ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীবি, দাস ঃ—থার্ড প্ল্যানের ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করা হবে কতকগুলি রাস্তায় এটা ছিল এবং কিছু কিছু কাজ তার হয়েছে এবং তার কিছুটা ফোর্থ প্ল্যানে ধরা হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—থার্ড প্ল্যানের যে সমস্ত জায়গায় লাইট দেওয়ার কথা ছিল, সে সমস্ত জায়গায় কি ইলেকট্রিসিটি গিয়ে পৌচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—থার্ড প্ল্যানে ছিল আমাদের সব শুদ্ধ আটটি, তার মধ্যে চারিটি এটা হয়েছে এবং আর চারটি হয়নি।

শ্রীআতিকুল ইস্লাম ঃ—চারিটি কি থার্ড প্ল্যান পীরিয়ডের মধ্যে হবে বলে আপনারা আশা করেন ?

শ্রীবি, দাস ঃ—সব কিছুই আমরা আশা করি।

MR. SPEAKER :—The questions are over. There is an Unstarred Question—Question No. 113 asked by Shri Nripendra Chakraborty. The Minister concerned would lay on the table of the House the reply to Unstarred Question.s

Then for the information of the Hon'ble Members in regards to the language questions, I mean to say regarding that 'culturable' and 'cultivable'. The sytsem that is followed in our Assembly Secretariat is that, as soon as a Notice for any question is submitted to the Office, an advance copy of it will be sent to the Minister concerned before it is placed before the Speaker for its admission, and the Hon'ble Minister have that copy, and after that when it is scrutinised and admitted by the Speaker, the sccond copy is sent to the Minister concerned. Now unfortunately, in this case I have seen the advance copy, there was a printing mistake which was due to mistake in our office, I mean, in the Assembly Secretariat. But in the second one, which was sent after its admission by the Speaker, there has been definitely the word 'culturable' and hence the confusion.

The similar confusion was regarding spawn and fishseeds. In the original notice, it was fishseeds but it was edited and was substituted by the spawn.

General Discussion on Budget for 1965-66

Yes, next business is Government Business—Financial-General discussion on Budget for 1965-66. Before the General discussion begins I would very much like to inform the Hon'ble Members that there will be allotment of time. To-day we have little more thanfour hours at our disposal for. this. Now if I get the names of the Members from both sides, who like to participate in to-day's discussion I may allot the time accordingly. Now I would call no Shri Nripendra Chakraborty, the leader of the opposition to open the discussion on the budget.

SHRI NRIPENDRA CHAKRABOTRY :—Hon'ble Speaker, Sir, ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট উপস্থিত করতে গিয়ে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে বক্তব্য এই হাউজের সামনে রেখেছেন সেইটা শুধু হতাশ ব্যঞ্জক নয় সেইটা ত্রিপুরার জন জীবনের যে বাস্তব চিত্র সেইটার থেকে অনেক দূরে এবং একটা আত্মসন্তুষ্ট মনোভাবের পরিচায়ক। আমরা জানি যখন একটা বাজেট তৈরী হয় তখন প্রথমত: সেই বাজেটে নেতাদের চোখের সামনে থাকবে সেই রাজ্যের বা সেই অঞ্চলের আর্থিক জন-জীবনের যে চেহারা সেই চেহারা তাদের চোখের সামনে থাকবে। বিশেষ করে যে সময়ে আমরা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হয়েছি সেই সময়, যখন দুইটা পরিকল্পনা অতিক্রম করার পরে তৃতীয় পরিকল্পনা অতিক্রম করার মুহূর্তে আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের যে আর্থিক জীবন সেই জীবনে কতখানি অগ্রগতি সুচিত হয়েছে সেইটা থাকবে শুধু বক্তৃতার মূল দেখাবার জিনিষ। কিন্তু সেইদিক থেকে আমরা দেখছি, কতগুলি নিষ্প্রাণ ফিগার ছাড়া, অঙ্ক ছাড়া সেই বক্তৃতার মধ্যে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন পারস্পেকটিভ, আমরা কত রাস্তা অতিক্রম করলাম এবং কোথায় যাচ্ছি, সেই ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত আমরা সেই বক্তব্যের মধ্যে পাই নাই, বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বেসিক প্রবলেম কি কি এবং সেইগুলি আমরা কিভাবে সল্‌ভ করবার চেষ্টা করছি তার ও কোন উল্লেখ আমরা সেই বক্তৃতার মধ্যে দেখি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক কথায় বলা যেতে পারে মুখ্য মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতারমধ্যে ভবিষ্যতের কোন আশা উপস্থিত করতে পারেন নাই এবং ত্রিপুরার জন-জীবনের দিকে যদি আমরা তাকাই, কি আমরা লক্ষ্য করি, সেইটা প্রথমত: খাদ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই গত কয়েকদিনের স্থানীয় সংবাদে খাদ্যের যে দাম সংবাদ-পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে সেইটা আমি কয়েকটা সংবাদ পত্র থেকে দেখাচ্ছি—গণরাজ ১।৩।৬৫ তারা বলছেন আমতলিতে চাউলের মণ ৪০ টাকা, জাগরণ ১৩।৩।৬৫ তারা বলছেন, মধুপুর সদরের মধ্যে, চাউল ৩৫ টাকা, জাগরণ ১৪।৩।৬৫ বলছেন পাপিয়াছড়াতে ৩২ টাকা চাউলের মণ হয়েছে, গণরাজ এবং জাগরণ ২৩।৩।৬৫ তাহারা বলছেন ফটিকরায় এতে চাউল ২৯।৩০ টাকা, গণরাজ ২৪।৩।৬৫ বলছেন

যে তেলিয়ামুড়াতে চাউল ৩০।৩১ টাকা, জাগরণ ১৪।৩।৬৫ বলছেন গোলাঘাটীতে (সদরের মধ্যে) চাউল ৩৩ টাকা হয়েছে, বিশ্রামগঞ্জে চাউল ৩০ টাকা, জাগরণ ৯।৩।৬৫ বলছেন অম্পিতে চাউল ৩২ টাকা, জাগরণ ২৩।৩।৬৫ বলছেন মোহনপুরে চাউল ৩৭ টাকা হয়েছে, জাগরণ ২৩।৩।৬৫ বলছেন ছেলেমাতে চাউল ৩৪।৩৫ টাকা হয়েছে, গণরাজ ২৪।৩।৬৫ বলছেন উক্তরূপ। আমি মাত্র কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে চাউলের দর দেখালাম এবং সাধারণ ভাবে গণরাজ এবং নাগরিক বলছেন যে (সম্পাদকীয় মন্তব্যে) চাউলের এখানকার এভারেইজ দর হচ্ছে ৩৫।৩৬ টাকা। এখানকার চাউলের দর যেটা পত্রিকায় বেরিয়েছে, পত্রিকায় সব কিছু খবর যে থাকে তা নয় কারণ এমন জায়গা আছে যেমন পাহাড়ের ভিতরের জায়গা সেখানকার খবর পত্রিকায় থাকে না যেমন রাইমাসরমা সেখানে এক কেজি চাউল এক টাকায় বিক্রি হচ্ছে এবং সেখান থেকে সেই সরমা থেকে যে রিপোর্ট আমি পাচ্ছি তাতে দেখা যায়, ১৯৯টি উপজাতীয় পরিবারের ঘরের তথ্য নিয়ে দেখা যাচ্ছে মাত্র ২৪টি ঘরে সেখানে খাদ্য আছে বাকী ঘরে নাই তাদের বাজার থেকে কিনে খেতে হয়। রাইমাতে ৪০৯টি উপজাতীয় পরিবারের ঘরে তথ্য নিয়ে দেখা গেছে ৩৩টি পরিবার, তাদের ঘরে খোরাক আছে এবং বাকী সমস্ত পরিবারের চাউল বাজার থেকে কিনে খেতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিকারী বাড়ী জুমিয়া কলোনীতে, সেখানে উপজাতীয়রা যে অনাহারে মারা যাচ্ছেন সেই খবর জানুয়ারী মাসে জাগরণ পত্রিকায় বেরিয়েছে এবং তাদের নামও সেখানে বেরিয়েছে। সেই নামের মধ্যে রিয়াং দেবী, অন্তই খুই, বসন্ত ইত্যাদি এবং আরো পাঁচজন তারা সেখানে মারা গেছেন সেই খবর ২৭।১।৬৫ তারিখে জাগরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই হচ্ছে অবস্থা। মৃত্যু তাদের সম্মুখে যখন, তখন তারা এই রাজ্যে বসবাস করতে পারবে কিনা সেই সন্দেহ তাদের মনে জাগছে এবং তার ফলে ব্যাপক ভাবে এই রাজ্য ছেড়ে তারা চলে যাচ্ছেন এবং সেই রিপোর্ট অত্যন্ত উদ্বেগজনক রিপোর্ট আমরা পাচ্ছি। ধর্ম্মনগরে খেদাছড়া থেকে, আনন্দবাজার থেকে, সুভাষনগর থেকে, রাজধর (কৈলাহসর) থেকে মনুর উজানে সেই ভাই-বোনছড়া সেখান থেকে খবর পাওয়া গেছে যে একটা জুমিয়া কলোনী খালি হয়ে গেছে, সেখান থেকে সমস্ত জুমিয়ারা, যাদেরকে পুনর্বসতি দেওয়া হয়েছিল তারা সেই সব কলোনী ছেড়ে চলে গেছে, হাজার হাজার লোক তারা যাচ্ছে কোথায়, না যাচ্ছে তারা কাছলং রিজার্ভে. যেটা পাকিস্থানে পড়েছে এবং কিছু গেছে আসামে। আসাম এবং পাকিস্থানের রিজার্ভ এই সমস্ত জায়গায় তারা চলে যাচ্ছে। সেবক পত্রিকায় আমরা দেখলাম যে সেখানে সর্দ্দাররা মিটিং করে ওদেরকে বুঝাচ্ছেন যে তোমরা যেও না, তোমরা থাক, কিন্তু সেই কথা তারা শুনছেন না কারণ তারা কোন বাঁচবার প্রতিশ্রুতি সেই কথার মধ্যে পাচ্ছেন না। আমি শুনেছি যে চিফ্ কমিশনার যখন কাঞ্চনপুরে গিয়েছিলেন তখন তাদেরকে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারা এতোই বিক্ষুব্ধ যে চিফ কমিশনারের মিটিং এ যে সিনেমার ব্যবস্থা করেছিলেন তারা সেইটা বয়কট করেছে। তাদের বিক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ চিফ কমিশনারের বক্তৃতার মধ্যে তারা বাঁচবার কোন প্রতিশ্রুতি পাচ্ছে না। মাননীয় অধ্যক্ষ

মহোদয়, তারা যাদের হয়তঃ কিছু জমি ছিল, বা জুমিয়া পুনর্বাসন ছিল সব এবাণ্ডন করে, সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে—যার ছেলে স্কুলে পড়ছিল তারা স্কুল ছেড়ে দিয়ে আজ তারা দলে দলে কাজের সন্ধানে, চাউলের সন্ধানে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে এবং তাদেরকে আমি দেখলাম যখন কয়দিন আগে কৈলাসহর থেকে আসছি ঐ রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে সেই ছেলেমেয়ে রিয়াং পরিবার তারা সমস্ত উঠে এসেছে, সেই সমস্ত পাহাড় জঙ্গল থেকে উঠে এসেছে রাস্তায় পাথর ভাঙ্গবার জন্য এবং সেই ছাত্ররা যারা স্কুলে পড়তো, আমি জিজ্ঞাসা করে দেখেছি যে তারা স্কুলের ছাত্র ছিল, আজকে তারা স্কুল ছেড়ে রাস্তার মাটি কাটছে, পাথর ভাঙ্গছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই হচ্ছে খাদ্যের পরিস্থিতি। এটা একটা কন্‌ট্রেডিকটেরী সিচুয়েশন, সেই কন্‌ট্রেডিকটেরি সিচুয়েশনটা কি, না এক দিকে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলছেন যে খাদ্যের উৎপাদন প্রতি বৎসর বাড়ছে, তাঁরা তথ্য দিয়ে সেইটা দেখি য়েছেন। তাঁরা বলছেন যে ফুড প্রডাকশন হেজ ইনক্রিজড। আমন শস্য এইবার প্রচুর হয়েছে এবং সেইটা হয়েছে কয়দিন আগে মাত্র দুই মাস আগে এবং এই দুই মাসের ভিতরে আমরা দেখছি কি—না চাউলের দর ৪০ টাকা এটা কি করে হল, এই দুই মাসের মধ্যেই কি আমাদের রাজ্যের মধ্যে বাহির থেকে বহু উদ্বাস্তু এসেছে, না তা আসেনি বরং উদ্বাস্তুর আগমন সংখ্যা আগের থেকে কম।

এটা ঠিক কথা নয় যে চাউলের দর বাড়ছে সেটা শুধু মানুষ আসছে বলে বেড়ে গেছে দুমাসের মধ্যে। সেকথা সত্যি নয়। অথবা প্রডাকশন আমাদের একেবারে পড়ে যাচ্ছে তার জন্য নয়। এটার কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটা অসঙ্গতি এই ফুড ফ্যাক্ট এর মধ্যে আমরা বরাবর দেখতে পাচ্ছি সেই অসঙ্গতিটা। আমাদের টোটেল নীডটা কি, মোট প্রয়োজনটা ত্রিপুরা রাজ্যের কি. সেটা এখানকার সরকার খোলাখুলিভাবে বলছেন না। সেটা বুঝতে পারলে, টোটেল প্রডাকশনটা কি বুঝতে পারলে এবং আমাদের ডেফিসিট কিসের সেটা বুঝতে পারলে আমরা বুঝতাম যে চাল কোথায় গেছে। ওরা একটা প্রশ্নের জবাবে বলেছেন ১৪।১০।৬৪ তারিখে যে ২ লক্ষ টন চাল হচ্ছে আমাদের টোটেল রিকোয়ারমেন্ট। আমি জানিনা ১৬ আউন্স করে ধরেছেন কিনা। কারণ অল ইণ্ডিয়াতে ১৬ আউন্স করে ধরা হয়। আচ্ছা যদি ১৫ আউন্স ধরে থাকেন তাহলে এক আউন্স কম ধরেছেন অল ইণ্ডিয়া থেকে সেটা তাঁরা জেনে রাখুন। আমি সেটাই ধরলাম যে দুই লক্ষ টন হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন। টোটেল প্রডাকশন ওরা বলছেন যে ১,৭৩,০০০ টন হচ্ছে—১,৭৩,৯৪০ টন ভ্যাট মিন্স ১,৭৪,০০০ টন হচ্ছে আমাদের টোটেল প্রডাকশন, ওরা নিজেরাই বলছেন। তাহলে ডেফিসিট দেখা যায় ২৬ হাজার টন আমাদের ডেফিসিট। টোটেল প্রোডাকশন, টোটেল রিকোয়ারমেন্ট এবং তার যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে ২৬ হাজার টন আমরা দেখেছি। আমরা যদি এটা ধরে নিই যে সিডস ইত্যাদির জন্য যেটা দরকার আগের বছর থেকে আসে এবং পরের বছর কিছু থাকে। প্লাস মাইনাস করে নীল। ২৬ হাজার টন আমরা একটা মোটামুটি ধরে নিলাম ডেফিসিট। সেখানে আমরা দেখছি যে গত বছর ওঁরা চাল আমদানী করেছেন বলছেন ৩১৫৪৩ টন। তাহলে দেখা যাচ্ছে

যা আমাদের ডেফিসিট তার চেয়ে আমরা আরো ৬ হাজার টন চাল বেশী এনেছি এবং বেশী আনার পরেও আমরা দেখছি যে আমাদের খাদ্যের দর ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। এটা একটা ভৌতিক ব্যাপার মনে হয়। এটা ভৌতিক ব্যাপার নয়। এর দুটো কারণ আছে। একটা কারণ হচ্ছে কি, না ওঁরা বোগাস প্রডাকশন ফিগারস দিচ্ছেন। মনগড়া। এবং সেটা ওঁরা এতদিন বলতেন যে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট দিত। এবার ওঁরা এসেম্বলীর মধ্যে প্রথম বললেন যে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ফিগারস্‌কে আমরা নাকচ করে দিয়েছি। আমরা ষ্টেটিষ্টিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে আশ্রয় করেছি। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়দের বলব যে ওঁরা এই সম্পর্কে সতর্ক হোন এবং তা না হলে ওঁরা নিজেরাও মরবেন এবং দেশের লোককেও মারবেন এবং এখানকার সত্যিকার প্রডাকশন কি তার যদি কারেক্ট এসেস্‌মেন্ট না হয় তা হলে পরে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট কি সেটা আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে জানাতে পারব না। এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নেই যে হেভী ডেফিসিট আমাদের রয়েছে এবং সেটা আমাদের অপরাধের জন্য নয় আমাদের এখানে যে ইনফ্লাক্স অব রিফিউজী হচ্ছে এবং সেই কারণেই হেভী ডেফিসিট। ওঁরা মিসলীড করছেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে বাই গিভিং এ বোগাস প্রডাকশন ফিগার। সেটা ওঁদের ব্লক করতে হবে। সেই প্রডাকশন ফিগারটা। খ্যাট ইজ দি ফার্ষ্ট টাস্‌ক। সেকেণ্ড টাস্‌ক হচ্ছে কি, না যে চালটা বাজারে উঠল সেটা ওঁরা কণ্ট্রোলের মধ্যে নিলেন না, ওঁরা ট্র্যাক করলেন না হোলডসগুলি কোথায়। সেই চাল কোথায় কোথায় আছে। সেটা ট্রেডার্সদের হাতে ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার্সদের হাতে অথবা রিচ পেজ্যান্টসদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ওঁরা নিশ্চিন্তে বসে আছেন। খ্যাট ইজ সেকেণ্ড রিজন যার জন্য আজকে সেই চালের আর কোন হদিশ পাওয়া যায়না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, কয়েকদিন আগে একটা গেজেট নোটিফিকেশন ওঁরা দিয়েছেন যে তোমাদের যার যার ষ্টক আছে এসে আমাদের কাছে রেজেষ্ট্রি করতে হবে। একটা অ্যামাউন্ট দিয়েছেন যে এই অ্যামাউন্টের উপরে যাদের ধান চাল আছে তারা রেজেষ্ট্রি কর। আমি এস, ডি, ও, দের জিজ্ঞাসা করেছি—ওঁরা বলেছেন এসব কাজ আমাদের এখন করবার সময় নেই, এসব পরে দেখা যাবে। অর্থাৎ চাল উঠল, চাল বাজারে গেল তারপর আমাদের কুম্ভ কর্ণদের ঘুম ভাংগল যে তাই তো আমাদের এই ষ্টকগুলি এগুলি রেজেস্ট্রি করতে হবে। দাও একটা গেজেট নোটিফিকেশন ছেড়ে। গেজেট নোটিফিকেশন একটা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে এখন ঘুমুচ্ছেন এবং সেই যে ষ্টক, সামান্য ষ্টক কত আছে তা ওঁরা বলতে পারছেন না। ওঁদের আমরা কোয়েশ্চান করে এখানে জানলাম যে ওঁরা, আশ্চর্য ব্যাপার, যা চাল সংগ্রহ করতে পেরেছেন সে হচ্ছে ৩,১৪০ মন এবং যা ধান সংগ্রহ করতে পেরেছেন সে হচ্ছে ৯ হাজার মন এবং এটা সকলেরই জানা আছে যে সেখানে ১,৭৩ হাজার টন হচ্ছে আমাদের উৎপাদন সেখানে তিন হাজার টন চাল ওঁরা প্রকিউর করলেন আর ৯ হাজার টন ধান। এটা যে একটা কাক্কাবাজী ছাড়া আর কিছু নয় এটা পরিস্কার। অর্থাৎ ওঁরা প্রকিউরমেন্টে গেলেন না এবং এখন ওঁরা বলছেন যে আর এর সময় নেই। ঠিকইতো। কারণ চাল ৪০ টাকায় উঠে গেছে। কাজেই এখন সময় নেই।

আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে ধর্মনগরকে বলা হত গ্র্যানারী সেখান থেকে এক মুঠা চাল বা ধান ওঁরা প্রকিউর করেনি। একথা নয় যে ধর্মনগরে এবার ধান চাল খারাপ হয়েছে। তা নয়। দে এলাউড দি ষ্টক টু বি পাশড্ টু দি হ্যাণ্ডস অব দি ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার্স। ইচ্ছা করে ওঁরা এটা করেছেন। যার ফলে আমরা দেখছি যে ৪০ টাকা, ৩০ টাকা এর মাঝখানে সমস্ত ত্রিপুরার চালের দর উঠা নামা করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ সেদিন বলেছিলেন এখানে যে আমরা তো ৭৫ ভাগ লোককে রেশন দিচ্ছি এবং মাননীয় উপমন্ত্রী শ্রী ভৌমিক, তিনি বলেছেন যে ১৮ টাকায় উই আর গিভিং রাইস টু ৭৫ পারসেন্ট অব দি পিউপল। কাজেই ওঁরা এখানে যেমন খুশী ষ্টেটমেন্ট দিতে পারেন যা আন রিলেটেড টু ফ্যাকটস। যার সত্যের সংগে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। কারণ? কারণ হচ্ছে এই যে ফেয়ার প্রাইস রেশন শপের মাধ্যমে ওঁরা কত চাল দিয়েছেন সেই ফেয়ার প্রাইসের অফটেক কত সেটা আমরা প্রশ্ন করে ওঁদের কাছ থেকে জেনেছি। সেটা হচ্ছে সোয়া দুই লক্ষ লোকের খোরাকী। ২,২৫,০০০ লোকের খোরাকী ওরা ফেয়ার প্রাইস সপ মারফত দিয়েছেন। এই ২৯ নং আনষ্টারড কোয়েশ্চনের জবাবে ওঁরা একথা বলেছেন। তাহলে ২,২৫,০০০ লোক কি এ রাজ্যের ৭৫ পারসেন্ট অব দি পপুলেশন? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করছি। না, তা নয়। নিশ্চয়ই তা নয়। তার অর্থ হচ্ছে যে এখানকার অধিকাংশ মানুষ তাঁরা ফেয়ার প্রাইস থেকে চাল নেন না। তাঁরা ব্ল্যাক মার্কেট থেকে চাল কিনে খান। ওঁরা সেই যে ব্ল্যাক মার্কেট প্রাইসটা সেটাকে লিগেলাইজ করছেন। লিগেলাইজ করছেন কি করে ১৫ টাকার চালকে ১৮ টাকায় ১৮ টাকার চালকে ২২ টাকা করেছেন, ২২ টাকার চালকে এখন আমরা শুনছি ওঁরা ২৮ টাকা নাকি করবেন। আমি জানিনা, আমি শুনেছি। অর্থাৎ চালের দর ব্ল্যাক মার্কেটাররা উঠায় তার পর আমরা এটাকে লিগেলাইজ করি ব্ল্যাক মার্কেট প্রাইসটাকে। আমি জিজ্ঞাসা করি যে কেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রফিট মার্জিন ঠিক করে দিয়েছেন। ওঁরা কি প্রফিট মার্জিন ঠিক করতে পারেন না যে চাল এবং ধান বিক্রি করা এবং কেনার মধ্যে তোমরা দুই টাকা—আমি জানিনা দুই টাকা কি আড়াই টাকা এই রকম একটা রিটেলের প্রফিট মার্জিন ঠিক করা আছে। ওঁরা কি সেটা ঠিক করেছেন? সেসব কাজের মধ্যে ওঁরা যান না এবং শুধু তা নয়, এখনকার ভারতবর্ষের যে খাদ্য পরিস্থিতি তার উপরে অশোক মেহতা কমিটি একটা রিপোর্ট প্লেস করেছেন এবং সেই কমিটির কতগুলি ভালভাল রিকমেন্ডেশনস আছে। সেই রিকমেন্ডেশনগুলি কি ওঁরা দেখেছেন? ওঁরা দেখেছেন যে ডেফিসিট যেসমস্ত এলাকা বা ষ্টেট সেখানে কি কি ষ্টেপ নিতে হয়, মেজার নিতে হয় যা করে এই চাউলের দর বাড়াতে না পারে। আমার যতটুকু মনে পড়ে তার মধ্যে ফাষ্ট হচ্ছে যে ডেফিসিট যেগুলি আন-প্রডাকটিভ পপুলেশান সেগুলিকে কর্ডন আপ কর যেটা আগরতলায় সেই তখন থেকে করার চেষ্টা হয়েছে এবং যেটা বলা হয়েছে অর্থাৎ ১২ মাসের জন্য আগরতলাতে একটা মডিফায়েড রেশনিং আছে। আমি বলছি যে আগরতলায় যদি ফুল রেশন দেওয়া হত তাহলে চালের দর অনেক কমে যেত। কিন্তু ফুল রেশন দেওয়া হয় না বলে একটা ব্ল্যাক মার্কেটকে আগরতলায় বাঁচিয়ে রাখা

হয়েছে যাতে গ্রাম থেকে চাল আগরতলায় নিয়ে এসে সেটা ৩৫ টাকা ৪০ টাকা বিক্রি করতে পারে। সেটার একটা বাজার ওঁরা সৃষ্টি করে রেখেছেন আগরতলাতে ফুল রেশনিং চালু না করে। আমি জিজ্ঞাসা করি সম্ভবতঃ একমাত্র খোয়াই এবং বিলোনীয়া টাউন বাদ দিলে আর সমস্ত এলাকাতে মডিফাইড রেশনের যে দাম তার চেয়ে বেশী দাম শহরগুলিতে থাকে। সেই শহরগুলিতে, আগরতলার মধ্যে তো সেগুলিকে কর্ডন আপ করা যায়। তাহলেতো একটা বিরাট এলাকা যেখানে চালের ব্ল্যাক মার্কেটিয়াররা চাল নিয়ে বিক্রি করে মুনাফা করে, সেগুলি যদি কর্ডন আপ করে তাহলে গ্রামের থেকে চাল নিয়ে এসে বিক্রির জায়গা কমে যায় এবং তার ফলে সেই গ্রামের চালের দর কম থাকে। এটাতো সাধারণ ইকনমিকসের কথা। এটা একটা মামুলী ইকনমিকসের কথা যে সেই সমস্তগুলি কর্ডন আপ করে সেগুলিতে যদি আমরা ফুল রেশনিং চালু করি তাহলে পরে আন-প্রডাকটিভ পপুলেশন, যারা উৎপাদন করেনা তারা যদি গভর্ণমেন্ট থেকে রেশন পায় তাহলে উৎপাদন যারা করে তারা সস্তায় চাল সেখানে পেতে পারবে। এবং যারা মিডলম্যান তারা সেসমস্ত নিয়ে ফাটকাবাজী করার সুযোগ কম পাবে। এটা একটা পরিস্কার সোজা কথা। অশোক মেহতা কমিটি এটা দেখেছেন ডেফিসিট এলাকাগুলির জন্য—দে উইল নট ফলো দিস। ওঁরা এটা করতে যাবেন না। ওঁরা যেটা করছেন সেটা হচ্ছে ঐ যে কৃষক এগ্রিকালচারেল লেবারার, গরীব কৃষক যারা ওঁরা নিজেরা মজুরী বেঁধে দিয়েছেন দুই টাকা, মিনিমাম ওবেজ দুই টাকা করে দিয়েছেন। সেই কৃষককে ৪০ টাকায় চাল কিনতে হবে। তাহলে পরে সে আর এক পয়সারও অন্য কিছু কিনতে পারে না। এই ভাবে ওঁরা মানুষকে মারবার একটা ব্যবস্থা করেছেন ব্ল্যাক। মার্কেটীয়ার্সদের রাজত্ব করবার একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। এই হচ্ছে চালের সিচুয়েশন। এসেন্সিয়াল কমডিটিজ এর কথা যদি বলি সেতো ওয়ার্স। একটা থিওরী ডেভেলাপমেন্ট মিনিষ্টার এর আগে এ হাউসের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন সেটা হচ্ছে যে এটা ডেভেলাপিং ইকনমির চিহ্ন। এটা হবে— হতে থাকবে। এটা নাকি অর্থনীতির নিয়ম। এবং সেকথা বলে যারা মনোপলিষ্ট, ট্রেডারস, ব্ল্যাক মার্কেটিয়ারস তাদের শিল্ড করার একটা চেষ্টা ওরা করেছেন। সে কথা আমি যদি সংক্ষেপে এখানে বলি যে ওঁরা বলছেন যে শর্টেজ, শর্টেজ কি এই দামের জন্য দায়ী? যদি তাই হত তাহলে মাষ্টার্ড অয়েল মানে সরষের তেল যার দাম কলিকাতায় দুমাস আগে ছিল পাঁচ টাকা, সাড়ে পাঁচ টাকা সে তেলের দাম আজকে সোয়া তিন টাকা কি করে হল? এবং তিন টাকারও কম কি করে হল? এই দুমাসের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে সরষের তেল, সরষের উৎপাদন এমন বেড়ে গেল যে পাঁচ টাকার তেল তিন টাকায় নেমে গেল? বাজে কথা। একদম বাজে কথা। এবং একথা ঠিক যে কলকাতায় সোয়া তিন টাকায় পেলেও আগরতলায় ওঁরা ব্ল্যাক মার্কেটীয়ারসদের পাঁচ টাকায় বিক্রি করার সুযোগ দিয়েছেন। সেকথা আমরা পরে বলব। সে থিওরী ওঁরা যেন না দেন। থিওরী না দিয়ে ওঁরা মহালনবীশ কমিটির রিপোর্টটা

পড়ুন। ওঁদেরই কমিটী। গভর্ণমেণ্টের কমিটি সেই মহালনবীশ কমিটি কি বলেছেন? তাঁরা বলেছেন যে অপারেশনেল কন্ট্রোল ইজ টেকেন বাই সিলেক্টেড বিজনেসমেন। তার ল্যাংগুয়েজ আমি বলছি। তাঁরা সেই যে সিলেক্টেড বিজনেসমেন তাদের যে গ্রুপ তৈরী করেছেন 'টেক্স পলিসি, ডিসিশান অন ম্যাটারস অব প্রাইসেস, প্রফিটস, ইনভেষ্টমেণ্ট, প্রডাকশন পারচেজেস অ্যাণ্ড সেল'। ছোট ছোট গ্রুপ বিজনেসমেন, তারা সমস্ত অপারেশনাল কাজটা ঠিক করে দেয়—প্রাইস কত হবে, প্রডাকশন কত হবে। তারা ঠিক করে দেয় যে কিভাবে এইগুলি কন্ট্রোল হবে—কি ভাবে মার্কেট হবে। তাদের সাহায্য করছে কে? 'গভর্ণমেণ্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর দি গ্রোথ অব দিস গ্রুপ। পরিষ্কার মহালনবীশ কমিটি বলেছেন যে এই গ্রুপকে তৈরী করেছেন গভর্ণমেণ্ট। গভর্ণমেণ্ট ইজ রেসপন্সিবল। দেয়ার পলিসি ইজ রেসপন্সিবল এবং আরো এই কথা—দেয়ার ইজ সিগনিফিক্যান্ট লিঙ্ক বিট্যুইন দিস গ্রুপ অ্যাণ্ড ব্যাঙ্ক। এই গ্রুপের সঙ্গে ব্যাঙ্কের অর্থাৎ ব্ল্যাক মার্কেটীয়ারসদের জিনিষ রাখার জন্য যে টাকা দরকার সেইটা ব্যাঙ্ক সাপ্লাই করে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন ব্যাঙ্কের ওঁরা দেখিয়ে বলেছেন যে শতকরা দুই টাকা কি তিন টাকা ওঁরা দেন এগ্রিকালচার্যাল যে প্রডাকশন সে পারপাসে ওঁরা লগ্নী করেন। আর অধিকাংশ টাকা ঐ ট্রেডার্সদের দেওয়া হয়—যারা ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার্সদের টাকা খাটায় তাদের দেওয়া হয়। এই হচ্ছে এই ব্যাঙ্কগুলির কাজ। যে জন্য ব্যাঙ্কের ন্যাশন্যালাইজেশনের জন্য আজকে সমস্ত ভারতবর্ষের লোক, শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টি বলে নয়, যারা সত্যিকারের দেশের এই কন্ট্রোলড ইকনমি চান তাদের আজকে এই শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজেই এই যে এসেন্সিয়াল কমডিটিজ এবং তাদের নিয়ে এই যে জুয়া খেলা হচ্ছে তাদের কন্ট্রোল করার জন্য ওঁরা এসেন্সিয়াল কমডিটিজ অ্যাক্ট বা তার যে সমস্ত নিয়মকানুন আছে সেগুলি কার্যকরী করছেন না। ডি, আই আর এ অফুরন্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে এই সমস্ত এসেন্সিয়াল কমডিটিজ নিয়ে যারা জুয়া খেলে তাদের বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। এবং সেখানে ডি, আই, আর, প্রয়োগ করার ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কোন ক্ষেত্রে আমরা দেখি না। মাঝে মাঝে গেজেটে নোটিফিকেশন থাকে সুগারের একটা দাম ওঁরা বেঁধে দেন। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন এসেন্সিয়াল কমডিটিজ নাই। এসেন্সিয়াল কমডিটিজের লিষ্ট একশোর উপরে—ওঁদের নিজেদের লিষ্ট। তার মধ্যে একটা কমডিটি অনলী সুগার, তার একটা দাম বেঁধে দিয়েছেন। আর কোন এসেন্সিয়াল কমডিটিজের দর, কোন দাম ওঁরা বেঁধে দিতে রাজী নন এবং দেন ওঁরা দেন নি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করি যে ওয়েষ্টবেঙ্গল যদি মাষ্টারড অয়েল [illegible] টাকা বেঁধে দিতে পারে, তাহলে পরে ওরা কেন পারেনা? ওরা তিন টাকায় জায়গায় চার টাকা করে দিতে পারতেন। তাহলে গ্রামে যে আজকে পাঁচ টাকা

করে নেয় সেটা বন্ধ হ'ত। এক টাকা সের প্রভৃতি বন্ধ হত। কিন্তু ওরা তা করতে চান না। এবং ডেভলাপমেন্ট মিনিষ্টার আর এক থীওরি সেখানে দিয়েছেন যে আমরাতো ষ্টেট ট্রেডিং করছি। ওরা বুঝতে পারছেনা এটাও একটা ষ্টেট ট্রেডিং। ওকে আজকে এখানে দেখতে পাচ্ছিনা। কিন্তু ওর মগজের মধ্যে এই জিনিষটা ঢুকানো দরকার যে রেশনের দোকান থেকে চাউল যেমন দেওয়া যায়, তেমনি রেশনের দোকান দিয়ে, তেল, চিনি এটাও দেওয়া যায়। এবং গভর্ণমেন্ট যদি ষ্টেট ট্রেডিং করেন তাহলে পরে এই রেশনের দোকানগুলি, অথবা কো-অপারেটিভ অথবা পঞ্চায়েত এর মাধ্যমে এই সমস্ত এসেনষাল কমডিটিজ লাইক সুগার, মাষ্টারড অয়েল, ডাল এই সমস্ত জিনিষগুলি যেগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় সেগুলি জনসাধারণকে দেওয়া যায়। কিন্তু ওরা দিচ্ছেন না। ডিজ-অনেষ্ট ট্রেডারদের হাতে দিয়ে সেগুলি বাজার থেকে উধাও করে দিয়েছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, সি, আই, সিট, সিমেন্ট ইত্যাদির একটা হিসাব ওরা দিয়েছেন। তাতে আমরা দেখলাম যে ইনসিগ্নিফিকেন্ট কোয়ানটিটি গভর্ণমেন্ট কনজাম্পশন হয়েছে। আর বাকী সমস্তগুলি ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার্স'দের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। ঐ সূর্যকুমার পাল, রাজমোহন সাহা, ডি, কে, ভৌমিক (ধীজেন্দ্র কুমার ভৌমিক) যারা সেগুলি নিয়ে ইচ্ছামত ব্ল্যাকমার্কেট করেছেন এবং দেখতে পাচ্ছি তার ফলে সে সমস্ত জিনিষ উধাও হচ্ছে। আর এই যে ট্রেডার্স, কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক, যারা আগে ব্যবসা করতেন তারা এখন সিনেমা হল করছেন। বাস কিনে চালাচ্ছেন। তারা এখন কনট্রাক্টারী করছেন। অফুরন্ত টাকা এখন তাদের হাতে এই দুই বছরে জমেছে যেগুলি খাটাবার জায়গা পাচ্ছে না। এই ভাবে তারা সেগুলি করছেন এবং একটা মোটা টাকা তারা কংগ্রেস ভবনে নিয়ে, কামরাজ অভ্যর্থনা ইত্যাদি কাজে ওরা দিচ্ছেন। অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে ফ্রীজ করে, চামড়া তুলে দিয়ে তারপর সেই চামড়ায় কংগ্রেস'এর মানুষের জন্য জুতো তৈরী করে দিচ্ছেন, যাতে সেই চামড়ায় জুতো পায়ে দিয়ে তারা মহারাজা গেজে কনফারেন্স করতে পারেন। সেই জন্য মানুষের পিঠের চামড়া তুলে ফেলেছেন আমরা দেখছি। এই রাজত্ব এখানে ওরা চালাচ্ছেন। কালেকশন গোজ অন, এবং মাননীয় স্পীকার স্যার, জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে বলে ওরা এয়ার ফ্রেট ইত্যাদির নাম করে। ওরা সেই ব্যবসায়ী, মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী যারা জিনিষপত্রের দাম বাড়াচ্ছে। কষ্ট অব লিভিং কনটিনিউজ টু রাইজ। সেজন্যকি কনপেনসেটারী ডি, এ, পাচ্ছে, যারা এমপ্লয়ীজ তারা তা পাচ্ছেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, দাস কমিশন একটা অ্যাওয়ার্ড দিয়েছেন সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়ীজদের সম্পর্কে যদিও খুব ভাল অ্যাওয়ার্ড কিছু নয়। কিন্তু সেই অ্যাওয়ার্ডটা এখানে ওরা ইমপ্লীমেন্ট করছেন না। আমি শুনেছি যে ওরা ওয়েষ্ট বেঙ্গল এর ডি, এ, যেটা ইনট্রিডিউস করেছেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল এমপ্লয়ীজরা সেটা বাতিল করে দিয়েছেন, কারণ এটা কিছুই নয়। কারণ শতকরা ৭৫ জন এমপ্লয়ীজ যারা ১৫০ বা তার নীচে যারা পান তারা মাত্র ১০ টাকা করে পাবেন। যেখানে এখানকার দ্রব্যমূল্য ১৯৩৯ সালের তুলনায় ছয়গুণ বেড়েছে সেখানে ওরা মাত্র ১০ টাকা ডি, এ, পাবেন শতকরা

৭৫ জন লোক মাত্র। আমরা দেখছি যে ক্লাস ফোর এম্প্লয়ীজ-তারা হচ্ছে ওয়র্স্ট সাফারার। কারণ স্পেশ্যাল কম্পেনসেটারি ইত্যাদির ভাগ্যও এখন পর্য্যন্ত ঝুলছে এবং তারা আজকে সবচেয়ে এই বিপদের দিনে অল্প বেতন নিয়ে থাকে। পনের দিনের খোরাকীর ব্যবস্থা তাদের ঘরের মধ্যে নাই। এই হচ্ছে অবস্থা! শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদের কথা আমি বলছিনা। কারণ চাকুরী সরকারীই হউক বা বেসরকারীই হউক, এই চাকুরী পাওয়ার সুযোগও ত্রিপুরা রাজ্যে এখন দুর্লভ হয়ে উঠেছে। এমনকি একটা পিওনের চাকুরীর জন্য আর কোন পোষ্ট এখন খালি নাই।

এখানে শুধু এমপ্লয়মেণ্ট একসচেন্জেই সব লোক নাম লিখাতে যায় না। কিন্তু তবু ওরা যে হিসাব দেখিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে ১৯৬০ সালে যেখানে তাদের ওয়েটিং লিষ্ট এ ছিল ৩৪৯৭ জন সেখানে ১৯৬৩ সালে হয়েছে ছয় হাজার, প্রায় ডাবল। যারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেনজে নাম লিখিয়া সেই ওয়েটিং লিষ্ট এ আছে. ১৯৬০ সালের তুলনায় ১৯৬৪ সালে প্রায় ডাবল হয়েছে। অর্থাৎ আমরা তিনটা পরিকল্পনা পার করেছি আর বেকারের সংখ্যা ডাবল হয়েছে। এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের পরিকল্পনার ভাগ্য।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, কয়েকটি প্রাথমিক শিক্ষকের চাকুরীর জন্য পদ খালি হয়েছিল। সেখানে এপ্লিকেশন হয়েছিল ১৭ শত। আই, এ, পাশ, মেট্রিক পাশ ১৭ শত এপ্লিকেশন পড়েছিল। সেখানে পাঁচ ছয় শত লোক ওরা নিয়েছেন। বাকী যে এক হাজার লোক কি বারশত লোক যারা আমাদের ঘরের ছেলে, অতি গরীবের ঘরের ছেলে, যারা হয়ত রিফিউজি ঘরের ছেলে, যারা অনেক কষ্টে এই মেট্রিক পর্য্যন্ত পাশ করে আশা করেছিল যে একটা স্কুল মাষ্টারী পাবে তারা আজকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে—বেকার জীবন যাপন করছে। রুরেল এরিয়ার কথা তো বাদই দিলাম। গ্রামে থেকে কৃষি যাদের বহন করতে পারছে না এই রকম যে গ্রামের যুবক, তারা পাহাড়িয়াদের মধ্য থেকে, তফশীলিদের মধ্যে থেকে, নন্-মেট্রিক হয়ে আই, টি, আই-তে ট্রেনিং নিয়েছে, ভেটেরিনারি ট্রেনিং নিয়েছে অথচ তারা বেকার হয়ে ঘুরছে। কারণ তারা সেখানে কোন কাজ পাচ্ছে না। এবং কাজ পাচ্ছে না শুধু নয়. আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট বা মিডিয়াম স্কেইল ইণ্ডাষ্ট্রি যেগুলি সেইগুলি করা তো দূরের কথা তার তো আমরা কোন ব্যবস্থাই দেখতে পাচ্ছি না। ছোট ছোট ইণ্ডাষ্ট্রি আজকে কলাপ্স করে যাচ্ছে। বিড়ির যে ইণ্ডাষ্ট্রি সেইটাকে আজকে বাহিরের সঙ্গে কম্পিটিশন ফেইস্ করতে হচ্ছে। ম্যাচ্ ইণ্ডাষ্ট্রি আজ বাহিরের সঙ্গে কম্পিটিশন ফেইস্ করছে। তার প্রটেকশনের কোন ব্যবস্থা নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, ২০০ লোককে যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ১০১জন লোক ইণ্ডাষ্ট্রি ষ্টার্ট করল না। আর যারা ষটার্ট করল তাদের অধিকাংশ ইণ্ডাষ্ট্রি বন্ধ হয়ে গেছে। এর আসল কারণ কি? আসল কারণ হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রি ষ্টার্ট করার জন্য টাকা দেওয়া হয় নাই তাদের। কংগ্রেস ষটার্ট করার জন্য তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসই হচ্ছে বড়

ইণ্ডাষ্ট্রি দেশের মধ্যে এখন। কাজেই যদি কোন লোক এটা করে নিতে পারে তা হলে পরে সরকারী টাকা, দশ হাজার, ২৫ হাজার টাকা সেই সরকারী টাকা তাদের পকেটে গিয়ে পড়ছে। যে লিষ্ট এই হাউসের সামনে দেওয়া হয়েছে আমি দেখাতে পারি যে কংগ্রেসের সেক্রেটারী থেকে আরম্ভ করে ত্রিপুরা ষ্টেট কংগ্রেসের সব লোক ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল লোন নিয়ে বসে আছেন, খেয়ে বসে আছেন এবং সেই সব ইণ্ডাষ্ট্রির কোন চেহারা নাই, কোন হদিশ নাই। এইভাবে সেইগুলি চলে গেছে।

কো-অপারেটিভের কথা বলতে গেলে শুধু ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কো-অপারেটিভ নয়, বিভিন্নজায়গার কো-অপারেটিভ, এই এখানে কো-অপারেটিভগুলি সম্পর্কে শ্রীডি, সেনগুপ্ত, রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট, শ্রীহরলাল ভৌমিক, কো-অপারেটিভ এবং শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, ইণ্ডাষ্ট্রি এর এই তিনজনকে নিয়ে একটা ইন্‌কোয়ারী কমিটি সেট আপ করা হয়েছিল সেই ইন্‌কোয়ারী কমিটি যে সেট আপ করা হয়েছিল ওরা এই হাউসের সামনে সেই কথা স্বীকার করেছিল তারপর হঠাৎ মুখ্য মন্ত্রী সেই দিন বললেন না কমিটি-টমিটি কিছু সেট্ আপ করা হয় নাই। অর্থাৎ আবল-তাবল যা কিছু ষ্টেটমেন্ট করা এটা এখানকার মন্ত্রীদের মজ্জাগত হয়ে গেছে নতুবা আমি আশা করব আমার এই ষ্টেটমেন্টের তারা প্রতিবাদ করবেন যে কমিটি হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে কথা বলেছেন যে কমিটি হয় নাই সেইটা সত্য নয় এবং সেই জন্যই এই কমিটির রিপোর্ট তাঁরা প্রকাশ করছেন না কারণ তারমধ্যে ওদের নিজেদের লোকেরা টাকা খেয়ে বসে আছে এবং সেইজন্য এই তদন্ত রিপোর্ট ওরা প্রকাশ করতে পারছে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, গোল্ডস্মিথদের ওরা রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দিলেন একটা আইন করে ফতোয়া দিয়ে। গোল্ডস্মিথ, স্বর্ণশিল্পীরা আজ রাস্তায় ঘুরছেন, এমন কি তাদের ছেলেমেয়েদের সামান্য যে বই এর টাকা সেই টাকাটাও ওরা দিতে পারেন নাই এতো বড় অপদার্থ ওরা। তারা আজ বেকার জীবন যাপন করছে, আজকে এক পয়সার সাহায্য বা লোন তারা পাচ্ছে না এই হচ্ছে আমাদের বেকারদের অবস্থা।

ওয়ার্কিং পিউপল ত্রিপুরায় কত? সেন্সাস রিপোর্ট কি তারা দেখেছেন? সেই রিপোর্ট দেখলে তারা পেতেন যে ত্রিপুরার জনসংখ্যার মধ্যে ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার লোক অর্থাৎ ৩৮ পারসেন্ট অফ দি পপুলেশন তারা মাত্র ওয়ার্কিং, অর্থাৎ তারা কাজ করে খান আর বাকীরা হচ্ছে তাদের উপরে ডিপেণ্ডেন্ট। এই যে ৩৮ পারসেন্ট আমি বললাম সেইটা অল ইণ্ডিয়া ফিগার এর সাথে কমপেয়ার করলে দেখা যায় অল ইণ্ডিয়া ফিগার হচ্ছে ৫৭ পার্সেন্ট অর্থাৎ যেখানে সারা ভারতবর্ষের ৫৭ পার্সেন্ট সেখানে ত্রিপুরার ওয়ার্কিং পপুলেশন হচ্ছে মাত্র ৩৮ পার্সেন্ট। এমন কি মণিপুরে পর্যন্ত সেখানে ৫৪ পার্সেন্ট। তা হলে ত্রিপুরার চেহারা কি, মানুষের কাজ নাই, সেই কাজ যে নাই তা তো সেন্সাস রিপোর্টই আছে, সেন্সাস রিপোর্ট তাকে তো গোপন করা যায় না। সেন্সাস রিপোর্ট পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন যে ত্রিপুরায় (রেড লাইট) উদ্বাস্তু আরো আসছেন কাজেই—

মিঃ স্পীকার ঃ—ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—মাননীর স্পীকার, স্যার, আমার তো আরো সময় লাগবে। আই উইল রিকোয়ার এনাদার হাফ এন আওয়ার।

মিঃ স্পীকার ঃ—এনাদার হাফ এন্ আওয়ার ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—আদার ওয়াইজ ইট উইল বি ইঞ্জাষ্টিজ টু মি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অপজিশনের টোটেল ফিকসড্ করে যদি দেওয়া হয় এবং সেইটা আমরা যদি ভাগাভাগি করে নিই তা হলে হবে না স্যার ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী ঃ—আই উড টেইক এনাদার হাফ এন আওয়ার।

MR. SPEAKER :—Trere is a time limit and that limit has been far exceeded, yor see, he has already been given five minutes.

SHRI CHAKRABORTY :—I will try to complete as early as possible.

মাননীয় স্পীকার স্যার আমি বলছিলাম যেখানে মানুষের খাদ্য নাই, যেখানে মানুষের কাজ নাই, সেখানে মানুষের কাছে শিক্ষার কথা বলে, ডাক্তারের কথা বলে কি হবে ; এই জন্য বলছি যে সেন্সাসে যেমন প্রগ্রেস দেখিয়েছে সেইটা কি, সেইটা যদি আমরা বলি যে গত তিনটি পরিকল্পনা পার হওয়ার পরেও আমরা কিছুই করতে পারিনি যা উল্লেখযোগা কারণ আমরা দেখেছি যে সেন্সাস রিপোর্টে মাত্র ২০,২৪ পার্সেন্ট লোক হচ্ছে আমাদের এখানে যারা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোক। এমন কি মণিপুরে পর্য্যন্ত শতকরা ৩০জন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোক এবং মণিপুর থেকে শতকরা ১০জন আমরা কম। এবং এই যে প্রগ্রেস যদি অমরপুরের দিকে তাকাই তবে দেখব যে অমরপুরে যেখানে ৬০ হাজার জনসংখ্যা সেখানে মাত্র ৮১টি ছাত্র ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত পড়ে। ক্লাস ফাইভের ছাত্র হচ্ছে ৮১টি, আর ১৮জন হচ্ছে ক্লাস এইট এবং ৯জন ছাত্র ক্লাস নাইনে পড়ে। সমগ্র অমরপুর একটা সাবডিভিশন, সেখানে ৯টি ছাত্র তারা ক্লাস নাইন উত্তীর্ণ হয়েছে। এটা আপনাদের ফিগার, জানি না আপনারা যদি ভুল ফিগার দিয়ে থাকেন। ১।১০।৬৪ তারিখে এই ফিগার, এই হাউসের সামনে আপনারা উপস্থিত করেছেন। এই হচ্ছে অমরপুরের নাম্বার অফ্ লিটারেইট পিউপল এবং এটা সারা অমরপুরের ৬০ হাজার লোক সংখ্যার মধ্যে। মেয়েদের মধ্যে ৫৯৭জন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মেয়েলোক সেখানে আছে। সেন্সাস রিপোর্টে যদি লিটারেসি দেখি তবে দেখব যে ৬১ সাল পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে তারা ৯ পার্সেন্ট লিটারেট হয়েছে অর্থাৎ ১০ বৎসরে তাদের অগ্রগতি হয়েছে যে তারা শতকরা ৯জন অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হয়েছে। এর জন্য ওরা বক্তৃতা করে গর্ব করে বলেন সব জায়গায় যে কত উন্নতি করছি দেখ। ওটা সেন্ট পার্সেন্ট করতে সেনচুরি লেগে যাবে, একশত বৎসর লেগে যাবে ১০০ শতজনকে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করতে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, কমলপুরের পাইলট প্রজেক্ট। ওরা বলছেন কম্পালসারি এডুকেশন

করবার জন্য এবং এডুকেশন সেখানে কম্পালসারি হবে। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে আর সেই সব কথা শুনা যায় না। যদিও সংবিধানে ছিল এবং এই নিয়ে আলাপ আলোচনাও হয়েছিল। এটা তাঁরা তিন রকমের পরিকল্পনা করে ত্যাগ করেছেন কারণ কংগ্রেসী অপদার্থদের দ্বারা, ওদের দ্বারা সেখানে ইহা সম্ভব হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই পাইলট প্রজেক্টের রিপোর্ট সেখানে দেখানো হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে শতকরা ৫০জন ছাত্র যাদের ঐ অন্ দি মার্চ বই এ ছাপেন, রোল নম্বর দেখে ঠিক করেন এবং সেই সব নম্বরের শতকরা ৫০জন ছাত্র তারা ক্লাস ফাইভ পর্যান্ত যেতে পারে না। কাজেই রোল নম্বর দেখিয়ে — —

শ্রীএরসাদ আলি :—পয়েন্ট অফ অর্ডার, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দি ওয়ার্ড অপদার্থ ইজ আন-পার্লিমেন্টারী ওয়ার্ড।

মিঃ স্পীকার : —না আন্ পার্লিমেন্টারী নয়।

শ্রীচক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে চেহারা যে ৫০টি ছাত্র ক্লাস ফাইভ পর্যান্ত যেতে পারে না, এই প্রাইমারী ষ্টেইজের ছাত্র। এটাই হচ্ছে ত্রিপুরার বাস্তব চেহারা। কেন যেতে পারে না সেইটা তারা বলেছে, বলেছে খেতে পাই না স্কুলে যাব কি এবং সেই জন্য আমাদের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী যে কথা বলেছেন সেইটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেইটা হল ইলিটারেসি ইজ অন্ দি মার্চ, সারা ভারতবর্ষ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে জনসংখ্যার প্রত যদি আমরা হিসাব করি তা হলে দেখব দিনের পর দিন নিরক্ষরের সংখ্যা বাড়ছে ভারতবর্ষে। এটাই হল তাঁর রিপোর্ট, সেইটাই হচ্ছে সত্য।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এবার স্বাস্থ্যের কথা বলব—ম্যাল নিউট্রিশনের জন্য, মানুষ খাদ্য পায় না বলে সেই রোগীর সংখ্যা বাড়ছে কত, টি, বি, পেসান্টের সংখ্যা বাড়ছে কত, সেই হিসাব কি ওরা রাখছেন।

আমি কয়েকদিন আগে হাসপাতালে ছিলাম। হাসপাতালে সেখানকার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ডাক্তার, তাঁরা বললেন যে আমাদের একটা মস্তবড় অসুবিধা হচ্ছে যে রোগীদের আমরা বাইরে পাঠাতে পারি না, এখান থেকে রিলীজ করতে পারি। তাদের বাইরে পাঠাতে গেলে তারা মরে যাবে। কোথায় পাবে ঔষধ, কোথায় পাবে খাদ্য? কাজেই জোর করে তারা থাকতে চায়। আমার মনে হয় সমস্ত ত্রিপুরাটা একটা হাসপাতালে পরিণত হয়ে যাবে যে চেহারা ক্রমশঃ দাঁড়াচ্ছে। এত বেড হয়েছে, তার পরেও কালকে আমি গিয়ে দেখলাম যে ফ্লোরের মধ্যে, জায়গা নেই তাদের থাকবার জায়গা নেই, রাখা যায় না। কাকে ফেরত দেবেন? মানুষ মরে যাচ্ছে, কেঁদে অস্থির হচ্ছে, ফিরে যেতে চায়না। দূরের থেকে অ্যাম্বুলেন্সে এসে বলে আমাকে মেরে ফেলে দাও, আমি হাসপাতালে না ভর্তি হয়ে যাব না। ডাক্তারদের সমস্যা হয়েছে। কেন সমস্যা হবে না? দেশ উচ্ছন্নে যাচ্ছে, দেশের মানুষের না খেতে পেয়ে মরছে, নানা রকমের ব্যাধিতে ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত দেশ

এবং সেখানে আজকে এই অবস্থা দাঁড়াচ্ছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখছি যে এমনকি থাকবার জায়গা 'হাউসে', সেখানে আমরা দেখি কি? না সেন্সাস্ রিপোর্ট বলছে যে আমাদের এখানে মাত্র ঘরের সংখ্যা হচ্ছে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার যেখানে পরিবারে সংখ্যা হচ্ছে আমাদের ২ লক্ষ ১৬ হাজার। ২ লক্ষ ২৬ হাজার টি পরিবার ১ লক্ষ ৮৫ হাজার ঘরের মধ্যে থাকে। কি অবস্থা এবং এটা অল ইণ্ডিয়া অ্যাভারেজ হচ্ছে ১০০ ঘরে ১০৭টা পরিবার থাকে। আর আমাদের অ্যাভারেজ হচ্ছে ১০০ ঘরে ১১৬ টা পরিবার থাকে। অল ইণ্ডিয়ার যে অ্যাভারেজ সেই অ্যাভারেজের চেয়ে কম আমাদের এখানে আছে এবং তা শুধু নয় আজকে যে দুদিন ধরে ঝড় হল, অসংখ্য ঘর যে সমস্ত পড়ে গেছে সেগুলি উঠাবার খরচ এই সমস্ত লোকদের নেই। এর উপরে এই যে মানুষ যার খাবার নেই, যার লেখাপড়া নেই, যার ঔষধ নেই যার আজকে ঘর নেই থাকবার, তার উপরে ওঁরা ট্যাক্স বাড়াচ্ছেন তার উপরে ওঁরা খাজনা বাড়াচ্ছেন এবং পর পর খাজনার বোঝা পিঠে চাপিয়ে দিচ্ছেন।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ১,৪,৬৪ তে যে 'দেয়ার ইজ নো কেস' যেখানে 'রেভিন্যু হ্যাজ বীন এনহ্যানস্ড বিওণ্ড টুয়েল্ভ পারসেন্ট। সাড়ে বার টাকাও তিনি বলেন নি। শতকরা ১২ টাকার বেশী কোন ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি করা হয় নি। এতবড় একটা অসত্য, এতবড় একটা রাতকে দিন, দিনকে রাত করা একটা মুখ্য মন্ত্রী বলতে পারেন। মানুষ কি বলবে? আমি একটা শুধু টেবল অব রেভেনিউ রেট উপস্থিত করছি। সোনামুড়া, সেখানে ইউনিট নাম্বার ওয়ান নাল জমি করা হয়েছে তিন টাকা কানি; আগে ছিল '৬২ নয়া পয়সা এবং সেখানে সর্ব্বোচ্চ দেড় টাকা ছিল, সেখানে আজকে করা হয়েছে তিন টাকা। ইউনিট নাম্বার টু, ৩'২০ নঃ পঃ করা হয়েছে, সেখানে এক টাকা থেকে দুই টাকা ছিল। ইউনিট নাম্বার থ্রি, ৩'৪০ পয়সা করা হয়েছে, যেখানে ছিল এক টাকা থেকে ২'২৫ নঃ পঃ। ইউনিট নাম্বার ফোর, ৩'৻৫ নঃ পঃ করা হয়েছে, যেখানে ২'৫০ নঃ পঃ ছিল। ডাবলের কম তো কোন জায়গায় দেখছিনা। অথচ ওঁরা বলছেন যে ১২ পারসেন্টের বেশী বাড়ানো হয় নি এবং এটা করা হয়েছে উইদাউট এ্যানি অ্যাসেসমেন্ট। আশ্চর্য্যের কথা যে ওরা এইহাউসে বলেছেন যে ফেয়ার এসেসমেন্ট সম্পর্কে যে রুল করার কথা ওঁদের সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে ওঁরা জবাব পেয়েছেন যে সেই রুল করা হয় নি। ফেয়ার এসেসমেন্ট রুল করা হয় নি। ওরা এই হাউসের সামনে বলেছেন। তাহলে এসেসমেন্ট হল কি করে? এই খাজনা বাড়ানো হল কি করে? রাজস্ব বাড়ানো হল কি করে? বে-আইনি ভাবে ওঁরা সমস্ত কাজ কর্ম্ম করছেন কেন না এই মানুষটাকে মেরে ফেলতে হবে, খাজনার বোঝা চাপিয়ে, এই জন্য ওঁরা প্রফিট এগ্রিকালচার ট্যাক্স ক্যালকুলেট করে ওঁরা বলছেন যে এখানে এক কানি জমিতে বা এক মন ধান হতে যে কত খরচ হয় এটা এখানকার ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট জানেন না। তাহলে পরে কষ্ট অব প্রডাকশন যদি না জানেন তাহলে প্রফিটস অব এগ্রিকালচার কি করে হিসাব করলেন? একটা গভর্ণমেন্ট না এটা একটা কি? যারা বলছেন এক মুখে যে আমরা প্রফিটস অব

এগ্রিকালচার ক্যালকুলেট করেছি। আর এক মুখে বলছেন যে এক মন ধানের কি খরচ হয় এখানে। আমরা জানিনা, তা এটা কোন রাজ্য ? কোন অপদার্থ গভর্ণমেন্টে এই রকম দেখতে পাওয়া যায় যা ওঁরা এখানে চালাচ্ছেন ? (এ ভয়েস) না—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই সম্পর্কে আমাদের তথ্য নাই। এখানে এক মণ ধানের কষ্ট অব প্রডাকশন কি এই তথ্য ওঁদের হাতে এখনও নেই। মাননীয় স্পীকার, স্যার, ফলে আমরা দেখছি যে তিন বছরের এরিয়ারস জমা হয়ে গেছে। ঐ কমলপুরেতে, ঐ খোয়াইতে, বিভিন্ন জায়গাতে এরিয়ারস অ্যাকিউমিউলেটেড হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ৮ লক্ষ ডি, পি, এবং তিন লক্ষ ৪০ হাজার ট্রাইবেল এবং সিডিউল্ড কাষ্ট তাদের নাকি এই ষ্ট্যাম্প ডিউটি এবং কোর্ট ফি দিতে হয় না। তারা এটা থেকে মুক্ত। তাঁর ল্যাংগুয়েজ হচ্ছে যে তারা এটা থেকে মুক্ত। এতবড় একটা মিস-ষ্টেটমেন্ট অব ফ্যাক্টস (এ ভয়েস)—হ্যা, ওঁরা বলেছেন যে এর থেকে ওরা মুক্ত। আমি তার ল্যাংগুয়েজ কোট করছি। বক্তৃতা হচ্ছে ১।৪।৬৪ তারিখের বক্তৃতা। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি চান তিনি আবার দেখে বিকালে আমাকে সংশোধন করে দেবেন, আই অ্যাম ওপেন টু কারেক্শন। এই কথা তাঁরা বলেছেন। অতবড় মিসলিডিং দি হাউস। এতবড় মিস্-ষ্টেটমেন্ট অব ফ্যাক্টস একটা মুখ্যমন্ত্রী একটা সামান্য দায়িত্বহীন লোক হিসাবে তিনি করলেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। কারণ এই রকম কোন প্রভিশন নেই ষ্ট্যাপ ডিউটি অ্যাক্টে, বা কোন জায়গায় তিনি দেখাতে পারবেন না যে এরকম আছে যে তারা এটা থেকে মুক্ত।

সেটেলমেন্ট অপারেশন ইজ ফিনিশিং দি পিপল। কারণ এখানে ৭ লক্ষ টাকার মত শুধু এই সমস্ত ফী আদায় করা হচ্ছে। এই গরীব মানুষগুলো একটা আপত্তি দেবেন যে আমার খাজনা বাড়ানো উচিত নয়, তার জন্য ১২ আনা কোর্ট ফি দিতে হবে। একটা কথা বলতে পারবে না কোর্ট ফি ছাড়া। এমন একটা আইন ওঁরা করে গেছেন যে সেটেলমেন্টের কাছে একটা বক্তব্য, একটা সামান্য কথা যে আমার খাজনা বাড়াতে পারবে না সেটা বলতে গেলেও তার ১২ আনা দিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, লোন যেগুলো দেওয়া হয়েছিল সেই লোনস লাখস অব রুপীজ আন-রিয়েলাইজড হয়ে রয়েছে। কোথা থেকে দেবে ? সেই সমস্ত হ্যানড্রেডস অব কো-অপারেটিভস তাদের লোন দিতে পারে নি। আমরা দেখি গ্রুপ লোন ওঁরা দিয়েছেন ১৯৬০-৬১তে ১৫ হাজার টাকা, ১৯৬৩-৬৪তে চার হাজার টাকা। কমে আসছে। অর্থাৎ আমরা তোমাদের সাহায্য কমিয়ে দেব তোমরা আমাদের টাকা যখন ফেরৎ দাও না। কাজেই এই মানুষটা ঋণের বোঝায় যত নুইয়ে পড়বে, ওদের সাহায্য থেকে তত সে বঞ্চিত হবে এবং তার জন্য ওঁর ইনডেটেডনেস সাফার করবে।

(এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

আই ওয়ান্ট ফিফটীন মিনিটস অনলী। আমি শুধু আপনাকে এই জন্য অনুরোধ করছি

যে আজকে আমাদের বক্তাও কম থাকবে এবং সেইজন্যই আমি সময়ের জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকারঃ—দেন আই শ্যাল নট এলাউ মোর স্থান ফিফটীন মিনিটস।

শ্রীচক্রবর্তীঃ—হ্যা ঠিক আছে, হ্যাটস অল রাইট। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাকে এখন খুব হারি আপ করতে হবে। আমি শুধু উল্লেখ করে যাচ্ছি ডেভেলাপ কিছু করা যাবে না। ইনডেটেডনেস ওঁরা হিসাব করেন নি। আমাদের এখানকার যারা ডি, পি তাদের যে সমস্ত লোন ছিল অন্যান্য জায়গার নাকচ করা হয়েছে, হাজার টাকা পর্য্যন্ত নাকি নাকচ করা হয়েছে৷ সেটাও এখন পর্যান্ত করা হয় নি। কিন্তু তাতে ২৫ পারসেন্ট অব দি ডি, পি, কাভারড হবে। বাকী অনেক থেকে যাবে। ওঁরা নিশ্চয় জানেন যে ৭৫ হাজার যেমন ডি, পি, রয়েছে, যারা লোন ইত্যাদি পেয়েছে, তার মধ্যে মাত্র ২৫ হাজার যারা নাকি অল ডেট. এটা সবটা মকুব পেয়ে যাবেন। কাজেই এটা তারা দেখবেন না। ক্যানসেলেশন শুধু ওদের ক্ষেত্রে নয়। এই এরিয়ারস পড়ে আছে, এই যে লোনসের এরিয়ারস পড়ে আছে এগুলি সমস্ত ক্যানসেল না করলে এ মানুষগুলোকে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা দেওয়া হবে না। যে এগ্রিকালচারিষ্ট, যে কৃষিজীবি তাকে উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা দিতে হলে অল ডেটস তাকে ক্যানসেল করতে হবে এবং এরিয়ারস তাকে ক্যানসেল করতে হবে, এ'মানুষটাকে বাঁচবার জন্য ডাক দিতে হবে। তাহলে কাজও অগ্রসর হবে, উৎপাদনের উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে পারবে। একে নুইয়ে পড়া এর যে কাঁজ সেটাকে ভেঙে দেওয়া নয়, সেটাকে তাজা করে তুলবার জন্য সেই প্রতিশ্রুতি এই বাজেটের মধ্যে নেই।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি দেখছি যে ওয়ান পারসেন্ট অব দি পপুলেশন তারা রিচার হচ্ছে ক্রমশঃ। আর এটা মহলানবীশ কমিটির রিপোর্ট—শতকরা দশ জন ৩৪ পার্সেণ্ট অব দি পার্সোন্যাল ইনকাম ভোগ করছেন এবং শতকরা একজন তাঁরা ১১ পর্সেণ্ট অব দি পার্সোন্যাল ইনকাম তারা ভোগ করছেন। আর নীচের তলার যে ২৫ জন তাঁরা ১০ পার্সেণ্ট মাত্র ভোগ করছেন। এবং তার মধ্যে মহলানবীশ কমিটি বলেছেন—তার কোটেশন আমি দিচ্ছি। ইট টার্নস আউট দ্যাট কনট্রাক্টরস অব দি গ্রুপ গ্রেটলী ইন কোটা,। হ্যা, ওঁরা সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়েছেন এবং ডিগ্রি অব ইনইকোয়ালিটি সেটা বেড়েছে। এই যে প্ল্যানগুলি, প্ল্যানের মধ্যে কনট্রাক্টারদের রাজত্বটা কায়েম হয়েছে এটাও মহলানবীশ কমিটি দেখিয়েছেন এবং এটাকেই ওঁরা নাম দিচ্ছেন যে এটা নাকি সমাজতন্ত্র। এমনকি শ্রীকামরাজ কালকের মিটিঙে বলেছেন যে শতকরা ৮০ জন কিছু সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না এখনও। কাজেই শতকরা ৮০ জন যে সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেনা এটাকে সমাজতন্ত্রের নামাবলী দিয়ে চালাতে হবে এবং এটা যে কতবড় সমাজতন্ত্র তা কমলপুরের পাইলট প্রজেক্ট দেখিয়েছে। মানুষের আয় মাসে ১২ টাকায় এসে থেমেছে। এই হচ্ছে সেখানকার রিপোর্ট এবং এর মধ্য তপশীল জাতি, উপজাতি সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে কারণ। তারা হচ্ছে উইকেষ্ট পিপল অব দি সোসাইটি। তারা আজকে হাজারে হাজারে জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। তাদের চাকরী বাকরীতে যে সমস্ত রেশিয়ো আছে সেগুলি ব্লাসটাফাইড হয়ে যাচ্ছে। সেই রেশিও

ওঁরা কোন রকম ফলো করতে পারছেন না। ক্লাস ফোর এম্প্লয়ীতে তাদের রেশিও ফলো করা হচ্ছে না। আর ওঁরা বলছেন কিনা উপযুক্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সিডিউল কাষ্ট, সিডিউল ট্রাইবসদের যে রেশিও ক্লাস ফোর এম্প্লয়ীজে সে রেশিও ফলো করতে পারে। যেখানে তাঁদের করা উচিৎ ছিল ৩০ সেখানে তাঁরা করছেন ১৯। এবং আমরা দেখছি যে কমিশনার ফর সিডিউল কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউল ট্রাইবস, তাদের ব্রাসেসাইড করছেন, ফ্লাউট করছেন, করে ওঁদের জবরদস্তি, তাদের সেই নির্যাতন, নিপীড়ন চালাচ্ছেন। ওদের যে ট্রাইবেল এরিয়া সিডিউল করার দাবী যেটা করতে পারলে ওদের জমিতে স্থায়িত্ব দেওয়া যায় সেটা না করে ওঁরা এখানকার লক্ষ লক্ষ ট্রাইবেলকে জমি থেকে উচ্ছেদ করায় সাহায্য করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানি যে এটা হচ্ছে-কংগ্রেসের রুল সেটা হচ্ছে ধনিক শ্রেণী শাসনের। এবং তার জন্যই ওঁরা দেশের কথা ভাবেন না, জাতির কথা ভাবেননা। মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থ ধনিক এবং মুষ্টিমেয় ব্ল্যাকমার্কেটীয়ার তাদের স্বার্থ দেখে ওঁরা বাজেট তৈরী করেন এবং সেজন্যই ত্রিপুরার যেসমস্ত বিশেষ সমস্যা সেগুলি ওঁরা এই বাজেটের মধ্যে রাখেন নি। সেই সমস্যাগুলি কি ? না ওঁরা যেমন এগ্রিকালচারে, আমি বলছি, কিছু বুরোক্রেসি কে ট্রেনিং দেন করার বাজেট সেই এগ্রিকালচার বাজেটের মধ্যে আছে। বেসিক প্রব্লেম ওঁরা টাচ করেন নাই। সেটা হচ্ছে জমির সমস্যা, ক্যাপিটেলের সমস্যা এবং সার্ভে সেটেলমেন্ট বলেছে যে এইখানে নাকি ২ লক্ষ ১৬ হাজার একর জমি, ৬ লক্ষ একর খাস জমি আছে। পতিত জমি আছে যেটা এগ্রিকালচারাল ল্যাণ্ড, যেটা চাষ করা যায় সেই জমি ওঁরা বন্টন করার ব্যবস্থা করেন না। ওঁরা সেই জমি নিয়ে খেলছেন। ওঁরা ওঁদের কংগ্রেসের লোককে ডেকে ডেকে সেখানে টাকা দিচ্ছেন। এখানে কৃষকদের মধ্যে যাদের বেসিক হোলডিং বা তার কম আছে- এইরকম কৃষকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৫ হাজার এবং মাত্র একটা ফেমিলি হোলডিং আছে এইরকম কৃষকের সংখ্যা হচ্ছে ২ লক্ষ ১৬ হাজার। এই হচ্ছে কৃষির চেহারা। ছোট ছোট কৃষক এটা যদি ওঁরা মনে রাখতেন তাহলে পরে ওদের আরও বেশী টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করতেন। সেই অবস্থা আমরা দেখি না। ফ্লাড প্রটেকশন মেজার্স এই বাজেটের মধ্যে নেই এবং যে ক্যাপিটেল দেওয়ার, সাবসিডি ইত্যাদি দেওয়ার সেটা এত মীগার যে তা দিয়ে ওদের বিশেষ কিছু উন্নতির আশা করছি না। মাইনর ইরিগেশন—সমস্ত ত্রিপুরার মধ্যে ৩·২ পারসেন্ট অব দি ল্যাণ্ড হচ্ছে ইরিগেটেড ল্যাণ্ড। এটা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বনিম্ন। ভারতবর্ষের এমন কোন এলাকা নেই যেখানে এর কম ইরিগেটেড ল্যাণ্ড আছে। এবং ইরিগেশন প্রজেক্ট যেগুলো মোস্টলী ফেইলুর হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে কৃষির চেহারা। কৃষির যে বাজেট তার মধ্যে এই চেহারার কোন পরিবর্তন হবে তার লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রেতে সংবাদপত্রগুলিতে দেখি যে আমরা দিল্লীতে যাচ্ছি, আমরা এই ইণ্ডাষ্ট্রি আনছি, ঐ ইণ্ডাষ্ট্রি আনছি। হয়ত তেলিয়ামুড়া সম্মেলনেও বড় বড় প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবে আমরা এটা আনলাম, ওটা আনলাম কিন্তু বাজেট ইত্যাদিতে খুঁজলে দেখা যাবে সেখানে কোন মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্রি নেই। সূতা কল বলুন, কাপড়ের কল বলুন অথবা জুট মিল বলুন কোন একটা ইণ্ডাষ্ট্রির হদিশ সেটার মধ্যে পাওয়া যাবে না। এইগুলি

সম্ভবত ধীরেন ভৌমিকের মত লোকদের,আগরওয়ালার মত লোকদের, যাদের প্রাইভেট ষ্টক থাকে, যারা সমস্ত কুকীর্ত্তির নেতা হতে পারবে তাদের জন্য রেখে দেওয়া হয়েছে। এগুলি ভবিষ্যতে হবে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি এখানে কিছু নেই। রেলের সম্পর্কে-রেলের যে বাজেট দিল্লীতে আলাপ আলোচনা হয়েছে সেখানে ত্রিপুরার রেলের কথা নেই। কামরাজ সাহেব এখানে এসে বক্তৃতা করেছেন। ভাল কথা আমাদের পক্ষে, রেলের পক্ষে বক্তৃতা করেছেন। আজকে কাগজে দেখলাম এই কথাটা। তিনি দিল্লীতে গিয়ে আগে যদি বলতেন তাহলে হয়ত, বাজেটে এটা অন্যভাবে হয়ে যাবে। তিনি দিল্লীতে না বলে তেলিয়ামুড়া বললে যে কি উপকার হবে সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কারণ যেখানে বলা দরকার সেখানে হয়ত একথাটা পৌছবে না। কাজেই এ হচ্ছে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কথা-বার্ত্তা। কিন্তু আসল কাজের ক্ষেত্রেতে এইগুলি কোন বাজেটে, কি কেন্দ্রের বাজেটে, কি ত্রিপুরার বাজেটে এইগুলির চেহারা দেখা যায় না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এর পর করাপশন এবং এক্সপ্লয়টেশন সম্বন্ধে বলব। আমার সময় খুব কম। সেটা হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট এবং এন্টিকরাপশন ডিপার্টমেন্ট। ১৬৪টি কেস্ তারা নাকি তদন্ত করেছেন কিন্তু একটারও কোন কোর্ট কেস্ এখন পর্যান্ত আনলেন না। এটা আমার কথা নয়। কারণ এদের সঙ্গেত তাদের যোগসাজস আছে। এই সমস্ত লোক সব কটিই হচ্ছে প্রায় কংগ্রেসের চাঁই। অর্থাৎ কংগ্রেসকে টাকা দিয়ে, কামরাজ তহবিলে টাকা দিয়ে এই সমস্ত কেস্ থেকে তারা মুক্ত হয়ে গেছেন। কাজেই এদের বিরুদ্ধে কোন কেস্ হবে এটা আমরা আশা করছি না। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কেস্ হলে সেটা নাকি ভিজিল্যান্স কমিটি দেখবে—এটা একটা আশ্চর্য্যের কথা, যারা মন্ত্রীদের কর্মচারী এই পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তিনি নাকি ঐ সুখময়বাবুর যে করাপশন কেস্ তার বিচার নাকি তিনি করবেন, চীফ সেক্রেটারী করবেন, এমন কথা একজন মুখ্যমন্ত্রী বলতে পারেন হাউসে দাঁড়িয়ে এটা কল্পনার অতীত। কিন্তু তিনি বলেন, বলে ফেলেন। তার বলবার ভংগি আছে, আর, তাঁর ক্ষমতা আছে ভোটের জোর আছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, কাজেই এইসব কথা বলে যাচ্ছেন। একথা বলার অর্থ হ'ল এই সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হউক এটা ওঁরা চান না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখলাম পি, এন, দেবকে পরিবর্ত্তন করে ডি, এন, ভৌমিককে এখানকার ষ্টীল আনবার যে সমস্ত ব্যবস্থা তা তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এই ডি, এন ভৌমিক—তিনি কলিকাতায় ২টি ষ্টীলের কারখানা করেছেন এবং সেই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত হচ্ছে। কারণ বহু ষ্টীল তিনি ব্ল্যাক মার্কেট করেছেন। আমি সম্প্রতি কলিকাতা গিয়েছিলাম। সেখানকার মাঝারী শিল্প যারা করেন তাঁদের সমিতির একজন কর্ত্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনি বলেন যে তোমাদের ত্রিপুরার জিনিষ সস্তায় পাচ্ছি। এখানে ষ্টীল বল, আয়রণ বল, ষ্টেন্‌লেস ষ্টীল বল এর কোটা খুব বিক্রি হচ্ছে এখানে। কোথায় পাচ্ছেন? না ধীরেন ভৌমিক আছেন আর, ঘোষের চেলা, আর। ঘোষ নাকি ওখানকার ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। ওর সঙ্গে বেশ ব্যবসা চালিয়েছেন, ১০ লক্ষ টাকায় বাড়ি করেছেন, তোমরা চেননা তাঁকে এবং আমি তাঁর বাড়িখানা

দেখে আসলাম, দয়া করে তিনি দেখালেন, ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে বাড়ী করেছেন এবং সেটা ত্রিপুরা হাউসের পাশে করেছেন কারণ ত্রিপুরা হাউসের কাছে হলে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে সুবিধা হয় এমনকি মুখ্যমন্ত্রী কলিকাতায় গেলে তার বাড়িতে অতিথি হন এবং মুখ্যমন্ত্রী নাকি এই আর, ঘোষের গুরুদেব এবং তার কাছে শুনলাম যে আর, ঘোষ আগে ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং এখন ওয়েষ্ট বেঙ্গলের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী এবং পরে কি হয়েছেন তা আমরা জানিনা, তাঁর সঙ্গে বেশ একটা এখন কোটারী, এই কোটারী ত্রিপুরার সমস্ত কিছু নিয়ে আজকে ব্ল্যাক মার্কেট চালাচ্ছে এবং এই লোকগুলি—মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা এক কথায় এই সমস্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন আমাদের জিনিষপত্র নিয়ে, এর কোন তদন্ত হবে এটা আমি আশা করিনা। এখন এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, এই যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী আর, পি, সি তিনি—তাঁর আত্মীয়স্বজন তারা ৫২টি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের রাস্তা, ১৫৪টি কালভার্ট, ১১টি ব্রীজ বিলোনিয়াতে করেছেন, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকায়, বিলোনিয়ায় একা এবং কোথায় না বাড়ী যাওয়ার রাস্তা একটা করে, কালভার্ট করে ইত্যাদি করে, লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন, খালি তাঁর আত্মীয়স্বজন তারা নিয়েছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের টাকা ওরা নিয়েছেন, সে সমস্ত রাস্তার কোন চিহ্ন নেই। এই সমস্ত তদন্ত হবেনা, কারণ তাহলে পরে এই আর, পি, সি সাহেব—তাঁকে হয়ত জড়িয়ে পড়তে হবে, কাজেই এর তদন্ত হবেনা। পি, ডব্লু ডি'র রাস্তা টি, টি, সি যেগুলি করেছে এখনও পি, ডব্লু, ডি বুকে গেলনা, এগুলির তদন্ত হবেনা। এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট ডিপার্টমেন্টালি কাজ করেছে উইদ্ আউট অবজার্ভিং রুলস, সেগুলি ওরা নিজেরা স্বীকার করেছেন। সেগুলি তদন্ত হবেনা এবং কমিউনিটি ডেভালাপমেন্ট ব্লকের লক্ষ লক্ষ টাকার কাজ উইদ্ আউট এনি টেণ্ডার, উইদ্ আউট অবজার্ভিং রুলস্ সেগুলি বিলি করা হচ্ছে। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি সেদিন যেমন নাকি তেলিয়ামুড়া ব্লকে নন্দ কুমার দেববর্মা সেদিন মাত্র কংগ্রেসে জয়েন করার সংগে সংগে সাত হাজার টাকা তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল উইদ্ আউট কলিং এনি টেণ্ডার, উইদ্ আউট অবজার্ভিং এনি রুলস্। সেখানকার বি, ডি, ও তাকে ডেকে বল্লেন তুমি সাত হাজার টাকার কাজ কর। কিন্তু তিনি কাজ আরম্ভ করলেন, সেখানে কোন রকম পি ডব্লু, ডি'র রুলস, সেগুলির ফরমালিটীজ তাকে মানতে হ'লনা, এইগুলি হবেনা এবং আমি রামঠাকুর পাঠশালা সম্পর্কে, নবগ্রাম হাইস্কুল সম্পর্কে এই এখানকার মন্ত্রী মহাশয় মিঃ ভৌমিকের কাছ থেকে বহু প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম, এটার তদন্ত হবে কিন্তু আজকে পর্যান্ত সেটার তদন্ত সম্পর্কে আর কিছু শোনা গেলনা এবং এইগুলি হবে সেটা আশাও করিনা। আমি আরও দুই একটি কথা বলছি এই যে টাকা লোন টোন দেওয়ার ব্যপারে, টাকা কিভাবে লোন দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, বরকাঠালিয়া শিথি রায়, সন্তু দেববর্মা তাদের নামে ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাংক থেকে টাকা তিন হাজার, দুই হাজার মঞ্জুর হ'ল, সমস্ত কিছু মঞ্জুর হয়েছে, ডকুমেন্ট রেজিষ্ট্রি করে টাকা নিয়ে নিয়েছেন এখন বলছেন কংগ্রেসের টিকিট না করলে তোমাদের টাকাটা দেওয়া হবে না, ওরা ঘোরা- ফেরা অনেক করেছে কিন্তু তাদের সে টাকা দেওয়া হলনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, তুষা চন্দ্র নিয়োগী

মোহনপুর তহশীল'এর মধ্যে…

মিঃ স্পীকার :—টাইম ইজ ওভার। **শ্রী চক্রবর্তী :**—আর পাঁচ মিনিট।

এই যে তুষাচন্দ্র তার নামে অ্যাগ্রিকালচার লেবার হিসাবে লোন মঞ্জুর হ'ল। সে টাকা আর একজন কংগ্রেসের লোককে বলা হ'ল তুমি তার নাম সহি করে টাকাটা নিয়ে নাও এবং সে তার নাম সহি করে সে টাকাটা নিয়ে নিল। এখন তদন্ত করার সময় সার্কেল অফিসার বলছেন যে তার সঙ্গে শেয়ার করে নাও। সে যখন টাকাটা নিয়ে নিয়েছে তার সঙ্গে শেয়ার করে টাকাটা নাও। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে অবস্থা। ভিজিলেন্স কমিটি এখানে হবে না, সদাচার সমিতি হবে না, এস, পি, ইনভেষ্টিগেশন এখানে হবেনা, এখানকার আর ঘোষ সম্পর্কে আমার বহু অভিযোগ আছে সেটা উপস্থিত করার সময় নাই। কাজেই……

(ভয়েস্………আর ঘোষ সম্পন্ধে বলেতো কোন লাভ হবেনা)

(**শ্রী চক্রবর্তী**……আমাদের আর ঘোষ আছেনত)

এখানে ডেমক্রেসি বলে কিছু নাই এই জন্য যে এটা করতে গেলে আমলাতন্ত্রকে আর রাখা যায়না। কেরলায় যেমন গণতন্ত্রকে হত্যা করেছেন, ঠিক তেমনি ত্রিপুরার মধ্যেও হত্যা করা হচ্চে। এখানে মিউনিসিপ্যাল বডি ওরা করবেন না। ওরা বলেছেন যে একমাত্র আর ঘোষই এডমিনিষ্ট্রেটর এখানে থাকবে, এখানে আর কেউ মিউনিসিপ্যালিটির এডমিনিষ্ট্রেটর হতে পারবেনা কারণ ওদের কথা মত চলতে পারেন, কাজেই ইলেকটেড বডি থেকে আর, ঘোষ বড় কংগ্রেসের কথায়, কাজেই এটা এসেম্বলীতে বলতে সাহস করতে পারেন যে আর, ঘোষের মত একজন লোক এডমিনিষ্ট্রেটর হিসাবে থাকবে, আর ঘোষ তাদের কাছে গণতন্ত্রের চেয়ে অনেক বেশী। ওরা পঞ্চায়েত করেছেন কিন্তু ওদের হাতে ক্ষমতা দেন নাই কারণ ক্ষমতা দিলে অগ্রগতি হবেনা। বি, এল, ডব্লু পঞ্চায়েত থেকে অনেক বড়, ওরা রবিরামকরের হাত দিয়ে কলোনি করবেন, পঞ্চায়েতের মত নেওয়া হবেনা, এখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে পঞ্চায়েতের মত নেওয়া হবেনা. ভূমিহীনদের তদন্ত করার জন্য বডি হচ্ছে রবি-রামকর সেটা পঞ্চায়েত করতে পারেনা কাজেই এই হচ্ছে ওদের গণতন্ত্রের চেহারা। ওরা সমস্ত গভর্ণমেন্ট মেশিনারীজ ইউজ করছেন এবং কিভাবে ইউজ করছেন না, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা ইস্তাহার এখানে পড়ে দিতে পারি সেটা হচ্ছে একটা স্কুলের—আমাদের গভর্ণমেন্ট স্কুলে ওরা মিটিং করেছেন এই তেলিয়ামুড়াতে। কল্যাণপুরের ধনঞ্জয় সিং, সম্পাদক মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির, তিনি জনসাধারণকে বলছেন যে মণ্ডল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিরাট সভা হবে, কোথায় না, কল্যাণপুর হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল প্রাংগনে এবং তারিখ হচ্ছে ৮।৩।৬৫। কংগ্রেসের মিটিং কল্যাণপুর হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে হতে পারে আর ভূপেশ গুপ্ত এম, পি, তিনি যদি আগরতলায় আসেন মিটিং করার কোন জায়গা আগরতলায় হবেনা, সে জায়গা ওরা দিতে পারেন না। ওদের গণতন্ত্র হচ্ছে এইরকম গণতন্ত্র সেখানে বিরোধী দল, তাঁদের নেতা তাঁকে মিটিং করার পার্মিশন এবং জায়গা ওরা দেন না অথচ ওরা খোয়াই এস, ডি, ও-কে বলেছেন যে তুমি গ্রামে গ্রামে যেয়ে কামরাজ তহবিলের জন্য টাকা তোল এবং সেই তেলিয়ামুড়া রিজার্ভ ফরেষ্ট তাদের বলা হয়েছে যে দুই হাজার টাকা আমাদের

ধরা হয়েছে পঞ্চায়েতের উপর, কাজেই তোমাদের দিতে হবে। যে লোকগুলি খেতে পায়না, উপ-জাতি তাদের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা এবং এক হাজার বাঁশ ধরা হ'ল যে সেটা তোমাদের দিতে হবে, উপর থেকে অর্ডার হয়েছে এই সমস্ত কালেক্ট করে দিতে হবে। এই হচ্ছে অবস্থা, ওদের গণতন্ত্রের এবং গভর্ণমেন্ট এম্প্লয়ীজদের। আর কম্যুনিষ্ট এর বৌ যদি মাষ্টারী করে তার চাকুরী যাবে, রুল ফাইভ প্রয়োগ করা হবে যেহেতু কম্যুনিষ্টের বৌ। উদয়পুরে চাকুরী গেল, সোনামুড়ার চাকুরী গেল কেন না, কম্যুনিষ্টের বৌ কাজেই তোমাদের রুল ফাইভে চাকুরী যাবে। আর এস ডি, ও দিয়ে আমরা মিটিং করতে পারি। দশরথ দেববর্মা, এম,পি যখন নাকি বামুটিয়াতে মিটিং করেছিল তখন এখানকার এস, ডি, ও এস, আর, চক্রবর্তী তাঁকে সেখানে নিয়ে যেয়ে বলা হয়েছে যে যেভাবে হউক মিটিং পণ্ড করতে হবে, তোমাদের, এবং গ্রামবাসীকে নিয়ে ঐ এস, ডি, ও এস, আর চক্রবর্তী মিটিং করেছেন। সেই গ্রামবাসী আমার কাছে বলছেন যে কি করব, এস, ডি, ও ডেকে বলেছেন যে একটা খেলা হলেও পাশে অর্গেনাইজ কর যাতে লোক দশরথের মিটিং এ যেতে না পারে। এইভাবে ওরা সমস্ত সরকারী মেসিনারীজগুলি নিজেদের কাজে ব্যবহার করছেন, এবং সেটা করা হচ্ছে গণতন্ত্রের নামে। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিধানসভার রাইট ওঁরা কার্টেইল করছেন এখানে, এখান থেকে অ্যাসিউরেন্স কমিটি তুলে দিয়েছেন ওঁরা, এখানে যেসমস্ত প্রতিশ্রুতি দেন সেগুলি পালন করেন না। ওঁরা যখন দেখেন চলেনা তখন পুলিশ ক্যাম্প নিয়ে আসেন। সদরের মধ্যে ওঁরা কম্যুনিষ্ট বেইসগুলিতে—বেলবাড়ি, চাচু, বেলমুড়া, মন্দাই, দুই মাইল পর পর একটা পোষ্ট, এটা বর্ডার এলাকা নয়। একটা এলাকার মধ্যে দুই মাইল পর পর পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে দেখে আসুন যে দুই মাইল পর পর একটা ক্যাম্প করা হয়েছে কিনা। এই এলাকার মধ্যে ৮ মাইল জায়গায় চারটী পুলিশ ক্যাম্প করা হয়েছে। কেন না এটা একটা কম্যুনিষ্ট বেস্ সেটাকে কংগ্রেস করতে হবে। কিভাবে না রাধারমন দেবনাথ তার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হ'ল গরু চোর বলে। সাত মাস তাকে হাজতে রেখে দেওয়া হ'ল প্রথমে তাকে জামিনে মঞ্জুর হ'ল না, তার পর এস, আর চক্রবর্তী বললেন ইট এপিয়ার্স ফ্রম্ দি ফরওয়ার্ডিং রিপোর্ট দ্যাট হি ইজ এ ক্রিমিন্যাল এণ্ড অ্যাপ্রিহেণ্ডেড বাই বি, ও, পি, সেটা সত্যি নয়

শ্রীচক্রবর্তী :—বি, ও পি, তাকে অ্যারেষ্ট করেনি, একজন এস, ডি, ও তিনি মিথ্যা কথা বলে একটা রিপোর্ট'এর মধ্যে লিখে দিলেন।

মিঃ স্পীকার :—মিথ্যা ইজ আনপার্লামেন্টারী।

শ্রীচক্রবর্তী :—আমি বলছি অসত্য, যার সঙ্গে ফ্যাক্টসের কোন রিলেশন নাই ?

মিঃ স্পীকার :—অসত্য ইজ অলসো আন-পার্লামেন্টারী।

শ্রীচক্রবর্তী :—আচ্ছা ফ্যাক্টসের কোন রিলেশন নাই এইরকম একটা রিপোর্ট তিনি করলেন। তার পর তিনি যখন আবার রায় দিলেন,—যখন বিচারে রায় হ'ল তখন দেখা গেল দ্যায়ার ইজ নো প্রাইমা ফেসি কেস এগেইনিষ্ট হিম এণ্ড দ্যায়ারফোর দি কেস্ ইজ ডিস্মিস্ড।

লোকটাকে সাত মাস হাজতে রাখার পর তাকে বলা হ'ল কেস্ ইজ ডিস্মিসড। লোকটা ১০ হাজার জামিনে তাকে বলা হ'ল ছেড়ে দেওয়া হবে, এবং তাকে উপরের কোর্টে যেতে হ'ল জামিন কমাবার জন্য। তার পর হ'ল প্রাইমাফেসি কেস্ নাই। আরেকটা——

মিঃ স্পীকার ঃ—টাইম ইজ ওভার।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—আর দুই মিনিট হ'লেই আমার হয়ে যায়।

মিঃ স্পীকার ঃ—না, আই ক্যান গিভ্ ইউ অন্‌লি ওয়ান মিনিট মোর।

শ্রীচক্রবর্তী ঃ—তারপর আরেকটা কেস্ দেওয়া হ'ল তার এগেইনিষ্টে এবং ফাইনাল রিপোর্টে বলা হ'ল ইট ইজ এ মিষ্টেক অব ল', ওয়ান্‌টিং ইন্ এভিডেন্স, প্রাইমাফেসি কেস্ নাই। যে প্রাইমাফেসি কেসের কথা বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী লাফান প্রত্যেক মিটিং'এ প্রাইমাফেসি প্রাইমা-ফেসি করে, এখানে একটা প্রাইমাফেসি কেসও নাই। একটা লোককে সাত মাস জেল খাটার পর সমস্ত রকম নির্যাতন করার পর বলা হ'ল যে তার এগেইনিষ্টে কোন প্রাইমাফেসি কেস নাই। এটার নাম কি ডেমোক্রসী না এটা পুলিশরাজ এবং পুলিশরাজ ওরা কায়েমি করেছেন এখানে এবং হাজার হাজার কেস্, শুধু আজকে নয়, ১৯৬২ সন থেকে চলছে ঐ ইলেকশন টাইমের কেস —কৈলাশহর, কাঞ্চনবাড়ী বিভিন্ন জায়গাতে সে কেস চলছে এবং সে সমস্ত করছেন এবং ঐ পুলিশ পাকিস্তানী লেবার আনার জন্য সাহায্য করছে। অমরপুরে কাজ করানো হচ্ছে পাকিস্তান লেবার দিয়ে এমন সময়তে যখন আমাদের বর্ডার বিপন্ন, যখন পাকিস্তান দুষমনি করছে, যে সময়েতে আমাদের গার্ড দেওয়া প্রয়োজন, সে সময়েতে কংগ্রেস'এর নেতারা সেই পাকিস্তানি লেবার এনে আমবাসা এবং বগাফা রাস্তার মধ্যে শত শত পাকিস্তানি লেবার সেখানে জড় করছেন এই সমস্ত কংগ্রেস তহবিলের টাকা দিয়ে। এই হচ্ছে এখানকার গণতন্ত্র এবং এই কাজ করার জন্য ওঁরা ইমারজেন্সি রেখে দিয়েছেন, ওঁরা এখানকার কম্যুনিষ্ট নেতাদের আটক করে, বন্দী করে রেখেছেন, ওঁরা এখানে পুলিশের রাজত্ব কায়েম করেছেন এবং জনতার মধ্যে ওঁরা আজকে বিভেদ সৃষ্টি করছেন। আমি জানি যে এই বাজেট নয়, ওঁদের এখান থেকে, এই দেশ থেকে ওঁদের রাজত্বকে যতক্ষণ পর্যন্ত না হটান যাবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কোন অগ্রগতি সম্ভব নয় এবং তার জন্য আমরা দেখছি সরকারী কর্ম্মচারী থেকে আরম্ভ করে শিক্ষক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মানুষ আজকে ওঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে এবং সেই বিদ্রোহের একমাত্র জবাব এই বাজেটের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হবে। বাজেট সেই বিক্ষোভের, সেই গণতন্ত্রের যাতে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষতি করতে না পারে তার দায়িত্ব এখানকার জনসাধারণ পালন করবে। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে শেষ করলাম।

MR. SPEAKER :—The House stands adjourned till 2 P. M.

MR. SPEAKER :—I would now Call on Shri Aghore Deb Barma.

SRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ১৯৬৫-৬৬ সালের যে বাজেট

এখানে রেখেছেন আমার মতে সমস্যা বহুল ত্রিপুরার জনসাধারণের নিকট দৃষ্টি রেখে ইহা রচনা করা হয় নাই। এ বাজেট নিতান্ত মামুলী এবং গতানুগতিক। এখানে সে সমস্ত বড় বড় অফিসার তাঁরা নিজ নিজ মতে department এর বাজেট রচনা করে উপস্থিত করে দিয়েছেন এবং তিনি সেই বাজেট গতানুগতিক ভাবে এই হাউসে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু জনসাধারণের চাহিদা ও সমস্যার দিকে দৃষ্টি রেখে যদি এই বাজেট করা হত তাহলে নিশ্চয়ই ত্রিপুরার জনসাধারণ বাজেটের মাধ্যমে উপকৃত হত এবং ত্রিপুরাকে সামগ্রিক ভাবে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হত। যদিও বিভিন্ন খাতে এখানে অনেক টাকার অঙ্ক দেখানো হয়েছে, কিন্তু মুলতঃ বাজেট যদি বিশ্লেষণ করে দেখি তাহলে দেখতে পাই যে, যে সমস্ত খাতে বাজেটের ব্যয় বরাদ্দ বেশী রাখলে দেশের উন্নতি অগ্রগতি সম্ভবপর হত এবং দেশের Production বাড়ত, সেই সমস্ত খাতে টাকার ব্যয় বরাদ্দ কম। Office establistsment বা বিভিন্ন ভাবে যে টাকা রাখা হয়েছে, সেই সমস্ত খাতে টাকার অঙ্ক অত্যন্ত বেশী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে এখন পর্য্যন্ত—দিনের পর দিন লোক সংখ্যা বাড়ছে। এ রাজ্য এখনও পর্য্যন্ত কৃষির উপর নির্ভরশীল। আজকে যদি ত্রিপুরাকে আমরা কৃষির দিক দিয়ে উন্নতি ও অগ্রগতি করতে না পারি, তাহলে এখানকার অর্থ-নৈতিক অবস্থায় এক বিরাট ভাঙ্গনের সৃষ্টি হবে, যার ফলে শেষ পর্য্যন্ত এখানে একটা অসহনীয় অবস্থা হয়ে উঠবে এবং দেশের মধ্যে খাদ্য সঙ্কট ও জিনিষপত্রের দুর্মূল্য এসব হতে বাধ্য।

এই বাজেট ঐ পথেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যকে ঠেলে দিচ্চে। কাজেই আমি মনে করি কৃষি খাতে ব্যয় বরাদ্দ আরো বেশী রাখলে, উৎপাদন ও কৃষির উন্নতি করতে পারতাম। তাহলে ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত। এখানে দিনের পর দিন যে ভাবে লোক বাড়ছে তাতে যদি কৃষির উপর সম্পুর্ণ নির্ভর করে থাকতে হয়—তাহলে সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আজকে কৃষির মধ্যে যাবে। যার ফলে জমি নিয়ে বিরোধ এবং বিভিন্ন ভাবে দেশের মধ্যে গোলযোগ হতে বাধ্য। সেই দিক দিয়ে আজকে যদিও ছোটখাট অনেক শিল্পের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু মূলত বড় রকমের কোন শিল্প যার মাধ্যমে হাজার হাজার লোক পরিশ্রমের বিনিময়ে কাজ করতে পারত, সেই রকম কোন শিল্পের উল্লেখ এখানে নাই। শুধু ছোটখাট কতকগুলি শিল্পের উল্লেখ করেই তাদের কর্ত্তব্য শেষ করেছেন।

কাজেই আজকে ত্রিপুরাতে যে ভাবে লোক সংখ্যা বাড়ছে এবং যে সমস্যা দেখা দিয়াছে তাকে Face করার মত যদি অর্থনৈতিক অবস্থা প্রস্তুত না করতে পারি, তাহলে দেশের মধ্যে একটা সাংঘাতিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। কাজেই সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এখানে যাতে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে পারি সেই রকম কোন কিছু এই বাজেটের মধ্যে নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট সব চেয়ে বেশী inportance দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আদিবাসী কল্যাণ। আমি গত বাজেট আলোচনার সময় একথা বলেছিলাম যে এখানকার Ruling Party ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসীদের ভাতে মেরে তাড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। এই অভিযোগ আমি আগেও রেখেছিলাম এবং আজকেও এই আলোচনার মধ্যে রাখছি। কারণ যদিও আদিবাসী কল্যাণের

নামকরে অনেকগুলি item এখানে রাখা হয়েছে, যেমন অতিরিক্ত জুমিয়া জুমিয়া পরিবার পুনর্ব্বাসন দান. ২৩১টি ভূমিহীন তপশিলী উপজাতিদের স্থায়ী পুনর্ব্বাসন। ছাত্রাবাস নির্ম্মাণ, ব্যাধির জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা এই ভাবে একটি দুইটি করে অনেকগুলি item এখানে রাখা হয়েছে। কিন্তু আগেও যে অভিযোগ আমি রেখেছিলাম, আজকেও সেই অভিযোগ রাখব। ত্রিপুরা পাহাড়ীয়া চিন্তায়, চেতনায় বুদ্ধি বিবেচনায় অনগ্রসর উপজাতিদের এখান থেকে তাড়ানো হচ্ছে, সেই কতকগুলি list আমি হাউসের সামনে রাখব। এই হাউসের সামনে আমরা বরাবরই উল্লেখ করি যে আজকে সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত সমস্ত উপজাতি বা পাহাড়ীদের জমি কোন কোন ক্ষেত্রে encroach করা হচ্ছে, কোন কোন ক্ষেত্রে বেআইনী ভাবে জমি বিক্রি করা হচ্ছে বা বিভিন্ন উপায়ে ত্রিপুরার মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে বিভিন্ন স্থানে—কেহ পাকিস্থানে কেহ আসামে যাচ্ছে, এইত হল অবস্থা। তার মধ্যে ধুমাছড়ার কয়েকটি list এর নাম এখানে-রাখব — যাদের জমি কি ভাবে দখল করা হয়েছে; যেমন অনন্ত ত্রিপুরা তার জমি হল ১০ কানি, তা দখল করেছে উপেন্দ্র বৈদ্য নামে এক লোক, তারপর উগ্রসেন ত্রিপুরা, জলিয়া মোহন ত্রিপুরা, টেগোর মণি ত্রিপুরা, নীলকুমার ত্রিপুরা, বদন চন্দ্র ত্রিপুরা, পুচরাই ত্রিপুরা এই ভাবে প্রায় শতাধিক লিষ্ট হবে। আমি আগেই বলেছি যে পাহাড়ীরা চিন্তা, চেতনায়, বুদ্ধি বিবেচনায় অনগ্রসর। নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার ব্যাপারেও তারা যথেষ্ট সচেতন নয়। এই সমস্ত সুযোগ নিয়া যান Non-tribal, যারা মহাজন, যারা সুবিধাবাদী, যারা স্বার্থান্বেষী তারা। সমস্ত উপজাতিদের জমি জোর জবরদস্তি বা বিভিন্ন—ভাবে দখল করে তারা নিয়ে যাচ্ছে। এখানে যারা দখলকারী তাদের নাম ও আছে। এই হল ধুমাছড়া এলেকার কথা।

আর একটি হল তৈসমা কলনী—জয়মঙ্গল চৌধুরী, মনীন্দ্র রিয়াং, চণ্ডীজয়, রিয়াং, বিজয় রিয়াং, নকুল রিয়াং এই ভাবে এখানে প্রায় ৩৮জন নামের list আছে। তারা কেউ কাঞ্চনপুর এলেকার—তারাও সমস্ত মহাজনের কবলে পরে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে আজকে কেহ আসামে, কেহ পাকিস্থানে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, এই হল অবস্থা। গত ১৯৬৩ সালে ৯ই ডিসেম্বর দশদা বাজারে R. P. Chowduary, Deputy Minister, তিনি সেখানে আদর্শ কলোনী স্থাপন করবেন বলে স্থানীয় জুমিয়াদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন। কিন্তু তারপর বহু দরখাস্ত দেওয়া সত্বেও সেখানে কোন জুমিয়া কলোনী স্থাপন করা হয় নাই। ফলে সেখানকার রিয়াং সম্প্রদায় বিভিন্ন পাড়া থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। আর পাকিস্থানে যে সমস্ত রিয়াং চলে গেছে তারমধ্যে ধর্ম্মনগর বিভাগের লাওগাং—পুণ্যরায় চৌধুরী পাড়া থেকে ৬৩জন, তারপর লম্বাছড়া থেকে রামপ্রসাদ চৌধুরী বাড়ী থেকে ২৭ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৪ পরিবার আছে—বাকী সব পাকিস্থানে চলে গেছে। আর একটি হল পসাটিলা, দশদার নিকটে। সেখান থেকে ও অনেক লোক চলে গেছে। আর তুইসামা মাত্র ২টি পরিবার আছে, আর বাকী সব চলে গেছে। আর আনন্দবাজার রিজার্ভ ফরেষ্টের অধীনে যারা আছে—তারাও অনেকে পাকিস্থানে চলে গেছে।

আর একটি হল এখানে একটি petition এর নকল আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা হল সাক্রম অঙ্গজুমগ চৌধুরী, দোয়াং মগ চৌধুরী, মঙ্গলী মগ, সুধু মগ, মৈসেফু মগ, পুড়া মগ, এই ভাবে এখানে বহু নামের লিষ্ট, আছে, প্রায় ২১ জনের লিষ্ট তারাও জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে পথে পথে ঘুরছে। শেষ পর্য্যন্ত সেখানে যে T. D. Block সাতচাঁদ—কলোনী, এই এলেকার যে Tribal বা এই মগরা আছে, তারা সেখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এখানে ২১জনের নামের লিষ্ট আছে encroached by the Non-tribal Mahajans. তাও ১৯৫৮ সনের আমাদের হিসাব মতে এই এলেকার জুমিয়া পরিবার ছিল ৫৫৮ এটা হল ভাটিমাছমারা। সেখানে একটা আদর্শ কলোনী করা হয়েছিল, কিন্তু সেই আদর্শ কলোনীর মধ্যে আজকে জুমিয়া পরিবারই নাই—এটা হল ভাটিমাছমারার কথা। এই দরখাস্ত দেওয়া হয় ৭।১।৬২ইং সনে। অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা সেখানে বলা হয়েছে। কিন্তু সেখানে জুমিয়া কলোনী হলেও তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা, তাদের যে জমি দেওযা হয়েছে—তারা ৫০০৲ টাকা লোন পেয়েছে কিন্তু পাওয়ার পর তাদের জমি খুজিয়া পাওয়া যায় না।

শেষ পর্য্যন্ত সেই জমিগুলি আশেপাশে non-tribalরা দখল করে বসে আছে। জমি না পাওয়ার জন্য তারা অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এই হল ঘটনা। তারপর পক্ষপাতিত্ব কাহাকে বলে। যেমন কোন জায়গার মধ্যে জুমিয়ারা জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য যখন জায়গা খোঁজে তখন Tribal Welfare Dept. থেকে বলা হয় যে তোমারা জায়গা ঠিক করে দাও। তোমরা যদি জায়গা দেখাইয়া দিতে পার তাহা হইলে আমরা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দিতে প্রস্তুত আছি। এই হল অবস্থা। এটা করার পরে জুমিয়ারা যখন জায়গা দেখাইয়া আবাদ করে বসত বাটী স্থাপন করে লোঙ্গাজমি আবাদ করে, এখানেও সমস্ত দাগ নম্বর দেওয়া আছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেও এই জমিগুলি যখন দেখাইয়া দেওয়া হয় তখন জুমিয়া পুনর্বাসন সেখানে পাওয়ার কথা। কিন্তু তখন সেখানে non-tribal-দের নিয়া বসান হয়। এখানে একটা দরখাস্তের নকল আমি তাহাদিগকে পড়াইয়া শুনাইতেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে। মাননীয় শ্রীযুত সার্ভে সেটেলমেন্ট অফিসার মহোদয় বরাবরে দরখাস্তকারী শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র দেববর্ম্মা, গ্রাম ধলাগাছিয়া চানসালের সঙ্গে তাহার বাড়ী থানা সিধাই—প্রার্থী, ভূমির চৌহদ্দি পুনর্নির্ধারন সম্পর্কে। আমি একজন ত্রিপুরা রাজ্যের স্থায়ী আধিবাসী প্রজা। বহুসাল হইতে জমিজমা আমার ছিল না। জুম চাষের উপরে আমাদের জীবিকার একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান অবস্থায় সরকারী খাস ভূমিতে জুমচাষ সর্বত্র নিষিদ্ধ হওয়ায় জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ হইতে চলিয়াছে, আমার পরিবারের ৬ জন পোষ্য জুম চাষের পরিবর্ত্তে নাল জমিতে পুনর্বাসন না পাইলে সপরিবারে অনাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইব। এমতাবস্থায় নিম্ন তপশীল চৌহদ্দির অন্তভূক্ত নাল জমিতে বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য ঐ জমিতে জুমিয়া schenme এ পুনর্বসতি লাভ করিবার জন্য গত December, 1963 মহোদয়ের নিকট আবেদন করিলে গত ২৪শে জুন ১৯৬৪ বুধবার মহোদয়ের পক্ষ হইতে বিজয়বাবু আমিন আসিয়া

জরীপ কার্য্য সম্পাদন করে এবং তাহাতে জানিতে পারিলাম আমার প্রার্থিত ভূমি ১২০, ১২৪, ১২৫ দাগের ভূমিতে আমাকে বন্দোবস্ত না দিয়া ২০০১, ২০০৩, ২০১০ ইত্যাদি দাগের ভূমিতে জরীপ করিয়া দেন। অর্থাৎ এই জুমিয়া যে জায়গা দেখাইয়া ছিল এবং তারপরে আমিন গিয়া servey করিয়া আসিল সেই জায়গা না দিয়া তাহাকে টিলা জায়গা দিয়া দিল। যে জায়গাটা সে চাহিয়াছিল, যাহা সে আবাদ করিয়াছিল তাহা একজন non-tribal-কে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই হইল ঘটনা। উল্লেখ থাকে যে প্রার্থীর ১২৪, ১২৫ দখলের ভূমিতে ... ...

MR. SPEAKER :—the Hon'ble Member should give a summery.

SRI AGHORE DEB BARMA :—আচ্ছা sir এই হইল ঘটনা। আমি ইহা মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে উপস্থিত করিতেছি। ইদানীং আর একটি ঘটনা হইল ভূমিহীন জুমিয়াদের অর্থাৎ সুরেন্দ্রনগর হেজামারা গ্রামের কাছে জুমিয়ারা পুনর্ব্বাসন পাওয়ার জন্য বহুদিন যাবৎ দরখাস্ত করিয়াছে এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমেও সেখানকার কতকটা অংশ জঙ্গল তাহারা গোচারণ ভূমি করার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে না দিয়া নবাগত refugee সেখানে বসানর চেষ্টা চলছে। এই নামগুলিও এখানে আছে। সর্ব্বশ্রী গোপাল চক্রবর্তী, গোপালনগর কলোনী, রাধা রঞ্জন চক্রবর্তী বৈকণ্ঠপুর কলোনী, সুরেন্দ্র চক্রবর্তী, বৈষ্ণবপুর, ধীরেন্দ্র বণিক, মেলারমাঠ আগরতলা। এইভাবে অনেকগুলি নাম এখানে দেওয়া আছে। ওদেরকে জুমিয়া এবং গ্রামপঞ্চায়েত কমিটি হইতে গোচারণ ভূমি এবং পুনর্ব্বাসনের জন্য যে জায়গা তাহারা চাহিয়াছিল সেই জায়গা তাহাদিগকে না দিয়া...... ।

MR. SPEAKER :—I have allowed the leader of the opposition.

SHRI. AGHORE DEB BARMA—

আমাকে আর দশ মিনিট সময় দিন। আমি conclude করব। আমাকে অন্ততঃ আর দশ মিনিট সময় দিন। স্যার।

MR. SPEAKER—

দশ মিনিট, I can't.

SHRI AGHORE DEB BARMA—

আমার কথাটা না হয় শেষ করতে দিন স্যার।

MR. SPEAKER—

So, within Five munits more.

SRI AGHORE DEB BARMA—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে অভিযোগ আমি House এর সামনে রাখিয়াছিলাম আমার মূল বক্তব্যের মধ্যে হলো, আমি আগেও এই কথা বলেছি যে আজকে এখানকার যে congress সরকার বা Ruling Party তারা আজকে এই রাজ্যের যারা পাহাড়ী তাদেরকে ভাতে মেরে এই রাজ্যের থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। কারণ কিভাবে আজকে জমিগুলি encroach করা হচ্ছে, কিভাবে আজকে জমি বন্দোবস্ত না দিয়ে তাদেরকে জমিহারা করা হচ্ছে। এই সামান্য কয়েকটি ঘটনা আমি

আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে এই House এর মধ্যে রাখছি। কাজেই আজকে যদি এই ভাবে চলে, কারণ একথা আমি আগেই বলেছি যে জুমিয়া, যারা এই রাজ্যের পাহাড়ী তারা চিন্তাধারায়, বুদ্ধি বিবেচনায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তারা অনগ্রসর, তাদের এই অনগ্রসরতার সুযোগ নিয়ে যদি তাদেরকে আজকে এই রাজ্য থেকে বিতাড়ণের একটা নীতি বা পদ্ধতি সরকার গ্রহণ করে তাহলে এটার দায় দায়ীত্ব আজকে অবশ্যই এই সরকারকে বহন করতে হবে। কাজেই এইদিক দিয়ে আজকে আর একটি কথা বলতে পারি, যেমন এখানে Dy Minister আছেন, রিয়াং সম্প্রদায় সম্পর্কে আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। আজকে তুলনা মূলক ভাবে অন্যান্য পাহাড়ী সম্প্রদায়ের তুলনায় রিয়াংরা congress এর আশীর্ব্বাদ সবচেয়ে বেশী পেয়েছে। কিন্তু আজকে যারা পাকিস্থানে গেছে, যারা আজকে আসামে যেতে বাধ্য হয়েছে বা বিভিন্নভাবে যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, অনাহারে যারা আজকে মারা যাচ্ছে, তাদের দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো তাদের মধ্যে রিয়াং-এর সংখ্যা বেশী। এই হলো অবস্থা। গতবার আমরা দেখেছি যে পাহাড়ীরা, বিভিন্ন এলাকায় না খেয়ে মারা গেছে। যখন ডাক্তারের কাছে নেওয়া যায় তখন ডাক্তার তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা করেন। অনেক সময় তাদের পেট কেটে পেটের ভিতরে গাছের পাতা পাওয়া যায়। কাজেই অনাহারজনিত মৃত্যু ঘটে নাই! যেখানে মানুষ না খেয়ে মরে সেখানেও ঠাট্টা করা যায়, এই হলো অবস্থা। আমরা জানি পাহাড়ীরা দুর্ব্বল। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও তারা দুর্ব্বল। নিজের কথা, মনের কথা ব্যক্ত করার দিক দিয়েও তারা আজকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত সক্ষম নয়। এই দুর্ব্বলতার সুযোগে আজকে যদি সরকার বা রাজ্য সরকার বা Congress সরকার তাদেরকে জোর করে এই রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে এর পরিনাম যে কি হবে আমি বলতে পারি না। কাজেই আজকে আমি House এর সামনে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ করবো কারণ সব Congress-ই খারাপ, একথা আমি বলি না। Congress এর মধ্যে এমন অনেক সৎ ব্যক্তি আছেন, তারাও জানেন পাহাড়ীদের অবস্থা। কাজেই আজকে যদি সরকার ক্ষমতা নেওয়ার পরে এভাবে একটা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের উপর নির্য্যাতন চালান তাহলে তার কোন ক্ষমা নাই। এ বিষয়ে প্রত্যেকে নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন। এই দিক দিয়া অন্ততঃ আমি প্রত্যেক Congress M. L. A. কে অনুরোধ করি যাতে এই ভাবে পাহাড়ীদের বিতাড়নের সরকারী অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে তারাও প্রতিবাদ করেন যাতে পাহাড়ীদের আজকে এভাবে দেশ ছেড়ে চলে যেতে না হয়, তা যেন বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। নতুবা আজকে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ীদের মধ্যে তার জন্য সরকার নিশ্চয়ই দায়ীত্ব বহন করবেন।

MR. SPEAKER :— I would now call on Shri Kamaljit Singh. Fifteen munites.

SHRI KAMALJIT SINGH :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার ১৯৬৫-৬৬ সালের ব্যয় বরাদ্দের বাজেট আমাদের সভায় উপস্থিত করেছেন তা সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য বলছি। আজকে আমাদের বিরোধী পক্ষের

সদস্যবৃন্দের বক্তৃতায় আমরা যতটুকু সারমর্ম বুঝতে পেরেছি তাতে দেখা যায় এই যে কতগুলি ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা শ্রীনৃপেন্দ্র বাবু কতগুলি তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যায় কতগুলি কার্য্যের সমালোচনা করা বাদে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার সঙ্গে All India Basis-এ কতগুলি Statistical comparision দেখান বাদে আমাদের ত্রিপুরার সামগ্রীকভাবে যত কোটি টাকা খরচ করবার জন্য যে বাজেট এখানে রেখেছেন তাতে কোথায় কি কিভাবে করলে এবং ঐ টাকার দ্বারা কিভাবে আরো ভালোভাবে কাজ করা যায় এ সম্বন্ধে আমরা ওনার থেকে কোন রকম আভাস পাইনি। তাতে আমরা বুঝতে পেরেছি এবং আমরা ভাবতে পারছি এটা যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন বাবু যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে ওনার সমর্থন আছে। কারণ সামগ্রিকভাবে যত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে দুষ্কৃতি সম্বন্ধে ওনার বিশেষ বক্তব্য কিছুই নেই। একটা কথা বলা হয়েছে যে ত্রিপুরার সামগ্রীকভাবে, ত্রিপুরাতে যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট কিম্বা ত্রিপুরাতে উন্নতি করার জন্য যে কার্য্য করা হচ্ছে তাতে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে প্রত্যেক কাজের রূপায়ণ দৈবদুর্বিপাকে যে Natural calamity তদুপরি influx of Refugees সেটা আমাদের ত্রিপুরায় যে স্থিরভাবে অগ্রগতির যে পরিকল্পনা তাকে মাঝে মাঝে ব্যহত করছে তা ওনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তার জন্য মাঝে মাঝে আমাদের যে Plan অনুযায়ী কাজ করার কথা তা মাঝে মাঝে আমাদের বিঘ্নিত হয়। সেই কাজে যদি কোন রকম দুষ্কৃতি মাঝে মাঝে দেখা যায় সেটা ওনারা নিশ্চয়ই অনুভব করবেন। কিন্তু সামগ্রীকভাবে যদি আমরা দেখি, ত্রিপুরায় যেখানে কিছু ছিল না সেখানে আস্তে আস্তে আমরা প্রায় প্রত্যেক খানেই উন্নতি করতে পেরেছি এবং আমাদের সামনে এই যে একটা ছাবি তুলে ধরা হয়েছে যে Industry যাতে নাকি Development হয়, তদুপরি Development এর নামে আরো তাড়াতাড়ি কিভাবে কাজকরা যায় তারজন্য গত বাজেট অধিবেশনেও আলাপ হয়েছে যে ডম্বুরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যদি সময় সাপেক্ষ হয় তবে যাতে আমরা অতি সত্বর আরো High power Electricity পাইতে পারি যার দ্বারা শুধু High power নয় এখানের যে ডিজেল ইঞ্জিনের দ্বারা পরিচালিত যে Electricity আছে তাতে আমাদের Charge বেশী পড়ে। যাতে নাকি কম Chargeএ Electric power করা যায় এবং যাতে নাকি অন্যান্য market এর সাথে Industrial products এ আমরা markatএ Compete করতে পারি তারজন্যই আমাদের Hydro-Electric schme এর যে Powerটা আছে তার utitise করবার জন্যই আমরা ভারত সরকার এবং আসামের সঙ্গে আলাপ করে আসাম থেকে Electricity আমরা হাওলাত এনে কাজ চালাবার জন্য চেষ্টা করছি। কাজেই এটাই কি পরিলক্ষিত হয় না যে আমরা অতি সত্বর যাতে ত্রিপুরাকে শুধু Agriculture এর দিকে নয় Industryর দিকেও যাতে আমরা Develope করতে পারি এবং ছোট খাট Industry বাদেও যেটা Medium standard Industry আছে যেটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায়ও তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে আমাদের অন্যান্য Factorএর গতিকে এবারের বাজেটে আমরা Medium যে

Industry আছে তাতে আমরা জোর দিতে পারি নাই। এদিকেও আমরা লক্ষ্য রাখছি এবং আস্তে আস্তে ধীরে সুস্থে আমরা কাজ করছি। এই ফাঁকের মধ্যে আগামী এক বৎসরের মধ্যে আমরা Small scale Industryর দিকে জোর দিচ্ছি এবং আমরা Small scale Industry corporation গঠন করার পরিকল্পনা করেছি। এতে যদি আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা ঐদিকে কিভাবে Small scale Industry গুলি আরো Develope করা যায় এবং অন্য ধরনের কি কি Industry আরো করা যায় ঐদিকে যদি আপনারা একটু দৃষ্টিপাত করতেন এবং Houseএর মধ্যে যদি সে সম্বন্ধে একটু বক্তব্য বলতেন তাহলে আজকে আমি অন্ততঃ সুখী হতাম। সেদিকে না তুলে ধরে All India যে Statistics ঐদিকে গিয়ে আমাদের বা সারা ভারতর্ষে এই যে করভার, ত্রিপুরার রাজ্যের এই বাজেটে আপনারা যদি দেখেন তাহলে দেখবেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কর সম্বন্ধে, এই বাজেটে কোন রকম আভাস নেই। তবে সামগ্রীকভাবে ত্রিপুরা আয়ের দিক দিয়ে যেটা ধরা হয়েছে, Revenue Incomeএর দিক, সেটা গত বছর থেকে এবার বেশী আশা করা হচ্ছে। তার কারণ যে আমরা ত্রিপুরায় যদি আস্তে আস্তে আমাদের আয় বাড়াবার দৃষ্টি দিকে না রাখি আর কতদিন আমরা কেন্দ্রের উপর চেয়ে থাকব? আমাদের self sufficient হতে চেষ্টা করতে হবে। একদিকে বলেছেন আপনারা, আমাদের মাননীয় নেতা বলেছেন, বিরোধী পক্ষের নেতা বলেছেন যে ত্রিপুরায় Land Rnvenue ১২% এর বেশী বেড়েছে এটা বুঝাতে গিয়ে তিনি সোনামুড়া sub-divisionএর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তৃতায় averageএ গিয়ে ১২% এর কথা বলেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বুদ্ধিমানের মত এ সমস্ত এড়িয়ে কেবলমাত্র সোনামুড়া sub-division এর কথা বলেছেন এবং গড়ে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এটা ১২% নয়, ঐ দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতাকে অনুরোধ করব। সামগ্রীকভাবে যদি আমরা আমাদের কাজ দেখতে চাই তা হলে আমি বলব যে এবারের যে বাজেট. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা রেখেছেন আগামী এক বৎসরের জন্য, তাতে আমাদের যতটুকু ক্ষমতা যে resources আছে এবং আমাদের ত্রিপুরাতে যতটুকু demand তার সাথে সঙ্গতি রেখেই তিনি এই বাজেট পেশ করেছেন, আশা করি প্রত্যেকেই ইহা সমর্থন করবেন। আর একটি জিনিষ হল ত্রিপুরার রাস্তাঘাটের কথা। উনারা সকলেই অবগত আছেন যে ত্রিপুরার রাস্তাঘাট অনেক struggle এর মধ্যে করতে হচ্ছে। একদিকে bricks এর যেমন দরকার, School Construction, Building construction প্রত্যেকটি পাকা construction কাজে development এর কাজে bricks দরকার। রাস্তাঘাট করতে গেলে যে পরিমাণ পাথরের দরকার তা আমাদের এখানে সেই পরিমাণ পাথর পাওয়া যায় না। আসাম এবং অন্যান্য জায়গা থেকে আমাদের পাথর আনতে হয়। যদিও আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন পাহাড়ে পাথর পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছি তথাপি ভাল qualityর পাথর যার দ্বারা পাকা structure করা যায় তা এখানে পাওয়া যায় না। যতটুকু ভাল qualityর পাথর পাওয়া যায় তার দ্বারাই আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হচ্ছে। ঐ পাথর দ্বারাই রাস্তার কাজ ততবেশী ভাল হয় না এবং তার জন্য

আমাদের maintenance খরচ বেড়ে যায়। First class bricks যদি আমাদের করতে হয় তবে আমাদের ভাল qualityর কয়লার দরকার এবং sufficient কয়লার দরকার। কিন্তু কয়লা আনতে গিয়ে দেখা যায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের communication এর অভাবের জন্য তা আনার ও অসুবিধা ঘটে। কারণ মালপত্র আনা সম্পর্কে Rail wagonএর যে quota পাওয়াযায় তাতে চাউল গম ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য এনে ঐ নির্দিষ্ট quotaএ কয়লা আনা সম্ভব হয় না। ফলে যে পরিমাণ জিনিষ আমরা পাই তা দ্বারা আমাদের কাজ চালিয়ে নিতে হয়। কয়লা আনার জন্য Railway-র যে allotment করা আছে তার উপর নির্ভর করেই আমাদের brick Pooduction করতে হয় এবং সেই ভাবে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কাজের মধ্যেও আমাদের মাঝে মাঝে local fuel ব্যবহার করতে হচ্ছে in order to fulfil the local demand. যদিও নানা অসুবিধার মধ্যে আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে সামগ্রীকভাবে লক্ষ্য করি তবে দেখি যে আমাদের Construction of buildings, construction of roads কোথায়ও বাধা প্রাপ্ত হয় নি। আমরা সেই সমস্ত কাজে এগিয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে কতগুলো দুষ্ট প্রকৃতি লোকের আবির্ভাব হয় যারা এ সমস্ত কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করবার জন্য যে কাজটা আমাদের এই বৎসরে করা দরকার সেই কাজটা অপর বৎসর বা ২।১ বৎসর পরে করতে হয়। শুধ কতগুলি সমাজ বিরোধী লোকের কার্য্যের ফলে আমাদের কাজের এই বাধার সৃষ্টি করে। আমি বিরোধী দলের মাননীয় নেতার কাছে অনুরোধ করব যাতে এই ধরণের সমাজ বিরোধী কাজ না হয় আমাদের development, achievement কে অব্যহত রাখতে তিনি যেন সরকারকে সাহায্য করেন।

আমাদের অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলতে হয় মাঝে মাঝে কতগুলি দুষ্ট প্রকৃতির লোক দেখা যায় যারা আমাদের রাস্তা ঘাট করতে কিংবা অন্যান্য কাজ করতে বাধার সৃষ্টি করে। যার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে যে জিনিষটা আমাদের এই বৎসরেই করবার কথা সেটা এই বৎসর না হয়ে ১ বৎসর কিংবা ৬ মাসের জন্য পিছাইয়ে করতে হয়। শুধু কতগুলো সমাজ বিরোধী লোক আমাদের এই সমস্ত কাজে বাধার সৃষ্টি করে। আমি বিরোধী দলের সদস্যদিগকে অনুরোধ করব যদি কোন সমাজ বিরোধী লোক আমদের Development activites কাজে এই রকম বাধার সৃষ্টি করে, সেই সমাজ বিরোধী লোকদের কার্য্যকলাপ যাতে না ঘটে সেইদিকে তারাও লক্ষ্য রাখেন। আমি প্রমাণ স্বরূপ বলছি আমাদের তেলিয়ামুড়া আসাম আগরতলা রোডের যে কাজ আমরা এক বৎসরে বা দু বৎসরে শেষ করতে পারতাম, কিন্তু ঐ রোডে যখন Preliminary কাজ আরম্ভ হয়েছিল তখন বাধার সৃষ্টি হয়েছে, Contractor রা কাজ করতে পারে নাই—এবং, যখন মানুষ সেখানে কাজ করতে গিয়েছিল তখন খাওয়ার চাউল দিতে পারে নাই, টাকা লুট করেছে এইভাবে আমাদের এই সমস্ত কাজে বিরোধী দলের লোকেরা বাধার সৃষ্টি করেছে বলে আমরা কাজের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে একটু বিলম্ব হয়, নয়ত আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারতাম। আমি বিরোধী দলের সদস্যদিগকে অনুরোধ করব এই কারণে, আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের দয়ার উপরে আমাদের এই বাজেট, কেন্দ্রের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়, রাজনীতির দিক

দিয়েও এতদিন আমরা Political right পাইনি। গত দুই বৎসর হয় আমরা এখানে বিধান সভা পেয়েছি এবং এই মন্ত্রী মণ্ডলী গঠন করা স্বত্বেও আর্থিক দিক দিয়ে কেন্দ্রের দিকে আমাদের চেয়ে থাকতে হয়, এই অবস্থায় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ১২ লক্ষ লোকদিগকে কিভাবে আমরা আর্থিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে উন্নত করতে পারি সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমাদের পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পার অধীনে প্রত্যেক বৎসর যে বাজেট রাখা হচ্ছে এবং ১৯৬৫-৬৬ সালের যে বাজেট আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই Houseএ উপস্থিত করেছেন তা সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি পেশ করেছেন। আমি আশা করব মাননীয় সদস্য বৃন্দকে যে আমাদের যে পরিকল্পনা এবং এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে যাতে নাকি ঠিক ঠিক ভাবে ঐ সমস্ত খাতের টাকাগুলো খরচ করে ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখবেন। এই বাজেটকে সমর্থন করে এইখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I would now call on Shri Hlura Aung Mog.

SHRI HLURA AUNG MOG :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট এই Houseএ Place করেছেন তার বক্তৃতায় এবং বাজেটের মধ্যে অনেক তফাত দেখতে পাই। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যারা কৃষক আছেন তারা জমি পাওয়ার এবং তাদের রোজি রোজগার পাওয়ার যে gurantee তা এই বাজেটের মধ্যে নাই। যে ভূমি সংস্কার আইন এখানে এসেছে সেই সমস্ত জোতদারের জমিগুলি বিলি বন্টনে কৃষকদের মাধ্যমে সেটারও কোন gurantee দেখতে পাচ্ছি না। এবং তালুকদারের জমি প্রজাদের মধ্যে বন্টন এবং তাদের কৃষির সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর জন্য কোন Provision এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। এই বাজেটটা গতানুগতিক যে ভাবে বাজেট চলে আসছে, ঠিক তেমনি ভাবে এখানে House এর মধ্যে ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেট ঠিক সেই ভাবে উপস্থিত করেছেন ১৫ কোটি টাকার কিছু বেশী এবং গত বৎসরের যে বাজেটটা আমরা করেছি সেই বাজেট থেকে মাত্র সামান্য কয়েক লক্ষ টাকা এই বাজেটে বেশী include করা হয়েছে। আমার বক্তব্য পেশ করার সময় মাত্র ১৫ মিনিট, এই ১৫ মিনিট সময়ে আমাকে item by item সমস্ত Department গুলির আলোচনা করতে হবে। তাই সামান্য কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাকে শেষ করতে হবে বলে আমি এখানে সামান্যই আলোচনা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে আমি Houseকে এই কথা জানাব যে মানুষের খাওয়ার বাঁচার যে gurantee সেই gurantee এই বাজেটে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপজাতী ও ভূমিহীন কৃষকের প্রতি সরকার যেভাবে শাসন এবং শোষণ চালাচ্ছেন তা সহ্য করতে না পেরে তারা আজ এই ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যেতে রাজী হচ্ছে। হাজার হাজার পরিবার আজ এই অঞ্চল ছেড়ে এভাবে চলে যাচ্ছে। সরকারের যে পুনর্ব্বাসন নীতি গত ১৫ বৎসর ধরে গতানুগতিক ভাবে চলে আসছে এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র হাজার পরিবরকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের কিছু লুঙ্গা জমি আর অধিকাংশই টিল্লা ভূমিতে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং সেই সমস্ত কলোনীগুলি আজ বেকার অবস্থায় পড়ে আছে। সেই সমস্ত উপজাতীয়রা আজ আর এই সরকারকে বিশ্বাস করতে

পারে না, কারণ এই সরকার সেই আশা ভরসা তাদের মধ্যে জোগাইতে পারে নাই। ফলে আজ তারা এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আজ বহু বৎসর ধরে এই রাজ্যে যারা আদিবাসী প্রজা, রাজার আমল থেকে যে ত্রিপুরা রাজ্য নামে অভিহিত, আজ এখানকার ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাগণ স্থানান্তরিত হয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাবার পরও আজ এখানকার শাসকগুষ্ঠিরা লজ্জা করবেন না এবং তাদের চোখ থেকে এক ফোঁটাও জল আসবে না। কারণ আজ যদি তাদের সেই ভাবে Plan programme থাকত, মানব দরদ থাকত তাহলে এতগুলো লোক এদেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাওয়ার কোন প্রশ্ন থাকত না। যেখানে ১৯৫৬-৫৭ সালে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে প্রায় ১শত পরিবার তাদের মধ্যে ৫১টী পরিবারের মত Land dispute অবস্থায় পড়ে আছে। এই সমস্ত জমি এখন Non-tribalদের কবলিত। সেই জন্য আজ তারা জমিতে নামতে পারে না, এই হল অবস্থা। আর আজ কতগুলি Reserve forest সৃষ্টি করে সেই Reserve forest এর লোঙ্গা জমিগুলো Reserve forestএর areaর মধ্যে নিয়ে এনেছে। সেই লোঙ্গার পার্শ্বের টিলার গাছগুলো তারা কাটতে পারে না এবং সেই সব জায়গায় তারা ফসল করতে পারে না। এই থানের শত শত জুমিয়া পুনর্বাসন প্রাপ্ত কলোনীবাসী তাদের জমিতে ঠিক ঠিক ভাবে ফসল উৎপাদন করতে পারছে না। ফলে আজ ত্রিপুরার সমস্ত আদিবাসী প্রজা দুঃস্থ অবস্থায় পড়ে আছে এবং সরকারের Policyর দোষে তাদের ভাতে মারার অবস্থা হয়েছে। এবং এই Policyর দোষে আজ সারা ত্রিপুরায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং বহুবার বলা স্বত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করতে চান না। তাই উপায় না দেখে তারা স্থানান্তরিত হচ্ছে। আর একটি কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কয়েকটি বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে এমনি ভাবে খাদ্যাভাব চলে আসছে। তার একটি কারণ হল সরকারের অধিনস্থ ফরেষ্টারদের দমননীতি। সেখানে জুম কাটতে পারে না। সেই জুম কাটা বন্ধ হওয়ার ফলে আজ ৫/৭ বৎসর পর্য্যন্ত তারা সব এলাকাতে জুম ফসল উৎপাদন করতে পারছে না। একদিকে ফসল উৎপাদন হচ্ছে না আর অন্যদিকে অর্থ নৈতিক বিকল্প সুযোগ সুবিধা বা পুনর্ব্বাসন দেওয়া এবং বিভিন্নভাবে কাজে নিয়োগ করার ব্যবস্থা সরকার করছেন না। এবং সেই ক্ষেত্রে এই বাজেটটা গতানুগতিকভাবে আমলাতন্ত্রের এবং আমাদের অফিসারদের কতকগুলি বাসা-বাড়ী টেবিল চেয়ার, ইত্যাদি নিয়েই রচিত। এইখানে সেই সমস্ত ভূমিহীন কৃষক এবং আদিবাসীদের বাঁচানো এবং তাড়াতাড়ি পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া, সেইরকম কোন কিছু এই বাজেটে প্রতিফলিত করতে পারে নাই। তারপর দেখিতেছি ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা যারা সাড়ে চারি লক্ষের মত আদিবাসী, আজ সরকারের এই দুর্ব্বল পুনর্বাসন নীতির ফলে তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন। যারা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পেয়েছে তাদের জমির কোন অস্তিত্ব নেই. মনে হয় তাদের সেই সব জমি আকাশে আছে। কোন সময় আকাশ থেকে সেই জমি তারা পাবে সেই আশায় জুমিয়ারা বসে থাকতে পারে না। জীবিকা অন্বেষণের জন্য তারা আজ অন্য দেশে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। আর একটী কারণ হচ্ছে যে Policyর দোষেই হউক বা অন্য ভাবেই হউক

non-tribal মহাজনরা tribal-দের উপর বিভিন্ন ভাবে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। তার একটা নমুনা হয় কাঞ্চনপুরের মধ্যে। সেখানে স্বস্তি সমিতি কিভাবে তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। ১৮০ ঘর সেখানে জুমিয়া রিয়াং আজ উৎখাত সে অঞ্চলের মধ্যে। তাদের মধ্যে কয়েক ঘরে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পেয়েছে আর ৫/৭/১০/১৫ বৎসর দখলীয় জমি থেকে আজ উৎখাত হয়ে চলে গেছে। শুনুন আপনাদের শাসনে কীর্ত্তি—১৮০টী রিয়াং পরিবার তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীকে জানাল এবং সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন করল। সেখানে circle officer গিয়ে হুমকি দিল তোমরা ঐ সব জমিতে নামতে পারবেনা, নামলে তোমাদের হাতে কড়া লাগানো হবে। এই কারণে তারা এই সমস্ত জমি ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছে। এই কিছু দিন আগে গত বৃহস্পতিবার দিন সেখানে দশদা বাজারের মধ্যে একজন রিয়াংকে কি কিভাবে প্রহার করেছে ২জন লোক খুনের অবস্থা হয়েছে, একজনের হাত ভেঙ্গে গিয়েছে আর একজন ফিট হয়ে পড়ে গিয়েছে। সেই রকম খোঁজ খবর হয়ত মন্ত্রীমণ্ডলী হয়ত রাখবেন না। তারা হয়ত ভোট সংগ্রহের জন্য যাবেন ঐ জায়গায়। সে মহাজন থেকে ৩০০ টাকা ধার নিয়েছে; পাট, তিল, কার্পাস মিলিয়ে প্রায় ২৫ মণের মত সে মহাজনকে দিয়েছে। তারপরেও মহাজন প্রায় ২০০ টাকার মত প্রাপ্য দাবী করে। এই নিয়ে ঝগড়া তার উপর মহাজন ক্ষেপে উঠল, এবং উত্তম মধ্যম দিল এই ভাবে রিয়াংরা সেখানে খুন হল। এই হল Tribalদের অবস্থা। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলীরা এইসব গুলো দেখবেন না। কিন্তু তারা ঢাক ঢোল পিটাইয়া আদিবাসী সম্মেলন ইত্যাদি কত কিছু করেন। কিন্তু আদিবাসী যারা পুনর্ব্বাসন পেয়েছে তারা যে কোথয়ে মাথা গুঁজবার জায়গা পেয়েছে সেই সব কোন কিছুই তারা করবেন না। অতএব আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব এবং দাবী করব উপজাতীয়রা কেন আজকে উৎখাত হয়ে চলে যাচ্ছে, কেন আজ এই আস্থা বিশ্বাস রাখতে পারছেনা তার একটা তথ্য নিয়ে একটা Commission নিয়োগ করা হউক এবং তার একটা report এই Houseএ পেশ করা হউক। ১৯৫৬-৫৭ সালে রিফিউজি পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য যখন একটা Commission এই ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়োগ করেছিল, তাতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তথ্য সন্ধানকারী এনে তথ্য সংগ্রহ করে যে report পেশ করেছিল, সে রকম একটা Commission নিয়োগ করে, তার একটা report পেশ করা হউক। কিন্তু তা যদি না হয় তা হলে এই মন্ত্রীসভাকে একটা দুর্নীতির প্রহসন বা মানুষকে দুঃখ দৈন্যে জর্জ্জরিত করার জন্যই এই মন্ত্রীসভা গঠন, এই আমি বলব। এখানে তারা জনসাধারণের কোন সুযোগ সুবিধা, সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য না রেখে নিজেদের বেতন বৃদ্ধি, বাসা বাড়ী furniture প্রভৃতির জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করছেন এটাই হবে মানুষের কাছে মন্ত্রীত্বের কথা। কিন্তু আজ আমরা Tribalদের না খেয়ে মরতে দিতে পারি না। তাদের ভিটা বাড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়ে অন্য রাজ্যে চলে যেতে দিতে পারি না। কিছুদিন পূর্বে শুনলাম আমাদের উপমন্ত্রী দশদা, কাঞ্চনপুর প্রভৃতি জায়গায় গিয়ে বলেছেন যে তোমাদের জন্য জুমিয়া পুনর্ব্বাসন এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হচ্ছে, কাজেই তোমরা যেওনা, কিন্তু দেখা গেল তার পরে অনেক জুমিয়া রিয়াং ঐ জায়গা ছেড়ে চলে গিয়েছে। আজকাল তারা মন্ত্রীদের কথায় কান দেয় না আশ্বস্ত হয় না, গত

১৬ বৎসরেও তাদের কোন আর্থিক উন্নতি হয়নি। তাই আজ তারা ছেলেমেয়ে নিয়ে পথের ভিখারী। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আজ তাদের স্কুলের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে পাথর ভাঙ্গার কাজ শুরু করেছে সেখানে। কিন্তু তারা যদি লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ইট পাথর ভাঙ্গে তাহলে আমাদের এত Plan programme, ভবিষ্যতে সেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে দায়ীত্ব যাদের উপর ন্যাস্ত করে দিয়ে যাব আজ যদি তারা মানুষ হিসাবে গড়ে না উঠে তাহলে আমাদের এই Plan programmeএর কি স্বার্থকতা? তারপরে আমি বলব আমাদের ডুম্বুর Schemeএর এই অবস্থা কেন? Dumbur schemeএর মধ্যে বার বার কেন আমরা বাধা পাই। সেই schemeকে successful করার জন্য বহু কর্ম্মচারী, Extension officer ইত্যাদি নিযুক্ত করেছি। তাদের জন্য সেখানে ঘর বাড়ি করা হয়েছে, তারা যাতে সুখে সচ্ছন্দে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেই কাজের অগ্রগতির দিক দিয়ে আমরা আজ অনেক পিছনে পড়ে আছি। কিন্তু মহাশয়রা সেই খবর রাখেন না। রাখবেন? যখন মন্ত্রীমহাশয়দের গদির সামনে, বিধানসভা Houseএর সামনে জনসাধারণ যে রকম Controlএর চাউল পাওয়ার জন্য, মিছিল করে আসবে সেইরকম হলে তারা বুঝবেন। সেই দিন তারা তা স্বীকার করবেন। আমাদের Plan programmeটা কেন Suecessful হচ্ছেনা সেদিক দিয়ে আমরা দেখিনা। কেবল এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে আমোদ প্রমোদ উপভোগ আমাদের পেশা হয়ে দঁড়িয়েছে। অতএব সেই জন্যই Dumbur Project এর কি হবে না হবে তার কোন চিন্তাই আমাদের মধ্যে নেই। একথাও মনে রাখা দরকার যে শুধু কৃষকদেরবীজধান দিলেই হয় না, অনেক ক্ষেত্রে অঙ্কুর ফুটেনা। আমাদের Agartala-তে অনেক Technician আছে, কিন্তু তারা কৃষকেরা কি করছে না করছে সেদিকে কোন দৃষ্টিও রাখেননা। Government থেকে যে বীজ দেওয়া হল তাতে অঙ্কুর ফুটল কিনা, সেটা ও enquary করে দেখলনা। এ রকম অনেক ঘটনা আমাদের বিলোনীয়া Sub-Divisionএ আছে।

সেখানে অনেক পচা ধান বিলি করে এসেছে এবং সেই সমস্ত কৃষক Block Development Officeএ এসে বলেছে যে B. D. O. সাহেব, আমাদের বীজ এই আপনি জমা রাখুন এবং কলোনি areaতে যে supervisor আছে তাকে বীজের পোঁটলা নিয়ে দেখানো হয়েছে। তাকেও বলা হলো যে, "বাবু এটা নিয়ে আমরা কি করব, আমরা এই পচা বীজ খেতেও পারব না।" অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই ধরণের পচা বীজ বিলি করে আমাদের grow more food schemeকে একেবারে failure করে দিয়েছে। কিন্তু সেই টাকার মা বাপ আছে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজ-রোজগার করে, তাদের উপর বিভিন্নভাবে tax আদায় করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য সে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। সেটাযে গৌরীসেনের টাকা, মা বাপ ত নেই? মাসের পর মাস মহিনা গণতে পারলেই ত হলো, জমিতে ধান হউক না হউক তাতে তাদের আসে যায় না, এই হল অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আরও পাঁচ মিনিট সময় চাই। এ যে ভাষায় আমি বলছি সেটা আমার মাতৃভাষা নয়। পরের ভাষায় আমাকে বলতে হয়। এই হল অবস্থা। আর এদিকে দেখি যে মনুর কৃষকেরা বার বার সরকারের নিকট আবেদন—নিবেদন করেছেন যে মনু এলাকার বাঁধ দেওয়ার

জন্য কারণ সেখানে অনেক লুঙগা জমি আছে তা প্রায় ২০।৩০ দ্রোন হবে। সেই জমি উদ্ধারের জন্য তাদের কাছে ধর্ণা দিয়ে ও আজ ১৭ বৎসরের মধ্যে কোন প্রতিকার হয়নি এবং সেই জমিগুলি এখনও পরিত্যাক্ত অবস্থায় আছে। এইগুলিকে ও যদি ফসল উৎপাদনের কাজে লাগাতে পারতাম তাহলে বেশ কিছু সংখ্যক লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু না আমরা পারি না। সেখানে প্রতি বৎসর বন্যায় ফসলের অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। মন্নুতে ভূমখিছড়া নামে একটা ছড়া আছে সেখান বাঁধ দিতে পারতাম তাহলে বহু ফসল উৎপন্ন হত সেগুলির কথা বলে তারা failure হয়েছে, কোন কিছু কাজ হয় নাই। একমাত্র ঋষ্যমুখ জায়গায় একটা বাঁধ হয়েছে। সেই বাঁধের টাকা গত বৎসর কিছু sanction হয়েছে, আর টাকা দিয়ে B. L. W মানুষকে মিষ্টি খায়িয়ে মাটি ফেলেছে আর কিছু টাকা এখন পর্যন্ত খরচ হয় নাই তা B. D. O র পকেটে রয়েছে, কিছুদিন আগে সেটা একটা পত্রিকায় উঠেছে যে "আমাদের টাকা কোথায় গেল, B. D. O সাহেব একটু খোঁজ করে দেবেন"। আমাদের grow more food scheme-এর এই অবস্থা।

তারপর দেখা যায় বহু ringwell, tubewell বহু ক্ষেত্রে পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পক্ষীছড়ায় ৩টি ringwell করা হয়েছে কিন্তু তৈরী করার ১৫ দিন পরই তার জল লোকেরা পেলনা, সেখানকার ringwell গুলি এখনও পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। এরকম বহু ringwell ও tubewell এভাবে পড়ে আছে যে ১৭ বৎসরের মধ্যে যা দেওয়া হয়েছে তাতেও তারা জলপান করতে পারবে না। সেইগুলির ঠিক ঠিক তদন্ত করে যাতে maintenance এর ব্যবস্থা হয় তার জন্য আমি বলব। আমাদের যত খরচ হচ্ছে, কাজের দিক দিয়ে তত হয় না। সেইজন্য মন্ত্রিমণ্ডলী এবং মন্ত্রীসভা দায়ী। সময় কম বলে আরও কয়েকটি দাবী আমি এখানে রাখতে পারছি না।

জুলাইবাড়ী আগুনে পুড়ে গেল। ১১৫টি পরিবারের বহু ধন সম্পত্তি সেখানে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেল। সরকার পক্ষ থেকে মাত্র ২,০০০৲ টাকা দেওয়া হল। দুইবারই সে বাজারটা আগুনে পুড়ে গেছে। সেখান দোকানদারদা সকলে বলছে যে সরকার থেকে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী loan দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। আমি মন্ত্রিমণ্ডলীকে অনুরোধ করব যে ঐ বাজারটিকে যেন সরকারের পরিচালনাধীনে নিয়ে যাওয়া হয়।

আমাদের বিলোনীয়াতে একটা কলেজ করা হয়েছে। তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে যদি High এবং Higher Secondary School-এর ব্যবস্থা করতে না পারি তবে সেখানে কলেজের ছাত্র সংখ্যা জোগানের অনেক অসুবিধা হবে। আমি এখানে এই দাবী রাখছি যে ঋষ্যমুখের জুনিয়ার High Schoolকে Higher Secondary School-এ upgraded করা হউক. এবং একটা মুহুরিপুর এলাকা এবং আর একটা হল কাঞ্চননগর এলাকায় Senior Basic School-কে Higher Secondary-তে পরিণত করা। রাইখুরাতে যে একটা স্কুল আছে তাকে Higher Secondary-তে পরিণত করার দাবী আমি House-এ রাখব। শিক্ষার দিক দিয়ে অগ্রগতি যাতে হয় তার জন্য আমি এই House-এর কাছে দাবী রাখব। এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I would now call on Hon'ble Deputy Minister Shri M. L. Bhowmik, half an hour.

SHRI M. L. BHOWMIK DY. MINISTER :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধীদলের নেতা আজকে এই বাজেট discussion প্রসঙ্গে জোরাল ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেছেন। উনার বক্তৃতা শুনে আমার মনে হয়েছিল তিনি যেন কোন জনসভার বক্তৃতা করছিলেন, তার কারণ তার আক্রমণ ছিল কংগ্রেসী সরকার এবং তার দলের উপর গালাগাল বর্ষণ, ঠিক বাজেটে লক্ষ্য করে, বাজেটকে ভিত্তি করে যদি সমালোচনা হত, সেটা যদি তিনি করতেন তাহলে আমরা মনে করতাম যে তা থেকে কিছু আমাদের নেওয়ার থাকত। এবং আমরা তার থেকে এ জাতীয় সমালোচনাই আশা করেছিলাম। তিনি তার বক্তৃতার সূচনাতেই বলেছিলেন এই যে বাজেট সেটা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক এবং এটা ত্রিপুরার জনসাধারণের আশা আকাংখার রূপ দিতে পারবেনা, এটা তাদের আশা আকাংখা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আমি মনে করছি এই বাজেট যে রচিত হয়েছে তা ত্রিপুরার বাস্তব যে অবস্থা তার পরিপ্রেক্ষিতে। এবং ত্রিপুরার জনগণের যে আশা আকাংখা সে আকাংখাকে রূপ দেওয়ার একটা বিরাট প্রচেষ্টা রয়েছে এই বাজেটে, তিনি বলেছেন যে অর্থনৈতিক যে অবস্থা তা অত্যন্ত শোচনীয়। আমরাও এটা অস্বীকার করি না যে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব উন্নত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ত্রিপুরার অবস্থা খুব উন্নত তা আমরা ও বলি না। অন্যান্য প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে ত্রিপুরার অবস্থার সামঞ্জস্য আছে। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা যাতে আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্যই পরিকল্পনা।

(Interruption)

MR. SPEAKER :— I would request the Hon'ble Members in maintaining quiet atmosphere of the House.

SHRI MANINDRA LAL BHOWMIK :—ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় চাউলের দাম অনেক বেড়ে গেছে তার কারণ হচ্ছে—আমরা বলেছি যে এবার ত্রিপুরায় bumper crop হয়েছিল এবং এই bumper crop হওয়া সত্বেও ২ মাস যেতে না যেতেই কিভাবে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় ৩০ থেকে ৩১৷৩৩ চাউলের দর হতে পারে এবং আমার মনে হয় যে সে চাউল মজুতদাররা রেখেছে অথবা সেইসব মজুতদারদিগকে সাহায্য করবার জন্য সে দাম প্রতিদিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু, সে দাম বাড়ার কি কারণ তাই? মাননীয় সদস্যদের আমি, অনুরোধ করব যে কোন মজুতদারেরা চাউল মজুত করে রেখেছে সে সন্ধান আমাদের দিন।

(Interruption)

সে সন্ধান আমাদের দিন। আমরা hoarders দিগকে শাস্তি দেব। তিনি বলেছেন যে D. I. R আমরা তাদের উপর প্রয়োগ করিনা। যদি কোন মজুতদার থাকে, তাদের নাম আমাদের দিতে পারেন তাহলে আমরা নিশ্চয় দেখব। ঐ একটা circular সম্পর্কে বললেন

যে তা gazette এ প্রকাশ করা হয়েছে যে "এতদিন পরে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভঙ্গ হল। এতদিন পরে তার gazette notification করে বললেন যে এত মনের বেশী চাউল কেউ রাখতে পারবে না"। যদি একথা তাদের জানা থাকে যে কারো কাছে চাউল আছে তার খবর যদি দেন, তাহলে আমরা action নেই কিনা তারা দেখতে পারেন। (জনৈক সদস্য—কি করে বুঝব? আপনারা কি হাওয়া খান?)

আপনারাত হাওয়া খান না কি না, তাই খবর রাখেন না। আপনারা আমাদের খবর দিন যে কারা চাউল hoard করে রেখেছে, যার জন্য ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় এভাবে চাউলের দাম বেড়ে গেছে। কয়জন আছে তার নাম আপনারা অনুগ্রহ করে দিতে পারেন। Hoardersরা যে চাউল আটক করে রেখেছে তার ফলেই চাউলের দাম বাড়ছে, এইটাই একমাত্র কারণ নয়। তার কারণ আপনারা জানবেন-কাজেই, তার কারণ হচ্ছে এই যে ত্রিপুরায় যে পরিমাণ চাহিদা সে পরিমাণ চাউল ত্রিপুরায় উৎপন্ন হচ্ছে না উৎপাদন বেড়েছে, তথাপি আমাদের চাহিদা মিটছে না। তার কারণ, আপনারা সকলে জানেন যে, ত্রিপুরা যখন মহারাজার শাসনে ছিল, প্রাক স্বাধীনতা যুগে তখন লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ লক্ষ। আর ১৯৫১ সালে যখন লোক গণনা হয় তখন তা বেড়ে হ'ল ৬ লক্ষের কিছু উপরে। ১৯৬১ সালে যে census হয় তাতে লোক সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ লক্ষ। এই দুই বৎসরে, আমার যতটুকু ধারণা, নূতন উদ্বাস্তু আগমণের ফলে লোক সংখ্যা আরো দুই লক্ষ বেড়ে গেছে, প্রায় ১৪ লক্ষ। কিন্তু আমাদের উৎপাদন কত? বর্ত্তমানে আমাদের উৎপাদন কি হচ্ছে সেটা আমি এই House কে জানিয়ে দিচ্ছি তাহলে আপনারা অনুমান করতে পারবেন যে আমাদের চাহিদা কত আর উৎপাদন কত হচ্ছে। উৎপাদন যে বাড়ছে সেটা ১৯৫৫-৫৬ সালে area acre ছিল ৪ হাজার ৭ শত এবং production in metric ton হল ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬ শত ৫৮ metric ton তারপর ১৯৬০-৬১তে আমাদের arca acre ছিল ৪ লক্ষ ২১ হাজার—production হয়েছে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫ শত metric ton. ১৯৬৩-৬৪ সালে আমাদের area acre ছিল ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার—production দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯ শত ৪০ metric ton. আমাদের এখন food requiment হচ্ছে 14 lacks population এর জন্য at the rate of 15 O.Z. per capita per day ধরেছি তাতে আমাদের ২ লক্ষ ১৬ হাজার ৮ শত ৬১ metric ton এবং তার সঙ্গে আমরা add করেছি provision for seeds, thieves & wastage at the rate of 14·3—31,009 Metric ton কাজেই আমাদের total requirement হচ্ছে ২ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮ শত ৬০ metric ton. আমি উৎপাদনের কথা আগেই বলেছি আর বাকী যেটা রইল সেটা ঘাটতি। কাজেই এই যে Heavy deficit নিয়ে আমাদের চলতে হয় তা হলে স্বভাবতঃ যেখানে demand বেশী production কম supply কম সেখানে তার দাম বাড়তে পারে।

That is quite natural হ্যাঁ আমরা production বাড়াচ্ছি এবং আমাদের আগামী 4 th Plan পর্য্যন্ত আশাকরি self sufficient in food হতে পারব। এই ব্যপারে Agriculture Deptt.এ

যে সমস্ত scheme programme ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন 3rd Plan এর ভিতরে এবং যে ভাবে কাজ চলছে তাতে আমরা আশাকরি by the end of 4th Plan period ত্রিপুরাতে আমরা স্বয়ং সম্পুর্ণ হতে পারব। এ ছাড়া এই 3rd Plan এর ভিতরে আমরা যাতে আরও 65 thousand tons additional food উৎপাদন করতে পারি তার জন্য আমাদের চেষ্টা চলছে এবং আমি আশাকরি at the end of 3rd Plan period আমরা সেই পরিমান খাদ্য উৎপাদন করতে পারব।

(Interruption)

SRI. M. L. BHOWMIK :—আপনাদের ও তো অভ্যাস। কাজেই ত্রিপুরাতে খাদ্য শস্যে বিশেষ করে চাউলের দাম যে বাড়বেনা এটা ঠিক নয়; বাড়তে পারে এবং বাড়বে ও যে পর্য্যন্ত না আমাদের যে চাহিদা সেটা আমরা মিটাতে পারি।

তারপর উনি বলেছেন যে ত্রিপুরার উপজাতিরা খাদ্যাভাবে, কর্মসংস্থানের অভাবে ব্যপক ভাবে ত্রিপুরা ত্যাগ করেছেন। আমি তা স্বীকার করিনা। খাদ্যের অভাবে এবং কর্ম্মসংস্থানের জন্য ত্রিপুরা ছেড়ে তারা পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। আমি যতটুকু জানি পাকিস্তানে চাউলের দাম এবং কর্ম্মসংস্থানের সেখানে খুব যে প্রাচুর্য্য আছে এবং চাউলের দাম যে এখান থেকে কম তা আমার জানা নেই! তবে আমার মনেহয় যে সেখানে—ত্রিপুরার চাইতে চাউলের দাম অনেক বেশী। যায় কেন? তার আসল কারণ হল এই যে তাদের ত্রিপুরাতে জীবন ধারণের যে অভ্যাস সেই অভ্যাসটা তারা এখন পর্য্যন্ত পুরাপুরী পরিবর্ত্তন করতে পারেনি। আমরা ত্রিপুরাতে যে ২৭ হাজার জুমিয়া পরিবার ছিল তার মধ্যে ১৭ হাজার পরিবারকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দিয়েছি এবং আরও ১ হাজার জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য এই বাজেটের মধ্যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আপনারা তা খুলে দেখবেন। কাজেই ১৭ হাজার যোগ ১ হাজার = ১৮ হাজার জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসন পাবে অর্থাৎ ১৭ হাজার পেয়ে গেছে আর এক হাজার পাবে। আর অন্যান্য ভূমিহীন উপজাতি, জুমিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায় রয়েছে তাদের সকলকে ক্রমে ক্রমে জমি দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

আর এই উপজাতিদের কল্যানের জন্য, বিভিন্নভাবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির জন্য, তাদের শিক্ষার জন্য, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য আমরা এই বাজেটে ৩০ লক্ষ টাকার Provision করেছি। কাজেই তারা যদি মনে করেন যে আদিবাসীদের তাড়াবার জন্য সরকার বদ্ধ পরিকর, তাদেরকে ভাতে মেরে ত্রিপুরার থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন তবে সেটা ভ্রান্ত ধারণা। তারা যদি এই কথা প্রচার করেন যে উপজাতিদিগকে ভাতে মেরে ত্রিপুরার থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন, তাহলে আমি মনে করব তারা ঐ সকল আদিবাসীদিগকে বিভ্রান্ত করছেন। ত্রিপুরা সরকারের যে সংইচ্ছা, তাকে তারা বিকৃত করে প্রচার করছেন। যার ফলে ত্রিপুরার থেকে আদিবাসীরা তাদের কথামত ব্যপকভাবে চলে যাচ্ছেন। আমি বলব, তাদের কথায়, তাদের প্ররোচনায়, ত্রিপুরা সরকারের উপর তাদের যে অবিশ্বাস, সেটা তারাই সৃষ্টি করছেন, যারফলে ত্রিপুরা ছেড়ে তারা চলে যাচ্ছেন। (opposition—কোথায় যাচ্ছেন বলতে পারেন?)

আপনারাই তো বলছেন যে তারা পাকিস্তানের স্বর্গরাজ্য যাচ্ছেন। সেই স্বর্গরাজ্যে তারা

যদি চলেযান এবং পাকিস্তান যদি স্বর্গরাজ্য হয়, আর তারা যদি সেই স্বর্গরাজ্যের সুযোগ-সুবিধা পান তবে আমাদের কিছু বলার নেই।

(Interruption)

MR. SPEAKER—I would request the Hon'ble Member not to interrupt him by putting questions and I would also request the hon'ble member speaking not to reply those questions.

SRI, M. L. BHOWMIK—Hon'ble speaker sir, if I am interrupted in my speech, I shall try to give reply. তাছাড়া ও ২৩১ টি তপশীল ভূমিহীন ও তপশীল উপজাতিকেও পুনর্বাসন দেওয়ার প্রভিশন আমাদের এই বাজেটে আছে। কাজেই উপজাতিগুলিকে সর্ব্বোতভাবে সাহায্য করার যে সৎ-প্রচেষ্টা রয়েছে, আশা করি সেটা মাননীয় সদস্যরা স্বীকার করবেন।

তারপর মাননীয় সদস্য শ্রীমগ বলেছেন যে জুমিয়ারা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে চলে যাচ্ছে, যেহেতু জুম চাষ সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। সরকার জুম বন্ধ করেন নাই—জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ করেছেন। ত্রিপুরার জনসাধারণ ও উপজাতিদের কল্যাণের জন্যই এই জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। কারণ, ত্রিপুর' এক সময়ে বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল, সেই ত্রিপুরার বর্ত্তমান বনজ সম্পদের যে চেহারা, তা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয় অবগত আছেন। বন যখন প্রায় ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল তখন ত্রিপুরা সরকার বনভূমি রক্ষার জন্য এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। আমাদের এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে বন উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করার পূর্ব্বে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র দুইশত একর ভূমি aforestation হয়েছিল। আমরা Plan Period-এ যা করেছি, যার জন্য বাজেটে provisionও রাখা হয়েছে সে কথাই আমি House-এর কাছে বলছি। First five year plan-এ ১৪৪৫.২০ একরে আমরা aforestation করেছি, plantation করেছি। 2nd plan-এ ৪০৫২.৫০ একরে আমরা aforestation করি। তারপর 3rd plan-এ (upto 1964) ২০৫৬৪.৫১ একরের উপর aforestation হয়েছে। Totally হয়েছে ২৬২৬৪.২১ একর aforestation এই যে aforestation এবং plantation, এ কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা অনুসারে, তা আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য, ত্রিপুরার জনগণের কল্যাণের জন্য। যে aforestation আমাদের reserve forest area-তে হচ্ছে তার আয়তন হচ্ছে ১৮৮.৯৩ স্কোয়ার মাইল। এই যে reserve areaতে plantation হচ্ছে সেখানে ও উপজাতি জুমিয়ারা জুম চাষ করতে পারেন, সেখানে তাদেরকে জুম চাষ করতে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সেখানে যারা টাঙ্গিয়া প্রথায় চাষ করেন তাদের কে প্রতি একরে ৪০৲ টাকা করে পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। কাজেই একদিকে তারা জুম চাষ করতে পারছে অন্যদিকে তারা টাঙ্গিয়া প্রথায় চাষ করে প্রতি একরে ৪০৲ টাকা করে পারিশ্রমিক পাচ্ছে। তা ছাড়া যারা reserve forest areaতে আছেন তাহাদিগকে অন্যান্য ভাবেও সাহায্য করা হচ্ছে। সেখানে Co-operative হচ্ছে, সেখানে তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে

পড়াশুনা করতে পারে তার জন্য কোন কোন অঞ্চলে স্কুলের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। এই ভাবে বিভিন্ন দিক দিয়ে যাতে তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে সে জন্য বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তা ছাড়া protected areaতে ও তারা জুম চাষ করতে পারেন। মাত্র navigable river ও P. W. D Road এর উভয় দিকে আধ মাইল দূরে protected forestএ ও তারা জুম চাষ করতে পারেন। কাজেই জুম চাষ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই কথা যে তারা বলছেন তা ঠিক নয়। এটা প্রচার করা হচ্ছে যে সরকার জুম চাষ বন্ধ করে দিয়েছে। অতএব তোমরা আর এ রাজ্যে থাকতে পারবে না! যদি এ ভাবে দায়িত্বশীল কোন লোক সরল জুমিয়াদিগকে বলেন যে সরকার তোমাদিগকে আর জুম চাষ করতে দেবে না, যে জুম চাষ করে তোমরা বেঁচেছিলে সেই বাঁচার পথ সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে তারা কি ভাবে সরকারকে বিশ্বাস করবে। আপনারা যারা উপজাতীয় অঞ্চলের সদস্য আছেন তারা যদি তাদেরকে বুঝতে দিন যে সরকার আপনাদিগকে ভাতে মারবার চেষ্টা করছে জুম চাষ বন্ধ করে দিয়ে, তা হলে তারা একথা বিশ্বাস করবেনই। অথচ প্রকৃতপক্ষে জুম চাষ বন্ধ করা হয়নি। নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে মাত্র। অতএব আপনারা যদি উপজাতীয়দিগকে এরূপ ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করেন, তার পরিণাম যে কি হবে তা আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। আপনারাই অভিযোগ করছেন যে তারা চলে যাচ্ছে, অনাহারে মরে যাচ্ছে। এরূপ প্রচারের ফল ত তাই হবে। কর্ম্মসংস্থানের জন্য তারা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এ কথা আপনারা বলছেন। কর্ম্মের কি এখানে অভাব আছে? যদি উপজাতীয়রা রাস্তায় কাজ করে তবে কি সেটা অপরাধের কাজ? আপনারা বলেছেন যে উপজাতীয়রা রাস্তায় কাজ করছে, পাথর ভাঙ্গছে।

(interruption)

স্কুলের ছেলেরা? স্কুলের ছেলেরাই যদি অবসর সময় রাস্তায় কাজ করে থাকে, তবে তা ত অপরাধের নয়। স্কুলের ছেলেরা ওরকম কাজ করতে পারবেনা? উপজাতীয় ছেলে ছাড়াঅন্য অনেক কৃষকের ছেলেরাও পারিবারিক অনেক কাজ তাদের করতে হয়। তাদের মা বাবাকে সাহায্য করতে হয়। তা যদি করে থাকে তবে অন্যায়ের কি কথা। তারপর বিরোধী দলের মাননীয় নেতা বলেছেন যে সারভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন উন্নতি হয় নাই। তিনি যা বলেছেন সেটা হল adult literacy সম্বন্ধে। কিন্তু আমাদের এ রাজ্যে ৬ বৎসর থেকে ১১ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়ে-দের অন্ততঃ ৮৮% লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। তার জন্য আমরা বাজেটে ও Provision রেখেছি। অতএব জেনে রাখুন এই রাজ্যে শতকরা ৮৮জন ছেলেমেয়ে যাতে Primary স্কুলে পড়তে পারে তার সুযোগ দেওয়ার জন্য Provision বাজেটে আমরা করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয়, শিক্ষার সর্ব্বস্তরেই ত্রিপুরা যে ভাবে এগিয়ে চলছে সেটা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। শুধু High or Higher Secondaryতে নয়— University educationএ ও আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি। এবং এই M. B. B. Collegeএ আগামী বৎসর থেকে আমরা আশা করি Post Graduate Teaching এর ব্যবস্থা করতে পারব। কাজেই—ত্রিপুরায় যে Post Graduate

teaching এর সুযোগ সুবিধা হচ্ছে সেটা কম কথা নয়। কাজেই এ জাতীয় যে কথা যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষার বিষয়ে অগ্রসর কিছুই হয়নি, তা ঠিক নয়। আমি বলব যে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার সর্ব্বস্তরে উন্নতি হয়েছে এবং শুধু উচ্চ এবং উচ্চতর মাধ্যমিকই নয় University এবং Post Graduate teaching পর্য্যন্ত যে ত্রিপুরায় ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেটা ত্রিপুরার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের বিষয় বলে আমি মনে করি।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা যে পেছনে আছে তা আমরা মনে করিনা। হ্যাঁ, সব Dispensaryতে আমরা ডাক্তার দিতে পারিনি তা ঠিক। কারণ qualified ডাক্তারের অভাব। আমাদের যে সমস্ত dispensary বা Hospital রয়েছে তাতে উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার এবং চিকিৎসক যে রয়েছেন সেটা আমরা মনে করি না। যদি তারা worst ডাক্তার দিয়ে এই সমস্ত Hospital চালাতে বলেন তাহলে আমরা worst ডাক্তার দিয়ে হাসপাতাল ও dispensary আমরা manage করতে পারি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যাতে qualified doctor দিয়ে Hospital এবং dispensary পরিচালিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে জনস্বাস্থ্যের মান যে অনেক উন্নত হয়েছে সেটা অবশ্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে T. B রোগের যেভাবে ত্রিপুরাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে মনে হয় যেন জনস্বাস্থ্যের মান আমরা কিছুই উন্নত করতে পারিনি। কিন্তু শুধু ত্রিপুরাতেই নয় সমস্ত ভারতবর্ষেই T B ছড়িয়েপড়ছে। T B এবং Cancer বর্ত্তমানে একটা দূরারোগ্য ব্যাধি, ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে দেখতে পাচ্ছি। T B রোগ হচ্ছে তা আমরা স্বীকার করি ; কিন্তু তার চিকিৎসার ব্যবস্থা ও করেছি। ৫০ শয্যাযুক্ত হাসপাতাল হয়েছে। তাতে তারা চিকিৎসিত হচ্ছেন ; তাছাড়া বাড়ী তে থেকেও T B Patient রা চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন। কাজেই ত্রিপুরার যে অন্যান্য যে সমস্ত ব্যধি, যেমন ম্যালেরিয়া, বসন্ত রোগ ব্যপকভাবে দেখা দিত এবং তাতে বহু লোক মারা যেত, আজকে ত্রিপুরাতে ব্যাপকভাবে সে সমস্ত রোগ দেখা দেয়না। ১৫/১৬ বৎসরের যদি আমরা statisties নি তাহলে দেখতে পাব যে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে। ম্যালেরিয়া প্রায় নির্ব্বাসিত হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

তারপর বলেছেন যে আমরা পুলিশি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছি। শান্তি, শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রয়োজন। পুলিশ রাখতেই হয়। কোনরাজ্য যে পুলিশ ছাড়া চলে বা পুলিশ নেই তা আমি জানিনা। পৃথিবীর কোন রাজ্যে যে পুলিশ নেই তা আমি জানিনা। ত্রিপুরা রাজ্যে পুলিশ দরকার। যদি ত্রিপুরা রাজ্যে কোন রকম অপরাধ সংগঠিত না হত তাহলে পুলিশের সংখ্যা কমানো যায় কিনা তা আমরা চিন্তা করতাম। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে নানাবিধ অপরাধমূলক কাজ হচ্ছে, বিশেষ করে সীমান্তে এবং অভ্যন্তরে যে সমস্ত অপরাধমূলক কাজ হচ্ছে তা দমনের জন্য পুলিশের প্রয়োজন। শান্তি এবং শৃঙ্খলারক্ষার জন্য পুলিশের দরকার। যারা সৎ লোক, ভালমানুষ তাদের পুলিশের কোন ভয় নেই, কিন্তু যারা অপরাধী অপরাধ যারা করে তাদের পুলিশ ভীতি থাকতে পারে। আমরা অপরাধ দমনের জন্য পুলিশ রেখেছি এবং পুলিশ থাকবে।

Interruption

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক সময় পুলিশ অপরাধমূলক কাজের জন্য লোককে ধরে আইনের বিচারে, আদালতের বিচারে খালাস পেতে। সেই জন্যই ত বিচারালয়, এবং তার জন্য তা থাকবে।

Interruption

ধরে দিন, ধরতে সাহায্য করুন, বিচার হবে।

MR. SPEAKER—

I would draw the attention of the Hon'ble Minister that the time allotted is over

SRI. M. L. BHOWMIK, Dy Minister—

তারপর যোগাযোগ ক্ষেত্রেও যে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি।

MR. SPEAKER—Time is over.

SHRI. M. L. BHOWMIK, Dy Minister—

Hon'ble Speaker Sir. I honour your verdict.

MR. SPEAKER—

The names submitted from both the sides are exhausted.

(গণ্ডগোল)

No, no that I can not. If you like to speak, if any member from any side like to speak, I will allow him. If any member from the left wrishes to participate, he may do so. It will be insisted on limited period. I may allow the leader of the opposition. He has much to speak, he has enough materials. Therefore, I allow him much time. Usual time allowed in this Context is 10 minuts. Most of the Cases I see that other members speaking, rather repeat more or less. Therefore, from the two sides, time given is beyond limit. For that reason, I try to come to the normal procedure allowing 15 minutes to each man, each of the Hon'ble members. And I have allowed more than one hour to the leader of the opposition and I have allowed half an hour to the main speaker from the right side. Now we have time at our disposal. If any other member from either side wishes to speak, I may allow time. Then, not from your side also. Then I adjourn. Then the House stands adjourned. The discussion will be resumed tomorrow, Then the House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

—)0(—

Appendix 'A'

UNSTARRED QUESTION NO. 113

Name of Member :- SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY, M. L. A.

QUESTION	ANSWER.
Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :-	
a) Name of the persons or farms to whom the Government fisheries have been leased out in 1964-65.	No lease has been given to any farm. A statement showing the names of persons to whom the Government fisheries have been leased out in 1964-65 and the amount of money in each case is laid on the Table of the House.
b) The amount of money for which each of these fisheries has been leased out.	
c) Whether in leasing out these fisheries the petitions of fishermen were given priority.	No. The fisheries were leased out to the highest bidders in public auction.
d) Number of scheduled Kaibarta petitioners whose petitions of lease were rejected,	Does not arise in view of above.

—(::)—

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF PERSONS OR FARMS TO WHOM THE GOVERNMENT FISHERIES HAVE BEEN LEASED OUT IN 1964-65 AND THE AMOUNT OF MONEY IN EACH CASE,

(In reply to parts (a) and (b) of the Uustarred Question No. 113).

lame of Sub-Division	Name of Govt. Fisheries.	Name of persons or farms to whom the fisheries have been leased out in 1964-65.	Amount of money (Annual rent) for which leased out.
SADAR.	Pravapur Tank.	Shri Sushil Kr. Chatterjee.	Rs. 108/-
	Madhyapara Tank.	Shri Mono Ranjan Sen Gupta.	Rs. 401/-
	Bikramsagar Pond.	A giya Chala Sangha.	Rs. 1041/-
	Pond at Banamalipur.	Agartala Matsajibi Samabay Samiti.	Rs. 1854/-
	Bodhjung Dighi.	Agartala Matsajibi Samabay Samity.	Rs. 3070/-
AMARPUR.	Amarsagar Dighi.	Shri Dulal Ch. Saha.	Rs. 9021/-
UDAIPUR.	Tank near Thana.	Shri Gouranga Banik.	Rs. 510/-
	Tank near Gokulpur.	Shri Rajendra Saha.	Rs. 75/-
	Mahadev Dighi.	Shri Beni Madhab Saha.	Rs. 8111/-
KAMALPUR.	Tank near SDM'S Court.	Shri Narendra Bhattacharjee.	Rs. 250/-
	Roypara Tank.	Shri Hal Kumar Marsum.	Rs. 1130/-
	Tank near SDO'S Office.	Shri Bijan Bhattacherjee	Rs. 1125/-
KHOWAI:	Amlapara Pond.	Shri Manindra Choudhury & Shri Keshab Ch. Das.	Rs. 3005/-

Proceedings of The Tripura Legislative Assembly Assembled Under The Provisions of The Government of Union Territories Act., 1963.

March 26th, 1965.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 26th March, 1965.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Development Minister, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and seventeen Members.

Mr. Speaker :— In the List of Business first I would take up the Starred Questions. I would call on Shri Hemanta Deb.

Shri Hemanta Deb :— Question No. 42.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 42.

QUESTION	ANSWER
(a) Whether the Government has any scheme for research and training in matters connected with protection of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;	Yes.
(b) if so, what are main features of these schemes ?	Under the Third Five Year Plan, a Planning and Statistical Cell has been set up in the Tribal Welfare Organisation for collection of statistical data and such information as may be required for formulation of schemes for the welfare of Backward Classes. The training programme consists a course of 3 months in the Janata College, Dharmanagar and the training is imparted to field staff concerned with implementation of Tribal Welfare Programme and is intended to familiarise them with the main features of tribal life and culture

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ট্রাইবেল যে সমস্ত ষ্টেটে আছে অন্যান্য জায়গায় সেখানে যে ধরণের রিসার্চ ইনষ্টিটিউট করা হয়েছে, ট্রাইবেল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট যেমন রাঁচীতে আছে বা অন্যান্য জায়গায়, সেরকম কোন কিছু করার পরিকল্পনা এখানে আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— এখানে আমরা আপাততঃ দুটি স্কীম নিয়ে কাজ করছি, একটা হচ্ছে প্ল্যানিং কো-ওর্ডিশান অ্যাণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্যাল সেল একটা আছে, আর একটা হল "দি স্পেশালাইজড ট্রেইনিং ফর ওয়ার্ক ক্লাস ইন ট্রাইবেল এরিয়া"। এই দুইটি আমরা করেছি এবং সেই যে প্ল্যানিং যেটা হল ষ্টেটিষ্টিক্যাল প্ল্যানিং সেটার ডাটা এবং অন্যান্য ইনফরমেশন যেগুলি আছে সেগুলি কালেক্ট করব; করলে সেই স্কীমটা ফরমুলেশনের জন্য আমাদের হেল্প করবে। আর এছাড়া যেগুলোর নাকি আলাদার একটা ট্রেনিং রয়েছে সেই স্পেশালাইজড ট্রেনিং যেটা সেটা টু মান্থস কোর্স সেখানে একটা জনতা কলেজে দেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমি সেই কথা জানতে চাই নি। আমি জানতে চেয়েছি যে কোন রিসার্চ ইনষ্টিটিউট এখানে করার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। প্ল্যানিং কো-ওর্ডিনেশন অ্যাণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্যাল সেল সেটা দিয়েই আমরা এখানে রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কাজ করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এখানে কলেজে যে ছাত্র আছে তাদের দিয়ে এই ধরণের কোন রিসার্চ ওয়ার্ক করানো হয় কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপাততঃ এই প্ল্যানটা করেছি তার মাধ্যমেই সেখানে স্কীম আমরা তৈরী করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে অন্যান্য জায়গায় কলেজের ছাত্রদের দিয়ে এই ট্রাইবেলের মধ্যে রিসার্চ ওয়ার্ক করানো হয় ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপাততঃ আমরা এখানে এই করছি যেটা আমরা বলেছি যে আমাদের প্ল্যান কো-ওর্ডিনেশন অ্যাণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্যাল সেল তা দিয়ে এখানে আমরা সেই স্কীমগুলো ফরমুলেট করবার চেষ্টা করছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এখানে আমাদের কলেজে এনথ্রোপলোজি নেই বলে এই রিসার্চ ওয়ার্ক আরম্ভ করার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে ?

শ্রী বি দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলেজে এনথ্রোফলজি নেই এই কথাটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু আমরা যেভাবে এখানে কাজ এগোতো পারি সেই ভাবে আমরা চেষ্টা করছি এবং এই কথাই আমি বার বার বলতে চেয়েছি।

Mr. Speaker :— Shri Ramcharan Deb Barma

Shri Ramcharan Deb Barma :— Question No. 244

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 244.

Question	Answer.
(1) The date from which pay and all owances of Shri Naresh Saha, a Sub-Deputy Collector have been with-held.	From 8th April, 1962.
(2) Whether any appeal has been made by Shri Saha against this withholding.	No. Appeal does not lie:
(3) If so, steps taken in the matter.	Does not arise.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় কি জানাবেন যে এই শ্রীনরেশ সাহার বিরুদ্ধে কোন প্রসিডিংস ড্র করা হয়েছে কিনা এবং হয়ে থাকলে এটা কবে ড্র করা হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে এই নরেশ সাহার বিরুদ্ধে কোন চার্জ আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— চার্জ তো নিশ্চয়ই আছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— চার্জগুলি কি জানতে পারি কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে সোনামুড়াতে সাব-ট্রেজারী অফিসারের পোষ্টে সে কেন জয়েন করে নি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক : — সেটা তার ইচ্ছা জয়েন না করা।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— তার কারণটা সে কি জানিয়েছে গভর্ণমেণ্টকে, কি কি কারণে সে জয়েন করেনি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— এটা তার ইচ্ছা পূর্ব্বেই বলেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— এটা সত্য নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার ; আমি জানতে চাচ্ছি যে এই ভদ্রলোক যাকে সাব ট্রেজারী অফিসারের পোষ্টে জয়েন করতে বলা হয়েছিল তিনি লিখিতভাবে কোন কিছু জানিয়েছেন কিনা যে কি কারণে তিনি সেখানে জয়েন করেন নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে 'ইচ্ছা করে জয়েন করছি না আর কোন কারণ নেই' এই কথা তিনি লিখেছেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—তার যে কনফার্মড পোষ্ট সেই পোষ্টে তাকে দেওয়া হয়েছিল তাতে তিনি যান নি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী : — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে তার বেতন এবং এলাউন্স সাসপেণ্ড করে রাখা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— হ্যাঁ, সাসপেণ্ড করে রাখা হয়েছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— তার সম্পর্কে কোন এনকোয়ারীং অথরিটি এনকোয়ারী করেছেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটার এনকোয়ারীর প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমি যদি বলি যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ২৩-৮-৬৩ তে এনকোয়ারীং অথরিটি এপয়েনটেড হয় এবং তিনি এপ্রিল ১৯৬৪তে রিপোর্ট ও সাবমিট করেছেন একথা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অস্বীকার করবেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— সেটা হিয়ারিং দিয়েছিলেন মাত্র।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— না ; না , আমার কথা হচ্ছে যে এনকোয়ারীং অথরিটি ২৩-৮-৬৩ তারিখে এপয়েণ্টেড হয় এবং রিপোর্ট সাবমিট করে এপ্রিল ১৯৬৪ তে, এই কথা কি আপনি অস্বীকার করবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—ওনার বিরুদ্ধে যে চার্জ ছিল তার হীয়ারিং হয়েছে। সেটা এনকোয়ারিং অফিসার উনি যা বলছেন তাও করতে পারেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে এই যে তার বেতন এবং ভাতা বন্ধ করা হয়েছিল এটা তাকে জানানো হয়েছিল কিনা যে কি কারণে বন্ধ করা হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— কারণ তিনি কাজে জয়েন করেন নাই ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— না, না, জানানো হয়েছিল কিনা ? তাকে কোন নোটিশ বা ইনটিমেশন দেওয়া হয়েছিল কিনা যে কি কারণে তার বেতন বন্ধ করা হল ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— তিনি আন-অথরাইজড লীভে আছেন ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— না, না, তাকে জানানো হয়েছিল কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌলিক :— একাউন্টেন্ট জেনারেল আসাম থেকে যে পর্য্যন্ত তিনি পে শ্লিপ না পান সে পর্য্যন্ত তিনি কি করে বেতন পেতে পারেন ? তিনি আন-অথরাইজড লীভে আছেন সেজন্য দেওয়া হচ্ছে না ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঃ— আমায় প্রশ্ন মাননীয় স্পীকার, স্যার, যে এই ভদ্রলোকের যে পে অ্যাণ্ড এলাউনসেস বন্ধ করা হয়েছে এটা কি কারণে করা হয়েছে । সেটা এই ভদ্রলোককে জানানো হয়েছে কিনা যে এই কারণে তোমার পে অ্যাণ্ড এলাউনসেস এখন দেওয়া হচ্ছে না ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিংস চলেছে এবং তার বিরুদ্ধে যে চার্জ ছিল সেটা তাকে জানানো হয়েছে ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে পারেন যে তাকে সম্প্রতি কোন পোষ্টে জয়েন করার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক ঃ— হঁ্যা, দেওয়া হয়েছে ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— সেই পোষ্টে কি তিনি জয়েন করেছেন ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— না তিনি করেন নি ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— কি কারণে জয়েন করেন নি জানতে পারি কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক : এটা তার ইচ্ছা জয়েন করা না করা ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী .— একথা কি ঠিক যে তিনি অ্যাডভানস টি, এ, চেয়ে ছিলেন সেই পোষ্টে জয়েন করার জন্য এবং অ্যাডভানস টি, এ, তাকে দেওয়া হয় নি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক— তিনি অ্যাডভান্স টি, এ, এনটাইটেল্ড নন ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী .— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি একথা বলতে পারেন যে অ্যাডভান্স টি, এ, দেওয়া হয় না কোন ক্ষেত্রে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— অন্তত: এসব ক্ষেত্রে । যেখানে যিনি আন-অথরাইজড লীভে আছেন এইসব ক্ষেত্রে দেওয়া হয় না ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— এই রকম ক্ষেত্রেও দেওয়া হয় এটা যদি প্রমাণ করা যায় তাহলে তাকে দিতে রাজী আছেন কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— ক্ষেত্র বিশেষে দেওয়া হতে পারে ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা অস্বীকার করবেন যে এই ভদ্রলোক গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করে জিতেছেন ? তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তিনি গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে মামলা করে জিতেছেন ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— ন্যায় সংগত যদি কারণ থাকে তাহলে জিতবেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— না, জিতেছেন কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— হঁ্যা, জিতেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অস্বীকার করবেন যে সেই কোর্টের রায়ে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল সেই সমস্ত অফিসার তাকে এখন হ্যারাস করছেন ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— সরকার এই বিষয়ে অবগত নন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সেই যে জাজমেন্ট হয়েছে তার ফেভারে, সেই জাজমেন্টে যে সমস্ত অফিসারের বিরুদ্ধে অ্যাডভার্স কমেন্ট করা হয়েছে, সে সমস্ত অফিসার এখন ত্রিপুরার গভর্ণমেন্টের মধ্যে এই ভদ্রলোককে অন্যায় ভাবে হ্যারাস করছেন কি না ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে সরকার এই বিষয়ে অবগত নন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী:— এটা তদন্ত করে তার প্রতি জাসটিস করবেন কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— এটায় হ্যারাসমেন্টের কোন প্রশ্ন আসে না অতএব এটার কোন এনকোয়েরী এখানে হতে পারে না।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে সরকার এ বিষয়ে অবগত নন, আবার এখন বলেছেন যে হ্যারাসমেন্টের কোন প্রশ্ন আসে না। এটা অবগত হয়ে এই হ্যারাসমেন্টটা বন্ধ করবেন কি না সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— যেখানে হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে না সেখানে আমরা কি করে বলব যে তদন্ত করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— আই উড নাউ কল অন শ্রীআতিকুল ইসলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ২৫৪

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নম্বর ২৫৪

Question	Reply
1. Whether Sree Sukhendu Das a Forest Employee was reduced in rank and Sree Shyama Charan Deb Barma a Forest Employee was made to retire compulsorily as a measure of punishment without observing prescribed rules.	No
2. If so, whether the punishment inflietad on Sree Sukhendu Das was set aside by the J. C. Court, Tripura in a writ petition and whether Sree Shyama Charan Deb Barma was reinstated on appeal :	Does not arise.

3. If so, whaether the amount payable or paid to the employee concerned as a result of such non-observing of the prescribed rules, has been recovered from the official responsible as per circular of the Govt. of India, Ministry of Home Affairs dated 27. 5. 61.	Does not arise.

শ্রীআতিকুল ইসলাম : — মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে এই সুখেন্দ্র চন্দ্র দাস জে, সি কোর্টে কোন রিট্ কেস্ করেন নি ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— ইয়েস তিনি করেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমি কি জানতে পারি যে সে কেসটা কি কারনে তিনি করেছিলেন ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— তার বিরুদ্ধে যে পানিসমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে তিনি তা করেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আপনি কি বলবেন যে পানিশমেন্টটা কি এবং কি গ্রাউণ্ডে সে কেস করেছিল ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— পানিশমেন্ট হচ্ছে হি ওয়জ রিডিউসড টু ফরেষ্টার গ্রেড্।

শ্রীআতিকুল ইসলাল :— তাহলে আমার প্রথম প্রশ্নটার উত্তর "না" হয় কি করে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— কোনটা নো ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :··· প্রথম প্রশ্নের আনসার নো হল কি করে ?

মিঃ স্পীকার :— আনসার টু দি কোয়েশ্চান নাম্বার ওয়ান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— নামটা ভুল আছে। নামটা হবে সুখেন্দ্র চন্দ্র দাস, কিন্তু এই জায়গায় দেওয়া হয়েছে, সুখেন্দু দাস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে সুখেন্দু দাস, আর সুখেন্দ্র চন্দ্র দাস এটা একটা মস্ত বড় ভুল হয়ে গেল ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— নামটা সুখেন্দ্র চন্দ্র দাস হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— শ্যামাচরণ দেব বর্ম্মা কি ভুল হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— শ্যামাচরণ দেব বর্ম্মা ঠিকই আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলতে চান যে শ্যামাচরণ দেব বর্ম্মাকে কম-পালসারি রিটায়ারমেণ্ট করা হয়নি ? আর্জ এ পানিশমেণ্ট তাকে রিটায়ার করা হয়েছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি ?

(ইনটেরাপশন)

মিঃ স্পীকার :— লেট দি ওয়ার্ক অব দি হাউস গো অন্ আনডিসটার্বড।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আবার প্রশ্নটা শুনতে চাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমি জানতে চাই শ্যামাচরণ দেব বর্ম্মাকে without observing prescribed rules compulsorily retire করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— হ্যাঁ, হয়েছিল।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— তা'হলে আনসারটা নো কি করে হয়।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— হয়েছিল এবং আবার হি হ্যাজ বীন রিইনষ্টেটেড।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— তা.হলে নো হয় কি করে। রি-ইনষ্টেটের কথাত আমার প্রশ্নেই আছে, সেটা আপনাকে বলতে হবে কেন ? আমার প্রশ্নই ছিল যে তাকে কমপালসারী রিটায়ারমেন্ট করা হয়েছিল, তার পর সে রি-ইনষ্টেট হয়েছে।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— প্রশ্নের উত্তর ঠিকই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ঠিক দেওয়া হ'লে সপ্তম প্রশ্নের উত্তর নো হয় কি করে ? আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে তাকে কম্পালসারিলি উইদ আউট অবজার্ভিং প্রেসক্রাইবড্ রুলস্ রিটায়ার করানো হয়েছে কিনা ;

শ্রী এম, এল ভৌমিক :— তাকে কম্পারসারিলি রিটায়ারমেন্টের অর্ডার দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এফেক্ট দেওয়া হয়নি। কারণ তিনি তার বিরুদ্ধে অ্যাপীল করেছেন এবং দেন রি-ইনষ্টেটেড।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চান অলসো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার. আমি এটা বলছি এবং একটা ক্লেরিফিকেশন চাচ্ছি যে একই মিনিষ্টার একবার বলছেন· না. একবার বলছেন হ্যাঁ, তাঁর কোন জবাবটা আমরা নেব ?

শ্রী এম, এল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ক্ল্যারিফাই করছি। তারা বলেছেন প্রেসক্রাইবড রুলস অবজার্ভ করে করা হয়েছে কিনা ? আমরা বলছি ইয়েস আফটার অবজার্ভিং অল রুলস এণ্ড প্রসিডিউরস। সেখানেই সেজন্য ডাজ নট অ্যারাইজ বলা হয়েছে।

Mr, Speaker :— The Hon'ble Member putting the question wants to know, I thtnk, that the answer 'no' to which question does it refer ? That may be clarified. This 'No' refers to which part of the question ? Does it relate to both the question ?

Shri M. L. Bhowmik ?— No.

শ্রীআতিকুল ইসলাম : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন, সুখেন্দ্র চন্দ্র দাস নামে কোন ফরেষ্টার প্রেসক্রাইবড রুলস অনুযায়ী তাকে পানিশমেন্ট দেওয়া হয়নি বলে জে, সি কোর্টে কোন রিট পিটিশন করেছে কিনা, এবং করে জিতেছে কিনা ?

শ্রী এম, এল ভৌমিক :— কি নাম বললেন, সুখেন্দ্র চন্দ্র দাস ?

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আপনি যে নামে বলছেন সে নামেই বলছি, আই অ্যাম সাবজেক্ট টু কারেকশন। এই সুখেন্দ্র চন্দ্র দাসকে উইদআউট অবজার্ভিং প্রেসক্রাইবড্ রুলস কোন পানিশমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা এবং তিনি কোন মামলা করেছেন কিনা এবং করে সে মামলায় জিতেছেন কিনা ?

শ্রীএম, এল ভৌমিক :— হ্যাঁ প্রেসক্রাইবড রুলস অবজার্ভ করেই তাকে গ্রেড—২তে রিভার্ট করা হয়েছিল এবং তারপর তিনি এই অর্ডারের এগেইনষ্টে অ্যাপীল করেন ফরেষ্ট অ্যাপীলেটেড কোর্টে এবং অথারিটির কাছে এবং তাতে তিনি হেরে যান এবং তারপর তিনি জে. সি. কোর্টে অ্যাপীল করেন এবং সেখানে তিনি জিতেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমার কথা হ'ল যদি প্রেসক্রাইবড রুল অবজার্ভ করে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে তাহ'লে তিনি মামলায় জিতলেন কি করে ?

শ্রীএম, এল ভৌমিক :— এটা কোর্টের বিষয়, আইনের বিচারে তিনি জিততে পারেন। টেকনিক্যাল ডিফেক্ট থাকলে জিতেত পারেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— তাহ'লে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রেসক্রাইবড রুলস অবজার্ভ করা হয়নি এবং হয়নি বলেই তিনি মামলায় জিতেছেন।

শ্রীএম, এল, ভৌমিক : ইয়েস, অল রুল্‌স্‌ হ্যাভ অব বীন অবজার্ভড।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ইফ্‌ অল রুল্‌স ওয়্যার অবজার্ভড, তাহ'লে তিনি মামলায় জিতলেন কি করে ?

শ্রীএম, এল ভৌমিক :— আইনের হয়তো কোন রকম ডিফেক্ট—টেকনিক্যাল ডিফেক্ট পেয়েছেন, সেইজন্য তিনি জিতেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— ডিফেক্টটাকি প্রসীডিউরেল ডিফেক্ট নয় ? কোথাও না কোথাও তিনি প্রেসক্রাইবড রুল্‌স অবজার্ভ করতে পারেন নি বলেই ডিফেক্টটা বেরিয়েছে এবং সেজন্যই মামলায় জিতেছেন ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— প্রসিডিউরেল কোন ডিফেক্ট ছিল না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের এই রকম কোন মেমরেণ্ডাম আছে কিনা যেখানে পরিষ্কার লেখা আছে যে যদি কোন অফিসার কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত বা কোন রকম পানিশমেণ্ট দেয় এবং যদি পরবর্ত্তী কালে দেখা যায় যে সেটা শুদ্ধ হয় নাই, তাহলে কর্মচারীকে যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে সেটা সেই অফিসার কন্‌সার্ণড্‌ থেকে আদায় করা উচিত ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :— এটা হচ্ছে উইলফুল নেগলিজেন্স হ'লে পরে। এই ক্ষেত্রে উইল ফুল কোন নেগলিজেনস ছিল না, তিনি প্রেসক্রাইভড রুল্‌স অবজার্ভ করেছেন এবং তা করেই তিনি তাকে রিভার্ট করেছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে উইলফুল না হলে পরে আদায় করতে হবে না। আমরা দেখি যে একটা মেমোরেণ্ডাম আছে, মেমোরেণ্ডামটি আমি পড়তে চাই। Memorandum No. F. 2/9/69-ESTS (A) dated the 27th May 1961-In all cases where the circumstances leading to a Government servant's re-instatement reveals that the authority, which terminated his services, either wilfully, did not observe or through negligence failed to observe the proper procedure, as explained above, before terminating his service, proceedings should be instituted agaihst such Authority under rule 16 of C. C. S. (C. C. & A.) Rules, 1957 and the question of recovering from such authority the whole or part of the pecuniary loss arising from the re-instatement of the Government servant should be considered. কাজেই এখানে আন উইলফুল এর কোন প্রশ্ন নাই। এখানে পরিষ্কার বলা হইয়াছে either wilfully did not observe or through negligence failed to ovserve (Interruption) আমি সেই মেমোরেণ্ডাম আপনার কাছে প্রডিউস করতে পারি স্যার, ট্রু কপি। কাজেই উইলফুল না হলে পরে বলে মন্ত্রী মহাশয় হাউসকে মিসলিড্‌ করছেন স্যার। এখানে বলা হয়েছে wilfully did not observe or through negligence failed to observe অতএব তিনি উইলফুল্লি হাউসকে মিসলিড করছেন। স্যার হিয়ার ইজ দি কপি অফ দি সার্কুলার—

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় সদস্য যে সার্কুলারের কথা বলছেন সেইটা আমাদের কাছেও আছে, আমি যা বলেছি ঠিকই বলেছি। ইট ইজ কোয়াইট রাইট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে তিনি এই ভাবে হাউসকে মিসলিড করছেন কিনা ? (Interruption)

Mr. Speaker :— You put questions in which the answer you want.

Shri Atiqul Islam :— My question is that whether the Minister can answer in such a way which may mislead the House.

শ্রী এম, এল ভৌমিক :— এই ক্ষেত্রে উইলফুল নেগলিজেন্স হয় নাই, অথবা নেগ্লিজেন্স হয় নাই, দুইটি কথাই আমি বলেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মেমোরেণ্ডামে বলা হয়েছে যে either wilfully did not observe or through negligence failed to observe (Interruption) কাজেই এই প্রশ্ন নয় এই কথা নয় যে উইলফুলি দোষ করেছেন, কি উইলফুলি করেন নাই। কাজেই it is the duty of the Govt. to collect the money from the officer concerned, যদি আমরা এইটা রিকভার করতে চাই। কাজেই এই প্রশ্ন আপনারা কোথায় পেলেন সেইটাই আমি জিজ্ঞাস করতে চাই। উইলফুলি করলে দিতে হবে, না হলে দিতে হবে না। সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের মেমোরেণ্ডামে কোথায়ও এই কথা নাই। মেমোরেণ্ডামে সেইটা কোথায়ও নাই। মেমোরেণ্ডামে পরিষ্কার বলছে—either wilfully did not observe or through negligence failed to observe.

Mr. Speaker :— For that question the answer has given, I think.

শ্রী এম, এল ভৌমিক :— আমরা দুইটি প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার সাপ্লিমেণ্টারি কোশ্চান হচ্ছে যে যদি জুডিশিয়েল কমিশনার্স কোর্টে গভর্ণমেণ্ট হেরে থাকেন তা হলে পরে কি গ্রাউণ্ডে গভর্ণমেণ্ট হারলো এটা জানতে পারি কি ? কি গ্রাউণ্ডে গভর্ণমেণ্ট হারলো ? আপনারা তো জাজমেণ্ট দেখেছেন। বলুন না কি গ্রাউণ্ডে গভর্ণমেণ্ট হারলো ?

শ্রী এম, এল ভৌমিক :— আইনগত কারণে হেরেছেন।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— আমি যদি বলি যে এটাই গ্রাউণ্ড যে প্রপার প্রসিডিউর ফলো করেন নাই, তা হলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অস্বীকার করতে পারবেন ?

শ্রী এম, এল ভৌমিক :— আমরা তা মনে করি না। উই ডু নট থিঙ্ক সো।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জাজমেণ্ট দেখে এসে বলুন না এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীএম, এল ভৌমিক :— আমরা জাজমেণ্ট দেখেছি এবং দেখেই এই কথা বলছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তা হলে এটা বলুন যে আইনগত কি গ্রাউণ্ডে হারলেন সেইটা বলুন হাউসের সামনে ? মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমরা আশা করছি যে আইনগত কি কি পয়েণ্ট-এ হারলেন সেইটা বলবেন ?

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের টাকা দিতে হবে। গভর্ণমেণ্টকে টাকা দিতে হবে। অতএব দি হাউস ইজ ভাইটেলি কনসার্ণড। এই টাকার জন্য রেসপন্সিবল যারা, রেসপন্সিবিলিটি ফিক্সড আপ করতে পারলে তাদের থেকে টাকা আদায় করতে পারব। So the House is very much concerned with this question. কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমরা আশা করছি যে কি গ্রাউণ্ডে সরকার হারলেন সেই গ্রাউণ্ডটা হাউজের সামনে আপনি প্লেইস করবেন। এখন না পারেন পরে প্লেইস করবেন। কি গ্রাউণ্ডে সরকার হারল সেইটা হাউস জানতে চায় ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— আমি পূর্বেই বলেছি যে টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ডে গভর্ণমেণ্ট হেরেছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় টেকনিকেল কি গ্রাউণ্ড সেইটাই আমরা জানতে চাচ্ছি, গ্রাউণ্ডটা কি ?

Shri M. L. Bhowmik :— If you want to know I will inform you later on.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি শ্রী দাসকে ক্ষতিপূরণ কত টাকা দিতে হয়েছে ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন এখানে উঠে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— তাকে কত টাকা পে করতে হয়েছে, মামলা জিতার পর কত টাকা দিতে হয়েছে ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ। কত টাকা দেওয়া হয়েছে, actual expenditure, particular amount এখন কি করে বলি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি এই যে dozens of cases এ Government হেরেছেন এর কোন একটা কেইসে যারা, যে সমস্ত অফিসার রেসপন্সিবল তাদের কারো থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে according to that memorandum ? Hon'ble Speaker, Sir, আমার প্রশ্ন হচ্ছে in dozens of similar cases Govt. হেরেছেন, টাকা দিতে হয়েছে গভর্ণমেন্টকে। কারণ তাদের সাস্পেনশন পিরিয়ড-এর পে ইত্যাদি অনেকগুলি টাকা দিতে হয়েছে। সেইগুলির কোন একটা টাকা কোন officer, who were responsibe for suspension, dismisal, তাদের কারো কাছ থেকে আদায় করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— টাকা আদায়ের কোন প্রশ্ন এখানে আসছে না কারণ রেসপন্সিবিলিটি ফিক্সড আপ এই সমস্ত ক্ষেত্রে করা হয় নাই এই জন্য যে they have observed all prescribed Rules (Inrerruption).

Mr. Speaker :— I would again call on Shri Atiqul Islam

Shri Atiqul Islam :— Question No. 262.

Shri B. Das (Dy. Minister) :··· Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 262.

QUESTION	ANSWER
1) Whether recruitment rules for appoitment of Circle Officer have been framed ;	Yes.
2) If so, what are the minimum qualification prescribed there for appointment to the said post.	**Easential.** Degree of a recognised University or equivalent (Qualification relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified). **Desirable.** Degree of Law or edequate knowledge of Land Revenue and other Laws.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :- মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি মেট্রিক পাশ কোন লোককে সার্কেল অফিসারের পদে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— সেই রকম কোন কেণ্ডিডেইট যদি থেকে থাকে এবং সে যদি সব কণ্ডিশন ফুলফিল করে থাকে তবে নিশ্চয়ই দেওয়া হয়ে থাকবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমার প্রশ্ন হল ডিগ্রি হোল্ড করে না বা রিকুইজিট কোয়ালিফিকেশন নাই এই রকম কাহাকেও সার্কেল অফিসারের পদে ইদানিং এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— এখানে রুলস আছে, মেথড আছে অতএব according to Recruitment Rules (Interruption) for the post of Circle Officer that the vacancies may be filled up by Direct recruitment, deputation and failing which by promotion or transfer from the following categories subject to that they are atleast matriculate i. e. from Sectional Head Clerk, Accountant, Inspector, Stenographer (Interruption)

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি কোন Food Inspectorকে সার্কেল অফিসার করা হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— দরকার হলে করা হয় if they fall within these categories যে কথা আমি আগেও বললাম যেমন from amongst these categories with five years' service in their credit subject to that they are atlest matriculate সেই রকম ভাবে যেখানে (ইণ্টারপশন) Civil Supplies Departmentএ five year's experienced Inspector আছে তাদের থেকে আমরা সেখানে একটা লিষ্ট করে সেই লিষ্ট ইউ, পি, এস, সি, তে পাঠিয়েছিলাম এবং তারাও আমাদের সাথে এগ্রি করেছে। তাদেরকে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি যে ইউ, পি, এস, সিতে যায় নাই এবং ডিগ্রি হোল্ড করে না এমন কোন লোককে সার্কেল অফিসারের পদে এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— ইউ. পি, এস, সি-তে গিয়েছে এবং সেখানে থেকে এগ্রিও করেছে তারা এবং সেই ভাবেই আমরা এপয়েণ্টমেণ্ট করেছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি সার্কেল অফিসারের পোষ্টে সিডিউল্ড কাষ্ট, সিডিউল্ড ট্রাইবস এর জন্য কোন রিজারভেশন আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— সুটেবল কেণ্ডিডেইট যদি পাওয়া যায় তা হলে বরাবরই এপয়েণ্ট করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলবেন কি পার্সেণ্টেইজ অফ সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস এই সার্কেল অফিসারের পোষ্টে কত আছে ?

শ্রী বি, দাস :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানেন যে এই সার্কেল অফিসারের পোষ্টের জন্য সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস কেণ্ডিডেইট যারা দরখাস্ত করেন তাঁদের দরখাস্ত বহু না-মঞ্জুর হয়ে পড়ে আছে।

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রশ্নটা এমনি ভাবে তিনি পুট করেছেন যে সেটা উত্তর আমি আগেই দিয়েছি, আবার আমি এই কথা বলছি—সেখানে তারা দরখাস্ত করেছেন কিন্তু সেখানে সুটেবল কিনা সেইটা দেখে তারপর তো সেখানে এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— কবি দাস গুপ্ত নামে কাহাকেও সার্কেল অফিসারের পদে এপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছে কিনা এবং কি কি কোয়ালিফিকেশন আছে সেখানে ?

শ্রীবি, দাস :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে এর সিলেকশনের জন্য কোন বোর্ড আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— They are appointed according to Recruitment Rules সেইটা ফলো করা হয়েছে এবং সেই ভাবেই কাজ করা হচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় আমার প্রশ্ন হল কোন বোর্ড আছে কিনা? রিক্রুটমেন্ট রুলস তো আপনাদের কাছে রয়েছে, আপনি সেইটা পড়ে বলুন না যে সেখানে কোন বোর্ড আছে কিনা? সিলেকশন বোর্ডের প্রভিশন আছে কিনা? না পড়ে থাকলে এখন পড়ে দেখুন?

শ্রী বি, দাস :— আমি পড়াশুনা করেই কথা বলি—মেথড অফ রিক্রুটমেন্ট যেটা আছে সেখানে সাধারণতঃ ৮০ পার্সেন্ট ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট দেওয়া হয় আর বাকী ২০ পার্সেন্ট এর ব্যাপারে প্রমোশন অর ট্রান্সফার করে করা হয়।

Shri Nripendra Chakraborti :— What is he talking about? My question is whether there is a selection board?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এটা ডিপার্টমেন্টের কনসার্ন। ডিপার্টমেন্ট সেটা করে দিচ্ছে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি ওঁকে একটু হেল্প করুন। উনি যদি না বুঝতে পারেন আপনি ওঁকে একটু হেল্প করুন। এই যে রুলস আপনারা ফ্রেম করেছেন এই রুলসের মধ্যে সিলেকশান বোর্ডের কোন প্রভিশন আছে কিনা?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। আমি এই কথা বলেছি যে যেই ডিপার্টমেণ্ট রয়েগেছে সেখান থেকে দেখা হয় এবং সেখানে প্রমোশন, ডেপুটেশন এই কথাটা বারবার বলা সত্বেও কেন যে বুঝতে পারছেন না সেটা আমি বুঝতে পারছিনা। তবে সেখানে একটা ডি, পি, সি, আছে। ডিপার্টমেণ্টাল প্রমোশন বললে কি ওনার কাছে কথাটা ক্লীয়ার হত সেটা আমি জানিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তবে সেটা বাই প্রমোশন, এটা আমি বার বার বলছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা সত্যি কিনা যে অনেক সিনিয়র এবং কোয়ালিফাইড পারসনকে ডিঙিয়ে কবি দাশগুপ্তকে সার্কেল অফিসারের পদে নিযুক্ত করা হয়েছে?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডি, পি, সি, করে সেখানে স্যুয়িটেবল ক্যানডিডেট যারা তাদের সাধারণতঃ নেওয়া হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :—আচ্ছা এই যে ডি, পি, সি, এটাতে ক্যানডিডেটসদের কোন পরীক্ষা নেয়?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— ডি, পি, সি, সেখানে সিলেকশন করে সেখানে তারা বসে সমস্ত কিছু দেখে বিচার বিবেচনা করে তারপর তারা প্রমোশন দেয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী :— আমার কোয়েশ্চান, মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ভদ্রলোক আমার কোয়েশ্চানগুলি একদম বুঝতে পারেন না। আমার কথা হচ্ছে যে এই ডি, পি, সি, নামক কমিটিটা কি কোন পরীক্ষা নেয় ক্যানডিডেটদের? দিস ইজ এ ভেরী সিম্পল কোয়েশ্চান। এত ঘুরিয়ে বলার দরকার নেই? ওঁকে বলতে হবে যে কোন পরীক্ষা নেওয়া হয় কিনা? ক্যানডিডেটদের কোন পরীক্ষা নেওয়া হয় কিনা?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যা' হোক ভদ্রলোক বলে স্বীকার করেছেন। যেহেতু ভদ্রলোক বলেছেন আমি সেইভাবে উত্তর দিচ্ছি যে ভদ্রলোক হিসাবে এটুকু বুঝবার ক্ষমতাও আমার আছে। উনি যে প্রশ্ন করছেন সেই প্রশ্নগুলি উনি ঘুরিয়েই করছেন এবং সেগুলি যেভাবে আমি দিচ্ছি আমার ধারণা যে সোজাসুজি উত্তরই আমি দিচ্ছি।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :- মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার জবাবটা পাই নাই। জবাবটা ইয়েস অর নো হতে পারে। যে কমিটিটা আছে সেই কমিটিটা কি ক্যানডিডেটদের কোন পরীক্ষা নেয় ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাবও আমি আগেই দিয়েছি যে ডি, পি, সি, বসে তারা সব দিক বিচার বিবেচনা করে সেইভাবেই কাজ করে।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— পরীক্ষা নেয় কিনা সেই কোয়েশ্চানটা করছি।

মিঃ স্পীকার :- পরীক্ষা কি রিটেন একজামিনেশন মিন করছেন ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—হ্যাঁ।

Mr. Speaker :— (Turning to Sri Das) It has been made clear by him.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— পরীক্ষা মানে রিটেন একজামিনেশন নেওয়া হয় কি না ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— সেখানে প্রসিডিউরটা বরাবরই ফলো করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—না, না, আমার প্রশ্ন হচ্ছে রিটেন একজামিনেশন নেওয়া হয় কিনা ক্যান্ডিডেটদের ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এই প্রশ্নের জবাব আমি দিয়েছি যে সেখানে যে প্রসিডিউরটা আছে সেটা বরাবরই ফলো করা হয়।

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— না এই প্রশ্নের জবাব হল না। কোন রিটেন একজামিনেশন নেওয়া হয় কিনা। আমার কোয়েশ্চানটা হচ্ছে, মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা খুব ভাইটেল জিনিষ। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে একমাত্র ষ্ট্যাণ্ডার্ড হচ্ছে তেল মাখা। যে বেশী তেল মাখতে পারবে (ইন্টারাপশন) তা না হলে আমার কোশ্চানের জবাব দেন না কেন—if the Hon'ble Minister refuses to answer·

Mr. Speaker :—No, No, this has been directed towards the Minister. This word has been uttered in the House consistently with the dignity of the House. This should not be uttered. This is my point of order.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি যদি বলি যে এই সার্কেল অফিসারদের একমাত্র তেল মাখার জন্যই—এটাই ক্রাইটেরিয়া, এই ক্রাটেরিয়াতেই তাদের প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে। কোন রিটেন একজামিনেশন নেওয়া হয় না। তেল মাখাটাই একমাত্র ক্রাইটেরিয়া এটা আমি অভিযোগ করছি। এটাকি ওঁরা অস্বীকার করতে পারবেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে তেল মাখার অভিযোগ করছেন এটা কি মাথায় মাখেন না পায়ে মাখেন ? যদি পায়ে মাখেন তাহলে পা টা তো পিছলে যাবে।

Mr. Speaker : I won't allow this trend of discussion here. The standard of discussion is falling down. Kindly don't bring this discussion to this stage·

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন যে এই কবি দাশগুপ্ত তিনি কি কি কোয়ালিফিকেশন থাকার জন্য সিলেকটেড হয়েছেন ?

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—ডি, পি, সি, সেখানে তাঁকে সুট্যাবল বলে মনে করেছেন, সেভাবে তাঁকে নিয়েছেন।

Mr. Speaker :— No other supplementary ? Then starred questions are over. There is one Unstarred Qusetion. Question No. 283 given notice of by Shri Ramcharan Deb Barma. Hon'ble Minister may lay on the table of the House the reply to the Unstarred Question.

(The reply to the unstarred Question is shown in appendix 'A')

Mr. Speaker :— Next item is Calling Attention Notice. I have received one calling attention notice from Shri Atiqul Islam. The subject is rise of price of rice above rupees thirty at Amtali, Golaghati, Mohanpur, Ranir Bazar in Sadar Sub-division, Ampi, Raima & Sarma in Amarpur Sub-division, Teliamura in Khowai Sub-division. Selema in Kamalpur Sub-division, Fatikroy and Manu Valley in Kailashahar sub-division, Boxanagar in Sonamura Sub-division and Khedachhara, Anandabazar, Subhas Nagar in Dharmanagar sub-division and reluctance of the Govt.to supply ration at controlled rate from Govt. ration shops.

I have given consent to the motion of Shri Atiqul Islam to-day. I would now request the Hon'ble Minister in-charge of the Department namely Shri S. L. Singh; Chief Minister to make a statement. If the Hon'ble Minister is nct in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the Order paper for a statement.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ৫ই এপ্রিল তার রিপ্লাই দেব।

Mr. Speaker :- 5th April he will make a statement. 5th April he will give his statement.

General Discussion on Budget for 1965-66.

Mr. Speaker :— We now pass on to the next item of Business as there is no other question. Next item is Government Business Financial-General discussion on Budget for 1965-66. I would now call on Shri Shudhanwa Deb Barma to resume discussion.

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উত্থাপিত যে বাজেট, সে বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে অনেক পুরানো বুলি বা যুক্তি তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে ত্রিপুরা ঘাটতি অঞ্চল এবং ঘাটতি এলাকা এবং সেই ঘাটতি পুরণের জন্য আমাদের কেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কেন্দ্র থেকে গ্র্যান্টস এবং অ্যালাউয়েন্স পেলে আমাদের ঘাটতি পুরণ করা হয় একথা সত্য। একথা আমরা কেউ অস্বীকার করছিনা। কেন্দ্র থেকে আমরা লোন এবং গ্র্যান্টস পাই একথা সত্য। বাজেট রচনা করার ব্যাপারে আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে, একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বাজেট রচনা করতে যেয়ে ত্রিপুরার যে সমস্যা এবং তার যে বাস্তব অবস্থা তার সাথে সংগতি রেখে আমরা আমাদের বাজেট রচনা করেছি কিনা এবং কোন উন্নয়নমূলক কাজ এবং বিভিন্ন কন্‌ষ্ট্রাকটিভ যে সমস্ত কাজ তার জন্য আমরা যে ব্যয় বরাদ্দ করেছি তা সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছে কিনা ? এবং যে কাজ আমরা হাতে নিয়েছি সেটা সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা সে দিকটা আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। কাজেই যে বাজেট এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে আমি এটাই অনুভব করছি যে বাস্তবিকপক্ষে ত্রিপুরার যে বাস্তব অবস্থা এবং তার যে সমস্যা তার সাথে সংগতি রেখে এই বাজেট তৈরী করা হয় নাই। প্রথমতঃ এ্যাগ্রিকালচার আমাদের একটা ভাইটেল সমস্যা। খাদ্যসংকট আমাদের প্রায় লেগেই আছে। বাহির থেকে যদি আমরা খাদ্য না আনি তাহলে ত্রিপুরার মানুষ বাঁচতে পারেনা। কাজেই খাদ্য উৎপাদন এবং এই ব্যাপারে যে কর্ম্মপ্রচেষ্টা নিয়োগ করতে হবে তা বলা বাহুল্য। কিন্তু এখানে আমরা কি দেখি ? এ্যাগ্রিকালচার ব্যাপারে আমরা যখন এখানে লক্ষ্য করি তখনই দেখি যে শুধু ফুডগ্রেন্ বাহির

থেকে কিনার জন্য এবং রাজ্যের ফুড়গ্রেনস কিনার জন্য আমাদের এখানে প্রায় এক কোটি ৭৬ লক্ষ টাকার মত আমরা খরচ করছি। কিন্তু খাদ্য বাড়ানোর জন্য কি করা হয়েছে যদি সেটা আমরা লক্ষ্য করি এখানে তাহলে আমরা দেখব সেখানে সামান্য মাত্র টাকাই আমাদের চোখে পড়ে। এখানে আমরা দেখছি যে শুধু বীজ ধান এবং ফার্টিলাইজার, মেনিউর, এই সমস্ত কৃষকদের হাতে পেঁছে দেবার জন্য মাত্র ১২ লক্ষ টাকার মত সেখানে ব্যয় ধরা হয়েছে এবং ফুড়গ্রেনস বা অন্যান্য যে সমস্ত ব্যয় যা ধরা হয়েছে তাতে কর্মচারীদের এবং অফিসারদের বেতন এবং ভাতার জন্য চলে যাচ্ছে ২৪ লক্ষ টাকা এবং ১২ লক্ষ টাকা এই সমস্ত বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয়িত হবে। কাজেই বাস্তব অবস্থার সঙ্গে এই বাজেটর সঙ্গে কোন সঙ্গতি নাই একথাই এখানে প্রমাণিত হয়ে যায়। কারণ আজকে ত্রিপুরায় যদি খাদ্য বাড়াতে হয় তাহলে আমাদের কৃষকদের হাতে আমাদের বীজ ধান পেঁছে দিতে হবে, তাদের কাছে মেনিউর পেঁছে দিতে হবে, ফার্টিলাইজার পেঁছে দিতে হবে। আমরা যখন দেখি মাত্র ১২ লক্ষ টাকা এইসব কাজের জন্য রাখা হয়েছে, তাহলে ত্রিপুরায় কৃষকদের হাতে যে বীজ ধান পেঁছবে সেটা আমরা আশা করতে পারি না। খাদ্য উৎপাদন যদি বাড়াতে হয় ত্রিপুরায় তাহলে আমাদের দেখা উচিত ইরিগেশন সিষ্টেম যাতে সুন্দর ভাবে, সুষ্ঠুভাবে করা হয়। কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট স্পীচে আমরা দেখছি যে এখানে ইরিগেশন সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই। ইরিগেশন যে এখানে বিশেষ প্রয়োজন সে সম্পর্কে কোন উল্লেখ আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট স্পীচে দেখতে পাই না। ইরিগেশন এই ত্রিপুরার যে কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং সে জায়গাতে অন্ততঃ আমার চোখে যা পড়েছে সেটা দেখে আমি নিরাশ না হয়ে পারি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দেখাতে পারি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি আমার সাথে চলেন, চিচিমা— এখানে আগরতলা থেকে বেশী দূরে নয় ১২ মাইল হবে চিচিমা ৬।৭ মাইল দূরে সেখানে একটা ছড়ার উপর একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সে বাঁধ কোথায় চলে গেছে তার কোন খোঁজ খবর নাই, ফ্লাডের জলে কোথায় চলে গেছে। এইসব বাঁধের সম্পর্কে যে টাকা রাখা হয়েছে এই বাজেটে মেইনটেনেন্স এবং রিপেয়ার'এর জন্য। এই যে বাঁধ চলে গেছে সেটা কি রীপেয়ার হবে, না মেইনটেনেন্স হবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এর আগেও আমি এখানে অনেকবার বলেছি যে ইরিগেশন ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ না করেও করা যায়। এটা পাহাড়ী অঞ্চল এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে অনেক ছড়া আছে এই সমস্ত ছড়াতে বেশী খরচ লাগবে না, হয়ত ৫ হাজার, খুব উর্দ্ধে ১০ হাজারের মত টাকা খরচ করলে এক একটা বাঁধ শেষ হতে পারবে এবং সেই বাঁধের দ্বারা ইরিগেশনের কাজ চলতে পারে। এই একটা বাঁধে আমার মনে হয় অন্ততঃ ৫০ একর থেকে ১০০ একর কোন কোন ক্ষেত্রে জল সেচের কাজ চলতে পারে। কিন্তু আজকে এই বাজেটে তার কোন প্রভিশন আমরা দেখিনা। সেইসব ছোট ছোট ছড়াগুলিতে বাঁধ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন ত্রিপুরায় আমরা বৃদ্ধি করতে পারি। কাজেই এই যে খাদ্য সমস্যা, ত্রিপুরায় আজকে একটা বিরাট সমস্যা তার দিকে নজর রেখে আমাদের এই বাজেট সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেটা আমরা বলতে পারছি না।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই বাজেট আমরা যদি দেখি তা হবেকি দেখব—দেখব ১৯৬৪-৬৫ সনের যে বাজেট তার সাথে এর কোন পার্থক্য নাই। শিক্ষা ক্ষেত্রে বলেছিলেন, গতকাল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট সম্পর্কে বলছিলেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের এখানে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং আশাকরি আমরা সেন্টপাসেণ্ট পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতে পারব প্রাইমারী ষ্টেইজে এবং এই যদি হয় তবে এ আশা কি আমরা করতে পারব এই বাজেট যদি আমরা দেখি, এই আশা কি আমরা করতে

পারব যদি আমরা এই বাজেট লক্ষ্য করি। গ্রাম দেশের দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তা হলে প্রাইমারী ষ্টেইজ টাউনগুলিতে হতে পারে যেখানে বাবুরা থাকেন, তার থেকে যদি লক্ষ্য রাখেন যেখানে কৃষক সমাজ রয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ কৃষক ভাই, সেখানে উপজাতীয়, অ-উপজাতীয়, বেকওয়ার্ড কমিউনিটি, সিডিউল্ড কাষ্ট যারা আছেন সেই সমস্ত গ্রামাঞ্চলের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য না রাখি তা হলে যে কি করে প্রাইমারী ষ্টেজের কথা, যে সুন্দর একটা চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন এই হাউসের মধ্যে সেইটা যথার্থ বলে আমরা মনে করিনা। কারণ এমন এলাকা রয়েছে যেখানে স্কুল আছে ছাত্র নাই, কোন কোন যায়গায় ছাত্র আছে শিক্ষক নাই। এমন অনেক যায়গা আমরা দেখাতে পারি যেখানে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে যেখানে ১০।১২ জন ছাত্রের বেশী হবেনা সেখানে ২।৩ জন শিক্ষক রয়ে গেছে অথচ যেখানে একশত দেড় শতের মত ছাত্র রয়ে গেছে সেখানে প্রাইমারী ষ্টেইজ থেকে তাকে আপ-গ্রেইড্ করার কোন ব্যবস্থা নাই। উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানোর কোন ব্যবস্থা আমরা দেখছিনা। অনেক স্কুলের কথা আমি দেখাতে পারি, আমাদের দেশে সেইগুলি রয়েছে, আমি অনেকবার তার নামও উল্লেখ করেছি এই হাউসে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই স্কুলগুলি আপ-গ্রেইড্ না করে প্রাইমারী ষ্টেইজেই আজ পর্য্যন্ত রাখা হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কয়েকটা নাম এখানে উল্লেখ করতে চাই যে স্কুলগুলি আজ পর্য্যন্ত হাউসের কোন নজরে আসতে পারলো না, আমি বারবার উল্লেখ করেছি এমন একটা স্কুল আছে গ্রাম দেশে সেইটা ট্রাইবেল এলাকাতে, যে স্কুলের বয়স হবে ৬০ বৎসরের উপর এবং যে প্রাইমারী স্কুল থেকে কয়েকজন গ্রেজুয়েটও বের হয়েছে, একজন ইঞ্জিনিয়ারও বের হয়ে গেছে সেই স্কুলে পড়াশুনা করে কয়েক ডজন মেটি কুলেট আছে যারা এই স্কুল থেকে পড়ে এসেছে। এই স্কুলে এখনো পর্য্যন্ত দুইশত ছাত্র আছে এবং সেই স্কুলে এখন মাত্র তিনজন শিক্ষক আছেন। সেই স্কুলের যে ঘর আছে সেইটা তারা নিজেরা চাঁদা করে করেছে, সেখানে একটা হাইস্কুল চলতে পারে এমন একটা ঘর তারা নিজেরা করেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই স্কুলের দিকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতাও আমি শুনেছি, শিক্ষা বিভাগের বা আমাদের এই হাউসের কোন নজর নাই। এই স্কুলের নাম হল সুতারমুড়া প্রাইমারী স্কুল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আদিবাসীদের কল্যাণের জন্য খুব উঁচু গলায় সেদিন বলছিলেন এই হাউসের সামনে— আদিবাসীদের জন্য, তাদের উন্নয়নের জন্য আমরা অনেক কিছু করেছি, আমি বলব তার উলটা যাতাই তিনি বলেছেন। আমরা যদি আদিবাসীদের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করি তা হলে দেখব তাদের উন্নতির চেয়ে তাদের অবনতিই বেশী এবং ধ্বংসের পথে তারা চলে যাচ্ছে। কি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা তাকাই, কি সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, কি তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সে দিকে যদি আমর লক্ষ্য করি তা হলে দেখব দিনের পর দিন তারা কোথায় চলে যাচ্ছে— নিম্নে না উর্দ্ধে তাদের প্রতি যিনি নিরপেক্ষ বা মানবতার হৃদয় নিয়ে যদি লক্ষ্য করেন তিনি স্বীকার করবেন কোথায় তাদের অবস্থা দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। আজকে এই ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বাজেট বক্তৃতা, তাতে দেখেছি যে উপজাতীয়দের, জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের তিনি যে চিত্র এঁকেছেন এখানে তাতে মনে হয় যে পুনর্ব্বাসন সমস্যা, এটা প্রায় সমাধানের পথে নিয়ে এসেছেন। কাজেই ২৭ হাজার জুমিয়ার মধ্যে ১৭ হাজার জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং ৪১টি কলোনি সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি চেলেঞ্জ করে বলতে পারি কোথায় সেইসব কলোনি, কয়জন জুমিয়া পরিবার সেখানে আছে। আমি জানি সমস্ত জুমিয়া কলোনিগুলি আজকে জনশূণ্য অবস্থায় পড়ে আছে। এখানে এমন অনেক জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া

হয়েছে যারা চার পাঁচ বৎসর যাবত তাদের তিনশত টাকা পাওয়ার পরে বাকী টাকা আজও পায় নাই। তারা এই তিনশত টাকা দিয়ে হালের বলদ কিনবে না তাদের জায়গা রিক্লেম করবে, নাকি তার খোরাকীর ধান কিনবে। এটা কোন দিনই সম্ভব নয়। বর্ত্তমান অবস্থায় যে লিভিং কষ্ট আমাদের এতো উর্ধে চড়েছে সেখানে যে এই তিন শত টাকায় একটী জুমিয়া পরিবার তাদের পুনর্বসতির যে জমি সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে এই আশা শুধু পাগলেই করতে পারে, সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়ে যারা আছে এই আশা তারা করতে পারেনা। আজকে আমরা যদি গিয়ে দেখি কলোনীগুলি তাহলে দেখব জুমিয়া আর নাই। কেন নাই তার বিশেষ কারণ আছে—আমি বলব পার্টি ইন পাওয়ার আজকে ত্রিপুরা রাজ্যকে ডি-ট্রাইবেলাইজড করার জন্য ষড়যন্ত্রএ লিপ্ত আছে। তা না হলে আমরা এটা দেখব না যে জুমিয়া কলোনিতে কয়েক শত জুমিয়াকে বসিয়ে দেওয়ার পরে সেই কলোনিতে যে নন-ট্রাইবেল গিয়ে বসবে এবং সেই বসার ব্যাপারে তারাই তাকে সুযোগ সুবিধা করে দেবে। সেই দিন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে সবাই আমার বাবা। কারণ তাদেরকে তিনি বসিয়েছেন এই সমস্ত জমিতে। তারা সবাই বাবা 'আমার বাবাকে বসিয়েছি'। তাহলে ভাটীমাছমারা একটা কলোনিতে যেখানে কয়েক শত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বসতি দেওয়া হয়েছিল সেখানে নন্-ট্রাইবেল আজকে বসে আছে। তিনি কোন বাবাকে কোন সুবিধা দিতে চান, কোন ধরণের বাবা চান সেইটা আমরা বুঝতে পারিনা। সব যদি বাবা হয়ে থাকেন তবে তো একই ধরণের হওয়া উচিত। কিন্তু এই রকম. আজকে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে. আজকে এই ত্রিপুরায় উপজাতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে যদি আমরা চিন্তা করতে চাই এবং বলতে যাই তা হলে দেখব এখানে পৃথক ভাবে তাদের প্রতি ব্যবহার করা হয়েছে। এই ত্রিপুরায় চট্টগ্রাম থেকে কয়েক শত ট্রাইবেল পরিবার, যে পাকিস্তানের অত্যাচারে সেখানে অতিষ্ঠ হয়ে এখানে চলে আসে, তাদের মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে যখন পারে নাই তখন এই ত্রিপুরায় তারা চলে আসে এই অমরপুরে। কিন্তু আপনারা আশ্চর্য্য হবেন এই কথা শুনে এবং সেইটা বাস্তব ঘটনা যে এই আগরতলা থেকে পুলিশ গিয়ে অমরপুর থেকে শেয়াল কুকুরের মত, বন্য জন্তুর মত শিকারের ন্যায় তাদেরকে খেদায়ে জঙ্গল থেকে বের করে সেই পাকিস্তানে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের কুমিরের ভয়ে যখন তারা ত্রিপুরায় কংগ্রেসী বাঘের মুখে পড়ে তাদের আবার পাকিস্তানে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। আমি জিজ্ঞেস করি আজকে যারা এই ট্রাইবেল তারা স্থান পেলনা কেন? তাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র হয়েছিল কেন? আজকে পাকিস্তানের অত্যাচারের মুখে পড়ে যে নন্-ট্রাইবেল ভাইরা এখানে আসছেন, রিক্ত হয়ে আসছেন, বাধ্য হয়ে আসছেন, সেখানে তো এইরূপ করা হয় না, অবশ্য এই অবস্থা করার জন্য আমি বলছিনা। যারা এই অবস্থার মুখে পড়ে আসে তাদের সবাইকে একই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সেখানে প্রার্থক্য কেন করা হল, তার কারণ কি এই ত্রিপুরা রাজ্যে? তার উত্তর কি মন্ত্রী মহাশয়রা দিবেন, উপজাতীয়দের অবস্থা, এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে চান যে যেখানে ধেবর কমিশন যে সুপারিশ করেছেন তাকে কার্য্যকরী করা যাতে সম্ভব না হয় সেই ব্যবস্থা করার জন্য এই ষড়যন্ত্র ওনারা করছেন। ট্রাইবেল এলাকাতে যেখানে তারা কমপেক্ট অবস্থায় আছেন তাকে ভেঙ্গে দিয়ে এমনি এলোমেলোভাবে ট্রাইবেল এলাকাতে যেখানে ট্রাইবেলদের জমি আছে সেখানে আজ নন-ট্রাইবেল বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা, তাদেরকে উচ্ছেদ করে সেখানে তাদের বসিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা চলছে এই ষড়যন্ত্র থেকেই তা বুঝতে পারি। আজকে এই ত্রিপুরায় যে ধেবর কমিশনের যে সুপারিশ করেছেন এবং মাননীয় চিফ্ কমিশনার,

ভূতপূর্ব্ব চিফ কমিশনার যে সুপারিশ করেছিলেন তাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য এই সমস্ত ষড়যন্ত্র এখানে চলছে। এই কথা আমি পরিষ্কার ভাবে বলতে পারি। আজকে যদি ত্রিপুরার উপজাতীয়, যারা পিছনে পড়ে আছে, কি শিক্ষায়, দীক্ষায় সামাজিক ক্ষেত্রে, কি অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে তাদের যদি উন্নতি করতে হয় তা হলে তাদের জন্য সিডিউলড এরিয়া দিতে হবে। সেইটা গণতান্ত্রিক দাবী, সেইটা আমাদের দাবী। সেইটা কংগ্রেস সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, সেইটা তারা পার্লিয়েমেণ্ট এ যেটা গঠন করেছেন যে ধেবর কমিশন, সেই ধেবর কমিশন এই কথা স্বীকার করে গিয়াছেন। আজকে আমাদের ত্রিপুরায় এই দাবীকে অস্বীকার করার কারণ সত্যই নাই, এই দাবীর বিরুদ্ধে যদি ষড়যন্ত্র চলে, সে ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ত্রিপুরার মানুষ জেগে উঠবে এবং এই আন্দোলনের সামনে তারা এগিয়ে আসবে। (রেড্ লাইট)

Mr. Speaker :— Do you want any more time ?

Shri Sudhanwa Deb Barma :— One minute only Sir.

Shri Sudhanwa Deb Barma :— ব্যর্থ করে দেবে। আজকে যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের উন্নতির কথা আমরা যদি ভাবতে যাই এদিক থেকে আমাদের চিন্তা করতে হবে, সমস্ত ভারতবর্ষ এবং সমস্ত ত্রিপুরার সার্থে আজকে যারা পেছনে পড়ে আছে তাদের উন্নতির কথা এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে। আমরা যদি চাই ত্রিপুরার উন্নতি, ত্রিপুরা সমৃদ্ধিশালী করে তোলার জন্য, তাহলে সেখানে সমস্ত গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোক মানবতা সম্পন্ন লোক তাঁরা এগিয়ে আসুন আজকে যারা পেছনে পরে আছে উদ্ধারের জন্য, উপজাতীয়দের উন্নতির জন্য, তাদের উন্নতির জন্য আমরা সকলে সংগ্রাম করি এবং এই ত্রিপুরাতে যারা অনুন্নত তাদের উন্নতি করার জন্য যাতে সুযোগ পায় সেই পথ যেন আমরা প্রস্তুত করে দিতে পারি এইস্থলে মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করি।

Mr. Speaker :— I would now call on the Deputy Minister Dr. B. Das'

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৫ —৬৬ ইংরেজী সনের যে বাজেট আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসের সামনে উপস্থাপিত করেছেন তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমে যে কথাটা মনে হল গতকল্যকার জেনারেল ডিস্কাশনের সময়ে বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা উনার বক্তব্য রাখতে গিয়ে কতগুলি উক্তি করেছেন সেগুলির জবাব বলাটা হয়ত ঠিক হবে না। সেই উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদেরও দুচারিটি কথা বলতে হয়। উনি প্রথমে বাজেটটাকে বলেছেন যে একটা হতাশাব্যাঞ্জক বাজেট এবং তা বাস্তব বর্জিত বাজেট। এক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে ১৯৬৫-৬৬ সনের যে বাজেটটাকে আজকে এখানে রাখা হয়েছে সেটা বাস্তবের সাথে যোগ রেখে এবং ত্রিপুরার উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে কতগুলি প্ল্যান প্রোগ্রাম নিয়েই সেই বাজেট রচিত হয়েছে এবং তাই উপস্থাপিত হয়েছে। বাস্তবটা বর্জিত, কি করে যে এই কথাটা ব্যবহার হয়। হতাশাব্যাঞ্জক উনি কি করে যে উক্তিটা করলেন সেটা আমার এই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝতে পারছি না। তবে যদি কেউ রাস্তায় চলে এবং চোখ কান বুজে চলে সেই ক্ষেত্রে ঘুরে এসে এরূপ অনেকেই বলবেন। বাস্তবের সাথে কোন পরিচয় নাই তিনি এটাকে বাস্তবতা বর্জিত, বলতে পারেন। এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই যে যে বাজেট আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে উপস্থাপিত করেছেন সেটা বাস্তবের সাথে যোগাযোগ রেখেই তা উপস্থাপিত হয়েছে। বাজেটের আলোচনায় আসতে গিয়ে প্রথমে যে কথাটা বলতে হয় কৃষি সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী শ্রী:ভৌমিক কালকে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এখানেউৎপাদন যাতে বাড়ানো যায় সেদিকে আমরা নানা রকম চেষ্টা করছি, সুপরিকল্পিত ভাবে চেষ্টা করছি। ব্লকের মাধ্যমে এবং এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট এবং অন্যান্য

আরো যে আমাদের অরগানাইজেশন আছে সেখানে আমরা উন্নত ধরণের বীজ, ফারটালাইজার ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করছি এবং সেই বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের টারগেটটা কত এবং কিভাবে আমরা এগুচ্ছি। সে সম্বন্ধে এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা আছে। পশুপালন সম্বন্ধে আমি আর পুনরুক্তি করতে চাই না, সে বক্তব্যের মধ্যে সমস্তই সেখানে আছে। আদিবাসী কল্যাণের ব্যাপারে যে ভাবে উনারা বক্তব্য রেখে এবং তাকে যেভাবে সমালোচনা করেছেন এই ক্ষেত্রে শুধু এই কথাই আমাকে বলতে হয় যে হাউসকে কিংবা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা ছাড়া আর কোন রকম যে উত্তর আছে সেটা আমি অন্ততঃ বুঝতে পারছি না। যেখানে সাড়ে সতেরো হাজার জুমিয়া আছে তার মধ্যে সতেরো হাজারকে অলরেডি আমরা পুনর্ব্বাসন দিয়েছি এবং আরো এক হাজার এর মধ্যে আমাদের ধরা আছে এবং এই বৎসর এক হাজার আমরা পুনর্ব্বাসন দেব এবং এইভাবে আমরা কাজে এগুচ্ছি। সমষ্টি উন্নয়নে সারা ত্রিপুরা রাজ্য যদিও প্রথম ডিলিমিট করার কথা ছিল সেখানে পনেরোটি ব্লক হয় এবং সেখানে আমরা আরো দুটি বাড়িয়ে ১৭টি ব্লক সেখানে সৃষ্টি করেছি এবং তার মাধ্যমে ব্লকের অ্যাক্টিভিটিসগুলো এবং সেখানে সবরকমের তাদের যাতে উন্নতি হয় সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি এবং সমবায়ের ক্ষেত্রে বলতে গিয়ে প্রথমে যে কথাটি বলতে হয় যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের আজ পর্য্যন্ত ৬৫৫টি সমবায় সমিতি গঠন করেছি। তার মধ্যে অধিকাংশই ঋণদান সমিতি। এ ছাড়াও সেই ঋণদান সমিতিগুলির কাজ হচ্ছে স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ তারা সাধারণতঃ কৃষকদের দিয়ে থাকে। এ ছাড়াও আমাদের আছে কিছু বিপণন সমিতি এবং তারা কৃষিজাত দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে সব সময় লিপ্ত আছে। আরও আছে আমাদের ব্যবহারিক সমবায় সমিতি। এখন ঋণের ব্যাপারে যে প্রশ্ন তুলেছেন এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা গতকল্য যে একটা প্রশ্ন তুলেছেন সেই প্রশ্নটির জবাব আমি এই মুহূর্ত্তে না দিয়ে পারছি না এবং সেই প্রশ্নটা আমি জানি না উনারা কি ভাবে সেটার অর্থ করেছন। তবে সেই প্রশ্নের ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের যে প্রশ্ন এবং উত্তর আছে সেগুলিসম্বন্ধে উনারা বলেছেন যে একবার বলেছেন হাউসকে ইয়েস। এইভাবে যে হাউসকে বিভ্রান্ত করা এটাই আমি আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারছি না। ষ্টার্ড কোয়েশ্চন নাম্বার ১২৩এ ছিল whether Tripura Government has set up a committee to prove into the condition as will as future scope of industries for which industrial loan of Rs. 5,000/- or above was granted to the Relief and Rehabiliation Depart ment, Tripura. তার উত্তরে বলেছি 'নো'। আর ষ্টার্ড কোয়েশ্চান যেটার সম্বন্ধে উনি প্রশ্ন তুলেছেন সেখানে আমরা 'ইয়েস' বলেছি বলছেন সেই ষ্টার্ড কোয়েশ্চান ছিল ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৩ বাই শ্রীআতিকুল ইসলাম। সেখানে ছিল ষ্টেপস টেকেন ফর রিয়েলাইজেশন অব দি লোনস অ্যাণ্ড অ্যাডভানসেস অব দিস পারসনস্ অ্যাণ্ড অরগেনাইজেশন। সেখানে আমরা বলেছি Mostly the Co-Operative Societies in the refugee colony have been financed from the Rehabilitation Deptt. Almost all the societies started functioning in respective indnstries for which they were financed. But subsequently failed due to various reasons. The Cammittee appointed by the Government has submitted its report about the possibilities or otherwise industries for which loans have already been given in refugee colonies. এখন এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই।

Shri Atiqual Islam :— No. No. this is not correct.

Mr. Speaker :— He is trying to clear it.

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ক্ষেত্রে এইটুকুন বলতে চাই যে কমিটি আমরা একটা সেট আপ করেছিলাম এবং সেই কমিটি ছিল। গভর্ণমেণ্ট সেখানে একটা কমিটি সেট আপ করেছেন to evaluate the condition as well as to suggest the future scope of the industry started by the Co-Operative Societies. Started by the Co-Operative Societies sponsored by the Rehabilitation Department. The Committee has submitted the peport which is under consideration of the Government. This Committee has not been formed to enquire into all the cases of loan amounting to Rs. 5,000/- or more for industries. কাজেই যে কমিটিটা হয়েছিল সে কমিটিটা ছিল কো-অপারেটিভ সোসাইটি যারা নাকি ইনডাষ্ট্রিয়াল লোন নিয়েছেন সেই সম্বন্ধে এনকোয়ারী করা এবং সেখানে টাকার অ্যামাউন্টা সেখানে ছিল না। সেখানে টাকার অ্যামাউনটা ফাইভ থাউজেণ্ড অর মোর এমন কোন কথা ছিলনা। সেখানে কম টাকারও ছিল, বেশী টাকারও ছিল। কাজেই ফাইভ থাউজেণ্ড অর মোর এই কথাটা বলেছেন নাকি নিয়েছেন, যে কথাটা উনারা বলতে চাচ্ছেন। কাজেই সেখানে আমাদের উত্তর হয়েছে 'নো'। আর আমরা আগে যে কথা বলেছি সেখানে ছিল কো-অপারেটিভ সোসাইটি রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেণ্ট থেকে তারা টাকা নিয়েছেন বিশেষ করে রিফিউজী কলোনীগুলি। সেখানে ইন্ডাষ্ট্রিটা কি করছেন এবং সে সম্বন্ধে এনকোয়ারী করা এবং সেই সম্বন্ধে রিপোর্ট করা। কাজেই সেই জবাব আম। ঠিকই দিয়েছি। কাজেই এই সম্বন্ধে এইখানে অন্যভাবে কথা বলে কেন যে হাউসকে বিভ্রান্ত করা হয় এই সম্বন্ধে আমি ঠিকমত বুঝতে পারছিনা।

তারপর আমাদের আসতে হয় সেই মেডিক্যাল এবং পাবলিক হেলথ্ ডিপার্টমেণ্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীপক্ষের মাননীয় নেতা কাল তার বক্তব্য রাখতে যেয়ে বলেছেন যেহেতু আমরা নিউট্রিশন্যাল ফুড পাচ্ছি না টি. বি. রোগ বেড়ে যাচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। আমি জানিনা একথাটা তিনি কোথা থেকে পেলেন, আমরা যতটুকু খবর রাখি টি. বি রোগ ওন্লি ফর মেলনিউ-ট্রিশানে হয়না. টি. বি রোগের একটা জার্ম আছে, এবং সেটা দুই রকম হয়—সেই জার্মটা। একটা হয় মাইক্রোপেট্রিসিয়াম টিউবারকুলোসিস বসিলাস, আরেকটাকে বলে গেলাবিউল টাইপ অব্ টিউবারকুলোসিস, দুইটাই মাইক্রোবেসিলাস। এখন সেই জার্মটা যখন নাকি মানুষের শরীরে ঢুকে – যেটা লাংস টি. বি হয় সেটা সাধারণতঃ এয়ার বোর্ন ডিসীজ্, সাধারণতঃ হাওয়া বাতাসের মধ্য দিয়ে ঢুকে আর ফোমেন্টাম টাইপ যেটা সাধারণতঃ ষ্টমাক'এ হয় সেটা মিল্কের দ্বারাতে সাধারণতঃ ঢুকে, কাজেই শুধু ম্যালনিউট্রিশান'এর জন্য টি. বি রোগ বেড়ে গেল, একথাটা কি করে, যে আসতে পারে সেটা অন্ততঃ আমাদের বোধগম্য নয় এবং সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারি না। কিছু একটা বলতে হবে, কিছু গলাবাজী করতে হবে সবাইকে—জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে হবে কাজেই এই ধরণের কথাবার্ত্তা কিছুটা না বললে হয় না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিক্যালের দিক দিয়ে যতটুকু আমরা করতে পেরেছি, এবং ভবিষ্যতে যা আছে সেই সম্বন্ধে একটা পিক্চার আমি তুলে ধরতে চাই। এখন আমদের ত্রিপুরা সারা রাজ্যে আমাদের ১১টি হসপিটাল আছে, তার মধ্যে ৩০ বেডেড হসপিটাল অর্থাৎ ৩০টি বিছানাযুক্ত আছে ৪টি আর ২০ বেডেড হসপিটেল আছে ৫টি। এছাড়া জি. বি. হসপিটাল ২৫০ বেডেড হসপিটাল প্লাস্ টি. বি. ওয়ার্ড'এ আছে ৫০ বেড। সবশুদ্ধ আমাদের ৩০০ বেড জি. বি. হসপিটালে আছে। এছাড়া ভি. এম. হসপিটালে ১৪২টি বেড আছে, তার মধ্যে

মেটারনিটিতে আছে ৬২ বেড, চিলড্রেন ওয়ার্ডে আছে ৪০ বেড, এবং ইনফ্যাক্সাস ওয়ার্ডে আছে ৪০ বেড। এখন জি. বি. এবং ভি. এম. হসপিটাল এই ২টিতে মিলিয়ে আমাদের সবশুদ্ধু আছে যদিও ৪৪২টি বেড, কিন্তু বরাবরই আমাদের অতিরিক্ত রোগী থাকে এবং প্রচুর পরিমাণে রোগী সেখানে আসে। তাদের যাতে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা হয় সেদিকে আমরা বরাবরই লক্ষ্য রাখছি। এছাড়া আমাদের ভি. এম. হসপিটালে আছে লেপ্রোসি ক্লিনিক। সেখানে লেপ্রোসি রোগীর সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে আরও যাতে উন্নত ধরণের চিকিৎসা হয়, সেইদিকে আমাদের পরিকল্পনা আছে। এছাড়া লেপ্রসির জন্য আমাদের মোবাইল ইউনিট আছে, সেই মোবাইল ইউনিটের কতকগুলি পকেট আছে। আমরা জানি যে কোথায় কোথায় লেপ্রসি রোগ বেশী আছে, এবং বরাবরই তার খোঁজখবর রাখি। সেখানে আমাদের লেপ্রসি ইউনিট যায় এবং ঔষধপত্র দিয়ে আসে। লেপ্রসির ব্যাপারে আরও আমরা এইটুকু করেছি যে, যেসব জায়গায় লেপ্রসি রোগ বেশী আছে, যেটা আমাদেব জানা আছে, সেখানে আমাদের আউটপ্যাশন্ট ডিসপেনসারি আছে। তার মধ্যে ঔষধপত্র রাখা হয়। সেখানে তারা আসে এবং ঔষধপত্র নিয়ে যায়। ভি. এম হসপিটালে আরেকটা আমাদের আছে ভি. ডি. ক্লিনিক-ফর ভেনারেল ডিসীজ। সেখানে রোগী আসে এবং আমরা তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সেখানে করি। তারপর আছে আমাদের চেষ্ট ক্লিনিক। প্রচুর রোগী সেখানে আসছে। এই চেষ্ট ক্লিনিক থেকে যাদের রিকম্যান্ডেশন দেওয়া হয় তাদের জি বি. হস্পিটালে আমাদেব যে ৫০ বেডেড টি. বি. ওয়ার্ড আছে সেখানে ভর্ত্তি করা হয়। সেখানে আমাদের আরও ২০ বেড বাড়াবার পরিকল্পনা আছে এবং ভবিষ্যতে আরও ২০টি বেড বাড়াতে পারব। এই বাজেটে তার পরিকল্পনা আছে। এই চেষ্ট ক্লিনিক সম্বন্ধে আমার আরও একটু বলতে হয় যে এখানে আমরা দেখছি যে টি. বি. রোগীর সংখ্যা ঠিকই একটু বেড়ে যাচ্ছে। আমরা কিভাবে সেখানে চিকিৎসা করছি, তার একটা উদাহরণ এখানে আমি দিচ্ছি। ১৯৬০তে আমাদের ত্রিপুরায় টি. বি. রোগী ছিল ৪০১, ১৯৬১ ছিল ৩৪৩, ১৯৬৩ ছিল ৬৭৬ এবং ১৯৬৫ আপ্টু. ২৮/২/৬৫ ছিল ৯৫ কেসেস্। টি. বি. রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। আমি আগেও বলেছি যে ম্যালনিউট্রিশনই এটার একমাত্র কারণ নয়, টি. বি. রোগের আরও অন্যান্য কারণও আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত টি. বি. রোগের জার্ম না ঢুকছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে টি. বি. রোগ হতে পাবে না।

তারপর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা প্রাইমারী হেলথ সেনটার করেছি। প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আমাদের সবশুদ্ধু ১৮টি আছে। তার মধ্যে ৪টি প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার ১০ বেডেড, ১৪টি হচ্ছে ৬ বেডেড। এছাড়া আমরা প্রস্তাবে রেখেছি আগামী বৎসরের মধ্যে আরও ৬টি প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আমরা ষ্টার্ট করব। তারপর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ছড়িয়ে আছে আউটপেশন্ট ডিস্পেনসারী। আউটপেশন্ট ডিসপেনসারী আমাদের সবশুদ্ধ্ আছে ৮৫টি। ওভাব এণ্ড অ্যাবাভ আমাদের হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী আছে ৫টি। এছাড়া আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারী আছে একটি। এমনি করে আমরা মেডিক্যালের দিকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করছি যাতে বিনা চিকিৎসায় একজন লোকও না মরতে পারে। সে দিকে আমরা বরাবরই লক্ষ্য রাখছি। তারপর আমাদের আসতে হয় ইনডাষ্ট্রিজ'এর ব্যাপারে। আমদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট স্পীচ রাখতে যেয়ে প্রথমেই যে কথাটা বলেছেন সে কথাটার প্রতি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি একথা বলেছেন যে শিল্পায়ন ব্যতীত কোন দেশই উন্নতি করতে পারে না। এটা সত্য কথা, আমরা সেটা স্বীকার করি। কিন্তু এটাও সত্যি কথা যেহেতু আমরা বাস্তবের সংগে সম্পর্ক রেখে বরাবরই চলছি কাজেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাওয়ার সাফিশ্যাণ্ট পরিমাণ আমরা না পাচ্ছি

ততক্ষণ পর্যন্ত সেই হেভি ইণ্ডাষ্ট্রী এখানে করা হয়ত সম্ভবপর হবে না। কিন্তু আমাদের আওতায় যতটুকু আছে তার মধ্যে সেখানে আমরা চেষ্টা করছি। মিডিয়াম সাইজ ইণ্ডাষ্ট্রি করবার জন্য আমাদের প্রস্তাব আছে. পরিকল্পনা আছে এবং সেই ভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তাই বলে কি (interruption) আমরা চুপটি করে বসে থাকব? ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাবনা? সেজন্যই আমরা স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ বা কটেজ্ ইণ্ডাষ্ট্রি যেগুলি আছে সেগুলির কাজ করে যাচ্ছি এবং সেগুলির পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছি।

এই ক্ষেত্রে আমি একটা চিত্র তুলে ধরতে চাই। আমাদের হ্যাণ্ডলুম ব্যাপারে আমরা কোথায় ছিলাম আর আজকে আমরা কোথায় আছি। তাঁত শিল্প যেটাকে বলে সেই ক্ষেত্রে ১৯৫৪-৫৫ সালে এখানে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বস্ত্র তৈরী হত আড়াই হাজার গজ মাত্র পার ইয়ার। এখন আমাদের তৈরী হচ্ছে ২৬ লক্ষ গজ পার ইয়ার। কিন্তু তাতেও আমরা সন্তুষ্ট নই। কারণ আমরা জানি যে আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বস্ত্রের দরকার হয় অন্ততঃ এক কোটি আশি লক্ষ গজের মত। সেই ক্ষেত্রে ২৬ লক্ষ গজ মোটেই প্রচুর পরিমাণ নয়। সেই ক্ষেত্রে আমরা পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছি। সেজন্য কো-অপারেটিভ সেক্টারেতে কো-অপারেটিভ সোসাইটি করে তার মাধ্যমে সেখানে হ্যাণ্ডলুম প্রডাক্টস যাতে বাড়ানো যায় সে দিকে আমাদের পরিকল্পনা আছে। সেভাবে আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছি। আমাদের হ্যাণ্ডলুমগুলি কো-অপারেটিভ সেক্টারে আছে। আউট সাইড কো-অপারেটিভ সেক্টার আমরা কোন কিছু করতে পারছি না। কিন্তু তাদেরও নানাভাবে উৎসাহিত করছি যাতে হ্যাণ্ডলুম প্রডাকশন আমরা সেখানে বিক্রি করে দিতে পারি। এ ছাড়া এখানে আমরা পাওয়ার লুম পাচ্ছি। ৩০০ পাওয়ারলুম অলরেডি আমাদের সেংশন হয়ে এসে গেছে। কিন্তু সেখানেও আমাদের প্রশ্ন এসে যায় আবার পাওয়ারের। এই জায়গায় আমাদের স্কিলড্ ওয়াকাররা ভাল কাপড় বুনতে পারেন। কিন্তু তার ফিনিসিং এর জন্য অনেক সময় আমরা মার্কেট পাচ্ছি না। সেজন্য আমরা পিছিয়ে নেই। সেজন্যও আমাদের পরিকল্পনা আছে। শীঘ্রই সেখানে কেলেণ্ডারিং মেশিন এবং সাইজিং মেশিন পাওয়ারলুম পেলেই দরকার হবে। কাজেই হ্যাণ্ডলুম এবং পাওয়ারলুম এই দুইটির মাধ্যমে যাতে আমরা বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে পারি সে চেষ্টা আমাদের আছে। আজই এই মুহূর্ত্তে আমরা এক কোটি আশি লক্ষ গজ কাপড় তৈরী করে দিতে পারব সে কথা আমরা বলতে পারছি না। কিন্তু সে দিকে আমরা এগুচ্ছি, এটাই শুধু আমি হাউসের সামনে তুলে ধরতে চাই। কাজেই বাস্তব বর্জিত কোথায় হ'ল সেটা আমি বুঝতে পারছি না। এটা ভীষণ সত্যি কথা যে, কেউ যদি বলেন যে এই মুহূর্ত্তে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এত উন্নতি করে দিন যাতে আমরা তাল গাছের আগায় যেতে পারি। যেমন একজন সদস্য বলেছেন যে তালগাছের আগায় তারা আছেন। সত্য কথাইত, তাল গাছ যখন চৈত্র মাসে শুকায়, ভাদ্র মাসে যখন তালটা পাকে তখন রৌদ্রের দরকার হয়। কাজেই সে ভাবে তালটাও সেখানে পাকবে। ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে, সেজন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। সে রৌদ্রের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের হাতে আলাউদ্দিনের প্রদীপ নাই যে রাতারাতি আমরা ত্রিপুরাকে একটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে দিতে পারব। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার বক্তব্যে ত্রিপুরার কিছুটা অংশের চিত্র তুলে ধরেছি এবং এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr Speaker :— I would now call on Shri Bulu Kuki. I would like to inform the Hon'ble Members that each Member will get 15 minutes time and 2 minutes may be extended on request, if necessary.

শ্রীবুলু কুকি :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের সামনে যে বাজেট উপস্থিত করেছেন সেই বাজেট সম্পর্কে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। গত ১৯৬৪-৬৫ সনের যে বাজেট সেই বাজেটটা প্রেকটিকেল কাজের মধ্য দিয়ে যখন যায় এক বৎসরের ভিতরে সেই বাজেটে কাজে অনেক টাকা শর্ট পড়েছে এবং এই সেসনে সেইটাকে সাপ্লিমেন্টারি বাজেট করে আরো টাকা নিতে হয়েছে। এই অবস্থাটা হওয়ার কারণ এখানে যে কনসার্নিং মিনিষ্টার, হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট তাদের এটা সম্পর্কে বাস্তব অবস্থা কি তার প্রয়োজন কি, এবং কতদূর তার প্রয়োজন হবে সেইটা সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই। আজকে আমাদের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন পরিকল্পনা যেগুলি আমাদের মধ্যে ছিল গত বৎসর সেই পরিকল্পনাগুলি আমরা ফুলফিল করতে পারি নাই। তার একটা নমুনা আমি হাউসের সম্মুখে রাখতে চাই। আমাদের ত্রিপুরা, শুধু ত্রিপুরাই নয় ভারতবর্ষ হল আমাদের কৃষি প্রধান দেশ। আজকে আমাদের ভারতবর্ষ বা তথা আমাদের ত্রিপুরাকে যদি খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে না পারি ত্রিপুরা কোনদিন অগ্রগতির পথে যেতে পারবে না এবং সর্ব্বদা অভাব অনটনের মধ্যে থাকবে। সব সময়ে দুঃখ দারিদ্র ত্রিপুরার জন জীবনের মধ্যে লেগে থাকবে। আজকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পার হয়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এসেছে। তাতে আমরা দেখতে পাই কি ? দিনের পর দিন মানুষের মধ্যে হাহাকার, দিন দিন মানুষের মধ্যে খাদ্যের জন্য হাহাকার। আজকে এখানে যারা মন্ত্রী মহাশয় আছেন যত পরিকল্পনা করেছেন, প্লেন প্রোগ্রাম করেছেন সেইটাই আমরা দেখছি খরচ বাড়ছে, টাকা খরচ করছেন কিন্তু কাজ কি করেছেন, উন্নতি কি করেছেন সেইটা শুধু দেখা যায় না। টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি কাজ করা হচ্ছে ? যে প্লেনের মাধ্যমে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে সেই সমস্যার সমাধান হচেছ কিনা ? আমরা জানি, তার অবস্থা যদি আমরা দেখি, বাস্তব চিত্র যদি আমরা তুলে ধরি, তবে দেখি যে সেইটার সমাধান হয় নাই। গত বাজেট সেসনে ঠিক এই সময়ে কোথায়ও ৩০ টাকার উপরে চাউল ছিলনা। কিন্তু এই বাজেট সেসনের সময়ে ৩০ টাকার উপরে চাউলের দর ? তার কারণ কি ? কারণ কৃষির জন্য যে যে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, বাজেটে যে প্লেন প্রোগ্রাম, কৃষি সেচের জন্য যে সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেইটার একটাও ইমপ্লিমেন্ট ত্রিপুরাতে করা হয় নাই। যার ফলে প্রত্যেকটা প্লেন প্রোগ্রাম আজকে বানচাল হয়ে গেছে। আমাদের ত্রিপুরার জনসাধারণকে অনাহারের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আর একটা কথায় তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরি। গত বাজেট সেসনে Estimate করা হয়েছিল তেলিয়ামুড়াতে তুইছিংরাইছড়া, সর্দ্দইছড়া প্রত্যেকটার মধ্যে ১০ হাজার টাকা করে খরচ করে লিফট্ ইরিগেশন করার জন্য। যাতে সেখানে জনসাধারণরা, কৃষকরা যারা আছে তাদের জমিতে সেচের ব্যবস্থা হতে পারে। জমিতে জল সেচ করে যাতে কৃষির উন্নতি করতে পারে। তার জন্য বাজেট এষ্টিমেইট করা হয়েছিল। কিন্তু তার কিছুই হয় নাই সেখানে। ফলে তারা কৃষির উৎপাদন, ফসল উৎপাদন করতে পারে নাই। আজকে মৌসুম, ফসল উৎপাদন করার সময়। এই সময়ে যদি তারা ফসল উৎপাদন করতে না পারে তবে আগামী বৎসর আমরা যে গ্রো মোর ফুড স্কিম নিয়েছি সেইটার কি সার্থকতা থাকবে ? তার প্রতি আমাদের রুলিং পার্টি বা এখানকার কনসার্নিং গভর্ণমেন্ট নজর রেখেছেন কিনা ? আমার মনে হয় রাখেন নাই। যদি রাখতেন তা হলে সেখানে ফসল উৎপাদন এর ব্যবস্থা হত, কৃষকের সাহায্যের ব্যবস্থা হত। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইজন্য আজকে যত বড় বড় গলায় চিৎকার করুন না কেন যে আমরা ত্রিপুরার উন্নতির

ব্যবস্থা করেছি. প্রকৃত অবস্থা আমরা যদি দেখি তবে দেখব যে ত্রিপুরার কোন উন্নতি হয় নাই। যার ফলে হাজার হাজার টন খাদ্য আমাদের বাহির থেকে আমদানি করতে হয়। আমদানি করতে গিয়ে আমাদের টাকাগুলি সমস্ত সেই কনট্রাকটারদের কাছে চলে যায়। তার সাধারণ অংশ মাত্র ত্রিপুরার জনসাধারণের কাজে লাগে। এই টাকা যদি আমরা কৃষির উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করতে পারতাম তা হলে ত্রিপুরা খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারতো এবং জনসাধারণ সেখানে খাদ্য পেত এবং সুব্যবস্থা ও সুখে জীবন যাপন করতে পারতো। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খাদ্যের কথা, এটা বললেই আমাদের শেষ হয় না। কারণ বাজেটে খাদ্য খাতে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, খাদ্য উৎপাদনের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেই খাতের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা কোথায়ও ঠিক মত হয় নাই। সেইজন্য আজকে আমাদের মধ্যে অভাব সৃষ্টি হয়েছে। তার উপরে আবার এখানে মহাজনদের শোষণ এখানে ব্যবসায়ীদের শোষণ আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং ডেভলপমেন্ট মিনিষ্টার বারবার এই কথা বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরায় খাদ্য আগের তুলনায় অনেক উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু তার উৎপাদন যদি বৃদ্ধি হয়ে থাকে তা হলে পরে তিন মাসের খোরাক এখানে মানুষের ঘরে নাই কেন? আজকে তাদের ঘরে তিন মাসের খোরাক নাই কেন? যদি উৎপাদন বৃদ্ধি হত যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য তাদের ঘরে থাকতো তবে অভাব কেন? ফলে আগের তুলনায় আজকে বিদেশ থেকে অনেক বেশী খাদ্য আমদানী করতে হয়।

এখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী যে বাজেট উত্থাপন করেছেন এটা ঠিক ত্রিপুরার যে বাস্তব চিত্র আছে, বাস্তব যে অবস্থা, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট রচনা করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত শিক্ষার ব্যাপারে। শিক্ষার ব্যাপারে গত বাজেটে সেশন এ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই কথা বলেছিলেন যে আমাদের ত্রিপুরায় ৮০ পার্সেন্ট ছেলেদের ফ্রি শিক্ষা দেওয়ার আমরা ব্যবস্থা করেছি। আজকে এই স্পিচেও দেখছি এই কথাই তিনি বলেছেন। কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে কত জন ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার হিসাব তিনি দিতে পারেন নাই এবং তিনি দেন নাই। শিক্ষাই হল জাতীয় মেরুদণ্ড। আমাদের মধ্যে যদি শিক্ষার বিস্তার না হতে পারে তা হলে পরে কোন সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। আমরা যা কিছু করি না কেন সেই কাজে কৃতকার্য্য হতে পারব না। অতএব এই শিক্ষার ব্যাপারে তার একটা নমুনা, সমগ্র ভারতবর্ষের শিক্ষার যে অবস্থা, তার সম্পর্কে আমি একটু হাউসের সামনে জানাতে চাই। ভারতবর্ষের ১৯৪১ থেকে ১৯৫১ সনের যে সেন্সাস রিপোর্ট পাওয়া গেছে তাতে নিরক্ষরের সংখ্যা ছিল ২২ কোটি। তারপর ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ সনের নিরক্ষরের সংখ্যা হল ৩৩ কোটি। তার মানে শিক্ষার পদ্ধতিতে এবং শিক্ষার অগ্রসর কিভাবে হচ্ছে তার নমুনা এখানে পাওয়া যায়। ঠিক সেই অবস্থাটা আজকে আমাদের ত্রিপুরায় ব্যতিক্রম হয়েছে সেইটা আমরা বলতে পারিনা। ব্যতিক্রম হয় নাই। ত্রিপুরার সঙ্গে ইহার সামঞ্জস্য আছে। কারণ ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটা এলাকা। আমি যদি একটা উদাহরণ দিই এখানে শিক্ষা সম্বন্ধে তবে সেইটা উপলব্ধি করা যেতে পারে। রাইমা সরমায় একটা স্কুল আছে জুনিয়ার বেসিক স্কুল। চুমসিং রোয়েংগা পাড়া। ছাত্রের সংখ্যা হল প্রায় ৫০/৫৫ এর মত। ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত। আর মাষ্টার আছে একজন। এখন চিন্তা করা যেতে পারে যে যখন তখন সেখানকার মাষ্টারের পক্ষে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না। পাঁচটা ক্লাশ একজনের পক্ষে সম্ভব হয় না। ছাত্রেরা স্কুলে যায় শিক্ষা পায় না, লেখাপড়া করা দূরের কথা। গিয়ে কিছু গল্প করলো, তারপর চলে

আসলো। এই দিকে মা বাবাকে সাহায্য করতে পারল না, ঐদিকে লেখাপড়াও হল না। মাষ্টার বলছেন আমি পাঁচটা ক্লাশ চালাবো কি করে, আমার পক্ষে এটা সম্ভব না। আমি বারবার অনুরোধ করেছি আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেডকে বারবার অনুরোধ করেছি এবং বলেছি এই স্কুলের পাঁচটা ক্লাশ চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব আমার কর্তব্য আমি করি। স্কুলে যাই—এটেণ্ড করব। তারা শিক্ষা পায় কি না পায় সেইটা আমার দেখবার নয়। আমি স্কুলে যাব আর আসবো। আমার দ্বারা স্কুলে পাঁচটা ক্লাশের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। তা হলে পরে আজকে শিক্ষায় যে অবস্থা ত্রিপুরায় তার একটা উদাহরণই তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। এটা হল আমাদের অবস্থা। আজ শিক্ষার যে ব্যবস্থা করেছেন সেইটা হল একটা মারাত্মক ব্যাপার। এবং সেই মারাত্মক ব্যাপারটা হল শিক্ষাটাকে সঙ্কোচন করার জন্য। কেন সঙ্কোচন করা? তার কারণ একটা স্কুলের ছাত্র যারা ক্লাশ ফাইভ পাশ করেছে জুনিয়ার বেসিক স্কুল থেকে, সিনিয়ার বেসিক স্কুলে তাদের প্রমোশন পেতে হবে পাশ করায় পর। আর একটা স্কুলে যাওয়ার পর কি হল—তাদের আবার টেষ্ট নেওয়া হল। টেষ্ট নেওয়ার পরে কি হল—না তারা এল্যাউ হল না। তার ফলে সেই নুতন স্কুলে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে তাদের যাওয়া হল না আবার সেই জুনিয়ার বেসিক স্কুলে, সেই পুরানো স্কুলেও তাদের নেওয়া সম্ভব নয়। ফলে কি হল? না, মাঠে মারা গেল। এই হল অবস্থা শিক্ষার।

অতএব এই সমস্ত অবস্থায় যদি এখানে রুলিং পার্টি এবং কনসার্নিং ডিপার্টমেণ্ট এবং মিনিষ্টার এই সমস্ত নীতিগুলি পুনর্বিবেচনা না করেন তাহলে শিক্ষার উন্নতি ত্রিপুরায় হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং তার দ্বারা আরও ব্যাঘাত হওরার সম্ভাবনা। আর একটি বক্তব্য—বিশেষভাবে এইখানে ত্রিপুরার অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ হল উপজাতি। আজকে এই উপজাতির সমস্যাটা একটা বিরাট সমস্যা। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরার মধ্যে যদি একটা সমস্ত সম্প্রদায় অনুন্নত থেকে যায় তাহলে পরে আমরা উন্নত ত্রিপুরা বলতে পারবনা। কারণ যার লোক সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ, সেই সমাজ যদি আজকে অনুন্নত থেকে যায়, উন্নতির পথে যদি তারা অগ্রসর হতে না পারে, তাহলে পরে ত্রিপুরাকে আমরা উন্নত ত্রিপুরা বলতে পারবনা। (এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট) কয়েক মিনিট স্যার,

মিঃ স্পীকার :—টু মিনিটস।

শ্রীবুলু কুকী :—আমি জানি এখানে একটা সাধারণ রিপোর্ট—পেট্রিয়ট ১৫ই মার্চ ১৯৬৫তে আছে উপজাতি সম্পর্কে কিভাবে কাজ করা হয় এবং তাদের ডেভেলাপমেন্টের যে প্রগ্রাম আছে এগুলি ইমপ্লিমেণ্ট করা হয়েছে কিনা এবং সেই ইমপ্লিমেণ্ট করার ফলে তাদের উন্নতি হয়েছে কিনা সেটার একটা রিপোর্ট ভারত সরকার দিয়েছেন। সেই রিপোর্টটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি। হয়ত আপনারা সেটিকে উড়িয়ে দিতে পারেন। যাদের নাকি বাস্তব অবস্থার সাথে যোগাযোগ নেই তাদের পক্ষে এটা সম্ভব। এইখানে এটা পড়ে শোনাচ্ছি। 'Major portion of the benefit accruing from the tribal development Scheme initiated under the 3rd Five Year Plan has gone to the non-tribal. This is the finding of the study made by the Social Security Committee in the Union Ministry of Home Affairs Nearly 70% of the tribal development block budget is spent on construction scheme and about 50% goes to non-tribal. Though both Elwin and Dhebar Commission recommended that the socio-economic survey should be preceded in option of Tribal Development Blocks. This aspect has

been badly neglected in implementation. Secondly a large number of standardised schemes in advance areas have been applied to tribal areas. The study finds out that the implementation aspect of development in Tribal areas has not given special attention to it. It observes amelioration of the plight of landless tribal-labourers. Owing to these factors and also known to the happy experience of illiterate tribals who have to go to block officer to get sanction of advances the tribals are generally eliminated from the Government programme. The lack of understanding on the part of the most of the block officials of the tribal language and their way of life have contributed further to the general feeling of alicn, the study says.' অতএব এখানে এটাই ঠিক কারণ। যেভাবে নাকি বলা হয়েছে সেভাবে যদি উন্নতি হত, তাহলে যেখানে ট্রাইবেল ব্লক হয়েছে, ডেভেলাপমেণ্ট ব্লক হয়েছে সেইখানে হাজার হাজার ট্রাইবেল পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কারণটা কি। একমাত্র কারণ তাদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব এবং তাদের মধ্যে অত্যাচার, সরকারী কর্মচারীদের বিশেষভাবে পুলিশ অত্যাচার। সেই অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এই পাহাড়িয়ারা পাকিস্তানে অথবা আসামে চলে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট তাদের জন্য কি করেছে? তাদেরকে আটক করার জন্য, তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য? যাতে নাকি তারা সুখে জীবন যাপন করেন তার জন্য ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট কি করেছেন? কাগজে কলমে তাঁরা বলেন আমরা যথেষ্ট করেছি কিন্তু আমি এই কথা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি কিছুই করে নাই আজ পর্য্যন্ত। যদি করতেন সেটা, তাহলে ধেবর কমিশন যে সুপারিশ করেছেন সেটার প্রত্যেকটা ইমপ্লিমেণ্ট করে ত্রিপুরার মধ্যে এই ত্রিপুরার উপজাতিকে রক্ষা করা যেত। কিন্তু এটা করা হয় নাই। কারণ করার কোন ইচ্ছা বর্তমান গভর্ণমেণ্টের আছে বলে আমার ধারণা হয় না। অতএব অনারেবল স্পীকার স্যার, আমি অনুরোধ করব যাতে ত্রিপুরার উপজাতিদের উন্নতি হতে পারে, যাতে নাকি তাদের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ জাগিয়ে তুলতে পারে যাতে ধেবর কমিশনের সমস্ত সুপারিশ ত্রিপুরাতে ইমপ্লিমেণ্ট করা হয়। যদি সেটা না করা হয় তাহলে পরে ত্রিপুরার উপজাতিদের সুখে সচ্ছন্দে বসবাস করা সম্ভব হবে না বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker :—I would now call on the Deputy Minister Sri Raj Prasad Choudhury.

শ্রীরাজ প্রসাদ চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতার মুখে দুয়েকটা কথা কাল আমি শুনেছি। তিনি বলেছেন যে আমি নাকি আমার সকল আদিবাসীকে বিশেষ করে যারা আমার প্রতি অনুরক্ত তাদের কণ্ট্রাক্ট দিয়েছি। যারা কণ্ট্রাক্ট পেয়েছে তারা সবাই টেণ্ডার দিয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী তারা কণ্ট্রাক্ট পেয়েছেন। তার মধ্যে আদিবাসীও ছিল এবং বাঙ্গালীও ছিল। আমবাসা এবং বগাফার সমস্ত টেণ্ডার শুধু আদিবাসীরাই পায় নাই তার মধ্যে বাঙ্গালীরাও ছিলেন। শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মহাশয় কেন যে এ ভাবে বললেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীলুড়া বলছেন যে, মামা এই অঞ্চলে কিছু রাস্তা ঘাটের কাজ দাও ষ্টেট রিলিফের মাধ্যমে, না হলে তো এখানকার লোক না খেয়ে মারা যাবে। তারপর যখন কাজ চলতে লাগল তখন তিনি বলেন যে এই জংগলের মধ্য দিয়ে কাজ করলে তো ছন, বাস, সব নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে পাহাড়িয়াদের অনেক ক্ষতি হবে। এই বলে তিনি এই কাজের বিরোধিতা করতে লাগলেন। এখন কাজ করলেও

তারা বিরোধিতা করেন, না করলেও বিরোধিতা করেন। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা শ্রী চক্রবর্ত্তী যে বলেছেন কাজ সবটা আমি এবং আমার লোকেরা পেয়েছেন তা ঠিক নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়িয়া ৩,৬১,০০০ জনের মধ্যে কয়জন কাজ পেয়েছেন এটা আমি বুঝতে পারি না। লুডার অনুরোধে আমি সুখময় সেন গুপ্তকে বলে রাস্তার কাজ দিয়েছি। ভাটি মাছমারার মধ্যে ভারত চন্দ্র পেয়েছে। এখানেও বাঙ্গালী ২।৩ জন আছে। মোহন লাল টোহন লাল সব আছে। এখানে কানু লাল আছে; জনেশ কর আছে। আর লড়াইয়া তো ৩৫ টাকা লন নিয়েছে। আপনি জানেন না বিলোনীয়াতে। বিলোনীয়ায় এস, ডি, ও, আছে তো। এরা কি আর, পি, সির, লোক? এই কথার মানে আমি বুঝতে পারছি না। আর অভাব আরম্ভ হলে তারা বলে যে এখানে দাও, ওখানে দাও. এই দাও, সেই দাও নইলে পাহাড়িয়ারা সব পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে, আসামে চলে যাচ্ছে। ২০টা পরিবার গেলে তারা বলে ৫। ৬শ' ঘর গেছে। ১০ ঘর ১২ ঘর গেলে বলে ২ হাজার ৩ হাজার পাকিস্তান গেছে বলে। এটা আমাদের চক্রান্তে গেছে একথা কেউ বলে না। ১৩৫২ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর ধর্ম্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত অনেক রাস্তা ঘাট হয়েছে এবং দেশের উন্নতি হয়েছে এবং ২১৩ মাইল রাস্তা হয়েছে ১ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আগে।

সাবরুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত আমরা লাইন করছি; এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ই করা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য ৪১১৬ বর্গ মাইল এরিয়া। তার মধ্যে আমরা ১২০ মাইল পর্য্যন্ত লাইন করছি, এটা একটা কম কিছু নয়। সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যকে রাতারাতি উন্নত করা সম্ভব নয়। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেই একথা বলতে পারছেন যে এটা হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে না, রেশন দেওয়া হচ্চে না। কিন্তু এটা চিন্তা করে দেখা দরকার যে এই রাজ্যে মানুষই শুধু বাড়ছে, জমিত বাড়ছেনা এবং জমি বাড়ানো সম্ভব নয়। আমরা ইচ্ছা করলেও জমি বাড়াতে পারব না। এটা বিরোধী দলের সদস্যরা চোখ থেকেও দেখেন না, কান থাকলেও শোনেন না। 'সত্য শুধু শাক্ত ধর্ম্ম' একথা সব সময় মনে চলতে হবে। কাজেই এখানে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলতে হবে। আজে বাজে কথা বললে কোন কাজেরই হউক আর সমস্যারই হউক সমাধান করা যাবে না। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে যা কিছু বলে গেলেই ত্রিপুরার আদিবাসী তা বিশ্বাস করবে না। তাদের এখন চোখ খুলেছে, কান খুলেছে, তারা এখন ভাল মন্দ বুঝতে শিখেছে। তাদের যা খুশী বলে বিশ্বাস করানো যাবে না। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আইন কানুনের ধার ধারে না। তারা আই, পি, সি মানতে চায় না। ত্রিপুরা রাজ্যে তিন লক্ষ ছয় হাজার সতের জন পার্ব্বত্য প্রজা বাস করছে। তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য সরকার সর্ব্বদা সচেষ্ট। কিন্তু বিরোধী পক্ষের কোন কোন সদস্য যেমন লুড়া এবং বুলুকুাক তারা সর্ব্বদাই এইসব আদিবাসীকে শিখিয়ে দেয় যে মুখ্য মন্ত্রীর কাছে গিয়ে তোমরা বল যে আমরা না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছি। তাহলে তোমাদের সাহায্য করবে। কারণ তোমাদের জন্য বাজেটে টাকা ধরা আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এভাবে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাদের বিভ্রান্ত করে। আর বিধান সভার মধ্যে এসে অন্য রকম কথা বলে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বাহিরে একরকম কথা বলে, আর বিধানসভার মধ্যে এসে অন্য রকম কথা বলে। এই সব কথা বললে আর সত্য তথ্য পাওয়া যায় না। যদি জুমিয়া পুনর্ব্বাসন কতটুকু হয়েছে তা জানতে হয়, তাহলে ভাল করে কথা বলতে হবে। সত্য ঘটনা পরিবেশন করতে হবে। কিন্তু মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বাহিরে এক রকম কথা বলে, আর বিধান সভার মধ্যে বসে আরেক রকম কথা বলে। এই রকম বললে কি করে হবে। এই ভাবে বললে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির আশা করা যায় না। বিরোধী দল থাকবে সরকার দলকে সঠিক খবর

পরিবেশন করবার জন্য এবং শক্তিশালী করার জন্য। কিন্তু এই রকম বিরোধী দল থাকলে সেটা ব্যর্থ হবে। তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমি জানি যে বিলোনিয়া, ধর্মনগর প্রভৃতি অঞ্চলে যখন বন্যা হয়, তখন ১২ মাসই সেখানে রেশন দেওয়া হয়েছে। নৃড়া, বুলুকুকি প্রভৃতি সদস্য এসে তখন বলছেন মামা, তাদের রেশন না দিলে তারা না খেতে পেয়ে মারা যাবে এবং সেই মতে তাদের রেশন দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সেটা জানেন। কিন্তু বিধানসভায় সেটা তাঁরা স্বীকার করছেন না। এই হচ্ছে তাঁদের অবস্থা। তাঁদের এই দুই রকম নীতির অর্থ আমি বুঝতে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরায় ১২ লক্ষ মানুষ আছে। সকলেই হয়ত লেখাপড়া জানা নয় বা শিক্ষিত নয়। কিন্তু তাহলেও তারা এখন বুঝতে শিখেছে, দেশের খবরাখবর তারা রাখে। কাজেই এইসব আজে বাজে কথা বলে তাদের বিভ্রান্ত করা চলবেনা। তাদের সকলেরই এখন চোখ খুলেছে, কান খুলেছে, কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে, সেসব খবর তারা রাখেন। কাজেই তাদের যে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা, সেটা অপচেষ্টায়ই পর্যবসিত হবে, এই বলেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আই উড্ কল অন শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা।

শ্রীরামচরণ দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন এর দ্বারা, সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর দিকে আমরা যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে এই বাজেটের বাস্তবের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ আছে বলে আমি মনে করিনা। তার কারণ হচ্ছে আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণ এর মধ্যে কৃষক এর দিক থেকে, তাদের পুনর্ব্বাসনের দিক থেকে, তাদের সামাজিক দিক থেকে, তাদের চিকিৎসা—জনস্বাস্থ্যের দিক থেকে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি, এবং ত্রিপুরায় যে সমস্যাবহুল অবস্থা সে অবস্থার দিকে যদি লক্ষ্য রাখি, তাহলে পরে আমরা দেখি যে এই বাজেট অত্যন্ত নিরাশাজনক। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের মৌলিক, যে অভাব, তাদের গৃহ, তাদের অন্ন বস্ত্র, তাদের শিক্ষা, এবং তাদের যে জনস্বাস্থ্য, সেদিকে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি, তাহলে পরে ত্রিপুরাতে যদি আমরা তাদের সেই মৌলিক অভাব-গুলি পুরণ করতে চাই, তাহলে পরে আমাদের যে বাজেট, সে বাজেটটা বাস্তবের উপর ভিত্তি করে হওয়া দরকার ছিল। আর আজকে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রায় আমাদের শেষ হতে চলেছে, কিন্তু এর মধ্যে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ত্রিপুরার যে জনসাধারণ, তার নিজের পায়ে দাঁড়াবার যে সংগতি, সে সংগতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কারণ অর্থ-নৈতিক দিক থেকে যদি দুর্ব্বল থাকে কোন দেশ, সে দেশের জনসাধারণ কোনদিনই সুখী হতে পারে না। সুখ সমৃদ্ধি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সে দেশের জনসাধারণের স্বচ্ছলতার উপর। এটা কৃষিপ্রধান দেশ। কাজেই কৃষক জনসাধারণকে যদি আমরা সেই সুযোগসুবিধা দিতে না পারি তাহলে পরে তাদের অর্থ-নীতির দিক থেকে উন্নতির কোন আশা আমরা করতে পারি না। কারণ এই যে কৃষক আছে, সেই কৃষকদের অবস্থার দিকে যদি তাকিয়ে দেখি তাহলে পরে কি দেখি? তারা কোন খাদে জলের অভাবে কৃষি করতে পারে না, আবার কোথাও অতি মাত্রায় জলস্ফীতির জন্য ফসল করতে পারছে না; উতলা জমি-গুলির তারা দখলে আনতে পারছে না। আর যে সমস্ত জঙ্গলাভূমি আছে, সেই জঙ্গলাভূমিগুলি সরকারী অব্যবস্থার জন্য, তাদের প্রয়োজনীয় লোন না পাওয়ার জন্য, রিক্লেইম করতে পারছে না। আজকে ত্রিপুরায় বিভিন্ন সমস্যা আছে এবং তদুপরি আমাদের এখানে রিফিউজি অনেক আসছে। সেই রিফিউজিদের পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রেও একই কারণে সেই সমস্যার সঙ্গে তারাও জড়িত। কারণ এখানে যে রিফিউজি সমস্যা, সেই রিফিউজি সমস্যার সমাধানের জন্য যতদিন তাদের সুষ্ঠ পুনর্ব্বাসন না করতে

পারি—কারণ তাদের মধ্যেও অনেক কৃষক আছে সেই পূর্ব্ব পাকিস্থান থেকে যারা এসেছে তাদের মধ্যে মৎস্যজিবী আছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এবং বিভিন্ন পেশার লোক আছে। কাজেই তাদের পেশাগত ভাবে পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে পরে আমাদের পুনর্ব্বাসনের দিকও অসম্পুর্ণ থেকে যাবে কারণ যারা মৎস্যজীবি তাদের যদি আমরা ঢালাও ভাবে পাঁচ কানির ক্ষেত্রে ১০ গণ্ডা জমি দিয়ে পুনর্ব্বাসন দিয়েছি বলে সন্তুষ্ট থাকি তাহলে পরে ওদের মোটেই পুনর্ব্বাসন হল না। আর যারা কৃষক তাদের ঠিক চাষের উপযোগী জমি দিয়ে, তাদের লোন পরিষ্কার ভাবে দিয়ে তাদের যদি নিজের পায়ের উপরে দাড়াবার সংগতি করে না দিই তাহলে এখানকার যে কৃষক অর্থাৎ সই পূর্ব্বেকার স্থায়ী কৃষক যারা আছে, তাদের উৎপাদিত যে ফসল তার দ্বারা দেশের যত লোক আছে. লোকসংখ্যা এতো বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে সঙ্কুলান করা মোটেই সম্ভব নয়। ত্রিপুরার লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই লোকসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে না তাকিয়ে যদি আমরা বাজেট করি তাহলে এই বাজেট এর কোন মূল্য থাকে না। কারণ এখানে যে কৃষক জনসাধারণ, সেই কৃষকরা আজকে বিভিন্ন সমস্যায় তারা জড়িত। কৃষকরা আজ ঋণগ্রস্ত তারা বিভিন্ন ঋণের দায়ে জর্জ্জড়িত, কেহ কেহ জমিদারদের কাছ থেকে, তালুকদারদের কাছ থেকে ঋণ করে আজকে তাদের নিজেদের জমি হাত থেকে চলে যাচ্ছে। এই জমিদার ও মহাজনদের কাছে তারা ঋণগ্রস্ত. সেই ঋণ-দায়ে তাদের জমি চলে যাচ্ছে, তাদের জমি খুইয়ে যাচ্ছে। এখানে এই যে গ্রো মোর ফুড প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রামটাকে যদি আমরা কার্যাকরী করতে যাই তাহলে আমাদের যে প্লেন প্রোগ্রাম সেইটাকে সুষ্টুভাবে আমাদের পরিকল্পনা নিতে হবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শুধু কর্ম্মচারীর সংখ্যা, শুধু অফিস আদালত খানে খানে, প্রত্যেক ডিভিশনে আমাদের শুধু দালান তৈরী করলেই হবে না, অফিসিয়েল কর্ম্মচারী বাড়লেই হবেনা, আমাদের যে কৃষক জনসাধারণ তারা কি রকম অবস্থায় আছে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। গ্রো মোর ফুড যে প্রোগ্রাম সেইটাকে কার্য্যকরী করার জন্য তাদের সীড্ কিরকম ভাবে দেওয়া দরকার, তাদের ফার্টি-লাইজার সাপ্লাই কিরকম ভাবে হওয়া দরকার এব তাদের আমরা কি রকম ভাবে সাহায্য করতে পারি, আমাদের যে কৃষি কর্ম্মচারীরা আছে, সেই কৃষি কর্মচারীরা তাদেরকে কি রকম ভাবে সাহায্য করছে এখানে ডিপার্টমেন্ট থেকে, হেড্ অফ ডিপার্টমেণ্ট থেকে তাদের কি রকম ভাবে যাচাই করা হয়েছে সেইটা যদি আমরা করি, সেই গ্রো মোর ফুড programme কে যদি ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যকরী করতে চাই তাহলে এখানে যে প্লেন প্রোগ্রাম অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে যে প্রোগ্রাম নিয়েছি সেই প্রোগ্রামটাকে কার্য্যকরী করার জন্য সেই কৃষক জনসাধারণ এর মধ্যে কৃষি কর্ম্মচারীরা কতবার গিয়েছে এবং যে কৃষি অফিস-গুলি, বিভাগীয় ভিত্তিতে যে সমস্ত কৃষি অফিস আছে সেই সমস্ত কৃষি অফিসগুলি কৃষকদের কি রকম ভাবে সাহায্য করছে এই দিকে আমাদের তাকানো দরকার। কাজেই যে সমস্ত কৃষি কর্ম্মচারী আছে তারা কৃষকদের মধ্যে গিয়ে বলতে হবে যে তোমাদের এই করতে হবে, যে এই জন্য প্রোগ্রাম নিতে হবে, এই ভাবে ফার্টি-লাইজার আমাদের দিতে হবে, এইভাবে সময়মত সিড্স আমাদের দিতে হবে, এইভাবে আমাদের গ্রো মোর ফুড এর যে প্রোগ্রামটা তার ইম্প্লিমেণ্ট এর সুযোগসুবিধা আমাদের করতে হবে, এইটাকে কোন ভাবে কতদুর তারা সাহায্য করেছে এই কৃষি কর্ম্মচারীরা এ'দিকে আমাদের তাকানো দরকার। কাজেই আজকে শুধু আমাদের বাজেটের মধ্যে আমরা আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে কয়েকটা কথা দিয়েই আর শুধু কতগুলি অংকের সংখ্যা দিলেই আমাদের হবে না। আমাদের সব দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। কৃষির দিক থেকে যদি আমরা এইটা মনে করি যে আজকে রিফিউজি পুনর্ব্বাসন সমস্যা আছে, এইটা ছাড়া এই যে ট্রাইবেল সমস্যা আছে উপজাতীয় জুমিয়া আছে তার মধ্যে ১৭ হাজারকে আমরা পুনর্ব্বাসন দিয়েছি এই আত্মতুষ্টির মনোভাব নিয়ে আমরা শুধু গর্ব্ব বোধ করি, এইদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাস্তব অবস্থা কি? বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যে ৪১টা কলোনি, সেই কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই কথা

শুধু বললাম, আমরা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রচার করলাম যে ৪১টি কলোনি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সেইদিক থেকে আমরা যদি লক্ষ্য করে দেখি, সেই আসল জায়গায় আমরা যদি গিয়ে দেখি যে সেই কলোনিগুলির অবস্থা কি এবং সেই উপজাতীয়রা, যে সব জুমিয়া, যারা পুনর্বাসন নিয়েছিল তাদের অবস্থা কি তারা প্রকৃতপক্ষে লোন পেয়ে তারা কি কাজ করেছে সেই দিকে লক্ষ্য রাখার যে প্রয়োজন সেইটা কি করছি, কি হচ্ছে বা জুমিয়াদের কি অবস্থা, সেই জুমিয়ারা আজকে কি অবস্থায় আছে, তারা নিজেরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে গেছে যে আজ অভাবের তাড়নায় নিজেদের সেই জমি পর্যন্ত তাদের নিজের হাত থেকে মহাজনদের এবং তালুকদারদের কাছে চলে যাচ্ছে। কাজেই এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তা হলে পরে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কেন, ১৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করলেও এই ত্রিপুরাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে পারবে না। এই যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রামটাই কার্য্যকরী হবে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই আমাদের এই বাজেট বক্তৃতায় এটা লক্ষ্য রাখতে আমি অনুরোধ করব যে আমাদের এখানে যে বাজেট পেশ করা হবে সেই বাজেট আমরা গ্রহণ করার সময়ে আমাদের এই লক্ষ্য রাখা দরকার যে ত্রিপুরার জনসাধারণ এর অন্নসংস্থানের ব্যাপারে ব্যবস্থা, তাদের শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা সব দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের যে মৌলিক অভাব সেই অভাবটাকে মোচন করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদের বাজেটগুলি রচনা হওয়া দরকার। আর তা ছাড়া শিক্ষার দিক থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষার দিক থেকে দেখতে পাচ্ছি যে, আজকে বিভিন্ন বিভাগে যে শিক্ষার অবস্থা আমি বিশেষ করে খোয়াই এর কথা বলছি। খোয়াই এর যে হাইস্কুলটি আছে সেই স্কুলটির মধ্যে আমাদের ট্রাইবেল মেয়েরা যথেষ্ট সংখ্যক লেখাপড়া করে, তাদের এমন একটা অবস্থা যে নিজেদের বাসা বাড়ী করে থেকে লেখাপড়া করার সুযোগ সুবিধা সেইটা নাই। অথচ সেখানে একটা সরকারী বোর্ডিং তৈরী হয়ে আছে সেই বোর্ডিংটার চার্জ নিতে কেহই রাজী নয়। সেখানে সেই মেয়েদের ব্যবস্থা করে দিলে অন্ততঃ ২০।২১টি মেয়ে সেখানে থেকে পড়তে পারে, অথচ সেইটার কোন ব্যবস্থা নাই। তারা লজিং করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। তাদেরকে যদি একত্র করে আমরা সেই শিক্ষার দিকে নজর দিতে পারতাম তা হলে আমাদের অন্ততঃ নারী শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে পারতো। কিন্তু আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী সেই দিকে মোটেই নজর দিচ্ছেন না। সেই মানবতা যদি আমাদের না থাকে তা হলে পরে আমাদের ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করে যে নেওয়া সেইটা কোন দিনই সম্ভব হবে না এবং পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার যে প্রোগ্রাম, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক সবদিক থেকে উন্নতি করার যে প্রোগ্রাম ও যে স্বপ্ন সেই স্বপ্ন আমাদের কোনদিন সফল করতে পারব না। কাজেই আমাদের সেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে আমরা নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থাকে, আমাদের নিজেদের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নত করার দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে দাঁড়াতে পারি তার বাস্তব চিন্তা যদি তাদের মন্ত্রীদের থাকে তা হলে আমি মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব যে বাস্তব অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে যেন আমাদের বাজেট আগামী বারে তাঁরা রচনা করেন এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker : –The House stands adjourned till 2 p.m.

Mr. Speaker :— The General discussion on the Budget is to continue. It will continue for one hour more. I would call on Shri Monchor Ali to speak.

Shri Monchor Ali— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ১৯৬৫-৬৬ সালের যে বাজেট বিধান সভায় উপস্থাপিত হয়েছে তা আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি।

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble member to make it a point that he should try to conclude the speach strictly within 15 minutes.

Shri Monchor Ali :— আমি সম্পূর্ণভাবে এই বাজেট সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি একথা বলি না যে এই বাজেটে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত সমস্যার শেষ করতে পারব। তবে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত রাজ্য। সেই ভারতবর্ষের সমস্ত দেশের অনুপাতে এই বাজেট করা হয়েছে এবং সেই জন্যই আমি ইহাকে সমর্থন করি। আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা এই বাজেট সম্পর্কে নানা রকম সমালোচনা করেছেন এবং যে সমস্ত সমালোচনা করেছেন তাতে দেশের এবং জনসাধারণের কোন রকম উপকার হয় এমন কোন সমালোচনা তাদের বক্তব্যে পাওয়া যায় না বলে আমি মনে করি। কারণ ওনারা সব সময় একথা বলেছেন বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে, তা আজকের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি সাধনে কোন কিছুই হবে না। আমি বলতে চাই, আমরা এখানে এসেছি জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে, দেশের উন্নতি কল্পে—suggestion দেওয়া ও বক্তব্য রাখার জন্য। আর ওনারা যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে দেশের জনসাধারণের উন্নতির কোন কথাই নেই। শুধু মাঠে-ঘাটে যে বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেই ধরণের কিছু তাদের বক্তৃতায় ফুটে উঠেছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় সদস্য শ্রীচক্রবর্ত্তী যিনি বিরোধী দলের নেতা বলেছেন, যে চাউলের দর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক বেশী, ৩০।৩২ টাকা পর্য্যন্ত হয়ে গিয়েছে, কাজেই চাউলের দর বেঁধে দেওয়া হক ; দর আরোও কমিয়ে দেওয়া হক, তার জন্যেই চীৎকার করেছেন। আর একটি বিষয়েও তিনি চীৎকার করে বলেছেন যে কৃষকদের উন্নতি সাধনে কংগ্রেস সরকার কি করেছেন ? আমি বুঝতে পারি না একথা তিনি কি ভাবে বলতে পারেন। আজকে অন্যান্য জিনিষপত্রের তুলনায় চাউলের যে দর, যে সমস্ত জিনিষ কৃষক উৎপন্ন করে সেই সমস্তের দর অন্যান্য জিনিষের তুলনায় আমি মনে করি সেটা কম। যদি কৃষকের আমরা উন্নতি করতে চাই, কৃষকের মনোবল যদি আমরা শক্ত করতে চাই, তা'হলে আমাদের সব সময় চিন্তা করতে হবে যে অন্যান্য জিনিসের দরের তুলনায় কৃষকদের উৎপন্ন যে জিনিষ, চাউল, ধান প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ আছে, তার বেচাকেনার উপরে তারা অন্যান্য যে জিনিসপত্র কেনেন সেই জিনিষপত্রের দামের তুলনা অনুপাতে দর বেঁধে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাঁর বক্তব্যে এমন কোন কিছু কৃষকের উন্নতি কল্পে রাখেন নি যাতে কৃষকদের উপকার হতে পারে। শুধু চাউল আর তেলের কথাই তিনি বলেছেন। কৃষকেরা যে সরিষা করে, তার থেকে যে তেল হয়, তার কথাই তিনি বলেছিলেন এবং তার দর বেঁধে দেওয়ার জন্যও তিনি বলেছিলেন। কিন্তু আমি মনে করি অন্যান্য জিনিষপত্রের দর যদি না কমানো যায় তা'হলে শুধু তেলের আর চাউলের দর কমিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় তা'হলে কৃষকদের তো কোন উন্নতি হবেই না বরং আরও অবনতির দিকে যাবে, কৃষক মরবে। এই হলে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষক বাঁচতে পারে না। সেই হিসাবে ওনার বক্তব্যে কৃষকদের উন্নতির কথা শুনেছি, কিন্তু প্রকারান্তে তিনি যে কথা বলেছেন তাতে উন্নতি তো দূরের কথা, তাদের মৃত্যু বরণেরই সম্ভাবনা। এদিকে চিন্তা করে আমি ওঁনার বক্তব্যে কৃষকদের উন্নতির কোন কথাই পাইনি। তবে আমার কথা হ'ল আজকে যদি কৃষকদের বাঁচাতে হয়, তা'হলে আমরা বাজেট যে টাকা রেখেছি সেই টাকা যাতে যথাযথভাবে কৃষকদের কাজে লাগাতে পারি, তার দিকে চেষ্টা রেখে যদি আমরা কাজ করি তা'হলে পরে আজকে দেশের কৃষকদের উন্নতি হতে পারে এবং তারা বাঁচতে পারবে এই আমার বিশ্বাস। আজকে কৃষকদের কোন উন্নতি হয়নি সেটা আমি বলব। আমি জানি ত্রিপুরা রাজ্যে অন্যান্য

ডিপার্টমেণ্টে আমাদের কিছু উন্নতি যে হয় নাই, সেকথা আমি অস্বীকার করিনা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বিষয়ে যদিও যথেষ্ট উন্নতি হয় নাই, তবু কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে যাতে আমরা চলাফেরা করার মত ও বাঁচার মত অনেকটা এগিয়ে গেছি। কিন্তু কৃষকদের দিক দিয়ে আমরা কিছু করতে পারি নাই বলে আমার ধারণা। কারণ কেন হয় না? টাকা আমাদের sanction হয়, টাকা আমরা ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি না। তার কারণ অবশ্য আমাদের খুঁজে দেখা উচিত। সেগুলির মধ্যে আমি যেটা মনে করি, তা আমি বলতে চাই যে আমরা কৃষকদের জন্য যে সমস্ত টাকা sanction করি সে সমস্ত টাকা কৃষক ঠিক ঠিকভাবে পাচ্ছে না। তার জন্যই তাদের উন্নতি হচ্ছেনা। যে সব কৃষকেরা দাদন নেয়, টাকার দরকার হ'লে তারা দরখাস্ত করে, দরখাস্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তারা সে টাকা পায়না। তারা যেজন্য দরখাস্ত করেছিল টাকাটা সে সময়মত পায়না, ২।৩ মাস দেরী হয়ে যায়। তারা হয়তো কৃষিকার্য্যের জন্য বা গরু ইত্যাদি কেনার জন্য টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক সময় মত তারা টাকাটা পায় না। কৃষি কাজ হয়ে গেলে তারা টাকাটা পায় তখন তারা টাকাটা যে কাজের জন্য চেয়েছিল সেই কাজে লাগাতে পারেনা, তার দরুণ আজকে কৃষকদের যে দাদন দেওয়া হয়, সেটা কৃষকের কোন উপকারে আসেনা। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে তারা নিজেদের সাংসারিক কাজে খরচ করে বা খেয়ে ফেলে। দরখাস্ত দিলে হয়তো তারা ২০০।২৫০ টাকা পায় কিন্তু সেই টাকা নিতে হ'লে তাদের ৪০ টাকার মত খরচ হয়, সেই খরচ না করার কোন উপায় তাদের থাকেনা। কারণ উকিল, মহুরী তদুপরি Registration অফিস থেকে তার জমি যে বন্ধকী বা বিক্রী নয় (১০ বছর পূর্ব্বে) তার প্রমাণপত্র নিতে হয়। তার পরও আসা যাওয়া ও তদ্বির—তদারকি ইত্যাদির জন্য তাদের কিছু খরচ করতে হয়। এভাবে হিসাব করে দেখা গেছে যে সময়মত টাকা না পাওয়ার ফলে তার কোন কাজেই আসেনা। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যদি আমরা কৃষকদের বাঁচাতে চাই, আমি যে কথা বলেছি সেটাকে আরো সহজ করা দরকার এবং সেদিকে নজর দিতে হবে। আমার মনে হয় সেটা সম্ভব। কারণ zonal S. D. O. অফিসেও জমি registry করা থাকে, উনি যদি নিজে সেই সব দেখা-শুনা করেন যদি আইনতঃ কোন বাধা না থাকে তবে কৃষকদের অনেক সুবিধা হয় ও তারা কিছুটা বাঁচতে পারে এবং তার টাকাটা সে সময় মত পাবে ও কাজে লাগাতে পারবে। আবার এমনও হয়, কোন কৃষক ২০০।২৫০ টাকার জন্য দরখাস্ত দেয়, হয়তো একজোড়া গরু কিনবে, কিন্তু সে পাইতেছে ১০০টাকা। সেটা তার কাজের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না। সে গরুও কিনতে পারে না, কোন কাজেও লাগাতে পারে না, সে টাকাটা খেয়ে ফেলে। আমি বলব যদি কৃষককে সাহায্য করতে হয়, সে যে কাজের জন্য যে পরিমাণ টাকা চায়, সেই চাহিদা অনুপাতে আমাদের টাকাটা তাকে সময়মত দেওয়া উচিত। আর যদি না দিতে পারি তবে তাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া ভাল। কারণ অসময়ে টাকা পেলে তারা কাজে লাগাতে পারে না, খেয়ে ফেলে এবং দেনার দায়ে আরো জর্জ্জরিত হয়। কাজেই তারা যে গভীরে ছিল সেখানে রইল। কার্য্যতঃ তাদের কোন প্রকার উপকার বা আর্থিক উন্নতি হল না। আমরা যারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে এসেছি তারা যদি কাজের বিরোধীতা না করে এই সমস্ত জিনিষের খুটিনাটি বিচার বিবেচনা করে, চিন্তা করে কৃষককে কোন প্রকারে সাহায্য করতে পারি, তাহ'লে আমি মনে করি এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে তাতে অনেক কাজ হয়ে যাবে, কৃষকেরা বাঁচবে।

আজকে আমরা আরো একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে কৃষকেরা অনেক জায়গায় জলের অভাবে কৃষিকাজ করতে পারে না। কাজেই ঐসকল জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা করা দরকার বলে আমি মনে

করি। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারব ততদিন আমরা উৎপাদন বাড়াতে পারবনা এবং কৃষককেও বাঁচাতে পারবনা। অতএব জলসেচ বাবতে যে টাকা এখানে ধরা হয়েছে, সেটা যেন আমরা ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি, তার চেষ্টা করা দরকার।

আমাদের কৃষকদের আরো একটা অসুবিধা আছে-- সেটা হচ্ছে কৃষি ডিপার্টমেন্টে যে V.L.W. আছে, তাদের কাজ হ'ল মাটে মাটে ঘুরে কৃষকদের কৃষির ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া কিন্তু একটা V.L.W. কে ১০।১২ মাইল ঘুরে দেখতে হয়, উপদেশ দিতে হয় এবং খবরাখবর নিতে হয়। কিন্তু একজন V. L. Wর পক্ষে এটা মোটেই সম্ভব নয়। অতএব সেদিকে চিন্তা করে প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে V.L.W.এর সংখ্যা আরো বাড়ানো দরকার যাতে তারা কৃষকদের ঠিকমত উপদেশ দিয়ে সাহায্য করতে পারে। তা যদি না হয় তা'হলে V.L.W. এর জন্য যে টাকাটা খরচ হয় তার সবটাই বিফলে যাবে। সেজন্যই আমি বলছি যে যদি অন্ততঃ প্রতি পাঞ্চায়েতে ২জন করে V.L.W দেওয়া যায় তাহলে কিছু কাজ হতে পারে। আমি আরোও একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি যে Agriculture এর Head of the Deptt. যারা আছেন, তাদের জন্যও অনেকটা ব্যাঘাত হয় এবং তারা কৃষকদের জন্য যে টাকা sanction হয়, তারা ঠিকমত ও সময়মত কৃষকদের হাতে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন না। এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে. সেগুলি দেওয়ার সময় এখন আমার নাই, কারণ আমার হাতে বেশী সময় নাই। অন্য দিন আমি সেগুলি দেওয়ার চেষ্টা করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি শিক্ষা সম্পর্কে একটি কথা বলব। শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য অনেকটা অগ্রসর হচ্ছে, হয়তো আমরা যথেষ্ট কিছু করতে পারি নাই তবে কিছুটা যে অগ্রসর হয়েছি সেটা আমি অস্বীকার করতে পারি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ১৯৬৩ সালে যে cyclone হয়েছে তাতে আমার সোনামুড়া সাবডিভিশনে প্রায় ২৪টি স্কুলের ক্ষতি হয়েছে এবং আমি সেজন্য Education Directorateকে একটা চিঠিও দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন প্রকার প্রতিকার হয়নি। স্কুলগুলি আজও সেই অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর সোনামুড়া sub-divn এ ১০০ মত স্কুল আছে তাতে প্রায় ৭০০০এর মত ছাত্র আছে। কিন্তু তার মধ্যে ১৩০।১৪০জন শিক্ষক আছেন। প্রতি বছর trainingএ যায় ২৫।৩০জন। তাতে গভর্ণমেণ্টের নিয়ম অনুসারে ৪০জন ছাত্রের পিছনে ১জন শিক্ষক থাকবে, সে অনুপাতে সেখানে আরোও ৬০জন শিক্ষকের প্রয়োজন। কাজেই এই যদি হয় তা'হলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে টাকা আমরা খরচ করছি প্রতি বছর তার ব্যাঘাত হবে। সেজন্য আমি আরো ৫০।৬০জন শিক্ষক যাতে নিযুক্ত হয় তারজন্য অনুরোধ করছি। তাছাড়া সেখানে ৩০টি Single School আছে, প্রত্যেক Schoolএ ৪০।৪৫জন করে ছাত্র আছে অথচ শিক্ষক আছে মাত্র ১জন। কিন্তু তার অসুখ ইত্যাদি হলে ছুটি নিতে হয় তাতে ছাত্রদের পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়। যদিও আইনে বাঁধা আছে তবুও শিক্ষার উন্নতির জন্য সেখানে যাতে আরো ১জন শিক্ষক নিযুক্ত করা যায় তারজন্য যেন মন্ত্রী মহোদয়রা চিন্তা করে দেখেন। কারণ এটা খুবই দরকারী সেজন্য আমি গুরুত্ব দিতেছি।

Mr. Speaker : I would now call on Shri Hemanta Deb,

Shri Hemanta Deb মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় যে সমস্ত বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন সে সম্পর্কে দু একটা কথা বলতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার মনে হয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং যারা ক্ষমতায় আছেন তারা ত্রিপুরার বর্তমান চিত্র সম্পর্কে এবং ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়েই তারা এই বাজেট রচনা করেছেন। আগরতলার পার্শ্ববতী গ্রামাঞ্চলের

জনসাধারণের যে অবস্থা সেটা ওনাদের চোখে পড়ে কিনা তাতে আমার সন্দেহ আছে। মাননীয় স্পীকার, ত্রিপুরার বর্ত্তমান যে অবস্থা সেই অবস্থার দিকে তাকাইলে তারা এই বাজেট তৈয়ার করতে পারে না। মন্ত্রীমণ্ডলীর স্মরণ থাকা উচিত যে আমাদের বিগত বাজেট কতদূর কার্যকরী হয়েছে এবং তা কতদূর কার্য্যকরী করতে পারব সে সম্পর্কে কোন তদন্ত বা পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি এবং আমরা বাজেটে শুধু টাকার অঙ্কে এবং খরচের estimate দেখতে পাই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন কাজ হচ্ছে বলে মনে হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী নিজেরা যা দেখেন বা বুঝেন সেই অনুযায়ী তাদের ইচ্ছেমত বাজেট plan provission করে থাকেন। কিন্তু দেশের লোকত সবাই মূর্খ নয়। তারা যদি সেই বাজেট দেখেন তবে তারা বলবেন যে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীরা নিজেদের ইচ্ছামত বাজেট রচনা করেন। ত্রিপুরার গত পাঁচ বৎসরের আর্থিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে গড়ে যেখানে ২০/২৫টী পরিবার চাষ আবাদ করে খেতে পারত আজকে তাদের মধ্যে মাত্র ৫।৭টি পরিবার খেতে পারে। আর বাকি সব লোক খাদ্যাভাবের সম্মুখীন হয়, তাদের খাদ্যাভাব মিটে না। যাবা ত্রিপুরায় আজকে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। তার কারণ কি? আমাদের বাজেট যারা রচনা করেন তারা উপর মহলের তোষণের জন্যই বাজেট রচনা করেন, নীচের মহলের যারা গরীব শ্রেনীর লোক তাদের দিকে লক্ষ্য রাখেন না। আমাদের মন্ত্রী মণ্ডলী মনে করেন যে শুধু contractor এবং বড় বড় ব্যবসায়ী তাদেরকে পূরণ করতে পারলেই সরকারী কাজ কর্ম ভালভাবে পরিচালিত হবে। কিন্তু আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে এই বাজেটটি কতিপয় ব্যবসায়ী এবং contractor তাদের খুশী রাখার জন্যই, তাদের খুশী রাখলেই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের কি অভাব দূর হয়ে যাবে? যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে খরচা হয়েছে তা কার জন্য করা হয়েছে? এখানে তিনি দেখিয়েছেন যে আদিবাসী কল্যাণ। তিনি দেখিয়েছেন যে ২৭০০০ এর মধ্যে ১৭০০০ হাজারকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে ১০,০০০ হাজার এখনও জুমিয়া পুনর্বাসন পায়নি। আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে ১৭,০০০ হাজার জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছেন এবং ৪১টি জুমিয়া কলোনী হয়েছে, সেই সমস্ত জুমিয়া কলোনীর অবস্থা কি? তা কি ওনারা খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছেন? আমাদের ত্রিপুরা সরকার, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী জুমিয়াদের ৫০০৲ টাকা করে দেওয়ার কথা তার ব্যবস্থাদি কি? সেই ৫০০ টাকা দুইভাগে দেওয়া হয়, একবার ২০০৲ শত টাকা আর একবার ৩০০৲ শত টাকা করে দেওয়া হয়। আমি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে যারা জুমিয়া, যাদের কিছু নেই, যারা নিঃস্ব তাদেরকে ২০০৲ শত টাকা দিলে পরে কি হবে, কি হয়েছে। বাকি ৩০০৲ টাকা পেতে আরও কয়েক বছর লেগে যায়। তখন তারা ঐ টাকা দিয়েই কি করবে? আপনারা কি এ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছেন? এইভাবে আদিবাসী কল্যাণ নামে আদিবাসীদের ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। এটা আদিবাসী কল্যাণ নয়, আদিবাসী ধ্বংস। মুখ্যমন্ত্রী বলবেন আমরা যা করেছি, তা ঠিক করেছি। আমি বলব, আমি challenge করি আপনারা যা করছেন তা ধ্বংসের জন্যই করছেন। যেটুকু আছে আর ক'দিন পর তাও থাকবেনা। এটা যদি আপনারা বলেন ভাল করছেন তাহলে আমাদের বলার কিছুই নেই। তারপর একটি কথা মনে পড়ল, "হাতে মারব না, ভাতে মারব", ঐ কৌশল আদিবাসীদের ব্যাপারে আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীরা অবলম্বন করেছেন। আমরা আশা করেছিলাম, ত্রিপুরায় বিধান সভা হলে, দায়িত্বশীল সরকার হলে আমরা আমাদের দূরবস্থাগুলি দূর করতে পাবব। ত্রিপুরার ১ম সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই আমরা দাবী করে আসছিলাম যে আমরা বিধান সভা চাই। আজকে কংগ্রেস পাটির মারফতে বিধান সভা গঠন হওয়ার পর আজ ত্রিপুরা রাজ্যে অভাব-অভিযোগ চলছে।

যারা গরীব তারা ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। কাজেই আদিবাসী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বাস্তবিকই আমাদের দুঃখ হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কে, তিনি আরও বলেছেন বিভিন্ন খাতে আনারস চাষে, তুলার চাষে এগিয়ে গেছে এই ত্রিপুরা। আমি জিজ্ঞাসা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে যে ত্রিপুরাতে যে এতবার এত প্লেন করেছেন তাতে উৎপন্ন বাড়ল কি কমল তা তারা লক্ষ্য করেছেন কি ? বহুদিন আগে ত্রিপুরায় বহু তুলার চাষ হত, সে তুলাও খারাপ নয়। অথচ সে তুলার উৎপাদন কমে গেছে। অথচ বাজেটেএ দেখা যায় তুলার চাষের পরিকল্পনা আছে আনারস চাষের পরিকল্পনা আছে। আমি জিজ্ঞাসা করি ত্রিপুরা রাজ্যে আনারস চাষের অবস্থা কিরূপ ? আগে যে পরিমাণ উৎপন্ন হত এখন তা হচ্ছে না। যে সমস্ত কৃষক বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আনারস বিক্রী করে জীবন ধারণ করত, আজ তাদের কোন উপায় নেই। অথচ আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীরা আনারস চাষের পরিকল্পনা করেন। আপনারা অনেক পরিকল্পনাই করেন; কিন্তু সে সমস্ত পরিকল্পনা থেকে কোন সুফল পাওয়া যায়না। আপনাদের পরিকল্পনা কাদের জন্য ? আপনাদের পরিকল্পনা ঐ বড় বড় রাঘব বোয়ালের জন্য; ঐ যে পেছনে পরে রয়েছে তাদের জন্য নয়। আপনাদের পরিকল্পনার টাকা ঐ সব বড় বড় লোকের পকেটে যায়। তাদেরকে কি নামে অভিহিত করব তা আমি জানি না।

তারপর আমি tribal block সম্পর্কে বলছি। বহু tribal block হয়েছে যেমন Amarpur tribal block, Teliamura tribal block, Kanchanpur tribal block করেছেন সত্যি কিন্তু Kanchanpur tribal block এর অধীনে আদিবাসীরা আজ কোথায় ? কয়েক হাজার পরিবার কাঞ্চনপুর ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। Chief Commissioner সেদিন order দিয়েছেন "তাদের জমি দিয়ে কিছু হবে না। যারা চলে যেতে চায় তাদেরকে যেতে দাও। ঐ জমি non-tribalদের দিয়ে দাও।" কি মজার কথা। Kanchanpur tribal block হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেই block এর টাকা যায় কোথায় ? পাকা বাড়ী, দালান, বড় বড় অফিসার, তাদের জন্যই ঐ block। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই Kanchanpur block এর মারফতে কয়টি tribal পরিবার উপকৃত হয়েছে। শুধু Kanchanpur কেন ? Amarpur, Teliamura ও অন্যান্য জায়গায় tribalদের নামে টাকা নিয়ে তা দিয়ে ছিনিমিনি খেলা করা হচ্ছে। এটা হল আমাদের বিধান সভার, ত্রিপুরার মন্ত্রীমণ্ডলীর কর্মকৌশল, নাম থাকলেই হয়, যায় খাওয়ার সেত খাবেই। এটা সকলের জানা আছে ত্রিপুরায় কোন শিল্প নেই, একমাত্র শিল্প হল চাষ আবাদ। কৃষি ছাড়া এখানে আর কোন উপায় নেই।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একবার বলেছিলেন—ত্রিপুরা রাজ্যে যে খাদ্যাভাব, সেই খাদ্যাভাব দূর করার জন্য আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন। হাঁ, আমরা তো তাতে প্রস্তুতই আছি। কিন্তু খাদ্য বাড়াও একথা শুনতে তো বেশ ভাল লাগে। আমি জিজ্ঞাসা করি—সেই blockগুলিতে যে বীজধান দেওয়া হয়, সার দেওয়া হয়, সেই সারগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হয় এবং আমরা যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি—যেখানে যেখানে কৃষকদের প্রয়োজন, কৃষকদের স্বার্থ জড়িত সে সব ব্যাপারে কোন খোঁজ খবর ওনারা রাখেন কিনা। কোন খোঁজ খবরই ওনারা রাখেন না। এই হল অবস্থা। মন্ত্রীমণ্ডলীদের ধারনা হল আমরা যা বলি শুনতে হবে, আমি দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রী, কাজেই আমি যা বলি তা সবাইকে শুনতে হবে, মানতে হবে। এই যদি হয় তবে এই বাজেট তৈয়ারী করার কোন অর্থ ই হয় না। তবে মন্ত্রীমহোদয়রা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে জনসাধারণের নিকট বলুন যে এই টাকা দেওয়া হবে, এই ভাবে কাজ হবে, ইত্যাদি। শুধু কাগজের মধ্যে লেখালেখি করে কিছু হবেনা, কথার দাম চাই।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন তথায় ত্রিপুরার আয়ের অঙ্ক অতি সামান্যই দেখতে পাই। অতএব যাতে আমাদের এখানে আয় আরও বৃদ্ধি হয় সেই চেষ্টা করতে হবে। যে রাজ্যে ... ...

Mr. Speaker .— Your time is over.

শ্রীহেমন্ত দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর একটু সময় দিন।

Mr. Speaker :— Only two minutes.

শ্রীহেমন্ত দেব :— এখানে Production বাড়াতে হবে। যে ত্রিপুরায় একদিন ৪০—৪৫ লক্ষ টাকার মত আয় ছিল। আজকে ১ কোটি টাকা এখানে আয়ের সম্ভাবনা। এই টাকা কোথা থেকে আসে? কৃষকের গলা টিপে সেই টাকা আদায় করা হয়। তার ফলে কৃষকদের শেষ করা ছাড়া আর কি হতে পারে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটে কৃষকদের মরণ আর স্বজন পোষণ নিজেরা যা বুঝেন তাই করেন। কিন্তু ত্রিপুরার সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা, গ্রামের অবস্থা, তার সাথে এ বাজেটের কোন সম্পর্ক নাই। তারা ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা বিশেষ ভাবে অবগত নন বলেই আজকে এই ধরণের একটি বাজেট এখানে উপস্থিত করেছেন। তারা যদি দেশের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ওয়াকিবহাল থাকতেন তবে আরও উন্নত ধরণের একটা বাজেট এখানে পেশ করতে পারতেন। এই বলে মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপিত এই বাজেটের বিরোধিতা করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Krishnadas Bhattacherjee.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় স্পীকার, স্যার Mr. Bhattacherjee যদিও আজকে বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার কথা ছিল তথাপি তিনি এখনো পৌছেন নি এবং আমি আশা করছি কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আসবেন। এখন বিরোধীদলের অপর কোন সদস্যকে যদি বক্তৃতা দেওয়ার অনুমতির পর যদি আমাদের দেন তবে সুবিধা হবে।

Mr. Speaker :— Now I would call on Shri Sunil Kr. Choudhury.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৫-৬৬ সালের যে বাজেট মুখ্যমন্ত্রী place করেছেন তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব যে চেহারা সেই চেহারার সাথে কোন মিল নেই। ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার সাথে সঙ্গতি না রেখেই এই বাজেট সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং এই যে বাজেটটা তা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে হতাশা ব্যঞ্জক। এ ছাড়া আর কোন কিছু এটার সম্পর্কে বলা যায় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্য যে জনসংখ্যা সেই জনসংখ্যার বেশীর ভাগ প্রায় ৯০% বলতে গেলে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি ছাড়া বাঁচবার এখানে অন্যকোন ব্যবস্থা নেই। আমি তাই কৃষি সম্পর্কে দু চারটি কথা বলব যে আজকে কৃষি সম্পর্কে আমরা কি করেছি। কৃষির উন্নতি সম্পর্কে এখানে কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। বহু জায়গা আছে যে সব জমিতে ধান হতে পারত, কিন্তু আজকে ধান হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? কারণ সেখানে flood এর যে protection থাকা দরকার সেই protection এর কোন ব্যবস্থা নেই। আমি গতবারও বলেছিলাম যে গোবিন্দ মাঠ সেটা হচ্ছে প্রায় ৮০ দ্রোণের মত cultivable land এবং cultivate করা হচ্ছে। কিন্তু প্রতি বৎসর বন্যায় সেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং সেখানে আরও ৫০ দ্রোণের মত cultivable land আছে। In total হচ্ছে ১৩০ দ্রোণ, একটা মাঠ। সেই মাঠটাকে বাঁধ দিলে সেখানে চাষ হতে পারে। কিন্তু সেখানে চাষ হচ্ছে না, আজকে চার বৎসর ধরে কৃষকেরা পরিশ্রম করে সেখানে চাষ করছে কিন্তু তাদের পরিশ্রমলভ্য যে ফসল তা তারা ঘরে আনতে

পারছে না। যেদিকে আমাদের মন্ত্রীসভার কোন দৃষ্টি আছে বলে আমার মনে হয় না এবং বাজেটেও তার কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া আর একটা জায়গার কথা বলছি সেটা হচ্ছে শুকনাছড়ি। সেখানে যদি ৫ হাত উঁচু করে একটা বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে সেখানে ১৫ থেকে ২০ দ্রোণ জমি আবাদে আনা যায়। আবাদ হচ্ছে, চাষ হচ্ছে সেখানে কিন্তু flood এর জন্ম প্রায়ই সেখানে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। সেখানকার কৃষক ফসল পাচ্ছে না। আর একটা হচ্ছে রূপাইছড়ির সংস্কার। তাও আমি আগে বলেছি রূপাইছড়ির বিভিন্ন জায়গায় বহু আগের থেকে গাছ পড়ে একেবারে wall হয়ে গেছে।

বহু জায়গাতেই গাছ পড়ে block হয়ে গেছে। এভাবে block এর ফলে গাছের wall হয়ে গেছে মধ্যে মধ্যে। সেই wall গুলি যদি অপসারিত করে দেওয়া যায় তা হলে এখানে প্রায় ১০০ দ্রোণ জমি, যেটা নাকি বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। কিন্তু এসমস্ত ব্যাপারে দৃষ্টি নেই, কেন থাকবে? তাহলে আমাদের যে খাদ্য সমস্যা, তার আংশিক সমাধান হবে। কাজেই এখানে ওদের দৃষ্টি নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে কৃষির কি অবস্থা। প্রাকৃতিক দুর্যোগ একদিকে আর অন্যদিকে অনাবৃষ্টির ফলে সময়ে সময়ে তারা চাষ করতে পারে না। আর পরিশ্রম করে যা চাষ করে তাও অতিবৃষ্টির ফলে বন্যায় নিয়ে যায়। তার থেকে রক্ষা পাওয়ার যে ব্যবস্থা সেটাও এই বাজেটে সীমিত। পশু পালন কৃষির আর একটি বিশেষ অংগ। পশু না চলে আমাদের এখানে চাষ হচ্ছে না। কারণ পশু ছাড়া, মানে বলদ ছাড়া এখানে আমরা চাষের কথা চিন্তাই করতে পারি না। কারণ বলদ ছাড়া উন্নত ধরণের চাষের ব্যবস্থা, মানে tructor এর কোন ব্যবস্থাই আমাদের এখানে নেই। কারণ এখানকার যে গরীব কৃষক তার যে সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি এক জোড়া বলদ এবং একটি লাংগলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বীজধানও তার সময় সময় থাকে না। সেই যে সময়, সে উচিত সময় মত তাকে বীজ ধান দেওয়া হয় না। আর যে কৃষক ফসল উৎপাদন করছে গরু দিয়ে, সেই গরুকে খাওয়ানো ঘাসের কোন ব্যবস্থা নেই। আমি সারা ত্রিপুরায় দেখছি কোথাও গোচারণ ভূমি যেটা থাকা দরকার, তা নেই। আমার ধারণা ছিল যে এই বাজেটে গোচারণ ভূমির জন্য provision থাকবে। কিন্তু আমি provision দেখতে পেলাম না। এই গেল একদিক। আর অনাবৃষ্টির ফলে যখন চাষ করা যায় না তখন সেখানে জল সরবরাহ করা দরকার। জলাশয়ের ব্যবস্থা বিভিন্ন ভাবে করা যায়। সেটারও ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত নয়। আমি গতবার বলেছি সাব্রুমে lake irrigation এর ব্যবস্থার জন্য এবং এবারও দেখছি যে সাব্রুমে একটিও lake irrigation এর ব্যবস্থা নেই। এটা দেখে মনে হচ্ছে যে সাব্রুম খুব উন্নত জায়গা, সেখানে irrigation এর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বাঁধের কোন প্রয়োজন নেই—কাজেই কিছুরই প্রয়োজন নেই সেখানকার। আমি বাজেটের দৃষ্টি ভঙ্গি থেকেই একথা বলছি। কিন্তু এইগুলির প্রয়োজন আছে বাস্তব ক্ষেত্রে, বাস্তব ক্ষেত্রে কেন প্রয়োজন আছে? না, দেখা যাচ্ছে যে প্রতি বছর দুর্ভিক্ষ লেগেই আছে। আর একটা কথা এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন তার বাজেট বক্তৃতায়, সেটা হচ্ছে যে ২৭,০০০ হাজার জুমিয়ার মধ্যে ১৭০০০ হাজার জুমিয়াকে rehabilitate করা হয়েছে, অর্থ নৈতিক পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অর্থ নৈতিক পুনর্ব্বাসনের চেহারা হচ্ছে এটাকে যে আজকে সেই ৪১টা যে কলোনী তার অর্দ্ধেকের বেশী লোক দেখা যাবে এই সমস্ত কলোনিতে নেই এবং যে সমস্ত জায়গা তারা পেয়েছে সেইগুলি হয়ত non-tribalদের হাতে আছে নয়ত অন্য কারোর হাতে আছে। আরেকটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে একটা Case যেটা জুমিয়া পুনর্ব্বাসন কিভাবে

হচ্ছে তার একটা নমুনা। সাবরুম মহকুমায় কাঠালপুরী মৌজা এবং রুরহয়া মৌজা এই দুইটার মধ্যে ৪জন আদিবাসীকে পুনর্ব্বসতি দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণকুমার ত্রিপুরা, পাইলিয়া মগ, ঊষা মগ, এবং পুরীরাম ত্রিপুরা। এই ৪জনকে ৫কানি করে জমি দেওয়া হয়েছে। তারা ৫০০টাকা করে দিল, জমি reclaim করল। তারপর এখন দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগে সেখানে রমনী মোহন দাস বলছে যে এই জমি তার। Relief Deptt. তাকে এই জমি allot করেছে। কাজেই সে সেখানে বাধা দিল। বাধা পাওয়ায় তারা এসে S. D. O Courtএ জানালো যে রমনী মোহন দাস আমাদের বাধা দিচ্ছে। তারপর সেখানে Circle officerকে পাঠানো হলো। Circle officer সেখানে গিয়ে বললেন যে এই জায়গা tribalদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রমণী মোহন দাস এবং তার লোকজন circle officerকে মারতে পর্য্যন্ত গেল এবং circle officer সেখান থেকে পালিয়ে আসলেন। পালিয়ে এসে রমণী মোহন দাসের বিরুদ্ধে case দিলেন। সেই caseএ তা শাস্তি হলো Sabroom Courtএ। তারপর সে এসে এখানে Judge Courtএ মামলা করলো। High Courtএ কি হয়েছে জানিনা। বোধ হয় হেরেছে। তারপর ত্রিপুরার যে High court অর্থাৎ J. C.' S. Court সেখানে মামলা করলো। সে মামলায় সে জমি পেলো, তাহলে যদি রমণী মোহন দাসকে জমি allot করা হয়ে থাকে তবে সেখানে কেন পুনর্ব্বসতি দেওয়া হলো এই জুমিয়া ভাইদের? পরস্পর ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? এইটাই হচ্ছে এখানকার সরকারের চেহারা। কারণ তারা চায় একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগুক, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া লেগে থাক। কাজেই তাঁরা এই সমস্ত কাজ করেন। আরেকটা বিষয় আমি বলছি, সেটা হচ্ছে মনপুর ইসলামী ভুড়াতলী গ্রামে মনকরই ত্রিপুরা, পিতা ভূপিচন্দ্র ত্রিপুরা, তাকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন বিভাগ থেকে ৫ কানি জমি দেওয়া হল এবং আরো দেওয়া হল ৩০০শত টাকা। কিন্তু পুরা টাকা তাকে দেওয়া হলনা। পুরা টাকা না দিয়েই জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হয়ে গেল। আজকে কি হল? খাজানার দায়ে তার জমিটা নিলাম হয়ে গেল। জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কি চমৎকার নজীর। এখন এই লোকটি পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আরেকটা বিষয় আমি বলছি। একজন জুমিয়া নিজে কায়িক পরিশ্রমে জমি আবাদ করেছে। সরকারের নিকট থেকে কোন সাহায্য চায়নি। শুধু চেয়েছিল জমির বন্দোবস্ত যে জমি হচ্ছে উত্তর মৌজায় ৬৫নং জোতের মালিক হচ্ছে রতি মগ পিতামৃত অমিয় মগ, সে সেখানে জমিটা আবাদ করার জন্য বন্দোবস্ত চেয়েছিল, বন্দোবস্ত পেয়েছে। খাজানা দিচ্ছে যথারীতি। কিন্তু সে বৈষ্ণবপুরের মোকদ্দমায় আগড়তলা জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় অন্য আরেকজন রুই অল মগ সেই জমিটা দখল করলো। দখল করে তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দিল। তারপর সে বাইরে এসে-৮। ৭।৬৪ ইং তারিখে S. D. O. Sabroom, D M. Agartala, C. C. Agartala, Revenue Officer, Udaipur তাদেরকে complain জানালো। কিন্তু আজও এর কোন প্রতিকার হলো না! এই হলো নমুনা। আরো অনেক আছে। কিন্তু এখন সময়ের অভাব। কাজেই বেশী বলব না। আমি অন্য ব্যাপারে একটা কথা বলছি। সেটা হচ্ছে একটা unstarred question এবং তার reply. Unstarred questionটা আমি পড়ছি।

The names of the persions & organisation who received industrial loan of Rs 5,000/- or above from the Relief & Rehabilitation Department of Tripura.

এটার list দেওয়া হয়েছে এবং whether the industries for bricks if loans are given are in the running condition.

এবং এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা কমিটি আছে। কিন্তু আরেকটা question—যেটা হচ্ছে starred question No 126.

Whether Tripura Govt. has set up a committe to Probe into the condition as well as the future scope of the industries for which industrial loan of Rs. 5,000/- or above was granted by the Relief & Rehabilitation Department of Tripura.

এখন এই যে starred questionটা এটার answer হচ্ছে—'No' এখন আমার মনে হচ্ছে দুইটা question same এবং মাননীয় ডেপুটি মিনিষ্টার বি, দাস তিনি হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছেন। কাজেই দুইটা statement দুই রকম হচ্ছে কিন্তু question হচ্ছে same. কাজেই আমি মনে করি এভাবে বিভ্রান্ত করা ঠিক হয়নি। বিভ্রান্ত করার চেষ্টা উনি না করলেই পারতেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় দয়া করে আমাকে একটু সময় দেবেন।

Mr. Dy Speaker :— Two minutes.

Shri Sunil Kr. Chouohury :— গরু চুরি প্রতিরোধের ব্যবস্থা সরকার এখনও করতে পারেননি। গরু যেটা কৃষকের একমাত্র সম্বল। সেই কৃষকের গরু রোজই চুরি হচ্ছে। তার প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থাই নেই। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর যে বাজেট বক্তৃতা তাতে দেখলাম ডম্বুরের যে পরিকল্পনা এবং আসাম থেকে যে electricity আনার পরিকল্পনা তা এখনও মঞ্জুরীই পায়নি। মঞ্জুরী না পেলে এটা এখানে উল্লেখ করে কি লাভ তা আমি বুঝতে পারলাম না। কাজেই আমার মনে হয় জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে মানুষ মনে করে যে এটা অবিলম্বেই হচ্ছে। আর রাস্তাঘাটের কথা না বলাই ভাল। ত্রিপুরায় আমরা অনেক রাস্তাঘাট করেছি এই রকম যে একটা ধারণা তা ঠিক নয়। কারণ বর্ষার সময় আমরা দেখতে পাই যে ৪ দিন ৫ দিন পর সাবরুমে Mail যাচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই যোগাযোগ অবস্থা যে কিরূপ ভাল সেটা আর বলার নয়। দক্ষিণ ত্রিপুরার সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে সাব্রুম আগরতলা রোড। সেই রাস্তারই হচ্ছে এই অবস্থা। তারপর ভিতরের রাস্তা ঘাট সম্পর্কে না বলাই ভাল। সাব্রুমে পাঁচটা তহশিল, তার মধ্যে একটি মাত্র U. S. রোডে পড়েছে মনু তহসিল আর সাব্রুম এই মাত্র যোগাযোগ আছে। আর যে অপর তিনটি তহশিল তার সঙ্গে সাব্রুম তহশিল বা সাব্রুম টাউনের কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নাই। এই হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থারএকটা চরম অবস্থা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি আমার বাজেট বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Dy Speaker :— Now I call on Shri Sunil Chandra Datta.

Shri Sunil Chandra Datta :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থ মন্ত্রী মহোদয় আগামী আর্থিক বৎসরের জন্য যে বাজেট এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করি। এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের নেতা এবং বিভিন্ন সদস্য বলেছেন যে এই বাজেটে ত্রিপুরার জন জীবনের কোন চিত্র প্রতিফলিত হয়নি। এই কথা সত্যি নয়। আমি আমার বক্তব্য দিয়ে এই কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করব। বাজেটে যে হতাশার চিত্র তা ব্যয়ের দিক নয় আয়ের দিকে, যে কথা বিরোধী দলের নেতা বা কোন সদস্য কেউ বলেন নি। আমাদের

আয় মাত্র ৮৭ লক্ষ টাকার মত, আর ব্যয় ১৬ কোটি টাকার মত অর্থাৎ আয়ের চেয়ে ব্যয় প্রায় বিশগুণ বেশী। আয় বাড়ানোর কোন পথের কথাও মাননীয় কোন সদস্য বলেন নি। আমি এই হাউসের সামনে আয় বাড়ানোর দুই একটি পথের কথা বলব। আমাদের চিরদিন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে থাকলে চলবে না। আমাদের এই অঞ্চল যাতে অদূর ভবিষ্যতে বা দূর ভবিষ্যতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে চলতে পারে তার দিকে মন্ত্রীমণ্ডলীকে সচেষ্ট হতে হবে এবং এই হাউসকে ও সচেষ্ট হতে হবে। জমির খাজনা কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে। জমির খাজনা বৃদ্ধিতে আমাদের যে আয় হবে সেই আয়ের অতি সামান্য অংশই ব্যয়ের দিক সঙ্কুলন হবে বলে মনে করি। ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখেই জমির খাজনা বাড়ানো হয়েছে, এই অভিযোগ আমি এ হাউসে ইতিপূর্ব্বে ও করেছি। চা বাগানের যে খাজনা নির্দ্ধারিত হয়েছে সে খাজনা ঠিক যুক্তি সঙ্গত ভাবে নির্দ্ধারিত হয়নি, কৃষকের জমির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হয়নি। কৃষকের ধান জমির যে খাজনা ধরা হয়েছে, কৃষকের দখলে যে টিলা জমি আছে, তার যে খাজনা ধরা হয়েছে তার চেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে চা বাগানের খাজনা বেশী ধরা হয়েছে। এই হাউসে আমি যুক্তি শুনেছি যে চা বাগানের খাজনা টিলার Highest rate হিসাবে ধরা হয়েছে। এই যুক্তি ধোপে টিকেনা কারণ খাজনা নির্দ্ধারিত হয়ে থাকে আইন অনুযায়ী ফসলের উৎপাদনের উপর লক্ষ্য রেখে। আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে। কাজেই আয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি খাজনা ধরা হয় তাহলে চা বাগানের খাজনা কোন অবস্থাতে অন্য টিলার সমান বা কম বা ধান জমির সমান হতে পারে না, তার চেয়ে অনেক বেশী হবে। Motor Vehicles উপর ত্রিপুরাতে যে Tax আছে পার্শ্ববর্তী প্রদেশ গুলিতে সেই Tax অনেক বেশী। আমার মনে হয় সেই tax অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে তুলনা করে ত্রিপুরাতেও introduce করা যেতে পারে। তাতে আমাদের কয়েক লক্ষ টাকা আয় বাড়বে। সদর, আগরতলায় তিনটী সিনেমা হল আছে, মফঃস্বল শহরে ও কয়েকটা আছে। সিনেমা আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার অঙ্গ হয়ে পড়েছে। আগরতলা শহরে যদি একটি সিনেমা হল স্থাপন করা হয় তাহলে আমি মনে করি আমাদের আরো কিছু আয় বাড়বে। তারপর Petrolium goods এর উপর ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রতিটি প্রদেশে tax আছে এক মাত্র ত্রিপুরাতে নাই। কাজেই এই Petrolium goods এর উপর যদি tax বসানো হয় তা হলে কয়েক লক্ষ টাকার আয় বাড়বে বলে আমি মনে করি। কাজেই হতাশার যে চিত্র মাননীয় সদস্যরা বলেছেন সেই হতাশার চিত্র হয়েছে আয়ের দিকটা। ব্যয়ের দিকটা যদি আমরা দেখি তা'হলে হতাশার চিত্র বলে আমি মনে করতে পারি না। বাজেটের বিভিন্ন দফার আলোচনার পূর্ব্বে আমি মাননীয় Speaker এর মাধ্যমে, মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি কথা বলতে চাই, ইতিপূর্ব্বেও আমি বলেছি যে ত্রিপুরার পুরাকীর্ত্তি যেগুলি বিভিন্ন মহকুমাতে ছড়িয়ে আছে সেগুলিকে রক্ষা করা, সেগুলিকে সংগ্রহ করা এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। এই ঐতিহাসিক উৎপাদন থেকে আমরা প্রাচীন ত্রিপুরাকে জানতে পারি, নবীন ত্রিপুরা গড়তে হলে প্রাচীন ত্রিপুরাকে জানা দরকার। বিলোনীয়া মহকুমার পিলাক অঞ্চলে সামান্য কয়েক বর্গ মাইল জায়গার মধ্যে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পড়ে আছে। কেউ খবর করেনা, কেউ যত্ন নেয় না, কেউ সংগ্রহ করার চেষ্টা করে না। আমি নিজে সেখানে গিয়েছি এবং দেখেছি। এ সম্পর্কে আমি মন্ত্রীমণ্ডলীকে অবহিত হতে বলব। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি খবর পেয়েছি ত্রিপুরার রাজবাড়ী থেকে দুইটি দেবীমূর্ত্তি, তাতে লিপি উৎকীর্ণ করা আছে, সেই মূর্ত্তি দুইটি বাইরে চলে যাচ্ছিল। মুখ্যমন্ত্রী খবর পান এবং হস্তক্ষেপ করেন। মূর্ত্তি দুইটি এখন রাজবাড়ীতেই আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মূর্ত্তি ত্রিপুরার বাহিরে চলে গেছে।

এখনও বিভিন্ন লোকের কাছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে বিভিন্ন আমলের বিভিন্ন মূর্ত্তি আছে। এগুলি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না, ব্যক্তিগত মালিকানা হতে পারে। এমন কি আমাদের বিরোধী দলের একজন সদস্যের কাছেও নাকি দুইটি মূর্ত্তি আছে বলে আমি খবর পেয়েছি। আমি মাননীয় Speaker এর মাধ্যমে অনুরোধ রাখব যে তিনি যেন স্বেচ্ছায় এই মূর্ত্তি দুইটি ত্রিপুরা সরকারকে দান করেন। (Interruption) নাম আমি বলতে চাই না, তবুও জানতে চাইলে বলতে বাধ্য। সুধন্বা দেববর্ম্মার কাছে আছে। ত্রিপুরার বাজেট আলোচনা করতে গেলে তার যে ভৌগোলিক বিচিত্রতা তার কথা আলোচনা করতে হয়। কারণ ত্রিপুরা ভৌগোলিক বৈচিত্রের দিকে লক্ষ্য না রেখে যে বাজেটই রচনা করিনা কেন, তা কার্য্যকরী করা সম্ভব হবে না। ত্রিপুরা পর্ব্বত সঙ্কুল। অনেক মাননীয় সদস্য বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে রিফিউজি এবং জুমিয়াদের কথা বলে কুম্ভিরাশ্রু ফেলেছেন। সরকারের ত্রুটীতে এবং সরকারের জুলুমে জুমিয়ারা নাকি এ দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। এই অভিযোগ তারা করেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে আজকে যে সমস্ত জুমিয়া দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, যাদের দুঃখে তারা বিগলিত এবং বিচলিত, কিন্তু গত কয়েক বৎসর যাবত ত্রিপুরাতে যে অসংখ্য উদ্বাস্তু কলোনীর সৃষ্টি হয়েছিল সেই উদ্বাস্তু কলোনীগুলির তারা খোঁজ খবর করেছেন কি? সেই উদ্বাস্তু কলোনীগুলি থেকে যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ত্রিপুরা ছেড়ে আসাম, পশ্চিমবঙ্গে এবং পাকিস্তানে চলে গেছে এবং যে অসংখ্য লোক মরে গেছে তাদের কথা কোনদিন আমার বিরোধী দলের সদস্যদের মুখে শুনিনি। আজকে উদ্বাস্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাদের ভোটের দরকার হয়েছে তাই উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে মাঝে মাঝে দুই এক কথা বলতে হয়। তা মুখের কথায় পয়সা খরচ হয়না, মুখের কথায় দরদের কোন প্রয়োজন পড়ে না। (Interruption)

Mr. Dy. Speaker :—I request the Hon'ble member not to argue with another member when latter is addressing in the House with permission of the Chair.

Shri Sunil Ch. Dutta :—তারা আলোচনায় বলেছেন যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন হয় নাই। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন যেটুকু হয়েছে তাও তারা স্বীকার করেন না। জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ত্রুটী কোথায় তাও তারা বলেন না। কি করলে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সুষ্ঠু হতে পারে তারও কোন Constructive suggestion তাদের নেই।

জুমিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে এই হাউসে ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন ধরণের আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় আমরাও বলেছি যেভাবে জুমিয়া পুনর্বাসন হয়েছে তাতে ঠিক সুষ্ঠু পুনর্বাসন সরকার দিতে পারেনি। অনেক কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে অপপ্রচারের ফলে জুমিয়ারা যে পুনর্বাসন পেয়েছিল, ভাল নাল জমি পেয়েছিল, তা ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় তারা মনে করেছে যে এক জায়গা ছেড়ে চলে গেলেও অন্য মহকুমায় অন্য নামে আমরা আবার পুনর্ব্বাসন পাব। কোন কোন স্থলে খারাপ জায়গা selection করার জন্য তাদের পুনর্বাসন ব্যাহত হয়েছে। যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকাও পর্য্যাপ্ত নয় বলে আমি মনে করি। আমার ধারণা যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনকে সুষ্ঠুভাবে রূপদান দিতে হলে তাদের grant এর পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া দরকার এবং যেসব কর্ম্মী নিয়োগ করা হয় তারা যদি এই উদ্দেশ্যে মন প্রাণ নিয়োগ না করেন তাদের যদি missionery zeal and spirit না থাকে শুধু যদি মাস মাহিনা গোনার জন্য চাকুরী নিয়ে থাকেন তা হলে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন কোন মতেই সম্ভব নয়। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছ থেকে আমি এ ধরণের কোন উক্তি শুনিনি। তারা ত্রুটির দিকটাই

দেখেছেন কিন্তু কি করলে ভাল হবে সেই suggestion একজন সদস্যও এ পর্য্যন্ত রাখেননি এবং রাখার চেষ্টাও করেননি। বাজেটের ক্রটির দিকটা সম্পর্কেই তারা বলেছেন। কিন্তু বাজেটে কৃষকদের উন্নতির জন্য যেসব ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাদের বীজ, সার, জলসেচের এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেসব কথা তারা উল্লেখ করেননি। বাজেটে চলিত বৎসরেও এজন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। একজন সদস্য বলেছেন যে রাস্তা ঘাট প্রচুর নয়। ভারতভুক্তির সময় ত্রিপুরা রাজ্যের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা একরূপ ছিলনা বললেই হয়। তারপর অল্প সময়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। দ্রুতগতিতে মহকুমা শহরের সঙ্গে সদরের যোগাযাগ স্থাপিত হয়। আকাশ পথে ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। প্রতিটি রাস্তার উন্নতির জন্য চলিত বৎসরের বাজেটেও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কাজেই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয় নাই এই যে কথা তা সত্যি নয়। বাজেটের ভাল দিকটা, যেদিকে সরকারের দৃষ্টি আছে, কাজ করার চেষ্টা চলেছে, দেশের উন্নতি হচ্ছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশের উন্নতি হয়না, সেইদিকে সরকারের সম্পূর্ণ দৃষ্টি আছে, সরকার সে বিষয়ে অবহিত এবং তার জন্যই চলিত বৎসরে এবং আগামী আর্থিক বৎসরের বাজেটে এই ব্যাপারে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

উন্নতির কোন কিছুই তারা দেখেন না Major Head 101 electricity Schemes। বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহের যে ব্যবস্থা তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং আসাম থেকেও বিদ্যুত শক্তি আনা হবে। কাজেই বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন যে এই বাজেটে তারা কোন আশার আলো দেখতে পাননি তা ঠিক নয়। আদিবাসী পুনর্ব্বাসন, জুমিয়া পুনর্ব্বাসন, অনুন্নত তফশিলি জাতির পুনর্ব্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষকের উন্নতির জন্যও অর্থ এই বাজেটে ধরা হয়েছে। কৃষক, জুমিয়া, আদিবাসী, উদ্বাস্তু প্রভৃতির যারা ত্রিপুরার জনসংখ্যার ৮০% ভাগ তাদের উন্নতির জন্য যদি বাজেটে অর্থ বরাদ্দ হয়ে থাকে তা হলে ত্রিপুরার উন্নতি হবেনা এ কথা মনে করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। বিরোধী দলের সদস্যরা বাজেটের পাতা না উল্‌টাইয়া মাঠের বক্তৃতা এখানে করার চেষ্টা করেছেন। সরকারকে ঘায়েল করা যায় কিনা তার জন্যই তারা এ ধরণের বক্তব্য হাউসের সামনে পেশ্ করেছেন। বিরোধী দলের নেতা অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন যে বর্ত্তমান জরিপের ফলে ছয় লক্ষ একর জমি সরকারের খাসে আছে বলে রেকর্ড করা হয়েছে। তা বন্দোবস্ত দেওয়ার চেষ্টা করা হয় না। একথা সত্য নয়। আদিবাসী কলোনী বা ভূমিহীন যারা আছেন তাদের মধ্যে এই জমি বিলি করা হচ্ছে।

চলতি আর্থিক বৎসরেও খোয়াই এবং কমলপুর মহকুমায় পুনর্ব্বাসনের কাজ চলছে। এ কথা বিরোধী দলের সদস্যদের না জানার কথা নয় কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার সময় সরকারের যে প্রচেষ্টা তা তারা স্বীকার করতে চান না। আর আদিবাসীরা এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে এ দুঃখের কথা। কিছু সংখ্যক আদিবাসী এ দেশ ছেড়ে আসামে চলে গিয়েছিলেন, কিছু সংখ্যক পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, এর মধ্যে কিছু সংখ্যক পরিবার আবার ফিরে এসেছেন। এই যে তাদের চলে যাওয়া তার জন্য তারা সরকারকে দায়ী করে-ছেন। কিন্তু আমি মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে আসামের নাগাহিল, মিজোহিল থেকে কিছু সংখ্যক আদিবাসী পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। পাকিস্তান সরকারের উস্কানিতে তারা গিয়েছে। পাকিস্তান চায় ভারতের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হোক, এবং ভারতবর্ষ বিব্রত

হোক। পাকিস্তানে যাচ্ছে আসছে এই যে যাতায়াত তা ভারতের পক্ষে শুভ নয়। রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্য কোন রাজনৈতিক দলের এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয়। এটা চিন্তা করার বিষয়, ভাববার বিষয় এবং এই আদিবাসীদের পাকিস্তানে যাওয়া আসার মূলে পাকিস্তানের যে উস্কানি আছে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা দরকার। ভবিষ্যতে এর থেকে বিষময় ফল উৎপত্তি হতে পারে বলে আমি মনে করি। কাজেই বিরোধী দল এজন্য যে সরকারকে দায়ী করছেন, এ কথা সত্য নয়। এর পিছনে পাকিস্তান সরকারের সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। যে পরিকল্পনা মত তারা নাগা পাহাড়ে নাগাদের এবং লুসাই পাহাড়ে মিজোদের সাহায্য করেছে। বিরোধী দলের এক সদস্য অভিযোগ করেছেন যে, ত্রিপুরাতে অনাহারে মরলে পর ডাক্তার পরীক্ষা করে যদি পেটে ঘাস পায় তা হলেও বলে যে অনাহারে মরেনি। মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা একজন দায়িত্বশীল সদস্য, দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছেন, তার কাছ থেকে এ ধরণের উক্তি আমি আশা করিনি। তিনি নাম, ধাম দিয়ে যদি এরকম অভিযোগ আনতে পারেন তা হলে আমি তাকে challange করতে পারি যে ত্রিপুরাতে এমন ডাক্তার থাকবেনা থাকতে পারে না। মন্ত্রী মণ্ডলী এরকম ডাক্তারকে ত্রিপুরাতে রাখবেন না। এ ধরণের উক্তি বৃটিশ আমলেও যারা করেছিল, এ জঘন্য উক্তি,—মেদিনীপুরের District Magistrate অনশনে মৃত্যু সম্পর্কে জঘন্য উক্তি করেছিল, পরপর মেদিনীপুরের তিনজন District Magistrate, ইংরেজ বীরপুরুষ বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে নিহত হয়। ঠিক এই ধরণের একটা উক্তি ত্রিপুরার কোন সদস্য ত্রিপুরার ডাক্তার সম্পর্কে করতে পারেন তা আমার কল্পনার বাহিরে। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব যদি এ ধরণের কোন ঘটনা ত্রিপুরাতে ঘটে থাকে তা হলে তার নাম বলার জন্য, তার তথ্য মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে পরিবেশন করার জন্য। 'যদি পেটে ঘাস পায়' এই ধরণের কথা এই হাউসে বলা অন্ততঃ সঙ্গত বলে মনে করি না। মাননীয় সদস্য শ্রীহেমন্ত দেববর্ম্মা যে আর একটি অভিযোগ তুলেছেন যে বাজেট শুধুমাত্র উপরতলার লোকদের জন্যই করা হয়েছে, গরীবদের জন্য নয়। বাজেটের পৃষ্ঠা যদি উল্টাইয়া দেখেন তা হলে দেখবেন এই বাজেটে শতকরা ৮০ ভাগ ব্যয় বরাদ্দ construction এর কাজ ছাড়া অন্যান্য যে ব্যয় বরাদ্দ তাহা গরীবের জন্যই করা হয়েছে, কৃষির উন্নতির জন্য করা হয়েছে, জুমিয়া উন্নতির জন্য করা হয়েছে। ৪১টি জুমিয়া কলোনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৭০০০ হাজার জুমিয়া পরিবারের ব্যবস্থা হয়েছে। সেইজন্য আমি তাকে অনুসন্ধান করতে বলব যে শত শত উদ্বাস্তু কলোনীর খবর করে। সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু যারা কলোনী পরিত্যাগ করে চলে গেছে তাদের সন্ধান করতে।

Mr. Speaker :— The general discussion on the budget will be resumed on the 29th March, 1965. Now I pass on to the next item : Private Members' Business. The resolution moved by Sri Birchandra Deb Barma on the language, the National language.

Shri Bir Chandra Deb Barma :— I would like to know from the Chief Minister as regards the talk between the two leaders and after that the House will be able to understand what is the latest position. So far as the resolution is concerned, whether the ruling party wants to move similar resolution on their own initiative within the continuance of the session.

Mr. Speaker :— I would request the Hon'ble Chief Minister.

Shri Sachindra Lal Singh, Chief Minister :—Result of Discussion with the leader of the opposition on this question is that the essence of the resolution will be on the

line of the West Bengal & on that ground they agreed to withdraw it. So, I hope they should withdraw আমার সঙ্গে যে আলাপটা হয়েছে সেটা আমি বললাম। এবং তারা withdraw করতে agree করেছে। আমাদের dicussion অনুযায়ী আমরা resolution একটা draft করতে পারি।

Shri Atiqul Islam :— মাননীয় স্পীকার স্যার, দুই পক্ষের leaderরা বসে যে আলোচনা করেছেন সেটা House জানেন না। কাজেই সেটা House এর জানা উচিৎ যে সেখানে কি আলোচনা হয়েছে।

Mr. Speaker :— না হাউসের জানার কোন প্রয়োজন নেই।

Shri Atiqul Islam :— গত মিটিং এ আমরা হউস থেকে ঠিক করে দিয়েছিলাম।

Mr. Speaker :— Never mind, it was discussed & it was almost decided in the House that two leaders will meet together & if they agree a resolution will be moved by the leader of the House and the opposition also agreed.

Shri Atiqul Islam :— হাউসকে ত কিছু জানতে হবে, একটা statement ত কেউ করলে ?

Mr. Speaker :— I don't think, I don't think it is necessary. What is the opinion of the leader of the opposition.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মা ভাষা প্রশ্নের উপর যে বেসরকারী প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছিলেন তখন এটা আলোচনা হয়েছিল ; তখন বিশেষ করে আমাদের পক্ষ থেকে আমরা একথা বলেছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজে এ সম্পর্কে একটা প্রস্তাব আনেন তাহলে আমরা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত আছি। সেই অনুসারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা হয় এবং তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেছেন, যা আজকে এখানেও তিনি বললেন। শ্রীবীর চন্দ্র দেববর্ম্মা প্রস্তাবটা এনেছেন। তার contents ঠিক রেখে তিনি একটি প্রস্তাব আনবেন এবং এই প্রতিশ্রুতিতে আমি মনে করি যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীবীর চন্দ্র দেববর্ম্মা উপস্থিত করেছিলেন সেটি তিনি প্রত্যাহার করবেন।

Shri Sachindra Lal Shingh, Chief Minister :— আমি বলছি যে সত্যের একটা অপলাপ হচ্ছে তার কারণ হল এই যে West Bengal এর যে resolutionটা আছে আমি essence of that resolution কে ঠিক রেখে, not according Shri Birchandra Babus' resolution.

Shri Nripendra Chakraborty :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বীর চন্দ্র বাবুর resolution তবে আমরা গতবার বলেছিলাম এবং এখনও আমি বলছি যে last paragraphটা ছাড়া এটা as it is যা West Bengal এ আছে ঠিক তাই আছে। আমি গত session এ আমি যে কথা বলেছিলাম, এখনও আমি সে কথাই বলছি যে West Bengal resolution এর যে contents সেই contents এর মধ্যে তার forms টা change করবে এই কথাই আমি বলেছিলাম।

Mr. Speaker :—The last para that was added, might be omitted.

Shri Nripendra Chakraborty :— That is not fact.

Mr. Speaker :— That was the clear understanding. Now I would request the Hon'ble Shri Sachindra Lal Singh.

Shri Sachindra Lal Singh, Chief Minister :— এখানে আমি আবার সে জায়গাটা বলছি। আমি বলছি West Bengal resolution যা আছে তার essence কে নিয়ে আমরা resolution করব।

Mr. Speaker :— সেটা হল আর কিছুই নয়, বীরচন্দ্র বাবু যে resolution এনেছেন সেখানে West Bengal resolution এর Verbatimটাই আছে। Plus the last para. এখন last para omit করতে তাদের কোন আপত্তি নাই। I had also a talk with both the leaders though I had no part to play in it, till both the leaders were kind enough to take me into their confidence also. From that we appreciated that the resolution that will be moved here will be that in the line of West Bengal. Only the language must just be same. because the resolution which has been adopted in one Assembly,that is much bigger Assembly than ours. West Bengal, should not be adopted in toto by, A another Assembly, however poor Assembly may be like that of Tripura. So, I donot find

Mr. Speaker :— Any reason for pressing for any discussion on this point.

Shri Nripendra Chakraborty :—কথা হচ্ছে যে মাননীয় স্পীকার যা বল্লেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা আমাদের যে understanding সেটাকে ঠিকমত উপস্থিত করেছেন কিনা, এটা মনে করেন কিনা।

Mr. Speaker :—I would request the Hon'ble Member to delete the Speaker all together from this. I would try to clarify it.

Shri Atiqul Islam :—As you have introduced yourself you can not delete your name.

Mr. Speaker :—So, I delete myself.

Shri Sukhamay Sen Gupta, Minister :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, বিরোধী পক্ষে মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম যে প্রশ্ন তুলেছিলেন যে House থেকে আমরা বলেছিলাম যে একটা joint unanimously resolution হতে পারে কিনা। সেইটা উনি প্রশ্ন তুলেছেন যে সেটা কি হয়েছে। সেই position-টা explain করার জন্যে তিনি point তুলেছেন। সেইটা সম্পর্কে বোধ হয় দুই পক্ষের leaderদের মধ্যে কি ঠিক হয়েছে তা মাননীয় সদস্যরা জানতে পারেন নাই। সেই Resolutionটা কি withdraw হচ্ছে ? সেই resolution withdraw করার পর কি দুই পক্ষ বসে আবার resolution আনবেন ? না কি কি position সেইটা explain করবেন সেটা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য জানতে চেয়েছেন।

Mr. Speaker :—If the Hon'ble Member Shri Atiqual Islam wants to have it clarified, he may have it clarified from his own leader. If his leader is satisfied voice, no, that was almost accepted by the House, though it was not informed to the House.

Shri Nripendra Chakraborty :— আমি clear করছি মাননীয় স্পীকার যে formএ জিনিষটা রেখেছেন যে languageটা change করা হবে contentsটা থাকবে।

Shri Nripendra Chakraborty :— এই understanding আমি মনে করি যে এই House এ এটা গ্রহণ করবেন এবং সেটা উনি বলেছেন যে এই Session এর মধ্যে এই resolution আনা হবে এবং এই understandingই আমরা মাননীয় সদস্য—

Mr. Speaker :— I would request the hon'ble member again not to drag me to the picture.

Sri Nripendra Chakraborty :— আচ্ছা, তাহলে আমার তরফ থেকে আমি বললাম যে language টা change করা হবে কিন্তু contents টা আজকে West Bengal resolution এর মত। সেটা আমি আশা করি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এটা স্বীকার করবেন যে এটাই আমাদের মধ্যে আলোচনা

হয়েছে যে—lauguage টা change হবে। কারণ অন্য Assemblyর যে একটা প্রস্তাব সেটা হুবহু যদি আমরা না করতে চাই তাহলে সেটা খুব খারাপ কথা নয়। কারণ language টা change করা সেটা আমরাও সমর্থন করি। কারণ সেই ধরনের একটা প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী এই session এর মধ্যে আনবেন এই প্রতিশ্রুতিতে আমরা এই প্রস্তাবটা তুলে নিতে চাই কারণ তুলে নেওয়া ছাড়া আর defer করার কোন উপায় নেই, এটা স্থগিত রাখা যায় না according to rules—কাজেই এইটা তুলে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মাকে আমি অনুরোধ করব।

Shri Sukhamay Sen Gupta :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এই resolution যখন উপস্থিত করা হয়েছিল house এর সামনে, এখন এই সম্পর্কে house এরই opinion নিতে হবে যে এটা withdraw হবে কি হবে না। House এর opinion বোধ হয় নিতে হবে।

Mr. Speaker :— No, I say. I may read out the rules to the hon'ble members. A member, 1 refer to Rule 78- A member in whose name a resolution stants in the list of business may, when called upon to withdraw the resolution and shall Confine himself to make statement to that effect. The member who has moved a resolution or amendment to a resolution shall not withdraw the same except by leave of the House. If a resolution which has been admitted is not discussed during the session, it shall be deemed to have been withdrawn.

Now if the mover of the resolution is not willing the question does not come before the House.

Shri Bir Chandra Deb Barma :— In view of the agreed decision of both the leaders I have no objection to withdraw it.

Mr. Speaker :— Rather, put it in the positive form that you want.

Shri Bir Chandra Deb Barma :— In view of the agreed decision of both the leaders, I am quite willing to withdraw the resolution.

Mr. Speaker :— You as mover ?

Sri Bir Chandra Deb Barma :— Yes, as mover.

Mr. Speaker :— Please withdraw the resolution.

Sri Bir Chandra Deb Barma : — Yes, I am quite willing to withdraw the resolution

Mr. Speaker :— Now I may take the Sense of the House.

Sri Sachindra Lal Singh :— I draw the attention of the hon'ble speaker willing to withdraw' & 'withdraws' Is it the same ?

Mr. Speaker :— No, before getting the leave cf the House, he can not withdraw. He may be willing, but without the leave of the House, he can not withdraw. So, that is the language. I now put the matter before the House, if the House gives him leave, he may withdraw. I would now like to know the sense of the house.

Mr. Speaker :— If they are willing however just likc this—As many as are of that this opinion will please say 'Ayes'

Voice—Ayes

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes'

So, 'Ayes have it.' I see that the House gives him leave. So, the the resolution is withdrawn. Now I pass on to the next item that is also a resolution by a Private Member. That is notice given by Shri Aghore Deb Barma that this Assembly requests the Central Government to include schemes for the Construction of Railways from Dharmanagar to Agartala, and schemes for the completion of survey and other Preliminary works in connection with construction of Railways from Agartala to Sabroom, in the Fourth Five year plan. There is an amendment to this resolution also given notice of by Shri Umesh Lal Singh which has been admitted. That amendment has been circulated—

Omit the portion of the resolution from the word "Agartala and Schemes" to the end of the resolution and substitute the following in its place :— "Sabroom in the Fourth Five year plan and take up the Survey and other Preliminary works in connection with the work as early as possible so that the construction may be completed by the end of the Fourth Plan Period."

The amended resolution will read as follows .—

"This Assembly requests the Central Government to include the schemes for the construction of Railways from Dharmanagar to Sabroom in the 4th Five year plan and take up the survey and other Preliminary works in connection with the work as early as possible so that the construction may be completed by the end of the Fourth Plan Period."

I would first call on Shri Aghore Deb Barma to move his resolution.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার Resolution টা House এর সামনে রাখছি। This Assembly requests the Central Government to include the Schemes for the construction of Railway from Dharmanagar to Sabroom—

Mr. Speaker :— You need not read it over again.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পরে আজকে প্রায় ১৭।১৮ বৎসর হতে চললো। এখন পর্য্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দুস্থান পাকিস্তান হওয়ার পরে বহির্জগত থেকে আমরা প্রায় বিচ্ছিন্ন বললেও চলে। এবং সে দিক দিয়ে এখন পর্যান্ত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিচ্ছিন্ন অবস্থা, আমাদের এরোপ্লেনের উপর নির্ভর করতে হয়। যার ফলে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির দাম কলিকাতার মধ্যে ১৲ (এক টাকা) হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ১।০/১।।০ পর্য্যন্ত বাড়তি দাম দিতে হয়। তদুপরি আজকে এই অবস্থার মধ্যে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাওয়ার পর এখন পর্য্যন্ত আমাদের রাজ্যের সঙ্গে যদিও ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপিত হয়েছে তথাপি সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত এবং আগরতলা থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ এখন পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে। কাজেই মালপত্র যাতায়াত এবং অন্যান্য জিনিষপত্র আমদানি রপ্তানী প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের এরোপ্লেনের উপর নির্ভর করতে হয়। কাজেই এ দিক দিয়ে আমার যে প্রস্তাবটা House এর সামনে রাখছি সেটা আমাদের সামগ্রিক দাবি। আজকে ত্রিপুরার উন্নতি, অগ্রগতির কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আজকে যদি আমাদের ত্রিপুরাতে Rail line স্থাপিত না হয়, Rail line এর যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি আমরা না করতে পারি তাহলে আমাদের সমস্ত উন্নতি, অগ্রগতির

স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে। শুধু মুখের কথা, মুখের কথাই হয়ে থাকবে। এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। কারণ দিনের পর দিন কি ভাবে আমাদের এখানে সমস্যা বাড়ছে, লোক সংখ্যা বাড়ছে, তার তুলনায় যদি আজকে ঠিক ঠিক ভাবে আমাদের এগুলির সম্মুখীন হতে হয় তা হলে বড় বড় Industry এখানে গড়ে তোলা দরকার। যদি কোন Industry এখানে গড়ে তুলতে হয় তা হলে প্রশ্ন উঠবে যোগাযোগ ব্যবস্থার। কারণ Industry করতে গেলেই Industry হয় না। Industry গড়তে হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে। কাজেই আজকে যদি Rail line আমাদের এখানে না থাকে, আমরা উন্নতির কথা অগ্রগতির কথা অনেক সময়েই বলি, কিন্তু কার্যাতঃ তা হয়ে উঠবে না। ফলে যে সমস্যাসঙ্কুলিত ত্রিপুরা দিনের পর দিন আজকে অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে মানুষকে আমরা ঠেলে দেবো, আমরা কোন সমাধানের পথ খুঁজে পাব না। কাজেই সেই দিক দিয়ে সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার উন্নতি ও অগ্রগতির কথা চিন্তা করেই, শুধু আগরতলা নয়, সাবরুম পর্য্যন্ত আগামী চতুর্থ পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যেই আমাদের রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা এখানে করতে হবে। নতুবা আমাদের সামনে যে সমস্যা আছে এই সমস্যার সামনে আমাদের সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। কাজেই যদি আমরা এখানে রেলওয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে লোক সংখ্যা দিনের পর দিন যে হারে বাড়ছে, আমরা বিভিন্ন রকম বড় বড় Industry গড়ে তুলতে পারি। paper Mill আমরা করতে পারি বা বিভিন্ন রকম বড় বড় Industry আমরা করতে পারি। যেমন একটা কথার কথা—এখানে relief department এর মাধ্যমে আনারস কল স্থাপন করা হয় এবং সেটা চালান দেওয়া হয় কিন্তু বাস্তব যে একটা ঘটনা সাধারণ একটা টিনের কৌটা পর্য্যন্ত কলিকাতা থেকে আনতে হয়। তাও আবার এরোপ্লেন দিয়ে আনতে হয় আবার চালান দিতে হয়। কাজেই সমস্ত cost অর্থাৎ এই আনা নেওয়ার খরচ সমস্ত বাদ দিয়ে লভ্যাংশ আর তেমন কিছু থাকে না। সেখানে Industry চলতে পারে না। এই বিশেষ বিবেচনায় আমরা যদি কোন Induslry গড়ে তুলতে চাই তা হলে আমাদের প্রথম ও বিশেষ বাধা হচ্ছে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা। কাজেই এদিক দিয়ে ত্রিপুরার সমস্ত মাল শুধু আনারস নয় প্রত্যেকটি কাচা মাল যাতে সে সমস্ত মাল আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পাই— যেমন কাগজের কল যদি আমরা এখানে করতে পারি তাহলে বহু মানুষ সেখানে জীবিকা অর্জ্জনের উপায় খুঁজে পাবে। পরিশ্রম করে খেয়ে বাচতে পারবে। jute মিল ও আমরা করতে পারি যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি হয়। তাহলে বড় বড় যারা শিল্পপতি বা আমাদের state sector, তারা এখানে Industry গড়ে তুলতে পারে। নতুবা যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি এ অবস্থায় থাকে, আমরা যদি আগামী চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে এখানে রেল লাইন এর যোগাযোগ ব্যবস্থা না করতে পারি তাহলে আমরা যে তিমির সেই তিমিরেই থাকবো। আমাদের অভাব অভিযোগ, সমস্যা দিনের পর দিন শুধু বাড়বেই। অতএব আমি যে প্রস্তাবটা এখানে রেখেছি সেটা অত্যন্ত সার্ব্বজনীন প্রস্তাব। আজকে সামগ্রীক ত্রিপুরা রাজ্যে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে, আমার মনে হয় আমার প্রস্তাবটি এই houseএ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। এ আশা আমি অবশ্যই করবো।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Umesh Lal Singha to move his Amendment.

Shri Umesh Lal Singha :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় রেলওয়ে সম্পর্কে যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি তার সম্পর্কে কিছুটা

সংশোধনী প্রস্তাব আনছি। এবং সেই প্রস্তাব মাননীয় সকল সদস্যই পেয়েছেন। আমি তার উপরে যেটুকু সংশোধন আনছি সেটুকু আমি এখানে আমার House এর সামনে রাখছি। সেটা হলো এই আমার মাননীয় সদস্য শুধু চেয়েছেন ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত rail line. আমি চেয়েছি এখানে ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত, সেটা আগরতলার উপর দিয়েই যাবে এবং সমস্তটা ত্রিপুরা রাজ্যেই যোগাযোগের সহায়তা করবে। সে জন্যই আমি এই fourth plan period এর মধ্যেই তার survey এবং তার সম্বন্ধে অন্যান্য যতসব কাজ খুব তাড়াতাড়িই শেষ করে এবং rail lines এই fourth plan period এর মধ্যেই শেষ করতে হবে। আমি এখানে দেখি যে আমরা স্বাধীনতার পর থেকেই একটা Isolated state হয়ে দাঁড়িয়েছি। প্রায় চারদিকেই ধরতে গেলে পাকিস্তান। আমাদের যে ব্যবসা কেন্দ্র, ভারতের অন্যতম কেন্দ্র সেটা হলো কলিকাতা তার সাথে আমাদের যোগাযোগ চলছে একমাত্র এরোপ্লেনের উপরই ভরসা করে। এবং তাতে আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রার পক্ষে যে সমস্ত জিনিষ আমদামী করা হয় এবং ব্যবসা হিসাবে যে সমস্ত জিনিষ রপ্তানী করা হয়, প্রত্যেকটি জিনিষেরই দাম বেড়ে যায়। যেহেতু এরোপ্লেনের ভাড়া অনেক বেশী রেলওয়ের ভাড়ার চাইতে পড়ে। তারপর আমাদের ত্রিপুরাবাসীর অর্থ-নৈতিক দিক দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে। তার থেকে রেহাই পেতে হলে পরে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন হওয়া দরকার। এবং সেটা শুধু আংশিক ভাবে করলে আমাদের খুব সুবিধা হয় না। অবশ্য আমরা দেখেছি গত এপ্রিল মাসে কলকলিঘাট থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত Rail Line এসেছে, প্রায় ১৯ মাইলের খানিকটা উপরে এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যে তিনটি Railway Station পেয়েছে। একটি হলো চোরাই বাড়ী দ্বিতীয়টি হলো নদীয়ার পার এবং নদীয়াপুর এবং তৃতীয়টি হলো ধর্মনগর। একদিক দিয়ে আমরা দেখছি, আমাদের এখান থেকে যে সমস্ত জিনিস-পত্র রপ্তানী করতে হতো বা আমদানী করতে হতে সেগুলি আসল Station এর ভিতরেই হতে।

Mr. Speaker — I want to make one point clear to Hon'ble Members who are willing to participate. I in consideration of the business before the House to-day have fixed one hour and a half for this discussion. The discussion was started at 3-10. So, I would request the Hon'ble Members to have an eye. to it because we have some other business which we have to start to to-day though we cannot finish it.

Shri Bir Chandra Deb Barma :—Well, Hon'ble Speaker may extend time for this as this is a very important discussion.

Mr. Speaker :— Yes, I have no objection but there is another resolution in the List of Business to-day.

Shri Bir Chandra Deb Barma :— Yes, that can only be moved to-day.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আমি আজ ৫।১০ মিনিট সময় পেলে move করে রাখতে পারি এবং পরের Friday তে যদি পাই তবে সেদিন discuss করতে পারবো।

Mr. Speaker :— Mover of the resolution will require at least 15 minutes, time. Then this discussion will continue upto 4-45 P. M.

শ্রীউমেশলাল সিংহ ঃ— তখন আমরা দেখতে পাই যে ধর্মনগর পর্য্যন্ত Rail Line হওয়াতে আমাদের আসামে যে Tax দিতে হতো সেটা থেকে আমাদের ব্যবসায়ীরা রেহাই পেয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এখানে যে সমস্ত জিনিসের যতটা দাম সেই পরিমানে এখন আর বাড়তে পারবে না। তেমনি

ভাবে এটা হয়েও আমাদের ততটা লাভ হয়নি। কারণ ধর্মনগর ত্রিপুরা রাজ্যের একপ্রান্তে আছে এবং ত্রিপুরার আরো বিশিষ্ট জায়গা রয়ে গেছে, যাদের সঙ্গে আমাদের Railway যোগাযোগ হওয়া বিশেষ দরকার। এবং শুধুমাত্র সাত মাইলের মত Rail Line আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। তার চাইতে আমাদের আরো কয়েক শত মাইল Rail Line এর প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে আমি এখানে সংশোধনী প্রস্তাব হিসাবে শুধু ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত নয়। আমি আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত যাওয়ার জন্য Rail Lineএ আমি এই House এর সামনে এটা পেশ করছি। আশাকরি House তা মঞ্জুর করবেন। আমরা দেখতে পাই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বহুদিন থেকে Rail Line সম্বন্ধে চেষ্টা হয়েছিল। মহারাজার সময়েও দেখেছিলাম, সেটা অবশ্য Light Railway. কমলাসাগর Station থেকে জিরানিয়া পর্য্যন্ত এবং তার সাথে আগরতলাতে একটি জংশন তৈরী করে আখাউরা থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত ২০ মাইল রাস্তা তৈরী করা হয়েছিল কিন্তু পরে তা পরিত্যক্ত হয় এবং সেটা ১৯৩০ সনে হয়েছিল। এরপর থেকে আজ পর্য্যন্ত গত বৎসরে মাত্র কলকলিঘাট থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত ৭ মাইল রেলওয়ে রাস্তা হয়েছে। পাকিস্তান হবার পর ত্রিপুরা রাজ্যে বহু সভা-সমিতি হয়েছে, বহু প্রস্তাব হয়েছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হতে রেল লাইন করার জন্য, internal যোগাযোগের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজন আছে, যদিও এক্ষেত্রে দেখা যায় এখানকার লোকজন যদি সরাসরি ভাবে আসাম লিঙ্ক দিয়ে কলিকাতা যায় বা অন্যান্য স্থানে যাতায়াতের চেষ্টা করে—

Mr. Speaker :— I would draw the attention of the Hon'ble Member to one point that is in support of the extension of the railway. The mover of the original resolution has said and most of the members of the opposition will also say. I would request the mover of the amendment to say particularly in support of his amendment—Justifying his amendment to the original resolution. He need not deal at length upon the utility which has been admitted from all ends.

শ্রীউমেশলাল সিংহ :— আমি এখানে যুক্তিসম্মত ভাবে দেখছি যে এই সংশোধনী প্রস্তাব— ধর্মনগর সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ হওয়া উচিৎ। আশাকরি আমাদের এই Assembly তা সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :— Before going on with the discussion I would ask the mover of the original resolution whether he would agree to accept this amendment.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই amendment গ্রহণ করি।

Mr. Speaker :— So, as the original mover has accepted the amendment, the discussion may now go on about the amended resolution.

Shri Nripendra Chakraborty :— The House will take the amendment first & then let the discussion go on the amended resolution.

Mr. Speaker :— Yes, on amended resolution. If I am to put to vote, I will take amendment first, then I will put to vote the amended resolution. Alright, then I would call Shri Nripennra Chakraborty.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব আনন্দিত যে আজকে এখানে একটা সুযোগ উপস্থিত হয়েছে, যে সময়ে ত্রিপুরার অগ্রগতির পক্ষে সবচেয়ে যে গুরুত্ব সমস্যা ; রেলওয়ের বিবৃতি তার উপরে আমরা উভয় পক্ষ মিলে ঐকমত হয়ে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি। এটা আমরা

সকলে এটা জানি যে railwayর দাবী দীর্ঘদিনের এবং এই জন্য দীর্ঘদিন ধরে একটা আন্দোলন ও ত্রিপুরাতে হয়েছিল। একথা ঠিক নয় যে কোন একটা বিশেষ দল এজন্য আন্দোলন করেছে, ত্রিপুরার সমস্ত জনমত rail আন্দোলনের পক্ষে বরাবর ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেলপথ আনার আগে এখানে একটি প্রচণ্ড আন্দোলন railway-এর দাবীর উপর সৃষ্টি হয়, যার ফলে একটা প্রতিনিধিদল দিল্লীতে যায়, সেই প্রতিনিধিদলে আমারও থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আরা আমরা তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী স্বর্গীয় পন্থ এবং Planning Minister ছিলেন বর্ত্তমানে যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ, তখন rail মন্ত্রী ছিলেন শ্রীজগজীবন রাম। এই তিন জনের সঙ্গে আমরা তখন আলাপ আলোচনা করি। সেখানে আমরা বেশ কয়েকজন Parliament সদস্যের সাথে lobbyতে আলাপ আলোচনা করি এবং আমাদের পক্ষে যে memorandum ছিল, তা আমরা তাদের হাতে তুলে দেই। তখন তাঁরা আমাদিগকে যে কথাটি জিজ্ঞাস করেন, সেটা হ'ল এই যে তোমাদের তো একটা আঞ্চলিক পরিষদ আছে, তাতে একটা প্রস্তাব গ্রহন কর না কেন আমরা চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই প্রস্তাব আমরা সেখানে গ্রহণ করতে পারিনি। আজকে আমরা দেখছি, যদি এই নির্ব্বাচিত "বিধান সভা" ঐক্যমত হয়ে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করে, তা'হলে সে প্রস্তাবের শক্তি যে কতখানি হবে, সেই ভরসা আজকে আমরা রাখছি। সেই জন্য আমরা মনে করছি আজকে ত্রিপুরার জনসাধারণের যে আশা আকাঙ্খা তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা দেখাতে পারব যদি এই প্রস্তাবটি ঐক্যমত হয়ে গ্রহণ করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই সময়ে পন্থজী যে কথা বলেছিলেন সেগুলি আজকে আমার মনে পড়ছে। তিনি অবশ্য ঠাট্টা করতে করতে বলেছিলেন, আমরা যখন বললাম যে রেলপথ ধর্মনগর পর্যন্ত নয়, সেটা সাব্রুম পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া উচিত। তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, যে একবারেই যদি সবটা দিই তা'হলে তোমরা আন্দোলন করবে কি দিয়ে এবং আমরা জানি যে আন্দোলন না করলে এই রেলপথ পাওয়া যেত না এবং পাওয়া যায় না। কারণ রেলওয়ের যে দাবী সেটা ভারতবর্ষের আরো অনেক জায়গায় আছে, Priorityর question আছে, বিভিন্ন সমস্যার বিচার করা হয়। কাজেই সমস্ত জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি এই দাবীর পিছনে না দাঁড়ায় তবে সেটা হওয়া কঠিন, সেটা আমরা জানি। আমরা যখন Planning Minister এর সঙ্গে দেখা করলাম, তিনি তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সাব্রুম পর্যন্ত যাতে survey হয় সেটা আমি দেখব, তবে টাকা আমার হাতে নয়, আপনারা টাকার ব্যাপারে আমাকে বলবেন না, তবে planning এর ব্যাপারে আমি একথা বলতে পারি যে রেলপথ হওয়া দরকার। এটা আমি জানি এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছিলেন যে আমি যতটুকু জানি A—A. Road হচ্ছে বিকল্প সেই বিকল্প রোডের উপর আমরা অনেকখানি নির্ভর করছি এবং A—A Roadকে বিকল্প হিসাবে আরোও কিছুদিন থাকতে হবে। তখন আমরা সে কথা মেনে নেই নি। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম এবং ঠিকই করেছিলাম, কারণ আমরা জানি যে A. A. Road কোন বিকল্প হ'তে পারে না। আমরা আমাদের memorandumএ দেখিয়েছিলাম যে কোটি কোটি টাকা ঐ পাকিস্তানকে আমরা দিচ্ছি, আমাদের যে সমস্ত মাল পাকিস্তানের ভিতর দিয়ে আসছে, আজকেও সেই কথা সত্যি। শুধু ভাড়া দিচ্ছি না, Pilferage হচ্ছে জিনিষ পত্র নষ্ট হচ্ছে, missing হচ্ছে thefting হচ্ছে, এর কোন ক্ষতিপূরণ আমরা পাকিস্তান সরকার থেকে পাই না। সেজন্য

আমরা বলেছিলেন এটা বন্ধ করা হউক। কারণ পাকিস্তান সরকার আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হয় নি। কাজেই এটা নির্ভর যোগ্য নয়। ভারতবর্ষের কোন একটা এলাকা তার Communicationএর জন্য সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানের উপর নির্ভর হয়ে থাকবে, এটা চলতে পারে না, সেকথা আমরা বলেছিলাম। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপরে আরো ঘটনা ঘটে গেছে, সেদিন আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন পাকিস্তানের এই উগ্রমূর্ত্তি ছিল না, আরও কম ছিল। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরার বিভিন্ন সীমানার পাকিস্তানের হানা, পাকিস্তান হামলা করছে, এবং একথা সত্যি যে আমাদের বর্ডার defenceএর জন্য, আমাদের সীমান্ত রক্ষার জন্য আজকে এখানে সীমান্ত রক্ষার যে সমস্ত বাহিনী ও রসদ আনার প্রয়োজন হয়, তখন যদি আমরা দেখি যে ধর্মনগর হতে সাব্রুম পর্য্যন্ত ঐ ট্রাকে ও গাড়ীতে পাঠাতে হবে, যে রাস্তা এখন পযন্ত all weather road হয়নি। সেখানে বিভিন্ন নদীর উপর এখনও সেতু হয়নি। এই অবস্থাতে আমরা দেখি সেখানে ডাকের চিঠি আগরতলা থেকে সাব্রুম পাঠাতে হলে ৭ দিন লাগে বর্ষাকালে, সে অবস্থাতে আজকে সাব্রুম, বৈষ্ণবপুর বা জলাইয়া ইত্যাদি জায়গাতে যে সমস্ত পাকিস্তানী হামলা হচ্ছে, সেই অবস্থাতে রেল লাইন ছাড়া আমরা আমাদের defence এমন কি বর্ডার defenceএর কথা ও চিন্তা করতে পারিনা।

Mr. Speaker :--

I would like to draw the attention of the Hon'ble member that we have very limited time at our disposal. Sri Chakraborty started his speech from 3-40 P. M. to 4-50 P.M. i.e 70 minutes. This 70 minutes from 3-45 P.M. We shall take it I wish to divide In this wav, the opposition Sri Nripendra Chakraborty 25 minutes, Sri Birchandra Deb Barma 10 minutes and Govt. party—Sri S. M. Sengupta, Dev. Minister 25 minutes and Sri K M. Nath Choudhuri 10 minutes and 10 minutes for the rests.

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—কাজেই আমি বলছিলাম যে defence ছাড়া ও আরেকটা জরুরী ব্যাপার ঘটছে সেটা large number of refugees আজকে ভারতবর্ষে আসছে, বিশেষ করে ত্রিপুরাতে) যারা পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ফলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। এই যে উদ্বাস্তরা আসলেন, তার সংখ্যা মাননীয় মন্ত্রী দিয়েছেন যে ২ লক্ষ হবে। এই ২ লক্ষ লোক এসে কার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন? সেখানে আরো ৫ লক্ষ উদ্বাস্ত রয়েছে, যাদের কোন অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন হয়নি, এই রকমের লোকের সঙ্গে যদি আরো ২ লক্ষ বেকার এসে যোগ দেন তাহ'লে পরে দেশের অর্থ নৈতিক চেহার ভয়াবহ হতে পারে। সেটা Techno economy survey বলেছেন যে এখানকার জমি এত খারাপ যে সমস্ত লোকের খোরাকির ব্যবস্থা হবে, এটা আশা করা যায় না। কাজেই influx structure তৈরী কর শিল্প গঠনের জন্য তার যে প্রাথমিক প্রস্তুতি সেটা তৈরী কর। এবং সেই প্রাথমিক প্রস্তুতির পক্ষে এই rail হচ্ছে একান্ত আবশ্যক। যে কোন medium industry করতে এমন কি ঐযে Hydro Electric power station করতে যাচ্ছেন, একটা ভারী যন্ত্রপাতি আনতে যান, যদি railway যোগাযোগ না থাকে, তাহ'লে সমস্ত Programmeটা ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং সেটা অত্যন্ত বিপদজনক হয়ে যায়। এমন কি আমাদের এখানে একটা রাস্তা তৈরীর জন্য পাথর আনতে হয় বাহির থেকে। অতএব এ রকম অবস্থায় আমাদের এখানে যদি কোন যোগাযোগ না থাকে, তাহ'লে সেই যে পাথর আনতে হয়, তাত ট্রাকে করে আনা যায় না। কারণ A/A Road তো সেই সমস্যার মীমাংসা করেনি। কাজেই সমস্ত জিনিষ ট্রাকে করে বাহির থেকে আনতে হলে তার দাম বেড়ে যায়। অতএব যে উদ্বাস্ত এসেছে তাদের জন্য আমাদের

বিকল্প হিসাবে কর্ম সংস্থান করা প্রয়োজন, industry grow করা প্রয়োজন। আমরা খুসী হয়ে গিয়েছিলাম যখন দিল্লীর বড় বড় মন্ত্রীরা এখানে এসে বলে গিয়েছিলেন। আমাদের তো প্রায় ধারণা হয়ে গেছে যে rail প্রায় এসে গেল।

তারপর আরও কংগ্রেসের বড় বড় নেতারা এসে বলে গেলেন, ভাল কথা আমাদের উপকার হয়েছে। আমি এটাকে অন্য দিক থেকে দেখছি না, শুনলাম পত্র-পত্রিকায় দেখলাম যে কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীকামরাজ এই দাবি সমর্থন করেছেন। এতে আমাদের দাবি শক্তিশালী হয়েছে এবং শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজনও ছিল। শক্তিশালী হওয়ার ফলে যদি আমরা দেখতে পেতাম যে rail বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হত বা আলোচনা হত তা হ'লে আমরা সুখী হতাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এবারকার বাজেটে তার কোন কথাবার্ত্তা শুনতে পেলাম না এইজন্য আমরা এখানে যে প্রস্তাবটা এনেছিলাম সেটা আমরা একটু নরম করে রেখেছিলাম, নরম করে রেখেছিলাম এই জন্য যে আমরা শাসক গোষ্টির মনোভাব লক্ষ্য করেছি, ত্রিপুরার জন্য তাদের শুভদৃষ্টি এখন পর্য্যন্ত পড়েনি। কাজেই আমরা রেখেছিলাম এই ভাবে যে অন্ততঃ ৪র্থ পরিকল্পনায় আগরতলা পর্য্যন্ত রেললাইন প্রসারিত হয় এবং সাব্রুম পর্যন্ত যে রেললাইন হবে তার প্রাথমিক কাজ যেন complete হয়ে যায়। আমি খুসী হয়েছি এজন্য যে শাসকদল চতুর্থ পরিকল্পনার মধ্যে সাব্রুম পর্যন্ত rail line সম্পূর্ণ করার জন্য চাপ দিতে পারবে যদি এই প্রস্তাবটি এখানে গৃহীত হয়। আমি সেইজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি এই কথাও বলছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় ডেভেলাপমেণ্ট মিনিষ্টার তাঁরা বহুবার দিল্লীতে গিয়েছেন এবং এসে পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন তাতেও এখানকার মানুষের এই ধারণাই শক্তিশালী হয়েছিল যে কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ এই রেল লাইন সম্পর্কে তাদের একটা সম্মতি দিয়েছেন, কাজেই তাদের হতাশা তাতে বেড়েছে যখন রেল বাজেটে তার কোন চিহ্নমাত্র দেখেন নি। তখন তাদের কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল যে সতি, .ত্যি রেলের কথা এখানকার মুখ্যমন্ত্রী ও ডেভেলাপমেণ্ট মিনিষ্টার দিল্লীতে গিয়ে বলেন কিনা। আজকে যদি এই প্রস্তাব আমরা ঐক্যমত হয়ে গ্রহণ করতে পারি তা হলে ত্রিপুরার জনসাধারণের সেই সন্দেহটাও কিছুটা দূর হবে। তারা বুঝতে পারবে যে একটা প্রস্তাবলিপি এখান থেকে যাচ্ছে, কোন একজন মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দরকার নয়, এটা হচ্ছে সমস্ত ত্রিপুরার যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাদের বলিষ্ট, শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ দাবী। কাজেই সেই হিসাবে এই দাবীর পিছনে শুধু আমাদের এখানকার কয়েকজন সদস্যের সমর্থন সংগ্রহ করলে চলবে না। আমি এই কথাই এখানে বলব যে প্রস্তাব আমরা এখানে নিয়েছি বাহিরে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে রেলওয়ের দাবীর জন্য আমরা আন্দোলন করি এবং দরকার হলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ও আমরা করি যাতে কা। সরকার বাধ্য হয়ে এই বছরের মধ্যে কাজ আরম্ভ করেন। প্রস্তাবেও একথা বলা হয়েছে যে আমরা প্রাথমিক কাজ এখনি চাই, সেই প্রাথমিক কাজটা এখনই আরম্ভ করার জন্য দরকার হলে আমরা এখানে প্রতিনিধি দল গঠন করে দিল্লীতে পাঠাব এবং দরকার হলে আমরা সমস্ত দল, কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট দল একত্র হয়ে Campaign Committee করে, বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে সভাসমিতি করে, মিছিল, মিটিং করে আমরা জানিয়ে দেব যে ত্রিপুরার ভাগ্যকে এভাবে নষ্ট হতে দিতে পারি না। জনসাধারণের দুর্গতিকে আমরা আর সহ্য করতে পারি না এবং সেই জন্যই যদি এখানে সম্ভাবের ফল না হয়, তাহলে যে ভাষা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার শুনেন, সেই ভাষাতে তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে, যে ত্রিপুরার এই দাবী কতখানি তাদের জীবনমরণ সমসস্যার সঙ্গে জড়িত। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথা বলে যে প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে এখানে উপস্থিত হয়েছে তা আমি সমর্থন করছি এবং আমি

জানি যে এই প্রস্তাবটি এখানে গৃহীত হলে শুধু ভবিষ্যতে unemployment solve হবে তা নয়, আজকে এখানে rail এর construction আরম্ভ হলে হাজার হাজার লোক এক্ষনি কাজ পাবে। কাজেই এই কাজটা এত জরুরী যে আগামী ৫ বছরের মধ্যে যদি এই কাজ আরম্ভ করে complete করার যে প্রস্তাব আমরা করছি, সেটা যদি করা হয়, তাহ'লে ত্রিপুরার হাজার হাজার যুবক ও মানুষ, বিভিন্ন ভাবে যারা বেকার তারা এই কাজের মধ্যে অংশ গ্রহণ করে চাকুরী ইত্যাদি পেতে পারে এবং ভবিষ্যতে ত্রিপুরার অগ্রগতির পক্ষে এটা একটা সুনিশ্চিত পদক্ষেপ হবে, এতে কোন সন্দেহ নাই। এই কথা বলে আমি এই সংশোধিত প্রস্তাবটি সমর্থন করছি।

Mr. Dy. Speaker :— Now I would call Hon'ble Minister Shri S. M. Sengupta.

Shri S. M. Sengupta, Development Minister : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, railway সম্পর্কে যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে সেই প্রস্তাবের মধ্যে যে ত্রুটি ছিল সেই ত্রুটি দূর করে নূতন করে প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে দুই একটা কথা আমি বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে মূল প্রস্তাব যেটা ছিল তাতে ত্রুটি ছিল এবং সেটা এখনই আনার কি প্রয়োজন ছিল। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণের বক্তৃতায় rail line যে প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে আমার বলার কিছু নেই। তার কারণ হল এই যে তারা অনেক ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু এই প্রস্তাবটা এমন সময় আনা হয়েছে যখন কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্পর্কে মন স্থির করছেন। মন স্থির করেছেন এটা মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জেনে থাকবেন। কিছুদিন আগে রেলওয়ে বাজেটের বক্তৃতার সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ রামসুভগ সিং বলেছেন যে ত্রিপুরায় অন্ততঃ আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন প্রসারিত করা যায় সেই সম্পর্কে আমরা বিশেষ ভাবে বিচার বিবেচনা করছি। এই কথাটা বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করে থাকবেন হয়ত এবং আমার সন্দেহ হয়েছিল প্রথম এতে যে প্রস্তাবটা এখানে এসেছে সেই প্রস্তাবের মধ্যে সত্যি কোন আন্তরিকতা আছে কিনা এই সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এর মধ্যে রয়েছে যেটা প্রতিফলিত করতে চাইছেন এই Assembly-র মধ্যে। তা না হলে যে কথাটা পার্লামেন্টে বলা হয়েছে ৫। ১০ দিন আগে সেখানে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের প্রস্তাব আনার কি অর্থ থাকতে পারে আমি বুঝি না। ত্রিপুরার যে জনমতের প্রশ্ন উঠেছে সেই জনমত তো কখনও বলেনি আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন আনতে হবে। বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা যে কথা বলেছেন যে এটার জন্য আন্দোলন হয়েছে কিন্তু যদি আন্দোলন হয়ে থাকে সেটা সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইন নেওয়ার জন্য। যদি জনমত কোথাও প্রকাশিত হয়ে থাকে, কোন সভা সমিতি হয়ে থাকে এবং বিশেষ করে আমরা জানি যে এখানকার যে কংগ্রেস দল সেই দল এই প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে, শুধু আজ ২/১ দিনের বা ২/১ বৎসরের কথা নয়, যেদিন থেকে পাকিস্তান হয়েছে, পাকিস্তান হওয়ার পর ত্রিপুরা issolated হয়ে গেল, তার তিন দিকে পাকিস্তান এবং যে রেল লাইনের সুযোগ সুবিধা ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে, সেই রেল লাইন যখন দেখা গেল সবটাই পাকিস্তানের মধ্যে পড়ে গেছে সেই দিন থেকেই এটার অভাব অনুভূত হয়েছে যে ত্রিপুরায় রেল লাইনের দরকার কেন? সেই সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরাও বলেছেন যে আজকে পাকিস্তান আমাদের প্রায় চারিদিকে ঘিরে রয়েছে এবং পাকিস্তানের যে মনোভাব রয়েছে তাতে যে কোন সময় যদি একটা গোলমাল হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরার প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অসুবিধা হতে পারে। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে আজকে defence এর জন্য শুধু border রক্ষা করা নয় যে সমস্ত অধিবাসী ত্রিপুরাতে রয়েছে তাদের আর্থিক উন্নতির জন্য এবং তাদের আর্থিক উন্নতির প্রয়োজন এই জন্যে যে সীমান্ত

রক্ষা বা দেশকে রক্ষার জন্যে মানুষের আর্থিক সঙ্গতি থাকা দরকার এবং সেটা কখনও সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষকেরা তাদের উৎপাদন দেশের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে না দিতে পারে। অর্থাৎ কৃষক যা উৎপাদন করেছে তার মূল্য যেন সে ঠিক ঠিক ভাবে পেতে পারে। তাহলে পরেই দেশের অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন আসবে। লোক সন্তুষ্ট থাকবে এবং সন্তুষ্ট মানুষ যতখানি লড়াই করতে পারবে defence এর জন্যে, দেশ রক্ষার জন্যে আত্মরক্ষার জন্যে, দুর্ব্বল মানুষ ততটা পারে না।

অতএব এই সমস্ত কারণে রেললাইনের প্রয়োজন ছিল। রেল লাইনের প্রয়োজনীয়তা তখনও ছিল এবং এর দাবীও তখনই উঠেছিল কিন্তু যেখানে একটা রাস্তা পর্য্যন্ত নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থা পর্য্যন্ত নেই সেখানে এরোপ্লেন দিয়ে মাল ও খাদ্যাদি আনা হতো। সেখানে Govt. of India তাড়াতাড়ি করে যা করেছিলেন সেটা হলো আসাম ও সর্ব্বভারতের সঙ্গে একটা link করে দেওয়া, একটা রাস্তা করে দেওয়া। রাস্তা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সে পথে মাল চলাচল করতে আরম্ভ করল, যাত্রীরা যাতায়াত করতে লাগল তখন বিশেষভাবে দেখা গেল আমার দেশের যে অর্থ নৈতিক অবস্থা তার উন্নতি হচ্ছে না ঠিকভাবে। ভারতবর্ষের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে অন্যান্য দেশের সাথে যতটুকু উন্নত হতে চেয়েছিলাম আমার দেশের মানুষের যতটা উন্নতি করতে চেয়েছিলাম তাতো হতে পাচ্ছে না। তার কারণ শুধু এই Communication, যে Communication এর জন্য আমাদের অনেক কাজ, আমাদের ত্রিপুরায় উন্নতি ভীষণ ভাবে ব্যহত হচ্ছে। আজকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু এই দেশে আসছে এবং বসবাস করতে চেষ্টা করছে। তাদেরকে পুনঃর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার যতদুর সম্ভব চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাতেও এই যে হাজার হাজার মানুষ তাদের জীবনও বাঁচার প্রশ্নে কোন মীমাংসা এইভাবে হচ্ছে না। আমাদের দেশে আমরা দেখছি যদি কোন নূতন বিকল্প ব্যবস্থা না হয় তবে শুধু কৃষির উপরে এই দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের বাঁচার পথ তৈরী হতে পারে না। সেই জন্য চাই Industry গড়ে তোলা। যে Industry দেশের সম্পদ সৃষ্টী করতে পারে। ত্রিপুরাতে যে সমস্ত সম্পদ ও source রয়েছে সেগুলির উপর ভিত্তি করেও শিল্প কারখানা গড়ে উঠতে পাবে। কিন্তু শিল্প কারখানা গড়ে তোলার যে প্রাথমিক কাজ যাবতীয় মাল মশলা বাইরে নেওয়ার জন্য কিংবা বাইরে থেকে আনার জন্য যা দরকার সেটাই হল রেল লাইন। রাস্তার মধ্য দিয়ে যে communication রয়েছে তার দ্বারা জিনিষ পত্র আনা যায় এবং আসছে। কিন্তু তাতে আমরা দেখছি এখানকার জিনিষ পত্রের দাম অন্য জায়গার তুলনায় কিছু বেড়ে যাচ্ছে।

এই সব কারণে প্রথম থেকেই railway line করার জন্য, railway communication করার জন্য এখানে আন্দোলন হয়েছে, জনমত সৃষ্টি হয়েছে এবং বহুবার প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট গিয়েছেন। তার ফলেই দেখা যায় যে এখানে rail line করার একটা প্রস্তাব, একটি পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার ধীরে ধীরে গ্রহন করছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জনমতের জন্য এবং বাস্তব অবস্থা বিবেচনা. করে কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক করছেন যে ত্রিপুরাতে rail line সম্প্রসারিত করা দরকার। সেই সম্প্রসারণ হয়েছে ত্রিপুরার ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত। সেটা হয়ত মাত্র ৭।৮ মাইল হবে। কিন্তু আমাদের যে আসল সমস্যা, যে সমস্যা হল এখানে শিল্প গড়ে তোলা, আজকে হয়ত এই প্রশ্নের এতখানি গুরুত্ব থাকতো না যদি পাকিস্তান থেকে অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে মানুষ এখানে না আসত। তারা সবাই জমির উপরে বসতে চাইছে যার ফলে জমির উপর এত চাপ পড়েছে যে এখানকার মানুষ ঠিকভাবে বাঁচতে পারবে কি না সেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এই জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে একটা বিকল্প ব্যবস্থা করা দরকার।

সেটা হল Industry. আমাদের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় raw materials এখানে কি আছে তা দিয়েছি এবং বিভিন্ন জায়গায় Private section এবং Public section এও আবেদন, আলোচনা করেছি এখানে Industry গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু সকলের মনেই একটা সন্দেহ, একটা প্রশ্ন এখানকার communication কিরূপ, কিভাবে এখান থেকে finished goods আমরা নিয়ে যাব, কিভাবে labour problem solved হবে, কি রকমের raw materials পাওয়া যাবে এইরূপ বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তাদের মনের মধ্যে এসে যাওয়ায় তারা কেহই বিশেষ ভাবে এগিয়ে আসতে চায়নি। কিন্তু যেদিন কেন্দ্রীয় সরকার এই কথা বলেছেন এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী থেকে ঘুরে এসে বলেছেন যে rail line সম্পর্কে Mr. Patil এর সঙ্গে আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে আমরা বিচার বিবেচনা করে দেখছি যে 4th plan এর মধ্যে কতটুকু করা যায়। এইটুকু আশ্বাস তারা দিয়েছেন। এটা পত্রিকার খবর, এটা Parliament এর declaration যে অন্তত: আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। সেজন্যই আমার প্রথম মনে হয়েছিল যে প্রস্তাব এখানে এসেছে তার মধ্যে সত্যি সত্যি কোন আন্তরিকতা রয়েছে, না কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে আমরা পিছিয়ে গেলাম বা কিছু করতে পারলাম না, এদিকে তো রেল লাইন এসে গেল, এই ধরণের কোন মনোবৃত্তি আছে কিনা সেইটাই আমি ভাবছিলাম। আজকে বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা যিনি তিনিও কথাটা এমন ভাবে বলছিলেন যে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হচ্ছেন না, এই সম্বন্ধে কোন চিন্তা করছেন না। আজকে কংগ্রেস দল যা করেছে তাতে ফল হয় নি। হয়ত এইসব কারণেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। আমি জানি না যেখানে আমরা সবাই মিলে এটা গ্রহণ করতে যাচ্ছি, সেখানেএই ধরণের কথা কেন উঠছে? মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যের বক্তৃতার মধ্যে এই কথাটা যেন আরও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আনা হয়েছে। এর সঙ্গে জনমতের কোন প্রশ্ন নেই, এর সঙ্গে ত্রিপুরার অধিবাসীর কোন প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন উঠেছে যে আমরা পার্টি হিসাবে পিছিয়ে পড়লাম, আমরা পার্টি হিসাবে আমাদের যে কর্ত্তব্য তা আর করতে পারছিলাম না, সেই জন্যেই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। এই কারণে আজকে amendment এর দরকার হয়ে পড়েছে। দরকার হয়েছে এই জন্যে জনমতের প্রশ্ন যদি উঠে থাকে, তা'হলে মূল প্রস্তাবের মধ্যে এই কথাটা থাকা উচিত ছিল। যেটা ত্রিপুরার সবচেয়ে বড় দরকার, সেটা vital প্রশ্ন যে ত্রিপুরার অন্তত: সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন প্রসারিত হউক। এই কথাটা স্বীকার করা দরকার ছিল। এটা ত্রিপুরার জনমতের কথা, আমাদের party র কথা নয়। কিন্তু বিশেষ একটি দল যেখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন, তারা মূল প্রস্তাবের মধ্যে সে কথাটা আনেন নি। এই রকম একটা vital প্রশ্নে সংশোধনী প্রস্তাব আনতে হয়, সেটা আমরা ভাবিনি, ভাবতে পারিনি। যেহেতু বিরোধী দলের সদস্যরা একটা ভালো কাজ করছেন, ত্রিপুরাতে railway সম্প্রসারণের চেষ্টা করছেন, তারা প্রস্তাব এনেছেন, সে জায়গায় হঠাৎ করে কি ভাবে আমি বলি যে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। এটা বড় কথা নয়, rail line আসুক এর জন্য তাদের কোন মাথা ব্যাথা নেই। তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য এই কাজটা করতে যাচ্ছেন, এটা আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার সন্দেহ দূর হয়ে গেল, যখন আমি বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতার বক্তৃতা শুনলাম তখন। আমি যে সন্দেহের কথা মনে মনে ভাবছিলাম, সেই সন্দেহর কথাটা তিনি বারবার প্রকাশ করছেন, যার দ্বারা তিনি বলতে চাইছেন একথা যে জন মত বা একটা ভীষণ সংগ্রাম এখানে হয়ে গেছে। ভীষণ সংগ্রামের কথা আমরা জানি না।

আমরা জানি যে জনমত এই সম্পর্কে বলছে, জনমত এজন্য তৈরী হয়েছে। জনমত বলছে এখানে একটা রেল লাইন হওয়া দরকার। সংগ্রামের এখানে কি প্রশ্ন উঠে, সংগ্রামের কোন কথা এখানে দেখিনে। তারা যদিও প্রতিনিধিদল নিয়ে থাকে সেও আপোষ আলোচনার পথে গিয়েছেন। কিছুদিন আগেও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন, আলাপ আলোচনা করেছেন এবং রেলমন্ত্রী বলতে বাধ্য হয়েছেন যে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন করার কথা বিবেচনা করে দেখা হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই resolution এসেছে। তথাপি একথা আমি বলছি না resolution এর গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না। আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি এর গুরুত্ব রয়েছে বলেই। তাদের ভিতর যাই থাক না কেন, তাদের যদি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমার বলার কিছু নেই। যেহেতু ভূতের মুখে রাম নাম ভাল, সে কথা শুনলেও ভাল লাগে। জানি না তাদের ভূতের পরিবর্ত্তন হবে কিনা, সে কথা বলতে পারছি না। তবে রাম নাম যখন একবার বেরিয়েছে, সে রাম নামই দেখব, ভূতকে দেখব না এবং সে রাম নামকেই গ্রহণ করবো। কাজেই Railway সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রস্তাব এসেছে তা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং এর জন্য যে চেষ্টা এ পর্য্যন্ত করা হয়েছে সে চেষ্টা যাতে ফলবতী হয় এবং সবাই মিলে অন্ততঃ বাইরের Show হিসাবেও যদি হয় তাদের মনে যদি সে কথা নাও হয়ে থাকে তাহলে ও Assembly থেকে, একটা বিধান পরিষদ থেকে সবাই মিলে আমার ত্রিপুরার জনমতকে রূপ দিতে চাইছি। এটাই আজকের দিনে বড় কথা। কে বড় কে দল গড়ল কি গড়ল না সেটা আজকের দিনে বড় কথা নয়। এ কথা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত ছিল না যদি না মাননীয় বিরোধীদলের নেতা এসব কথা উত্থাপন করতেন। আমরা ভেবেছিলাম যে প্রস্তাব যখন গ্রহণ করা হয়েছে, Amendment গ্রহণ করে নিয়েছেন তখন এ ধরনের আলোচনার বিশেষ দরকার আছে বলে আমরা ভাবিনি, কিন্তু আলোচনা করতে হবে। সেজন্য প্রস্তাব এসেছে। আলোচনাটাই মুখ্য কথা। এখানেবলতে হবে যে আমরাই করছি, আমরা আন্দোলন করছি একথাটা বলার জন্য, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং সে প্রস্তাব আনা হয়েছে বলেই এ ধরনের বক্তৃতা হয়েছে, এ ধরণের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে।

তথাপি বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এই যে Amendmentটাকে Accept করেছেন এবং তাদের ভুল বুঝতে পেরেছেন যে ত্রিপুরার জনমত একথা বলে না, জনমত চায় সাবরুম পর্য্যন্ত, জনমত চায় যত তাড়াতাড়ি এটা হয়। এ কথাটা যে তারা বুঝতে পেরেছেন. বিলম্ব হলেও সেজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাই।

Mr. Dy. Speaker :— I would now call on Hon'ble Shri Bir Chandra Deb Barma.

Shri Bir Chandra Deb Barma :—Hon'ble Speaker Sir, we are dealing here with a matter which is a most vital problem of Tripura that is the extension of Railway line upto Sabroom. I would not dwell upon what particular member has in his minds to focus in connection with the resolution that is not at all the question to be determined here. All that we are to see is that we are able to adopt an unanimous resolution on the vital problem of Tripura and that is to be looked upon. So, I think that we have come to an agreed and unanimous resolution, so far as this long felt demand of Tripura that is most

heartening for the Assembly and I will take it to be a glorious day for this Assembly. We have been able to focus a very long felt demand of Tripura. Hon'ble Speaker Sir, the problem of railway is a vital problem of Tripura it is indeed strange that uptill now this railway line could not be extended. However, though a long time has elapsed in the mean time and the people of Tripura has been suffering for a long time, it is heartening that we are here undivided and we are unanimous, so far as this long felt want of Tripura is, I think, that this will give us a guidence for the future that in the matters which concern the people of Tripura vitally. we will stand undivided & unanimous in adopting any resolution in future and in this connection I would like to refer to the resolution in which the question of official language is concerned, I will give my due thank to the Hon'ble Chief Minister that he has been able to come to an agreed decision so that the question will have unanimous decision from this Assembly. I think so far other vital needs of Tripura are concerned we shall stand undivided and whenever any vital problem of Tripura will be discussed here, we shall give an undivided & unanimous opinion. In that point also, I will give my thanks to all the members of this Assembly here that this long felt want of Tripura is going to be focused here in this Assembly I don't know whether this resolution will be given due attention by Central Govt. or not, I don't know what will be the out come of this resolution. Still we shall be able to focus a long felt want of the masses of Tripura and in this respect we are standing undivided and unanimous, this is the point which is to be looked into. I am giving my assurance here that whenever any vital question of Tripura will be raised here. I will be ready to co-operate with the rulling party in order to achieve it. The need, the want is to be removed irrespective of the way in which a man may think in this line or another man might think in another line. That is not the question to be looked into. We want that when a thorn struck to our body the thorn is to be thrown away. How, in what position, by whom, in what manner, the thorn has struck to my body is not to be looked into, we want to get ourselves relieved. We want to have an healthy body, that is all that we want. So the main question is that we want railway line, that would be extended from Dharmanager to Sabroom which is a long felt want of Tripura. This demand should be fulfilled as early as possible. I also give my thanks to the mover of this amendment as the amendment gives more emphasise to the resolution, that we want the completion of railway line from Dharmanagar to Sabroom by the end of 4th plan period. This amendment if indeed a betterment of the original resolution. So I give my due thank to the mover of the amendment that we are able to give a more forcefull comprehensive resolution as the demand of the people of Tripura, by adopting this unanimous resolution we are able to throw a light to our future action as well so that in matter of vital importance of Tripura, we shall stand undivided and the whole Assembly will throw its full weight to fulfill it by giving a unanimous verdict to the resolution. I think the way in which we are moving will lost in future also. I think the resolution on

the vital problem which effect the people of Tripura will be unanimously passed with one discussing the way in which the matter might be looked upon from this perspective or that perspective. It is quite natural that one way look upon a thing from one direction and another man from another direction and there may be difference of out look, but at least there should be complete unity for the completion of this long felt demand of Tripura. I think this long felt want of Tripura should be removed. Almost 17 years has passed since we have got our independence and we want that this long felt want should have been fulfilled long ago but still we were not able to take any unanimous resolution so long. However, I think that we must achieve the main object for which this resolution is going to be adopted in this Assembly. So, saying this I give my unanimous support to the amended resolution.

Mr. Speaker :— I now call on Shri Karunamoy Nath Choudhury.

Shri Karunamoy Nath Choudhury—

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সংশোধিত যে প্রস্তাব ত্রিপুরা রেলওয়ে সম্প্রসারণের জন্য এখানে উপস্থাপিত হয়েছে, তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। আজকের প্রস্তাবটি ত্রিপুরা রাজ্যের একটি যুগান্তরকারী প্রস্তাব, এই প্রস্তাবে ত্রিপুরা রাজ্যে ১৪ লক্ষ লোকের আশা আকাজ্ঞার একটি বিশেষ প্রকাশ পেয়েছে তার দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে উজ্জ্বল হবে বলে আমি আশা করি। আমরা আজকে প্রস্তাবে এক জিনিষ লক্ষ্য করেছি যে যিনি প্রস্তাবটি এনেছিলেন তিনি এমনি একটা দিনে প্রস্তাবটি এনেছেন যেদিন সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতা শ্রীকামরাজ নাদার ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে তার সম্মতি দিয়েছেন। যেদিন আমরা এই হাউসে জানতে পারলাম যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামসুভাগ সিং ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণে তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের উন্নয়ন মন্ত্রী Press Conferenceএ যে আশ্বাস পেয়েছেন তা বলেছেন, তার পরেই আমরা এই প্রস্তাবটি এখানে পেলাম। আমি মাননীয় প্রস্তাবকারীকে একটি মাত্র ধন্যবাদ দেব যে তাঁর প্রস্তাবটা অপূর্ণ হলেও তিনি এ প্রস্তাব এনেছেন। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা প্রসঙ্গ ক্রমে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে রেলওয়ে সম্প্রসারণের আন্দোলন, সেই আন্দোলনের তিনিও একজন প্রতিনিধি হয়ে দিল্লীতে গিয়েছিলেন, আমার মনে হয় যে তিনি ইচ্ছে করে, একটা সত্যকে গোপন করেছেন, যদি প্রকাশ করতেন তাহলে তার মহত্বের কোন ব্যতিক্রম হত না। তিনি জননেতা হিসাবে তার নিজেকে ক্ষুণ্ণ করতেন না, একটা সত্যিকারের সত্যের প্রকাশ তিনি করতে পারতেন। কিন্তু অত্যন্ত কৃপণতা সহকারে তিনি সুকৌশলে সেই কথাগুলি এড়িয়ে গেছেন। সেই সত্যকে আমি প্রকাশ করছি। আমি যতটুকু জানি ত্রিপুরা রাজ্যে, দেশ বিভাগের পরে আমাদের এ রাজ্যের যোগাযোগ যে দুরবস্থা ছিল, সেই অবস্থায় আমাদের এই রাজ্যের একজন প্রবীণ কংগ্রেস কর্মী স্বর্গীয় হরিগঙ্গা বসাক ত্রিপুরা রাজ্যে কি করে দশ লক্ষাধিক লোকের বসবাস হতে পারে এবং সেই দশ লক্ষাধিক লোক সমৃদ্ধি সম্পন্ন অধিবাসী হিসাবে বসবাস করিতে পারে সেই সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা কাগজে পত্রে বিশেষ করে যুগান্তর' পত্রিকা, আনন্দবাজার পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করেন। তার পরে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের কংগ্রেসের তরফ থেকে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা বর্তমানের তিনি আমাকে বিধান সভার মাননীয় সদস্য শ্রীযুত উমেশলাল সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে এখানে স্থানীয় পত্রিকা 'সেবক' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅমিয় দেবরায় মহাশয়ের সম্পাদনায় একটা কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটীতে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গার সদস্যবর্গ ছিলেন। এ কমিটীতে আমিও যেমন একজন সদস্য ছিলাম, আমাদের আর একজন সদস্য মাননীয় বিধান সভার

সদস্য শ্রীসুনীল দত্ত মহাশয়ও ইহার সদস্য ছিলেন, (আমার ভুল হতে পারে) ১৯৫৩—৫৪ সালে ত্রিপুরা রাজ্য হতে একটা প্রতিনিধি দল দিল্লীতে পাঠান হয় এবং সেই প্রতিনিধি দল তদানীন্তন পার্লামেন্টের যতজন সদস্য ছিলেন প্রত্যেক সদস্যকে ত্রিপুরার একখানা করে মানচিত্র এবং রেল লাইনটা কোনদিকে হলে ত্রিপুরার সবচেয়ে মঙ্গল হতে পারে, বিভিন্ন sub-division-কে যোগ করে সেই মানচিত্র পরিবেশন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষ থেকে অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীবর্গ এবং রাজনৈতিক দলগুলিকেও তারা এই মানচিত্র সহ ত্রিপুরার দাবীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্যে তাদের দাবী জানান। বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য এই সত্যটীকে সুচতুর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকাশ না করে গোপন রেখেছেন। তখন থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল আন্দোলন সর্বত্র কংগ্রেসের বিভিন্ন সভায় সমিতিতে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে এবং গতকল্য ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে তেলিয়ামুড়ায় বিরাট জনসভায় সারা ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী হিসাবে সর্বভারতীয় অংশীদার। সেই সর্বভারতীয় যে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ গত আর্থিক বৎসর পর্য্যন্ত আমার যতটুকু জানা আছে, ১৬ হাজার কোটি টাকা ঋণের বোঝা আমাদের বহন করতে হচ্ছে। আজকের রেলের প্রস্তাব আমরা এমনি মুহূর্তে নিচ্ছি যখন আমরা তার একটা উপকার ভোগ করব। যে সমস্ত প্রদেশে রেল আছে, সেই সমস্ত প্রদেশে বিভিন্ন জায়গায় metre গজের জায়গায় ব্রডগেজ হয়েছে। শত শত মাইল রেল রাস্তা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় সম্প্রসারিত হয়েছে এবং মাত্র গত বৎসর ত্রিপুরা রাজ্যের স্থান হয়েছে ভারতবর্ষের রেল মানচিত্রে। রেল মানচিত্রে প্রবেশ করে আজকে আমরা ২য় পদবিক্ষেপে যাচ্ছি। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ধর্ম্মনগর হতে কৈলাসহরের মধ্যে ১৭ মাইল রেল রাস্তা প্রাথমিক জরিপ ইত্যাদি করেছেন। আমি আশা করি যে আমাদের এই প্রস্তাব রেল সম্প্রসারণকে দ্রুত-তর করবে। আমরা এই ত্রিপুরার নূতন যে land reform Act করেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের জমির খাজনা বৃদ্ধি হয়েছে, stamp আইনে কিছুটা stamp এর খরচ বৃদ্ধি হয়েছে আজকে যখন রেল আসবে তখন তাদের আয় বাড়বেই তারা তখন খুশী হবে। আজকে কৃষকদের উৎপাদিত জিনিষ রেলের যোগাযোগের অভাবে, শুধু পরিবহন ব্যবস্থার যে সুযোগ পাওয়া দরকার। সর্ব্ব ভারতীয় দৃষ্টিতে আমরা তা না পাওয়ার জন্য আমাদের কাজের আয় কম। আমি আশা করব যে এই রেলওয়ে সারা রাজ্যের কৃষকদের উন্নতির পথ খুলে দেবে। আমি আর একটি আশা রাখি যে এই রাজ্যের নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ আজকে পরিবহনের অভাবের জন্যই খরচ বেশী পড়ে। আমাদের আয় কম, কিন্তু এই রেল হয়ে যাওয়ার পরে পরিবহনের ব্যয় কমবে, ত্রিপুরা রাজ্যে একখানা দালান করতে হলে যে দালানে ২৫ হাজার টাকা খরচ যায়, দিল্লীতেও সেই দালানে ১৫ হাজার টাকার বেশী খরচ যায় না। তার প্রধানতম কারণ হলো এই পরিবহন, আমরা অনেক সরকারী বাড়ী করছি, তবু বহু সরকারী কর্ম্মচারীদের বাড়ী আমরা দিতে পারছি না, ব্যয় ভারের জন্য আমাদের আয়ের তুলনায়, আমি আজকে আমাদের বিধান সভার এক সদস্যের মুখে শুনেছি, তিনি হয়ত হিসাব করে দেখেছেন যে ব্যয় হলো তার বিশ গুণ, সেই ব্যয়ভার অন্ততঃ অঙ্কের দিক থেকে কমবে, কারণ তখন আমরা সিমেন্ট পাব কম পয়সায়, লোহা পাব কম পয়সায় যার ফলে আমরা অনেক কমে আমাদের সরকারী বাড়ী ঘর তথা সর্ব্বসাধারণের বাড়ী ঘর আমরা অনেক সস্তায় করতে পারব। এখানে কৃষি লাভজনক ব্যবস্থা হিসাবে কেউ দেখেন বলে আমার মনে হয় না। কৃষক যারা, তাদের কৃষি করতে হয় বলেই তারা কৃষি করছেন, রেলওয়ে যখন হয়ে যাবে রেলে যখন

আমরা মাল চালান দিতে পারব, তখন তাহা লাভজনক পর্য্যায়ে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার আরো বিশ্বাস, সারা রাজ্যের বনজ, কাঁচা মাল, তথা আমাদের উৎপাদিত কাঁচা মাল তখন শুধু আমরা বাইরেই চালান দেব না, তাকে শিল্পের দ্বারা, শিল্পের মাধ্যমে আমরা রূপান্তরীত করে অর্থকরী পর্য্যায়ে আনতে পারব। ত্রিপুরা রাজ্যে ডুম্বুর এলাকায় জল বিদ্যুৎ প্রকল্প গঠন করার সদিচ্ছা আমাদের রয়েছে। আমরা যতটুকু জানি, আমাদের যে পরিমাণ electricity অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে তা এ রাজ্যের প্রতি ঘরে ব্যবহার করেও বাড়তি থাকার কথা। আমাদের Rail যখন হবে তখন আমরা আমাদের রেলকে বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালনা করার কথাও আমরা চিন্তা করতে পারব এবং অন্য দিকে এই যে বিদ্যুৎ প্রকল্প গুলি, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন নদী গুলিতে যে বন্যা হয় সেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত বাধের প্রয়োজন, সেই বাধের জন্য আমরা প্রয়োজনীয় পরিমান পাথর আমদানী করতে পারবো। এখন পাথর আনতে মোটর গাড়ীতে যে খরচ পরে, রেলওয়েতে আনতে তার খুব কম অংশই খরচ পড়বে। যে কারণ বশতঃ আজকে যে বিরাট বাজেট যাহা ত্রিপুরায় প্রত্যেকের মাথা পিছু হিসাব করলে একশত টাকার উপর কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের জন্য বৎসরে ব্যয় করছেন। সেক্ষেত্রে এই ব্যয় ভারটি কমে আসবে আর আমাদের আয়ের অংশটি অনেক বেড়ে যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য একদিকে যেমন আমাদের বিদ্যুৎ প্রকল্পের দরকার অন্যদিকে Railway যোগাযোগ ব্যতীত সমস্ত রাজ্যের যথাযথ উন্নতি হতে পারে না। আমাদের এই প্রস্তাব দ্বিতীয় সম্ভাবনা নিয়ে আসবে সমস্ত ত্রিপুরায়। এই Rail line যেখান দিয়েই যাক না কেন সমস্ত মনোভেলি, কমলপুরের সমস্ত ভেলী, খোয়াইয়ের সমস্ত ভেলী এ দিকে গোমতীর সমস্ত ভেলীগুলির আমরা তখন শাখা লাইন খুলে আমরা আমাদের রাজ্যের প্রান্ত পর্য্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে পারবো, তখনই আমাদের যারা শত্রু, যারা এখনো বিদেশের দিকে চেয়ে আছেন, এই ত্রিপুরা রাজ্য স্বাধীন ভারতবর্ষের এক অংশ, তাহাকে বিপন্ন করার স্বপ্ন যারা দেখছেন তখনই এই উন্নয়ন হবে তাদের কাছে একটি বজ্রাঘাত। প্রতি মূহুর্ত্তে তারা ভয় করবেন ভারতবর্ষের সীমান্ত আজকে যারা আক্রমণ করছে বিশেষ করে আমাদের ধর্ম্মনগরের একট এলাকায় গতকল্য পাকিস্তানিদের আক্রমণ চলেছে, রাণীবাড়ী বাগান, কালাছড়া বাগানের প্রান্তে যেমনি চলেছিল সাবরুমের জলাইবাড়ী এলাকায়, আগরতলার উত্তর প্রান্তে, সোনামূড়ার প্রান্তে সেদিন চলেছিল করজিছড়ায়। তারা আর অংশ পাবে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই অনগ্রসরতার জন্যই শত্রুদের সাহস বেড়েছিল। আমাদের সতর্ক প্রহরীরা সীমান্ত পাহারা দিচ্ছে অতি কষ্টে, তখন তাদের সাহস আরও বেড়ে যাবে। আমি সেদিনের স্বপ্ন দেখছি যেদিন ত্রিপুরার প্রত্যেক sub-division এর সঙ্গে আজকের প্রস্তাবিত রেল শাখাগুলির যোগাযোগ হবে এবং ত্রিপুরার মানুষ সর্ব্ব ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তাদের নিজকে চিন্তা করতে পারবে, সেদিন সার্থক হবে গান্ধীজীর পরিকল্পিত ভারতবর্ষ। তিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষের দীনতম দরিদ্র যেদিন ভাবতে পারবে এই ভারতবর্ষ আমার, সেদিন ভারতবর্ষের সমাজের সত্যিকারে রূপ সার্থক হবে। আজ এই প্রস্তাবের দ্বারা আমরা সেই পথেই অগ্রসর হচ্ছি। এই প্রস্তাব যিনি উত্থাপন করেছেন আমি বুঝতে পারিনাই যে আজকে তিনি কেন এই ত্রুটীপূর্ণ প্রস্তাব প্রথমে নিয়েছেন যে ক্ষেত্রে তিনি জানতেন যে কংগ্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনার কথা বার বার বলা হচ্ছে এবং সেই স্বীকৃত ও আজকে প্রতিশ্রুতির আকারে দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় যে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলের যে প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবের একটী মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে যে জনসাধারণের যে দাবী সেই দাবী এত জোরালো তদুপরি

কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃবর্গের আশ্বাস এত জোরালো সে অন্ততঃ লোক দেখানোর জন্য একটা প্রস্তাব আমরা রাখি, কিন্তু সামগ্রীক উন্নতি, হয়ত এত উন্নতি তার সহ্য হবে তিনি ভাবতে পারেননি। আমাদের বিশ্বাস আছে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা আশ্বাস দিয়ে তা পালন করেন, আমাদের মন্ত্রীরা Press conference ইত্যাদিতে যা বলেন সত্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তারা বলেন, সেই জন্যই আমাদের বিশ্বাস আছে, বিশ্বাস আছে বলেই আমরা ভরসা করেছিলাম এবং সেই বিশ্বাস আছে বলেই আজকে আমাদের মাননীয় একজন সদস্য তার সংশোধন এনেছেন এবং এই সংশোধনই ত্রিপুরার প্রকৃত মঙ্গলদায়ক হবে, ত্রিপুরার যুগান্তকারী উন্নয়নের সহায়তা এই প্রস্তাবের দ্বারা, এই সংশোধনের দ্বারা হবে, এই বিশ্বাস রেখেই আমি আমার বক্তব্য সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে রাখছি। আমি আশা করি যে আমার বক্তব্য আমি বলতে পেরেছি।

Mr. Speaker ::—I would now call on Shri Hlura Aung Mag.

Shri Hlura Aung Mag :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে ruling party র অনেক সদস্য বলেছেন যে প্রস্তাব আনার কারণ হচ্ছে নাকি কংগ্রেসের President, সারা ভারতের কংগ্রেসের President কামরাজ নাদার আসার কারণেও সাথে সাথে এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু আমি মনে করি যে কামরাজ নাদার আসার একমাস আগেই এই প্রস্তাবটা এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে এবং এই প্রস্তাবে বলতে গিয়ে এখানে আরও তিনি বলেছেন যে কিছু দিন আগে নাকি planning Minister থেকে সেই Parliament এ সেটা প্রকাশিত হয়েছে। সেটার জন্য তারা বাহাবা নেবার জন্যই এই প্রস্তাবটা রেখেছেন, মানে তাড়াহুড়া করেই। কিন্তু মোটেই নয় সেই কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা তাড়হুড়ার ব্যাপার নয়—এই রেলওয়ে আন্দোলনে সারা ত্রিপুরাবাসী যে আন্দোলন করছে তার কটা নজির রয়েছে। আজ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে রেলওয়ে আন্দোলনের জন্য ধর্মনগর হতে সাবরুম পর্য্যন্ত জনসাধারণ সেই আন্দোলনকে তারা সংগঠিত করে তুলেছিল। কি পাহাড়ে কি টীলায়, সহর, বন্দরে সর্ব্বত্র যে ভাবে তারা আন্দোলন গর্জ্জে তুলেছিল আজ সেই শাসক দল তাতে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং আজ সেই মিলিত ভাবে রেলওয়ের যে প্রস্তাব সংশোধনী আকারে আমাদের যে Ruling Partyর এক সদস্য এনেছেন তা হয়ত হতে পারে তাদের কাছে যে কামরাজ নাদার আসার সাথে সাথে তারা সম্মিলিত ভাবে এসে এই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। সেই জন্য Ruling Partyর সেই সদস্যকে অভিনন্দন জানাই। তার সদিচ্ছা আছে এবং এই ভাবে মিলিত ভাবে ভবিষ্যতেও আমরা প্রস্তাব আনতে পারি। ত্রিপুরার জনসাধাণের উন্নতি হতে পারে সেই আশা আমি রাখব। টেরিটোরিয়েল কাউন্সিলের আমল থেকে এই আন্দোলন আমরা করে আসছি এবং প্রস্তাব করে আসছি এই রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য এবং এ প্রস্তাব আজ এক যোগে Ruling Party ও বিরোধীদল রাখছে। Ruling Partyর সদস্যরা যে সমর্থন করেছেন সেজন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ভবিষ্যতে যেন constructive wayতে উভয়ে সমানভাবে এই রকম মিলিতভাবে প্রস্তাব আনেন। তেলিয়ামুড়া সম্মেলনের পরে আজ এই প্রস্তাব মিলিত ভাবে আসার জন্য এবং ত্রিপুরার ১০ | ১২ লক্ষ লোকের যে আশা আকাঙ্খাকে রূপায়নের জন্য তারা যে এগিয়ে এসেছেন সেই জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। এইরূপ মিলিতভাবে কাজ করতে পারলে খাদ্য সমস্যা ও অন্যান্য সমস্যা গুলির আমরা সুষ্ঠু সমাধান করতে পারব ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সফল করতে পারব। ধর্মনগর হতে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ হলে কৃষকদের নানা দিক দিয়ে কিছু আয় বাড়বে এবং দুঃখ কষ্টের কিছুটা লাঘব হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই স্বপ্নকে জনসাধারনের আকাঙ্খিত স্বপ্নকে আজ রূপায়িত করার জন্য সম্মিলিত ভাবে আমরা যে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছি সেই জন্য যে মূল প্রস্তাবক তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তারাও সেইভাবে ত্রিপুরা রাজ্যকে তাদের জনসাধারণের স্বপ্নকে প্রতিফলিত করুক এবং ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে-যাক, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ভবিষ্যতে সুখের, সমৃদ্ধির পথ আমরা সুগম করতে পারব। এইটুকু আমি বিশ্বাস রাখি। এই বলেই আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলব এবং এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়েই আমি এই কথা রাখব. জনসাধারণের কাছে আজ Ruling Party নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও বাধ্য হবেই। এই বলে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Frist I am putting the amendment to vote. The question before the House is the amendment moved by Shri Umesh Lal Singh that omit the portion of the resolution from the word "Agartala and schemes" to the end of the resolution and substitute the following in its place :—

"Sabroom in the Fourth five year Plan and take up the survey and other preliminary works in connection with the work as early as posible so that the construction may be completed by the end of the Fourth Plan period."

As may as are of that opinion will please say "Ayes".

Voices "Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Nos" :'Ayes' have it. "Ayes" have it. The amendment is carried.

Mr. Speaker :—Now I am putting the amended resolution to vote. The question before the House is that 'This Assembly requests the Central Government to include the schemes for the construction of Railway from Dharmanagar to Sabroom in the 4th five year Plan and take up the survey and other preliminary works in connection with the work as early as possible so that the construction may be completed by the end of the Fourth Plan period,"

As many as are of that opinion will please say "Ayes",

Voices "Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

The resolution is carried.

Mr. Speaker : The next Resolution is of Shri Atiqual Islâm, M. L. A. Now, I would call on Shri Atiqul Islam to move his resolution that—"This Assembly is of opinion that in view of the fact that the cost of living index of Tripura continues to rise steeply, the pay of the employees of all categories should be revised forth with, and dearness allowances fixed up, immediately, on the principles inunciated in the recent report of the Das Commission, set up by the Central Govt. in 1964."

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারী কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে বা তাদের বেতন পুনর্বিনাস সম্পর্কে আমরা অনেকবার আলোচনা করেছি, গত বাজেটে করেছি, গত অধিবেশনে করেছি, এখন আবার আমরা আনলাম। আনতে হয় এই জন্তে যে সমস্যাটা আমরা বার বার তুলি এবং বার বার আপনাদের কাছ থেকে অনেক assurancesএর কথা শুনার পরও ঘটনাটা যেখানে থাকবার ঠিক সেখানে থেকে যাচ্ছে। গত মিটিংএ বলা হয়েছিল যে একটা Pay Committee করা হয়েছে, এবং সেই Pay Committee বেতন সম্পর্কে কি anamolies এবং inconsistency আছে তা তারা দেখবেন। তখন আমি একটা Govt. এর circular পড়ে দেখিয়েছিলাম যে সেই circularএ anamolies এবং inconsistencies দেখবার কোন কথা নেই, শুধু বলা আছে সেখানে যে সকল minor errors আছে তা শুধু তারা দেখবেন। তখন আমাদের উপমন্ত্রী Mr. Bhowmik আমার ভুল সংশোধন করে দিয়ে বলেছিলেন যে ওটা হচ্ছে আগের circular এর পরে হওড়া দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েছে, অনেক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমরা আদেশটা পাল্টিয়ে দিয়েছি। কাজেই এখন যে Pay Committee আছে সেই Pay Committee এই যে anamolies এবং inconsistencies আছে তারা সেগুলো দেখবেন। কিন্তু এর পর অনেকগুলো মাস পার হয়ে গেছে তাদের ভাগ্যে বা ওনাদের বেতনের গত দুই মাসের কোন রকম পরিবর্ত্তন হয়নি। সেই meetingএ আমাদের সদস্য শ্রীকরুণাময় বাবু বলেছিলেন যে Pay Committeeটা কাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছে। এই Pay Committee এই রকম বেতনের পুনর্বিন্যাস করতে পারে সেই Pay Committee-র কাছে কি আমাদের এই employeeদের ভাগ্য কি আবার ছেড়ে দিতে পারি? যে Pay Committee বেতনের পুনর্বিন্যাস এই ভাবে করেছে সেই Committee-র কাছে এটা ছেড়ে দেওয়া যায়না এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ছেড়ে দেওয়া যায়না। আর Pay Committee-তে কারা কারা আছেন সেটা জেনে ওদের পাল্টিয়ে আমাদের আবার নূতন করে Pay Committee করা দরকার। করুণা বাবু বলতে পারেন যে সেই Committee-র কি পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং যে কমিটির প্রতি আস্থা নাই সেই আস্থাহীন কমিটি আজও আছে কিনা তার জবাব তিনি পেয়েছেন কিনা, তিনি তা বলতে পারবেন। কিন্তু আমরা জানি এ ছাড়া আর অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। আমি আজকে সমস্ত বৃত্তান্ত আলোচনা করতে চাইনা, করার সময়ও নেই, করা সম্ভবও নয়। আমি জানি যে আমাদের অনেক employees-দের Pay scale এখন পর্য্যন্ত revised-ই করা হয়নি। যাদের revised করা হয়েছে, সেখানে তো একটা আলাদা কথা আছেই, revised করতে গিয়ে বেতন কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকের-ই তো বাড়েনি, বলা হয়েছে পশ্চিম বঙ্গের অনুসরণ করেছি, top-এ পশ্চিমবঙ্গের তো অনেক কথা মানা হয়েছে আর নাচের তলাতে তো পশ্চিমবঙ্গকে তো অনুসরণ করাই হয়নি। এ হল এক চিত্র। আর আজ পর্য্যন্ত এমন অনেক Post আছে যেগুলোকে কোন রকম পুনর্বিন্যাস করা হয়নি। Education এর Non-Matric teacher, Matric trained, un-trained graduate এদের Pay scale কোন রকম revision করা হয়নি এবং এরা খুব সম্ভবত প্রায় ৭৫% employees হবে of the Education Deptt: Fire Service-এর Sub-Station officer তার Pay scale-এর কোন revise করা হয়নি, Police Deptt. এর Accountant, Reader এদের Pay scale এর কোন revise করা হয়নি। Radio operator পুলিশ Deptt: তাদের Pay scaleও কোন রকম revise করা হয়নি। T.T.C.-র যারা Technical Staff ছিল তাদের Pay scale আজ পর্য্যন্ত revise করা হয়নি।

যারা নাকি technical staff ছিল তাদের Pay Scale আজ পর্যন্ত revise করা হয়নি। যেমন ধরুন Tracer, overseer, Sub-overseer, Draftsman ইত্যাদি, তাদের Pay scale এ কোন রকম revision করা হয়নি। যারা নাকি worked charged employee P.W.D.তে তাদের Pay scale এ কোন রকম revision আজ পর্যন্ত করা হয়নি। আজ জানিনা যে কেন এদের Pay scale revision করা হচ্ছেনা এবং সেইজন্য আমরা বার বার বলে আসছিলাম যে একই Deptt.এ, একই Administrationএ একদল employee তাদের Pay scale revision হবে, তারা revision এর benefit পাবে, আর একদল employee আসবে তাদের Pay scale revision হবেনা, তারা Revision of pay scaleএ কোন benefit পাবেনা এ double standard কি করে চলতে পারে এবং সেই চলা অনির্দিষ্ট কাল কি করে থাকতে পারে। আজকে এক বৎসরের বেশী হয়ে গেল আমরা এ নিয়ে আলোচনা করছি এবং প্রতিবার আমাদের এ সম্পর্কে assurance দেওয়া হচ্ছে, দেওয়ার পরও সেটার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি এবং হবে কিনা তাও আমি জানিনা। আমি Radio operatorএর কথাটা বলছি। ১৯৫০ সনে ওদের Pay scale ছিল Rs. 80-2-220/- সেই ১৯৫০ থেকে আজ ১৯৬৫, ১৪টা বৎসর তারা পার করেছে, অনেক employeeদের অনেক revision হয়ে গিয়েছে কিন্তু তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, তাদের Pay scale এর কোন revision করা হয়নি। এখন সবচেয়ে মজা হচ্ছে এটা যে Radio operatorকে বলা হয়েছে ওদের rank হচ্ছে S.I.এর rank. S.I. এর rankও তারা থাকবে না এবং সেই অনুযায়ী central Govt. এর Circular আছে। যদি সেই circular দেখতে চান তাহলে দেখাতে পারি। S.I.দের Pay scale revision হয়ে গেছে এবং এটা খুব স্বাভাবিক ঠিক সেই অনুসারে pay scale revision হবে, তারা সেটা claim করতে পারে, কিন্তু তারা সেটা পারেনা। S.I. এর অনুযায়ী যা হওয়া উচিত সেটা এদের হয়নি। Technical Recommendation committee Radio operator এর pay secale কি হবে সেটার একটা recommendation করে ছিলেন। তারা বলেছিলেন যে ১৫০-৩০০ ওদের pay scale হওয়া উচিত। Technical Recommendation committee ১৫০-৩০০ pay scale এর কথা তারা বলেছিলেন। এ হচ্ছে 1961 এর কথা। 1962তে আমি জেনেছি উঁরা বলেছিলেন যে এখন Emergency, এখন তোমরা এদের pay revision করো না। সেই Emergencyর period কবে শেষ হবে সেই Emergency অবশ্য এখনো আইনতঃ আছে। 1962 পার হয়ে গেছে কিন্তু during this period Radio operator, অন্যান্য সমস্ত Department এ যেখানে pay scale Revision হতে পারে তাহলে Emergencyর নামে ওদের pay scale আটকে থাকবে কেন? সেখানে কি যুক্তি আছে? যদি Emergencyটা অন্য কোন Employees এর বেলায় Revision of pay scaleটা আটকাতে না পারে তাহলে Emergencyর বলে এগুলো আটকে থাকবে কেন? সমস্ত Emergency কি সেখানটায়? আর কোথাও Emergency নেই। কেবল Emergency Radio operator এর বেলায়। সে এক অদ্ভুত argument. এবং কথা হচ্ছে এখানে এই যে Recommendation, এই Recommendation অনুযায়ী অনেক State তাদের pay scale revision করেছেন। যেমন ধরুন দিল্লী করেছে, আন্দামান করেছে, খুব সম্ভবত মণিপুরও করেছে এবং pay scale তারা যদি revision করতে পারে এবং সেইখানে যদি Emergency জন্য তাদের revision of pay scale আটকে না থাকে, তাহলে আমাদের ত্রিপুরায় এসে এটা আটকে থাকবে কেন? সমস্ত Emergency কি ত্রিপুরার Radio operatorর কাছে গিয়ে পড়েছে, যে এখানে শুধু Emergency, আর কোথাও Emergency নাই।

সারা ভারতবর্ষের সমস্ত e mployeeর বেলায় pay scale revision হতে পারবে, ত্রিপুরায় ও হ'তে পারবে কোন Emergency নাই, কেবল Radio operator কাছে সমস্ত Emergencyটা পড়ে আছে। সে আজ কিছুতেই হতে পারেনা। আমি যতটুকু জানি Superintendent of Police তিনিও একটা চিঠি লিখেছিলেন Tripura Government এর কাছে যে এদের pay scaleটা revision করা হউক। এই যে Technical Recommendation Committee যে recommend করেছেন অন্ততঃ সেই হারে তাদের pay scaleটা revision করা হউক। আমি যতটুকু জানি 28th August, 1964এ Superintenden of Police চিঠি লিখেছেন Tripura Government এর কাছে তাদের pay scale revision করার জন সেই Superintendent সাহেব এখন নেই। তিনি চলে গেছেন কাজেই Superintendent of police recommend করছে, Technical Recommendation Committee recommend করছে, বিভিন্ন জায়গায় তারা Radio operatorদের pay scale revision করছে। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় ১৪ বৎসর চাকুরী করার পরে ও তাদের ভাগ্যের সেখানে পরিবর্তন হচ্ছেনা। কেন যে তাদের pay scale revision হচ্ছে না, এটা আমার কাছে বোধগম্য নয়। তারা Radio operator, তাদের S. I. এর rank, তাদের S.I. হিসাবে পোষাক পরতে হয়, regular parade তারা করে, সব কিছু তারা করতে পারে। তাহলে এটা natural technical demand যে এটা S. I. এর renk S.I. এর scale তারা পাবে।

Mr. Dy. Speaker :—The discussion is to continue The House stands adjourned till 11 A.M. on Monday, the 29th March, 1965.

APPENDIX—'A'

(PAPERS LAID ON THE TABLE)

Unstarred Question No. 283 By Shri Ramcharan Dev Barma.

QUESTION.	ANSWER.
1) Names of Govt. employees employed in offices outside Tripura and names of the places where they have been posted.	1. Shri R. Sankaranarayanan, Controller of Supplies, Tripura. 2. Shri S. Das Gupta. 3. Shri Khagesh Choudhury. 4. Shri Nripendra Goswami 5. Shri Rama Kanta Datta. 6. Shri Sushanta Kumar Bhattacharjee. 7. Shri Mani Lal Das Gupta. 8 Shri Pabitra Kumar Paul. 9. Shri Kalipada Choudhury. 10. Miss Anjali Bhattacharjee. 11. Miss Bijoya Choudhury. 12. Shri Mahakanta Jha. 13. " Raghuban Singh Misra. 14. " Narendra Nayek. 15. " Indu Bhusan Maity 16. " Babu Lal Balmik. 17. " Atiananda Jha. 18. " Sudhir Pattanaik. 19. " Ambica Ranjan Bhattacharjee. All of them have been posted at Calcutta.

QUESTION.	ANSWER.
2) Jobs for whieh they have been placed there.	1. He has been declared as Head of office and functioning as Drawing and Disbursing officer and is responsible for procurement and despatch of all essential goods to Tripura. He is also functioning as Liaison officer for the Government of Tripura.
	2. He has been posted to assist the Controller of Supplies in the discharge of his official duties.
	3. For maintenance of accounts, preparation of bills and supervising of the works of all other clerical staff.
	4. Stenographer.
	5. Entrusted with out door works viz. arrangement of delivery and despatch of essential commodities and food-grains to Tripura.
	6. -do-
	7. Entrusted with clerical work.
	8. -do-
	9. -do-
	10. -do-
	11. -do-
	12. Driver.
	13. Duftry.
	14. Peon.
	15. Peon.
	16. Sweeper.
	17. Night Guard.
	18. Functioning as cook-cum-attendant in the Circuit House attached to Calcutta office.
	19. For arranging inplánt training of the passed out boys of the Industrial Training Institute both for Tripura and Manipur under apprenticeship Act of the Craftsmen Training Scheme.
3) Names of the employess who had been transferred to Tripura from these places during 1964-65.	1. Shri Sital Chakraborty, Head Clerk-Cum-Accountant.

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala, Tripura.